দুর্নীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গঠনে ইসলামের ভূমিকা

Role of Islam in the formation of Corruption and Terrorism free society

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

মুহাম্মাদ লোকমান হাকীম

পিএইচ.ডি. গবেষক

রেজিঃ নং : ৪১/২০১৫-১৬ (নতুনভাবে)

আরবি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

এ মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মুহাম্মাদ লোকমান হাকীম কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপিত **"দুর্নীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গঠনে ইসলামের ভূমিকা"** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছে। এটি গবেষকের একক ও মৌলিক গবেষণাকর্ম। পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভের জন্য আমি অভিসন্দর্ভটি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি এবং গবেষককে উপস্থাপনের অনুমতি প্রদান করছি।

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মোঃ আবদুল কাদির
অধ্যাপক, আরবি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

এ মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মুহাম্মাদ লোকমান হাকীম কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ. ডি. ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপিত **"দুর্নীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গঠনে ইসলামের ভূমিকা"** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছে। এটি গবেষকের একক ও মৌলিক গবেষণাকর্ম। পিএইচ. ডি. ডিগ্রি লাভের জন্য আমি অভিসন্দর্ভটি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি এবং গবেষককে উপস্থাপনের অনুমতি প্রদান করছি।

যুগ্ম-তত্ত্বাবধায়ক

ড. আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক
অধ্যাপক, আরবি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি ঘোষণা করছি যে, "**দুর্নীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গঠনে ইসলামের ভূমিকা**" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার একক ও মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানা মতে এ শিরোনামে আর কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। এ অভিসন্দর্ভ বা এর কোন অংশ ইতিপূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয়নি।

মুহাম্মাদ লোকমান হাকীম
পিএইচ.ডি. গবেষক
রেজিঃ নং : ৪১/২০১৫-১৬ (নতুনভাবে)
আরবি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংক্ষেপ

হি. = হিজরি
খৃ. = খৃষ্টাব্দ
(সা) = সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
বিঃ দ্রঃ = বিশেষ দ্রষ্টব্য
দ্রঃ = দ্রষ্টব্য
প. দ্র. = পরবর্তী দ্রষ্টব্য
ড. = ডক্টর, Ph. D.
মৃ. = মৃত, মৃত্যু
(রা) = রাদিআল্লাহু আনহু
(র) = রাহেমাহুল্লাহ আলাইহি
পৃ. = পৃষ্ঠা
সং = সংস্করণ
সম্পা. = সম্পাদিত
প্রাগুক্ত = পূর্বোল্লিখিত
জ. = জন্ম
ইং = ইংরেজি
খ. = খণ্ড
অনূ. = অনূদিত
তা বি = তারিখ বিহীন
Ed. = সম্পাদক অথবা সম্পাদিত
P. = Page. পৃষ্ঠা
Vol. = খণ্ড
N. B. = বিঃ দ্রঃ
ঢাঃ বিঃ = ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৫ : ৫ = প্রথম সংখ্যা সূরার, ২য় সংখ্যা আয়াতের
ই. ফা. বা. = ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণায়ন

বর্ণ	প্রতিবর্ণ		বর্ণ	প্রতিবর্ণ
ا	অ		ض	দ্ব
ب	ব		ط	ত্ব
ت	ত		ظ	য
ة	ত		ع	‘অ
ث	ছ		غ	গ
ج	জ		ف	ফ
ح	হ		ق	ক্ব
خ	খ		ك	ক
د	দ		ل	ল
ذ	য		م	ম
ر	র		ن	ন
ز	য		و	ওয়া
س	স		ه	হ
ش	শ		ء	হ
ص	স		ي	ইয়া

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা

গবেষণা পত্রটি উপস্থাপন করতে পেরে মহান রাব্বুল ‘আলামীনের শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। দরূদ ও সালাম মানবতার মুক্তিদূত, খাতামুন নাবিয়্যীন, রাহমাতুল্লিল ‘আলামীন, সায়্যিদুল মুরসালীন, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর।

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক, প্রাবন্ধিক, বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনসমূহের ভাষ্যকার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের অধ্যাপক ড. মো: আবদুল কাদির। যুগ্ম-তত্ত্বাবধায়ক বহু গ্রন্থপ্রণেতা, আধ্যাত্মিক সাধক, আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও অধ্যাপক ড. আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক। অনেক ব্যস্ততার মাঝেও তারা আমাকে যে নিরন্তর উৎসাহ ও উদ্দীপনা যুগিয়েছেন তার তুলনা বিরল। তাদের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ।

আমার বিভাগীয় চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ ইউছুফ, অধ্যাপক ড. এ বি এম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী, বিভাগীয় সহযোগী অধ্যাপক ড. যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক, ড. মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, ড. মুহাঃ মিজানুর রহমান, ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন, ড. আব্দুল্লাহ আল-মা’রূফ, ড. আ জ ম কুতুবুল ইসলাম নোমানী সহ সকল শিক্ষক মহোদয়কে শ্রদ্ধার সাথে স্বরণ করছি। এছাড়াও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ ছবিরুল ইসলাম হাওলাদার, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ সাঈদুল হক, ড. মু. হারুনুর রশীদ, ড. মুঃ নজরুল ইসলাম খান আল-মারূফ, মাওঃ আঃ মান্নান, মাওলানা দুররুল হুদা, নজরুল ইসলাম (আতিক), মোঃ রহমাতুল্লাহ, অধ্যক্ষ মাওঃ আঃ রাজ্জাক, মাওঃ মোঃ আলমগীর, মোঃ আশ্রাফুল আলম, আঃ মালেক মিয়া, মাওলানা আবুল হাসান, অধ্যাপক রুহুল আমিন, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক লেকচারার মোঃ মোতাছিম বিল্লাহ ও ড. আঃ গাফ্ফার মল্লিক, এ্যাডঃ আবুল কাশেম, মাওঃ শাহ আলম নূর, মাওঃ খলীলুর রহমান, ড. মুহাম্মাদ আতীকুর রহমান, মাওঃ কুদরাতুল্লাহ মাযহারী, মুফতি মাসুম বিল্লাহ, মাওলানা মাসুম বিল্লাহ, মসজিদুল আমান কমপ্লেক্স (ভাষানটেক)- এর সম্মানিত মোতাওয়াল্লী জনাব ইনজিনিয়ার মু. গিয়াসউদ্দীন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর সাবেক সহকারী পরিচালক, লেখক, গবেষক ও সফল অনুবাদক আলহাজ্জ মাওলানা মুহাম্মাদ মূসা প্রমুখের পরামর্শ ও উৎসাহ সত্যিই আমাকে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করে রেখেছে।

Dhaka University Institutional Repository

এই অভিসন্দর্ভ রচনায় এবং আমার জীবন চলার পথে যারা প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করেছেন তাঁরা হলেন আমার মেঝ মামা আলেমে দীন আলহাজ্জ হযরত মাওলানা আবদুস সালাম, সোসাইটি ফর হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট- এর সম্মানিত চেয়ারম্যান সরকার আসাদুল্লাহ মাহমুদ, গাজী আবুল হোসেন, শামীম আহমেদ খান, অধ্যক্ষ আবদুল হালীম, এস. এম. রুহুল আমীন, মো: সাইফুল ইসলাম, মো: কামরুজ্জামান, বহুগ্রন্থ প্রণেতা আবুল কাসেম ভূঁয়া, মাহবুবুল আলম, হাবীবুর রহমান, ভ্রাতৃদ্বয় মাসুম বিল্লাহ ও আনিসুর রহমান, মোঃ ইসমাইল হোসেন, মোহাম্মদ আবু হানিফ খান, লেখক ও গবেষক মনসুর আহমদ, মাওলানা ক্বারী নূরুল আমীন, হাফেজ মো: আজিজুর রহমান, আইয়ুব আলী ও শ্রদ্ধাভাজন জনাব নূর মোহাম্মদ মিয়া।

গবেষণা কাজ শুরু করার পর আমার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই মোঃ জাকির হোসেন, বি. এম. উমার ফারুক নেছারী, ডা: সিরাজুল হক ইহধাম ত্যাগ করে পরপারে চলে যান, আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতে উচ্চ মাকাম দান করুন। পরিশেষে যারা সার্বক্ষণিক আমাকে সঙ্গ দিয়ে উদ্দীপ্ত রেখেছে তারা হলো আমার সহধর্মিনী রেশমা বেগম, কন্যাদ্বয় তাসমিয়া আকতার ও মুনতাহা আকতার তাবাসসুম ও পুত্র আব্দুল্লাহ আল মুসান্না, এদেরকেও স্মরণ করছি।

যাদের বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে সহযোগিতা নিয়েছি, তথ্য সংযোজন করেছি, রেফারেন্স হিসাবে উল্লেখ করেছি তাঁদের প্রতি রইল আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ কৃতজ্ঞতা।

নানাবিধ প্রতিকূলতার মাঝে গবেষণাকর্ম সম্পাদন করার সময় যে সব বন্ধু-বান্ধব ও প্রিয়জন পরামর্শ দিয়েছেন, সাহস যুগিয়েছেন তাঁদের সবাইকে জানাই আন্তরিক মুবারকবাদ।

(মুহাম্মাদ লোকমান হাকীম)

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

উসতাযুল আসাতিযাহ, দারুসসুন্নাত কমপ্লেক্স (সুবিদখালী, মীর্জাগঞ্জ)- এর প্রতিষ্ঠাতা, আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন নানা, আলহাজ্জ হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল আযীয নেছারী রাহেমাহুল্লাহি আলাইহির রূহের মাগফিরাত কামনায়....

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়

দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে ইসলাম

পরিচ্ছেদ: ১	দুর্নীতির পরিচয়..	১
পরিচ্ছেদ: ২	দুর্নীতির বৈশিষ্ট্য..	১৬
পরিচ্ছেদ: ৩	দুর্নীতির শ্রেণিবিন্যাস..	১৭
পরিচ্ছেদ: ৪	দুর্নীতির উৎপত্তি ও বিকাশ	১৯
পরিচ্ছেদ: ৫	দুর্নীতির পরিধি...	২০
পরিচ্ছেদ: ৬	দুর্নীতির উৎস...	২২
পরিচ্ছেদ: ৭	দুর্নীতির কারণসমূহ	২৮
পরিচ্ছেদ: ৮	দুর্নীতি প্রতিরোধের উপায়সমূহ	৪০
পরিচ্ছেদ: ৯	দুর্নীতি প্রতিরোধে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি...	৫২
পরিচ্ছেদ: ১০	দুর্নীতি প্রতিরোধে ইসলামী উপায়...	৬৪
পরিচ্ছেদ: ১১	দুর্নীতির ভয়াবহ পরিণাম..	৮০
পরিচ্ছেদ: ১২	দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে ইসলামী ব্যবস্থা	৮৭
পরিচ্ছেদ: ১৩	দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে ইসলামী আইনের প্রয়োগ.......................	১০৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গঠনে ইসলাম

পরিচ্ছেদ: ১	সন্ত্রাসের পরিচয়...	১১৫
পরিচ্ছেদ: ২	সন্ত্রাসবাদের উৎপত্তি ও বিকাশ..	১৩৮
পরিচ্ছেদ: ৩	সন্ত্রাসের বিভিন্ন রূপ..	১৪০
পরিচ্ছেদ: ৪	সন্ত্রাসের প্রকারভেদ...	১৪১
পরিচ্ছেদ: ৫	সন্ত্রাসের কারণ..	১৪৪
পরিচ্ছেদ: ৬	সন্ত্রাস দমনে আল-কুরআনের ভূমিকা......................................	১৪৫
পরিচ্ছেদ: ৭	সন্ত্রাস প্রতিরোধে মহানবী (সা) -এর ভূমিকা...............................	১৬০
পরিচ্ছেদ: ৮	সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ বিনির্মাণে ইসলামের বিধান	১৬৫

পরিচ্ছেদ: ৯ সন্ত্রাস ও ইসলামী মূল্যবোধ.. ১৭০
পরিচ্ছেদ: ১০ ইসলামে সন্ত্রাসের কোন স্থান নেই... ১৭৮
পরিচ্ছেদ: ১১ সন্ত্রাস নির্মূলে মহানবী (সা) -এর দিকনির্দেশনা ১৯৪
পরিচ্ছেদ: ১২ সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গঠনে ইসলাম... ১৯৬
পরিচ্ছেদ: ১৩ ইসলাম ও সন্ত্রাসবাদ সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী বিষয়........................... ২০৯
পরিচ্ছেদ: ১৪ জীবনের নিরাপত্তার অধিকার.. ২১৬
পরিচ্ছেদ: ১৫ প্রতিশোধ গ্রহণে ইসলামী নীতির উৎকর্ষতা.................................. ২২১
পরিচ্ছেদ: ১৬ ইসলামে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা ২২৫

তৃতীয় অধ্যায়

দুর্নীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গঠনে ইসলামের ভূমিকা

পরিচ্ছেদ: ১ দুর্নীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গঠনে ইসলামের মৌলিক ব্যবস্থাসমূহ...... ২৩১
পরিচ্ছেদ: ২ দুর্নীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গঠনে কতিপয় নৈতিক আদর্শের অনুশীলন... ২৫৩
পরিচ্ছেদ: ৩ দুর্নীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গঠনে শিক্ষা ও সংস্কৃতির রূপায়ণ.......... ২৭৭
পরিচ্ছেদ: ৪ দুর্নীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায় ইসলামী দণ্ডবিধির প্রয়োগ ২৮৩
পরিচ্ছেদ: ৫ দুর্নীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গঠনে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা................ ২৯৫
পরিচ্ছেদ: ৬ দুর্নীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গঠনে ইমাম ও আলিম সমাজের ভূমিকা.... ২৯৭

উপসংহার.. ৩০০
গ্রন্থপঞ্জি.. ৩০৮

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তাঁর সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আর মানুষ হলো সামাজিক জীব। সমাজের মূল উদ্দেশ্য হলো দুর্নীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত শান্তিময় পরিবেশে সংঘবদ্ধভাবে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার সাথে জীবনযাপন করা। এ লক্ষ্য অর্জনে সফল হতে হলে জীবনের সকল ক্ষেত্রে একটি নির্ভুল আদর্শ অনুসরণ করা আবশ্যক। আল্লাহ্‌র মনোনীত একমাত্র ধর্ম হলো ইসলাম। আর ইসলাম-এর উদ্দেশ্য হলো সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা করা, মানুষের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করা, মানুষকে অনধিকার চর্চা থেকে বিরত রাখা এবং কর্তব্য পালনে ও দায় বহনে বাধ্য করা।

দুর্নীতি ও সন্ত্রাস বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় প্রধান আলোচ্য বিষয়। এর পাশাপাশি অসহিষ্ণুতা, অস্থিরতা, অন্যায়-অত্যাচার, যেনা-ব্যভিচার, স্বার্থপরতা, দস্যুতা, হানাহানি, লুণ্ঠন, অমানবিকতা ইত্যাদি সমাজ ব্যবস্থাকে এমনভাবে গ্রাস করে ফেলেছে যে, মানবজাতির মুক্তির প্রত্যাশা যেন সুদূর পরাহত। বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ এর নাগপাশ থেকে মুক্তির উপায় খুঁজছে। অথচ এর কলা-কৌশল ও উপায়-উপকরণ এবং নির্ভুল ব্যবস্থাপনা একমাত্র ইসলামেই নিহীত। ইসলামের মূল শিক্ষাই হচ্ছে অন্যায়, অসত্য ও অবিচারের মূল উপড়ে ফেলা এবং তদস্থলে নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বুদ্ধিমত্তার সাথে সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের মূলোৎপাটন করা।

সুমহান ইসলাম মানুষে মানুষে বিভেদ ও বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে একটি সুখী-সমৃদ্ধ ও কল্যাণকর সমাজ গঠনের লক্ষ্যে যে নীতি, আদর্শ, শিক্ষা ও দিকনির্দেশনা কুরআন মাজীদ ও রাসূলুল্লাহ (সা)- এর জীবনাদর্শের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেছে, তা বাস্তবায়িত হলে মানুষের ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি নিশ্চিত হতে বাধ্য।

আল-কুরআন হলো দীন ইসলামের শাশ্বত ও চিরন্তন সংবিধান। একটি আদর্শ মানব, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় যতো মৌলিক বিধান আছে এর সবই বিদ্যমান রয়েছে এই কিতাবে। মানবরচিত সংবিধান হলো অসম্পূর্ণ, পক্ষপাতদুষ্ট ও পরিবর্তনশীল। আর কুরআনুল

Dhaka University Institutional Repository

কারীম বিশ্ব বিধাতা কর্তৃক একমাত্র নির্ভুল সংবিধান। আল্লাহ প্রদত্ত সংবিধান এসব দোষের ঊর্ধে। ইসলামী সংবিধান অনুসারে সমাজ ব্যবস্থা পরিচালিত হলে মানুষের জীবনে অকল্যাণ, বিভেদ, হানাহানি, হিংসা-বিদ্বেষ, শোষণ ইত্যাদি ক্রমান্বয়েহ্রাস পাবে। সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হবে। এ লক্ষ্যেই আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। যা পাঠ করলে পাঠক কাঙ্ক্ষিত জীবনের দিকে ধাবিত হবে এবং পরিশীলিত জীবন গঠনে উৎসাহিত হবে।

মহান আল্লাহ আমাদের স্রষ্টা। তাঁর দেয়া বিধিবিধান সর্বোতভাবে মেনে নেয়ার মধ্যেই মানবজাতির সার্বিক কল্যাণ নিহিত। মানুষ আত্মভোলা। তাই অনেক সময় সে তার নিজস্ব এবং তার স্রষ্টার পরিচয় ভুলে যায়। তার নৈতিকতা কখনো কখনো পাশবিকতার কাছে পরাজিত হয়। এতে মানুষ তার মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের একমাত্র উপায় হলো ওহীভিত্তিক নির্ভুল আইন ও তার বাস্তবায়ন। কেননা আল্লাহ্-ই কেবল নির্ভুল ও যথাযথ আইন প্রণেতা এবং তিনিই অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের সম্যক জ্ঞান রাখেন। সামাজিক অশান্তি, অনৈতিকতা ও বিশৃঙ্খলা কেবল ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই দূর করা যেতে পারে। ইসলামের আলোকে একটি দুর্নীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হলে মানুষ পৃথিবীতে লাভ করবে প্রকৃত শান্তি এবং পরকালে লাভ করবে সুখময় জান্নাত।

মহান আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির আদি পিতা হযরত আদম (আ) ও আদি মাতা হযরত হাওয়া (আ) কে সৃষ্টি করে তাদেরকে জান্নাতে বসবাস করার সুযোগ দান করেন। সেখানে কিছুকাল অবস্থান করার পর তিনি তাঁর মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অজানা-অচেনা এক জগতে তাঁদের প্রেরণ করেন। এ জগতে মানবজীবন সুচারুরূপে পরিচালিত হবে কোন্ পথে এবং তার পরকালীন মুক্তিই বা কী কাজের উপর নির্ভরশীল সে বিষয়ে আল্লাহ তাদেরকে নির্ভুল পথনির্দেশনা দান করেন। এভাবে পরবর্তীতে যুগে যুগে নবী-রাসূলের উপর তিনি আসমানী কিতাব ও সহীফা নাযিল করেন। একই ধারাবাহিকতায় সবশেষে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর উপর কুরআনুল কারীম নাযিল হয়। কিয়ামত পর্যন্ত বিশ্ব মানবতাকে তথা আদম সন্তানকে এ পবিত্র গ্রন্থ সঠিক ও নির্ভুল পথের নির্দেশনা দিয়ে যাবে। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন:

Dhaka University Institutional Repository

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ.

"যখন-ই আমার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট সৎপথের দিশা আসবে, তখন যারা আমার সৎপথের দিশা অনুসরণ করবে তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না"।[১]

আল্লাহ প্রদত্ত নির্ভুল পথনির্দেশনায় রয়েছে হিদায়াতের প্রোজ্জল আলো আর এর বিপরীতে আছে জাহিলিয়াতের ঘোর অন্ধকার। মানুষের পারস্পরিক সুসম্পর্ক, সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ, সহমর্মিতা, ভ্রাতৃত্ববোধ ও প্রেম-প্রীতি মানব সমাজে একান্ত কাম্য। ইসলামী সমাজব্যবস্থার অনুপস্থিতির কারণে কখনো কখনো কাঙ্ক্ষিত এসব বৈশিষ্ট্য অর্জন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এমতাবস্থায় ইসলামী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা অতীব প্রয়োজন।

ইসলামী সমাজব্যবস্থা পরিচালনার প্রধান উৎস হচ্ছে আল্লাহ্‌র কুরআন ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাহ। গবেষণাকর্মটি এই উভয় উৎসের আলোকে সম্পন্ন করা হবে এবং ইজমা' ও কিয়াসের দলীল-প্রমাণাদি উপাত্ত হিসেবে গ্রহণ করে বিষয়টিকে আরো সমৃদ্ধ করা হবে। এ ছাড়াও গবেষণাকর্মটি প্রণয়নে ফিক্‌হ শাস্ত্রের প্রামাণ্য গ্রন্থাবলী ও খ্যাতিমান ইসলামী চিন্তাবিদদের গবেষণাকর্ম থেকে সহযোগিতা নেয়ার চেষ্টা করা হবে। দেশ-বিদেশের সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার, বইপত্র, প্রবন্ধ, সংবাদপত্র, সাময়িকী, জার্ণাল, বার্ষিক প্রতিবেদন ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন ইত্যাদি উৎস থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা হবে।

যে কোনো গবেষণাকর্ম সম্পাদন করার পূর্বে যথার্থ পকিল্পনা গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। অত্র অভিসন্দর্ভে আমি দুর্নীতি ও সন্ত্রাস বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করতে প্রয়াস পাবো। সে লক্ষ্যে আলোচ্য গবেষণাকর্মটিকে তিনটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। যথা-

---

১. আল- কুরআন, সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায় : এ অধ্যায়ের শিরোনাম হলো 'দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে ইসলাম'। এতে রয়েছে দুর্নীতির পরিচয়, দুর্নীতির বৈশিষ্ট্য, দুর্নীতির শ্রেণিবিন্যাস, দুর্নীতির উৎপত্তি ও বিকাশ, দুর্নীতির পরিধি, দুর্নীতির উৎস, দুর্নীতির কারণসমূহ, দুর্নীতি প্রতিরোধের উপায়সমূহ, দুর্নীতি প্রতিরোধে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি, দুর্নীতি প্রতিরোধে ইসলামী উপায়, দুর্নীতির ভয়াবহ পরিণাম, দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে ইসলামী ব্যবস্থা, দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে ইসলামী আইনের প্রয়োগ ইত্যাদি।

দ্বিতীয় অধ্যায় : এ অধ্যায়ের শিরোনাম হলো 'সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গঠনে ইসলাম'। এতে রয়েছে

সন্ত্রাসের পরিচয়, সন্ত্রাসবাদের উৎপত্তি ও বিকাশ, সন্ত্রাসের বিভিন্ন রূপ, সন্ত্রাসের প্রকারভেদ, সন্ত্রাসের কারণ, সন্ত্রাস দমনে আল-কুরআনের ভূমিকা, সন্ত্রাস প্রতিরোধে মহানবী (সা) -এর ভূমিকা, সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ বিনির্মাণে ইসলামের বিধান, সন্ত্রাস ও ইসলামী মূল্যবোধ, ইসলামে সন্ত্রাসের কোন স্থান নেই, সন্ত্রাস নির্মূলে মহানবী (সা) -এর দিকনির্দেশনা, সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গঠনে ইসলাম, ইসলাম ও সন্ত্রাসবাদ সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী বিষয়, জীবনের নিরাপত্তার অধিকার, প্রতিশোধ গ্রহণে ইসলামী নীতির উৎকর্ষতা, ইসলামে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা ইত্যাদি।

তৃতীয় অধ্যায় : এ অধ্যায়ের শিরোনাম হলো 'দুর্নীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গঠনে ইসলামের ভূমিকা'। এতে রয়েছে দুর্নীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গঠনে ইসলামের মৌলিক ব্যবস্থাসমূহ, দুর্নীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গঠনে কতিপয় নৈতিক আদর্শের অনুশীলন, দুর্নীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গঠনে শিক্ষা ও সংস্কৃতির রূপায়ণ, দুর্নীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায় ইসলামী দণ্ডবিধির প্রয়োগ, দুর্নীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গঠনে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা, দুর্নীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গঠনে ইমাম ও আলিম সমাজের ভূমিকা ইত্যাদি।

অতঃপর 'উপসংহার'। এর মাধ্যমে অভিসন্দর্ভটি সমাপ্ত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে ইসলাম

বর্তমান কালে দুর্নীতি একটি বহুল আলোচিত বিষয়। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অনেক দেশেই দুর্নীতি এখন ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। এটি একটি মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি। সর্বনাশা এ ব্যাধিতে বর্তমান বিশ্বসমাজ জর্জরিত। প্রতিটি সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিষবাষ্পের মতো ছড়িয়ে পড়েছে এ ব্যাধি। দুর্নীতির করালগ্রাসে আজ মানব সভ্যতা বিপন্ন। রাষ্ট্রীয় প্রশাসন থেকে শুরু করে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, শিল্প, সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সর্বত্রই ছেয়ে গেছে দুর্নীতি। এর কারণেই বাড়ছে মানসিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা। আর এ কারণেই স্বচ্ছতা, আল্লাহভীতি ও জবাবদিহিমূলক সংস্কৃতি গড়ে উঠছে না। দুর্নীতির মূলোৎপটনের জন্য নানা কৌশল প্রয়োগ করা হলেও কার্যত কোনো কৌশলই ফলপ্রসূ হচ্ছে না। বাংলাদেশে দুর্নীতি দমনের লক্ষে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)-সহ আরো বহুবিধ প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে কিন্তু আশানুরূপ ফল অর্জিত হচ্ছে না। তবে আল্লাহ্‌র মনোনীত পবিত্র ইসলামী আদর্শবাদই পারে মানবজাতিকে এ অপ্রতিরোধ্য সামাজিক ব্যাধির ছোবল থেকে রক্ষা করতে ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠন করতে। এ লক্ষে আলোচ্য অধ্যায়ে দুর্নীতির পরিচয়, উৎপত্তি ও বিস্তার, পরিধি, উৎস, কারণ, প্রতিরোধ করার উপায় এবং দতস্থলে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করার জন্য ইসলামী শরী'আত কি ধরনের বিধান প্রণয়ন করেছে সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পরিচ্ছেদঃ ১

দুর্নীতির পরিচয়

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সে নিঃসঙ্গভাবে বাস করতে পারে না। মানুষের স্বাভাবিক নিরাপত্তা ও পার্থিব প্রয়োজনেই তাকে অপরের সাহায্য নিতে হয়। যখনই এভাবে অপরের সাহায্য নেবার প্রয়োজন দেখা দেয় তখনই তাদের পরস্পরের সুবিধা ও স্বার্থরক্ষার জন্য একতাবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে হয় এবং কতিপয় নিয়ম ও বিধিনিষেধ মেনে চলার প্রয়োজন দেখা দেয়। প্রচলিত এহেন নিয়মকানুন ও বিধিনিষেধ অমান্য করে ব্যক্তিস্বার্থ ও জনস্বার্থ

Dhaka University Institutional Repository

বিরোধী তৎপরতাকেই বলা হয় দুর্নীতি। সুতরাং দুর্নীতিকে আমরা এভাবে সজ্ঞায়িত করতে পারি- ‘দুর্নীতি’ হচ্ছে সেই সকল কাজ যা একদিকে মানুষের ব্যক্তিগত অধিকার ও নৈতিক বিধি-নিষেধ লজ্ঘন করে এবং সমাজের নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাসমূহ লংঘন করে। সমাজের সার্বিক কল্যাণের দিকে লক্ষ রেখে যেসব নীতি বিধিবদ্ধ করা হয়ে থাকে সেসবের বিপরীত আচরণই দুর্নীতি। অভিধানবেত্তাদের মতে দুর্নীতি শব্দের অর্থ হলো নীতিবিরুদ্ধ, কুনীতি ও অসদাচরণ।[১] দুর্নীতি শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Corruption. কাজ তার ানয়ে কো [২] স্বাভাবিক নিয়ম রক্ষা না করে ব্যতিক্রমিকভাবে ক্ষতিকর কোনো পন্থায় করাই মূলত দুর্নীতি। দুর্নীতির সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেয়া কঠিন। সভ্যতা ও প্রযুক্তির বিকাশের সাথে সাথে দুর্নীতির ধরন, প্রকরণ, উপায় ও পদ্ধতির পরিসীমাও ব্যাপক হচ্ছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গ্রন্থাবলীতে দুর্নীতির সংজ্ঞা প্রদান করে বলা হয়েছে, নীতি শব্দের বিপরীত শব্দ হলো ‘দুর্নীতি’। অর্থাৎ নীতিবিরোধী যে কাজ বা আচরণ তাই দুর্নীতি। নীতি উৎসারিত হয় নৈতিকতা থেকে, এর বিপরীতে অনৈতিক মনোবৃত্তিই দুর্নীতির উৎস।

অপরাধ বিজ্ঞানের পরিভাষায় নিজ স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য কিংবা স্বার্থ উদ্ধারের জন্য অবৈধ উপায়ে স্বীকৃত সীমা লংঘন করে অন্যের আইনসিদ্ধ এবং বিবেকসম্মত অধিকার হরণ করাই হলো দুর্নীতি। মনীষিগণ বিভিন্নভাবে দুর্নীতির সংজ্ঞা প্রদান করেছেন।

ভারতের বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী আর শর্মা (R. Sharma) এ প্রসঙ্গে বলেন, In corruption a person willfully neglectes his specified duty in order to have an undue advantage.

“দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তির অন্যায় সুবিধাভোগের জন্য তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পুরোপুরিভাবে এড়িয়ে চলা।”[৩]

---

১. ডক্টর মুহম্মদ এনামূল হক, ব্যবহারিক বাংলা অভিধান (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ৩১১।

২. A.S Hornby, Oxford Advanced Learner's Dictionary (New York: Oxford University Press, 2003), p. 297.

৩. Ramanath Sharma, Indian Social Problems (Bomby: Media Promoters and Publishers pvt.Lid, 1982), p. 10.

Dhaka University Institutional Repository

R. Ramanath Aiyer তাঁর Concise Law Dictionary-তে Corruption সম্পর্কে বলেছেন- Something against Law something forbidden by Law as certain acts by arbitrators election and other officers trusties and action done with intent to gain an advantage not consistent with official duty and the rights to others.

"বিচারকগণ এবং অন্যান্য কর্মকর্তাগণের দ্বারা অন্যায় সুবিধাভোগের জন্য কাজ করা হয় যা অফিসের কর্তব্য এবং অন্যের অধিকারের সাথে সম্পৃক্ত নয়, যা আইনের বিরুদ্ধে, আইনের দ্বারা নিষিদ্ধ কিছু কাজ।"[৪]

অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানীরা দুর্নীতির সঠিক অর্থ তুলে ধরতে গিয়ে বলেন, By corruption we generally mean the behavior of persons in responsible position that berry the substantial trust normally assigned to these positions.

"দুর্নীতি দ্বারা আমরা সাধারণত ব্যক্তির সেই আচরণকে বুঝি যা দায়িত্বশীল জায়গায় গুরুত্বপূর্ণ আস্থাকে বাধাগ্রস্ত করে।"[৫]

দুর্নীতির এই তাত্ত্বিক সংজ্ঞা প্রকৃতপক্ষে আসল বিষয়টি আত্মস্থ করতে পেরেছে তাতে সন্দেহ নেই। দাপ্তরিক দৃষ্টিভঙ্গিতে অর্থনৈতিক দুর্নীতি এটিকে প্রস্ফুটিত করেছে।

Corruption Act 1947- এ দুর্নীতির নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে- Where in any trial of an offence punishable under section 161 or section 165 of the penal code it is proved that and accused person has accepted or obtained or has agreed to accept of attempt to obtain for himself or for any other person any gratification other that legal remuneration or any valuable thing form any person. It shall be presumed unless the contrary is proved that he accepted or obtained or agreed to accept or attempted to obtain, agreed to accept or

---

৪. R. Ramanath Aiyer, Concise Law & Dictionary (Bomby: Media Promoters and Publishers Pvt. Ltd, 1982) p. 125.

৫. ড. হাবিবুর রহমান, বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা (ঢাকা: হাসান বুক হাউস, ১৯৯০ খ্রি.), পৃ. ১১১।

Dhaka University Institutional Repository

attempted to obtain that gratification of that valuable thing as the case may be as a motive or reward such as is mentioned in the said section 161 or as the case may be without consideration or for a consideration which he knows to be inadequate where is any trial of an offence punishable under section 165 a of the penal code it is proved that any gratification other that legal remuneration or any valuable thing has been given or offered to be given or attempted to be given by any accused person it shall be presumed unless that contrary is proved that he gave or offered to give of attempted to give that gratification or that valuable thing as the case may be as a motive of reward such as is mentioned in section 161 of the said code or.

"(পূর্বসূত্রের প্রক্ষাপট)... যেখানে দণ্ডবিধির ১৬১ বা ১৬৫ ধারাধীন কোন শাস্তিযোগ্য অপরাধের যেকোন প্রকার ট্রায়ালে এটা প্রমাণিত আছে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি তার নিজের জন্য বা অন্যের জন্য অপর কোন ব্যক্তির নিকট থেকে লিগ্যাল মজুরী ব্যতীত কোন পুরস্কার তথা মূল্যবান বস্তু গ্রহণ করেছেন বা গ্রহণ করতে সম্মত বা উদ্যত হয়েছেন। বিপরীত কিছু প্রমাণিত না থাকা সাপেক্ষে এটা ধরে নিতে হবে যে, তিনি তদ্রূপ কোন পুরস্কার বা মূল্যবান বস্তু যেমনটি প্রযোজ্য পরিস্থিতিতে তা গ্রহণ করেছেন বা গ্রহণ করতে সম্মত বা উদ্যত হয়েছেন হয় কোন কারণ বা কোন পুরস্কার স্বরূপ যদ্রূপ উক্ত ১৬১ নং ধারায় বিধৃত আছে, কিম্বা প্রযোজ্য পর্যায়ে বিনা পারিশ্রমিকে বা এমন কোন কারণে যদ্বিষয়ে তিনি পর্যাপ্ত অবগত নন, যেক্ষেত্রে দণ্ডবিধির ১৬১ ধারাধীন কোন শাস্তিযোগ্য অপরাধের যেকোন প্রকার ট্রায়ালে এটা প্রমাণিত আছে যে, লিগ্যাল মজুরি ব্যতীত কোন প্রকার পুরস্কার বা কোন মূল্যবান জিনিস দেয়া হয়েছে বা দেবার প্রস্তাব করা হয়েছে বা অভিযুক্ত ব্যক্তি তদ্রূপ দিতে উদ্যত হয়েছেন সেক্ষেত্রে বিপরীত কিছু প্রমাণিত না থাকা সাপেক্ষে, এটা ধরে নিতে হবে যে, তিনি তদ্রূপ পুরস্কার বা মূল্যবান বস্তু যেমনটি প্রযোজ্য পরিস্থিতিতে তা দিয়েছেন বা দিতে উদ্যত হয়েছেন পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য কোন কারণ বা পুরস্কার হিসেবে যদ্রূপ উক্ত বিধির ১৬১ ধারায় বিধৃত আছে।"[৬]

---

৬. আবদুন নূর, আদর্শ উন্নয়ন ও দুর্নীতি: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ (ঢাকা: হাসান বুক হাউস, তাবি), পৃ. ১৭-১৮।

Dhaka University Institutional Repository

আইন শব্দকোষ নামক গ্রন্থে দুর্নীতির সংজ্ঞায় বলা হয়েছে- Corruption (দুর্নীতি) বলতে বুঝায় কোনো সরকারী কর্মচারী বা পদাধিকারীকে ঘুষ প্রদানে অথবা অন্য যে কোনো অবৈধভাবে প্রভাবিত করা অথবা তাদের ক্ষমতা অপব্যবহারের ফলে কাউকে অন্যায়ভাবে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত করা ইত্যাদি।[৭] Corruption of public morals বা গণ-নৈতিকতা বিরোধী দুর্নীতি বলতে বুঝায় সমাজের নৈতিকতা বিধ্বংসী আচরণ।

যে কোনো সমাজ বা রাষ্ট্রীয় জীবনে দুর্নীতি অন্যতম প্রধান সামাজিক ব্যাধি হিসেবে সার্বজনীনভাবে ঘৃণিত স্বীকৃত ও প্রত্যাখ্যাত। সকল সমাজে দুর্নীতির অবস্থান ও এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া নিয়ে আজ আর কোনো বিতর্ক নেই, যদিও সমাজভেদে দুর্নীতির পরিধি ও মাত্রায় তারতম্য রয়েছে। সমাজ জীবনে দুর্নীতির অবস্থান বহু কাল থেকে। আমাদের দেশে এ সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করতে যাচ্ছে। কালপ্রবাহে মানুষের নীতিহীনতা ও স্বার্থপরতার বিস্তৃতির সাথে সাথে দুর্নীতি বহুমাত্রিকতা লাভ করেছে। সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে দুর্নীতি তার ভয়াল থাবা বিস্তার করেছে বহু রূপে, বহু পন্থায় বিচিত্র প্রকৃতিতে।

দুর্নীতি শব্দটি এসেছে ল্যাটিন Corruptitus থেকে যার অর্থ ধ্বংস বা ক্ষতিসাধন। দুর্নীতি একটি ব্যাপক ও সমাজবিধ্বংসী প্রত্যয়, দুর্নীতির গতি-প্রকৃতি বহু জটিল– সাধারণত ঘুষ, বলপ্রয়োগ বা ভয়প্রদর্শন, প্রভাব এবং ব্যক্তিবিশেষকে বিশেষ সুবিধা প্রদান ক্ষমতার অপব্যবহার, ব্যক্তিগত সুবিধা অর্জন ইত্যাদিকে দুর্নীতি বলা হয়। এক্ষেত্রে ক্ষমতার অপব্যবহারের কতোগুলো ধরন ও প্রকৃতি তুলে ধরার মাধ্যমে দুর্নীতিকে নির্দিষ্ট করা যায়। এক কথায় পেশিশক্তি, সুযোগ-সুবিধা, পদবি প্রভৃতির অপব্যবহারের মাধ্যমে ব্যক্তি বা মহলবিশেষের অবৈধ বা অন্যায় স্বার্থ হাসিল করাই দুর্নীতি।[৮]

জাতিসংঘ কর্তৃক প্রণীত ম্যানুয়াল অন অ্যান্টি করাপশন পলিসি (Manual on anti corruption policy)-তে প্রদত্ত সংজ্ঞায় বলা হয়েছেঃ ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারের উদ্দেশে ক্ষমতার

৭. শাহ আলম, আইন কোষ (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ১০০।
৮. মুস্তাফিজুর রউফ রেজা, সরকারী অনুমোদনপ্রাপ্ত অপরাধ বিজ্ঞান (ঢাকা: কামরুল বুক হাউস, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৬১-৬২।

Dhaka University Institutional Repository

অপব্যবহার করাই হচ্ছে দুর্নীতি।[৯] সরকারী ও বেসরকারী উভয় পর্যায়ে ক্ষমতার অপব্যবহারই দুর্নীতির অন্তর্ভুক্ত। সময়ের সাথে সাথে দুর্নীতির ধরন ও প্রকরণে এসেছে বৈচিত্র্য। এ কারণে সর্বক্ষেত্রে দুর্নীতি চিহ্নিত করার বিষয়টি সহজসাধ্য নয়। তবে বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪-এ ধারা ২(৩) অনুযায়ী দুর্নীতি বলতে বুঝায়-

১. ঘুষ নেয়া ও দেয়া।

২. সরকারী কর্মচারীকে অপরাধ করতে সাহায্য করা।

৩. সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে কোন মূল্যবান বস্তু বিনামূল্যে গ্রহণ করা।

৪. কোন সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী দ্বারা বেআইনিভাবে কোন পক্ষপাতমূলক আচরণ প্রদর্শন।

৫. কোন সরকারী কর্মচারী কর্তৃক বেআইনিভাবে কোন ব্যবসায়ে যুক্ত হওয়া।

৬. কোন ব্যক্তির শাস্তি মওকুফ বা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হওয়া থেকে রক্ষার উদ্দেশে সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী দ্বারা আইন অমান্য করা।

৭. অসৎ উদ্দেশ্যে ভুল নথিপত্র প্রস্তুত করা।

৮. অসাধু উদ্দেশ্যে সম্পত্তি আত্মসাৎ করা।

৯. অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গ করা।

১০.নথি জাল করা।

১১.খাঁটি দলিলকে জাল হিসেবে ব্যবহার করা।

১২.হিসাব বিকৃত করা।

১৩.দুর্নীতিতে সহায়তা করা।[১০]

---

৯. জাতিসংঘ, Manual on anticorruption Policy, জুন ১৯৮৮, পৃ. ১১।

১০. দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

বর্ণিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে যে, দুর্নীতি একটি সামাজিক ব্যাধি, যা সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে। নির্দিষ্ট কিছু ধরন ও প্রকরণের সাহায্যে এর প্রবণতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া সম্ভব নয়। তবে উল্লিখিত বর্ণনা থেকে আমরা দুর্নীতি সম্পর্কে ছকবাঁধা একটি ধারণা পেতে পারি। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দুর্নীতি বিভিন্নভাবে ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে একদিকে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে দুর্নীতির ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। অন্যদিকে ব্যাপক দুর্নীতির ফলে উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য যে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রবাহ জাতীয় অর্থনীতিতে যুক্ত হয় তাতে সংশ্লিষ্ট আমলা ও রাজনীতিবিদসহ অনেক স্বার্থবাদী গোষ্ঠী দুর্নীতির নতুন নতুন ক্ষেত্র খুঁজে পায়। ফলে যে পরিমাণ অর্থ উন্নয়নের জন্য দেশী-বিদেশী উৎস থেকে বরাদ্দ থাকে তার সিকি ভাগও সফলভাবে ব্যবহৃত হয় না।

হাজারো সমস্যায় নিপতিত এই আধুনিক বিশ্বের উল্লেখযোগ্য সমস্যা হলো দুর্নীতি। এর ভয়াল থাবা আজ বিশ্বের প্রায় প্রতিটি জনপদকে অকটোপাসের মতো জড়িয়ে ধরেছে। বর্তমান পৃথিবীর এমন কোনো স্থান নেই যেখানে দুর্নীতির ছোয়া লাগেনি। বরং একবিংশ শতাব্দীর জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তির অভাবনীয় উৎকর্ষ সাধনের সাথে পাল্লা দিয়ে যে বিষাক্ত জিনিসের বিস্তার ঘটছে তা হলো দুর্নীতি। বৈজ্ঞানিক প্রকৌশল যন্ত্রপাতি এর সাথে যুক্ত হয়ে দুর্নীতিও যেন একটি শিল্পে পরিণত হয়েছে। এমনকি আমাদের প্রিয় স্বদেশও আজ প্রকৌশলগত দুর্নীতি থেকে নিরাপদ নয়। রোগব্যাধি ও মহামারীর ন্যায় দুর্নীতি সমাজকে তিলে তিলে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। সমাজে এ ব্যাধি যেনো সুনীতিতে পরিণত হয়েছে। সমাজবিজ্ঞানী থেকে শুরু করে সমাজের প্রত্যেকেই এ সমস্যা থেকে মুক্তির জন্য পথ খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

দুর্নীতি তিন অক্ষরের একটি ক্ষুদ্র শব্দ, কিন্তু এর কালো থাবা অত্যন্ত ভয়াবহ। নীতি বহির্ভূত যে কোনো কাজই হচ্ছে দুর্নীতি। দুর্নীতির গতি-প্রকৃতি বহুমুখী এবং বিচিত্র ধরনের বিধায় এর সংজ্ঞা নিরূপণ করা জটিল।

Dhaka University Institutional Repository

Social Work Dictionary-তে আছে, Corruption is in political and public service administration the abuse of office for personal gain usually through busy. Extortion influence peddling and special testament given to some citizens and not to others- "রাজনৈতিক ও সরকারি প্রশাসনিক দুর্নীতি বলতে ব্যক্তিগত লাভের জন্য অফিসকে অপব্যবহার করা বুঝায়। বাহ্যিক প্রভাব এবং কতক নাগরিককে বিশেষ সুবিধা দেয়া এবং অন্যদের না দেয়া। সাধারণত ঘুষ, ভয়প্রদর্শন, প্রভাব এবং ব্যক্তিবিশেষকে বিশেষ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে গণ-প্রশাসনের ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে ব্যক্তিগত সুবিধা অর্জনকে দুর্নীতি বলা হয়।"[১১]

ওয়াশিংটন থেকে এএফপি খবরে প্রকাশিত দুর্নীতি সম্পর্কে এভাবে বলা হয়েছে, দুর্নীতি সকল ধরনের উন্নয়নের ঘোরতর প্রতিপক্ষ। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুষ্ঠু বিকাশ, স্থায়িত্ব এবং দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্তরায় হচ্ছে রাজনৈতিক দুর্নীতির নগদ কুফল। নির্বাচনী এবং নীতি ও আইন প্রণয়নকারী সংস্থাসমূহের দুর্নীতি জবাবদিহিতার মূল্যবোধকে ধ্বংস করে এবং পক্ষপাতমূলক অসংখ্য দুর্নীতি সহায়ক নীতির জন্ম দেয়। বিচারব্যবস্থায় দুর্নীতি পণ্যে পরিণত হয়, ন্যায়বিচার উচ্ছেদ হয়।[১২]

যুক্তরাষ্ট্রের আইনজীবিগণ দুর্নীতির সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেন, সরকারী প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, রাজনৈতিক অঙ্গনসহ সকল ক্ষেত্রে নীতিবহির্ভূত কাজই দুর্নীতি।[১৩]

বি.আই.সি. সেমিনার স্মারক গ্রন্থে দুর্নীতির বর্ণনা এভাবে দেয়া হয়েছে, দুর্নীতি একটি মহাপাপ এবং শয়তান কর্তৃক নির্দেশিত মন্দ কার্য। সুতরাং তা স্বেচ্ছায় পরিত্যাজ্য। বস্তুত স্বেচ্ছায় দুর্নীতি পরিত্যাগ করাই যুক্তি, বিবেক এবং ঈমানের দাবি। এরপরও কেউ যদি স্বেচ্ছায় দুর্নীতিপরায়ণ হয় তবে তার বিরুদ্ধে আরোপিত শাস্তি ন্যায়সংগত বিবেচিত হয়।[১৪]

---

১১. Robert L Barker, The Social Work Dictionary (Washington Dc: NASW Press, 1995 AD), p. 82.
১২. ড. হাবিবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১।
১৩. মুহাম্মদ মহিউদ্দীন, দুর্নীতি ও উন্নয়ন: প্রসঙ্গ বাংলাদেশ (ঢাকা: মাসিক ইতিহাস অন্বেষা, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ৪৩।
১৪. সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী আইন ও বিচার (ঢাকা: ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ১৩০।

Dhaka University Institutional Repository

বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন গ্রন্থে দুর্নীতির সংজ্ঞায় বলা হয়েছে- দুর্নীতি হল যা লংঘন করলে শাস্তি বা তার অনুরূপ কিছু প্রযোজ্য হয়।[১৫]

দুর্নীতি বর্ণনা করতে গিয়ে অপরাধ দমনে ইসলাম নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে- দুর্নীতি মানুষের অন্তর্নিহিত এক কদর্য অভিব্যক্তি। মানুষ আল্লাহ্‌র সেরা সৃষ্টি হিসেবে অনেক মহৎ গুণের অধিকারী। মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব তার জন্মগত অধিকার শুধু নয়, বরং মূলত তার বদান্যতা, মহানুভবতা, দানশীলতা, পরোপকার প্রভৃতি মানবিক গুণের কারণে মানুষের জন্য মানুষের সহমর্মিতা সহানুভূতি ও মমত্ববোধ তথা একজন অপরজনের দুঃখে দুঃখিত হওয়া ও তার দুঃখ দূর করার আপ্রাণ চেষ্টা করা মানুষকে শ্রেষ্ঠতর মর্যাদায় ভূষিত করে। বিশেষত জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচারশক্তিতে ভূষিত হওয়ার ফলে গোটা সৃষ্টিলোকে তার মর্যাদা অনন্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً.

"নিশ্চয়ই আমি সম্মানিত করেছি আদম সন্তানকে এবং আমি তাদেরকে স্থলভাগে ও সমুদ্রে চলাচলের বাহন দান করেছি, আর তাদের উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছি এবং তাদেরকে অনেক সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।"[১৬]

কিন্তু মানুষ তা সত্ত্বেও নিজ কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় নানারূপ অন্যায় ও অবৈধ তৎপরতায় লিপ্ত হয় এবং নিজেকে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করে। এর ফলে তার অন্যান্য মানবিক মর্যাদাই শুধু ভূলুণ্ঠিত হয় না, সমাজ ও রাষ্ট্রের অস্তিত্বও বহু ক্ষেত্রে বিপন্ন হয়ে পড়ে। বর্তমান বিশ্বের প্রতিটি দেশের সমাজব্যবস্থা কতিপয় নীতিমালা, আইন-কানুন ও নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। আর এসব নীতি, আইন ও নিয়ম-কানুনের পরিপন্থী কাজকে বর্তমান

---

১৫. মুহাম্মদ মূসা, বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ৬৯৯।
১৬. আল কুরআন, সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত : ৭০।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজে দুর্নীতি বলা হয়েছে। দুর্নীতি সম্পর্কে বিভিন্ন অপরাধবিজ্ঞানী, ধর্মবেত্তা, দার্শনিক, সমাজবিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানী বিভিন্ন ধরনের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এর কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হলো।

সমাজ বিজ্ঞানী গিলিন (Gilin) বলেন, "দুর্নীতি হচ্ছে এমন ধরনের কাজ যা সমাজবদ্ধ মানুষ মূলত সমাজের জন্য ক্ষতিকারক মনে করে। শুধু তাই নয়, ক্ষতিকারক ঐসব কাজের শাস্তি বিধানে সমাজবদ্ধ মানুষেরা তাদের আচার-বিশ্বাস অনুযায়ী যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করার ক্ষমতা রাখে।"[১৭]

সমাজবিজ্ঞানী কয়েনিং (Koening) বলেন, "সমাজ বা গোষ্ঠীর দ্বারা দৃঢ়ভাবে অসমর্থিত এমন সব মানবীয় আচরণকে দুর্নীতি বলা যেতে পারে। যেহেতু সমাজভেদে ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা বিদ্যমান এবং যেহেতু প্রতিটি সমাজই পরিবর্তনশীল, সেহেতু অপরাধমূলক আচরণ চূড়ান্ত নয়, বরং তা আপেক্ষিক।"[১৮]

অপরাধবিজ্ঞানী স্যারোফেলো দুর্নীতির একটি সমাজতাত্ত্বিক সংজ্ঞা নিরূপণের চেষ্টা করেন এবং স্বাভাবিক অপরাধ (Natural Crime) নামক একটি প্রত্যয়ের অবতারণা করেছেন।

স্বাভাবিক দুর্নীতি হচ্ছে এমন সব কাজ যা মানুষের সহানুভূতি এবং সততার মৌলনৈতিক আবেগকে আঘাত করে। এ সমস্ত মৌলনৈতিক আবেগ একই সমাজে যুগে যুগে এবং বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন রূপ নিতে পারে। যুগের ব্যবধানের কারণেই হোক বা সামাজিক বিভিন্নতার কারণেই হোক মানুষের এই মৌলআবেগের উপর আঘাত হানে এমন সব কাজই হচ্ছে স্বাভাবিক অপরাধ।[১৯]

'কুরআন ও হাদীসের আলোকে মরণব্যাধি' নামক গ্রন্থে দুর্নীতির বর্ণনা এভাবে দেয়া হয়েছে- দয়াময় পরম দয়ালু সুমহান সৃষ্টিকর্তা ও পরম প্রতিপালক তাঁর সৃষ্টিজীবসমূহকে

---

১৭. Gilin, Sociology (Delhi: Replica Press, 2004 AD) p. 100.

১৮. Kocning , Social Corruption (New Delhi: Cosmo Publication, 1978 AD), p. 120.

১৯. আবদুর নূর, আদর্শ, উন্নয়ন ও দুর্নীতি: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, তাবি, পৃ. ১৭-১৮।

Dhaka University Institutional Repository

স্বাভাবিকভাবে কল্যাণময় জীবন পরিচালনার জন্যে যে সকল নিয়মনীতি এবং জ্ঞানবুদ্ধি সহকারে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন সেই কল্যাণময় পথে বাধা সৃষ্টি করে নিজেদের যে কোনো অবৈধ স্বার্থ উদ্ধার করার জন্যে যে সকল পথ ও পন্থা অবলম্বন করা হয় তাই দুর্নীতি। সাধারণভাবে বলতে গেলে জীবন যাপনের স্বাভাবিক নিয়ম-নীতিকে বাধাগ্রস্ত করে অনিয়মিতভাবে ও অবৈধ উপায়ে অন্যের অধিকার হরণ করে নিজের যে কোন স্বার্থ উদ্ধারের প্রচেষ্টাই হচ্ছে দুর্নীতি।[২০]

অপরাধবিজ্ঞান তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ নামক গ্রন্থে দুর্নীতি সম্পর্কে আলোচনায় বলা হয়েছে, দুর্নীতি সমাজ ও জাতির জন্য এক মারাত্মক ব্যাধি। পৃথিবীর সব জায়গায় দুর্নীতি সংঘটিত হয়, যা আমাদের সমাজ ও জাতিকে প্রতি পরতে পরতে আঁকড়ে ধরছে। প্রশাসন হতে শুরু করে সমাজের প্রতিটি স্তরে দুর্নীতি সংঘটিত হয়। প্রাচীনকাল থেকেই দুর্নীতি প্রবণতা বংশ পরম্পরায় এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে সংক্রমিত হচ্ছে। তাই আজ দুর্নীতি প্রতিটি মানুষের জন্য জ্ঞানের বাহন হিসেবে জানা দরকার।[২১]

মাসিক মদীনা মার্চ, ২০০৮ সংখ্যায় দুর্নীতির সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, দুর্নীতি একটি ব্যাপক ও জটিল প্রত্যয়। দুর্নীতির প্রকৃতি বহুমুখী এবং বিচিত্র ধরনের বিধায় এর সংজ্ঞা নিরূপণ করা জটিল। দুর্নীতির শাব্দিক অর্থ নীতিহীনতা, নীতিবিরুদ্ধ বা নীতিবিবর্জিত, তথা আদর্শ ও মূল্যবোধের পরিপন্থী বিশেষ ধরনের অপরাধমূলক আচরণ।[২২]

সর্বোপরি বলা যায়, স্ব স্ব পেশার মাধ্যমে অবৈধ স্বার্থ উদ্ধারের লক্ষ্যে কৃত অপরাধমূলক আচরণই হলো দুর্নীতি।

মাসিক জিজ্ঞাসা, ফেব্রুয়ারি, ২০০৮ সংখ্যায় দুর্নীতি সম্পর্কে আলোচনায় বলা হয়েছে- একটি আদর্শ সমাজ বলতে আমাদের মানসপটে ভেসে উঠে এমন একটি জনগোষ্ঠীর চিত্র যেখানে মানুষে মানুষে নেই কোনো হিংসা-বিদ্বেষ, যেখানে ধর্ম-বর্ণ লিঙ্গ-ভাষাভেদে সকলেই

---

২০. আবু শাহাদত, কুরআন ও হাদীসের আলোকে মরণব্যধি (ঢাকা: তাসমিয়া পাবলিকেশন্স, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ৩১৮।

২১. মোঃ নূরুল্লাহ, অপরাধ বিজ্ঞান: তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ (ঢাকা: ইসলাম পাবলিকেশন্স, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ১৭৯।

২২. মাসিক মদীনা (ঢাকা: মার্চ ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ৩২।

Dhaka University Institutional Repository

মিলে মিশে সমঅধিকার নিয়ে বসবাস করে। যে সমাজে মানুষ তার জীবন, সম্পদ ও ইজ্জতের পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করে এবং যেখানে একজন তার অধিকার পূর্ণ মাত্রায় ভোগ করার সাথে সাথে কর্তব্যও পালন করে থাকে এমন একটি পরিপূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তার সমাজকেই আমরা বলবো একটি আদর্শ সমাজ।[২৩]

আমরা সুদূর অতীত থেকে প্রত্যক্ষ করছি মানুষে মানুষে মারামারি হানাহানি লড়াই সংগ্রাম ও জুলুম-নির্যাতন। আজও বিশ্বব্যাপী আমরা সেটাই প্রত্যক্ষ করছি। আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ আজ বিশ্ব দরবারে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে চিহ্নিত এবং দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ দুর্নীতির দায়ে কারারুদ্ধ। মানুষের শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নকারী সকল অপতৎপরতা চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, মাদকাসক্তি, খুন, ধর্ষণ সবই যেনো পাল্লা দিয়ে চলছে। সম্প্রতি আইনের কঠোর প্রয়োগের ফলে দুর্নীতি হ্রাস পেলেও সমাজ থেকে তা নির্মূল করা সম্ভব হয়নি।

মানুষ মূলগত ও প্রকৃতিগতভাবে নীতিবোধসম্পন্ন প্রাণী। মানুষের মধ্যে বিবেকবোধ কাজ করে এবং এর দ্বারা সে ভাল-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায় উপলব্ধি করে। ধর্মীয় অনুশাসন ও নীতিকথা মানুষের বিবেকবোধকে জাগ্রত করে। তাই আইনের কঠোর প্রয়োগের সাথে সাথে উদ্বুদ্ধকরণের নানাবিধ কর্মসূচিও জরুরী। সমাজের অধিকাংশ মানুষ সৎজীবন যাপনে অভ্যস্ত হলে মানুষরূপী পশুদেরকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সহজেই দমন করতে পারে।

দুর্নীতি আজ বিশ্বব্যাপী। বিশ্বের এমন কোনো দেশ নেই যেখানে দুর্নীতি হয় না। শাসন ও বিচার প্রক্রিয়ায় কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তোলতে না পারার কারণে দুর্নীতি সংঘটিত হয়।

দুর্নীতির সংজ্ঞা প্রদান করে 'দুর্নীতি ও অপরাধ নিয়ন্ত্রণে ক্রেডিট সিস্টেম' গ্রন্থে বলা হয়েছে, অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও ব্যক্তিবর্গ নীতি ও নৈতিকতাকে বাদ দিয়ে যে সমস্ত কাজ করে তাকেই এক কথায় দুর্নীতি বলা হয়। দুর্নীতিকে পাঁচটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। যথা-

---

২৩. মাসিক জিজ্ঞাসা (ঢাকা: ফেব্রুয়ারি ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ৫০।

Dhaka University Institutional Repository

১. প্রশাসনিক দুর্নীতি;

২. বিচার ব্যবস্থায় দুর্নীতি;

৩. দুর্নীতিতে জড়িত ব্যক্তিবর্গ;

৪. দুর্নীতির প্রশাসনিক কারণ;

৫. দুর্নীতির প্রশাসনিক প্রতিকার।[২৪]

উচ্চ মাধ্যমিক বাংলা সাহিত্যে দুর্নীতি সম্পর্কে বলা হয়েছে, দুর্নীতি শুধু একটি বহুল আলোচিত শব্দই নয়, এটি বাংলাদেশের সবচেয়ে ক্ষতিকর সামাজিক সমস্যাগুলোর অন্যতম। আমরা সাধারণভাবে ঘুষ দেয়া-নেয়াকেই বুঝি দুর্নীতি। তবে দুর্নীতির প্রকৃত অর্থ আরও ব্যাপক। আভিধানিক সংজ্ঞা অনুযায়ী দুর্নীতি বলতে সরকারী ক্ষমতাকে ব্যক্তিগত লাভের জন্য ব্যবহার করাকে বুঝায়। সাধারণত ঘুষ, বলপ্রয়োগ বা ভয়প্রদর্শন, প্রভাব এবং জনপ্রশাসনের ক্ষমতা অপব্যবহারের দ্বারা কাউকে অন্যায়ভাবে বিশেষ সুবিধা দেওয়ার মাধ্যমে ব্যক্তিগত সুবিধা অর্জনকে দুর্নীতি বলা হয়।[২৫]

প্রতিটি দেশের সমাজে এখন দুর্নীতি অবাধে বিস্তার লাভ করছে। তা আমাদের রক্তের সাথে প্রায় মিশে গেছে। আমাদের সমাজে নানা ধরনের দুর্নীতির চিত্র দেখা যায়। তবে অন্যান্য দুর্নীতির তুলনায় আমাদের সমাজে যে দুর্নীতিটি বেশি চোখে পড়ে তা হলো ঘুষ প্রদান। তবে একথা সর্বজনবিদিত যে, দুর্নীতি একটি সামাজিক ব্যাধি। ব্যক্তি মানুষ থেকে শুরু করে সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য দুর্নীতি আজ এক ভয়াবহ অভিশাপ এবং প্রকৃত গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান অন্তরায়।

২৪. সৈয়দ লোকমান হোসেন, দুর্নীতি ও অপরাধ নিয়ন্ত্রণে ক্রেডিট সিস্টেম (ঢাকা: আল-আমীন রিসার্চ একাডেমী বাংলাদেশ, ২০১১ খ্রি.), পৃ. ২০২-২০৪।

২৫. অধ্যাপক ড. ভীষ্মদেব চৌধুরী, সাহিত্য পাঠ (ঢাকা: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ১০৫।

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা নিজ স্বার্থে ব্যবহার, সরকারী ক্রয়ে অতিরিক্ত মূল্য দেখিয়ে অর্থ আত্মসাৎ, ঘুষ বা কমিশনের বিনিময়ে বিদেশি কোম্পানীগুলোকে অবাধে ব্যবসা করার সুযোগদান, সিন্ডিকেটের মাধ্যমে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য বাড়িয়ে অর্থ উপার্জন, বরাদ্দকৃত অর্থের পূর্ণ ব্যবহার না করে আত্মসাৎ, বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, যেমন পাসপোর্ট, পুলিশ, বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিফোন ও অন্যান্য খাতে ঘুষের লেনদেন, অতিরিক্ত মুনাফা আদায়, সরকারি বরাদ্দ এবং অনুদানের অর্থ ও দ্রব্য আত্মসাৎ, খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য পণ্যদ্রব্যে ভেজাল মেশানো এবং বিভিন্ন সরকারি কাজে সন্ত্রাসী মাস্তান ও দালালদের দৌরাত্মসহ সর্বক্ষেত্রে দুর্নীতির ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে।

দুর্নীতি হলো বিশেষভাবে বাংলাদেশের সবচেয়ে ক্ষতিকর সামাজিক সমস্যা। এ সমস্যার কারণে বাংলাদেশ কাঙ্ক্ষিত মানে উন্নতির পথ প্রশস্ত করতে পারছে না। কারণ দুর্নীতির প্রভাব একদিকে নয়, বিভিন্ন দিকে এর বিস্তার এবং প্রসার। দুর্নীতির ফলে বাংলাদেশের অর্থনেতিক খাতে ব্যাপক বিরূপ প্রভাব পড়ে। জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়ে, শান্তি, শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়, উন্নয়ন ব্যাহত হয়, রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয় হয়, সমাজের নিম্ন আয়ের মানুষের আয় আরও কমে যায় এবং তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ক্রয় ক্ষমতা কমে যায়। ফলে জনগণ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ন্যায়বিচার ও অন্যান্য মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। দুর্নীতির কারণে স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয়। যে কোন দুর্নীতিগ্রস্ত দেশে সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং নীতি নির্ধারণ পদ্ধতিতে জনগণের স্বার্থ রক্ষিত হয় না। ফলে সরকার ও রাষ্ট্রের উপর জনগণের আস্থা নষ্ট হয় এবং জাতি ক্রমান্বয়ে দিকনির্দেশহীনতা ও নিরাপত্তাহীনতা বোধ করে। এছাড়া দুর্নীতির ফলে সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি হয়। ক্ষমতাবান শ্রেণির মানুষের আয় বাড়ার ফলে ধনী-দরিদ্রের আয়ের বৈষম্য বেড়ে যায়। তাই দুর্নীতি বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যাগুলোর মধ্যকার অন্যতম ক্ষতিকর সমস্যা।

Dhaka University Institutional Repository

দুর্নীতি কোনো রোগ নয়। এটি হলো রোগের উপসর্গ মাত্র। রোগ হলো মানবিক বিচ্যুতি, অদম্য ও দুর্দমনীয় লোভ। সুস্থ রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে লোভ শুধু যে সংযত হয় তা-ই নয়, তা অধিক অর্জনের আকাঙ্ক্ষায় রূপান্তির হয়। দুর্নীতিকে দমন করা সম্ভব না হলে সমাজে আয়বণ্টন ক্ষেত্রে এক অসম অবস্থার সৃষ্টি হয়। ধনী-দরিদ্রের মধ্যে সৃষ্ট ব্যবধান অসহনীয় পর্যায়ে উপনীতি হয়। অর্থনৈতিক অগ্রগতি ব্যাহত হয়। প্রশাসনের ন্যায়নিষ্ঠতা ভীষণভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হয়। সমাজে বিনিয়োগ সম্ভাবনা, তা অভ্যন্তরীণ হোক বা বৈদেশিক, মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়। সমাজে অপরাধের মাত্রা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। সর্বোপরি, সামাজিক মূল্যবোধ হাজারো দিক থেকে আক্রান্ত হয়। যে সামাজিক বন্ধন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সমাজজীবনকে গ্রন্থিবদ্ধ করে রেখেছে এবং যে উন্নত জীবন জীবনব্যবস্থার আকাঙ্ক্ষা মানবমনকে সচকিত করে রেখেছে হাজার বছর ধরে, তা মারাত্মকভাবে ব্যহত হয়। তাই দুর্নীতি দমন প্রক্রিয়া এত মূল্যবান এবং এত কাঙ্ক্ষিত।

সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য দুর্নীতি এক ভয়াবহ অভিশাপ। গণতন্ত্র ও সুশাসন একটি দেশের উন্নয়নের অপরিহার্য উপাদান। প্রকৃত গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান অন্তরায় দুর্নীতি। দুর্নীতি বাংলাদেশের সবচেয়ে ক্ষতিকর সামাজিক ব্যাধিগুলোর অন্যতম। বাংলাদেশের এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে দুর্নীতির ছোবল লাগেনি। একেবারে নিম্নস্তরের অফিস থেকে শুরু করে উচ্চ পর্যায়ের অফিস-আদালতে এর বিস্তার।

পরিচ্ছেদঃ ২

দুর্নীতির বৈশিষ্ট্য

Dhaka University Institutional Repository

দুর্নীতি সমাজ জীবনে এক সংক্রামক ব্যাধিতুল্য। এটা যেমন গুরুতর অপরাধ তেমনি অনেক অপরাধের কারণও। তবে দুর্নীতির আলাদা কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা অন্যান্য অপরাধের বৈশিষ্ট্যের তুলনায় ভিন্নতর। নিম্নে দুর্নীতির বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরা হলো-

১. দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তি ভদ্রবেশী অপরাধী হিসেবে সমাজে বাস করে। সে একজন অপরাধী এটা সমাজের মানুষকে বোঝতে দেয় না।

২. দুর্নীতির কারণে বিশেষ কর্তব্য পালনে অবহেলা পরিলক্ষিত হয় এবং অসদুপায় অবলম্বনের পথ উন্মুক্ত হয়।

৩. উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে কর্তব্যে অবহেলা করা হয়।

৪. ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের জন্য দায়িত্বে অবহেলা করা হয়।

৫. দুর্নীতি হলো আইন ও সামাজিক নীতি-আদর্শের পরিপন্থী কাজ ও আচরণ।

৬. এমন অনৈতিক স্বার্থ হাসিলের অপপ্রয়াস যা পাবার নীতিগত কোনো অধিকার নেই।

৭. দুর্নীতিমূলক কাজ বা আচরণ সমাজের কারো না কারো ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির দুর্নীতির কারণে কেউনা কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর এটা গোটা সমাজের জন্যই সমস্যা।

৮. দুর্নীতি একটু ভিন্নধর্মী অপরাধ। এ অপরাধের প্রকৃতি ও কলাকৌশল আলাদা ধরনের। দৈহিক শ্রমের চেয়ে ধূর্তামিমূলক বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করা হয় দুর্নীতিমূলক কাজে।

৯. দুর্নীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো কৌশলগতভাবে এক ধরনের চৌর্যবৃত্তি করা।

Dhaka University Institutional Repository

১০. দুর্নীতি আত্মসাৎ প্রবণতাসহ অন্যায়ভাবে সম্পদ গ্রাস করার হীন মানসিকতার প্রসূতি। দুর্নীতি একটি গোপন প্রক্রিয়া যা কখনো এককভাবে আবার কখনো দুটি পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত হয়ে থাকে।[২৬]

পরিচ্ছেদ: ৩

দুর্নীতির শ্রেণিবিন্যাস

দুর্নীতি একটি ব্যাপক গর্হিত কাজ। সমাজ জীবনে তা মারাত্মক ব্যাধি হিসেবে ছড়িয়ে পড়েছে। দুর্নীতিকে যেভাবেই শ্রেণিবিন্যাস করা হোক, তা যে এক গুরুতর অপরাধমূলক তৎপরতা তাতে সন্দেহ নেই। সামাজিক পরিবেশ, মূল্যবোধগত পার্থক্য, দমনমূলক ব্যবস্থা প্রভৃতির সাথে দুর্নীতির প্রকৃতি, ধরন-ধারণ ও এর পরিধি সম্পর্কিত। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দুর্নীতির শ্রেণিবিন্যাস করা যায়।[২৭] যেমন-

১. রাষ্ট্রীয় দুর্নীতি

রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ে নীতি নির্ধারণী প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি (Corruption into formal decision making at highest levels of the state.)

২. রাজনৈতিক দুর্নীতি

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দুর্নীতি অনেক দেশেই লক্ষ করা যায়, বিশেষ করে উন্নত দেশের তুলনায় উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশে এ ধরনের দুর্নীতির মাত্রা বেশি।

৩. প্রশাসনিক দুর্নীতি

রাষ্ট্রীয় প্রশাসনযন্ত্র দুর্নীতিগ্রস্ত হয় অনেক ক্ষেত্রেই। সবচেয়ে বেশি দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়া যায় প্রশাসনিক ক্ষেত্রে। উৎকোচ গ্রহণ, অতিরিক্ত সম্পদ লাভের জন্য প্রশাসনিক

---

২৬. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২।
২৭. মোঃ নূরুল ইসলাম, বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা (ঢাকা: তাসমিয়া পাবলিকেশন্স, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ১৭১।

Dhaka University Institutional Repository

সুযোগ-সুবিধার অবৈধ চর্চা, সঠিকভাবে প্রশাসনিক দায়দায়িত্ব পালন না করে তার ফায়দা নিজের অনুকূলে আনা। প্রশাসনিক নিয়ম-কানুন পরিপন্থী বিভিন্ন সেবাখাতে এসব দুর্নীতি লক্ষ্য যায়।

৪. অর্থনৈতিক দুর্নীতি

অর্থনৈতিক লেনদেনে দুর্নীতি ব্যাপকভাবে সংঘটিত হয়। এ ধরনের দুর্নীতিকে Departmental corruption in economic fields or transaction হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

৫. সামাজিক জীবনে দুর্নীতি

সমাজ জীবনে দুর্নীতি মারাত্মক বিপর্যয় সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতি সামাজিক বন্ধন শিথিল করে শান্তি-শৃঙ্খলা ও সংহতি বিনষ্ট করে। নীতি ও মূল্যবোধ পরিপন্থী দুর্নীতি সমাজ জীবনকে অসহনীয় করে তোলে।

৬. আইনগত দুর্নীতি

দেশের প্রচলিত আইনের ফাঁক- ফোকর ব্যবহার করে অনেক অসাধু লোকেরা দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ে। সরকারী রাজস্ব ফাঁকি, তহবিল তসরুপ, অর্থকর ফাঁকিসহ বেশকিছু দুর্নীতি এক্ষেত্রে লক্ষণীয়।

৭. ধর্ম ব্যবহারের মাধ্যমে দুর্নীতি

ধর্মকে ব্যবসার পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করেও অনেক দুর্নীতি সংঘটিত হতেপারে। ধর্মের লেবাস পরে অধার্মিকের প্রতারণা, স্বার্থ সিদ্ধি, অর্থোপার্জন, ধর্মের ভয় সৃষ্টি করে ধোঁকাবাজি, ভণ্ডপীর ও মাজার ব্যবসায়, ফকির-সন্নাসী সেজে প্রতারণা, ধর্মের অপব্যাখ্যা, ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থে ধর্মের অপব্যবহারসহ অসংখ্য দুর্নীতিমূলক কর্ম।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ: ৪

দুর্নীতির উৎপত্তি ও বিকাশ

সভ্যতার সূচনা ছিল অত্যন্ত পরিশীলিত ও অনুপম, কিন্তু কালের প্রবাহে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে দুর্নীতির প্রচলন কমবেশি বিদ্যমান ছিল। প্রশাসন ব্যবস্থার উৎপত্তির সাথে সাথে দুর্নীতির ও উৎপত্তি ঘটে। এটি মানুষের 'ফিতরাত' তথা স্বভাবের একটি মন্দ দিক। আসমানী কিতাব তাওরাত (Old Testament)-এর বিকৃতি ছিল মানবেতিহাস কুখ্যাত একটি গুরুতর দুর্নীতি। প্রায় দুই হাজার বছর পূর্বে ভারতীয় রাজতন্ত্রের প্রধান মন্ত্রী কৌটিল্য (Kautilya) তাঁর প্রখ্যাত অর্থশাস্ত্র (Arthashastra) গ্রন্থে দুর্নীতির বিষয়টি আলোকপাত করেছেন। প্রায় ৭০০ বছর পূর্বে দান্তে (Dante) ঘোষণা করেন, আইন বহির্ভূত কর্মসম্পাদন কিংবা স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশে কাউকে প্রভাবিত করার জন্য ঘুষ-উৎকোচ প্রদানকারীর অবস্থান হলো নরকের সর্বনিম্ন স্তরে। বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক উইলিয়াম শেক্সপিয়ার তাঁর কোনো একটি নাটকে দুর্নীতিকে কুখ্যাত চরিত্রে রূপায়ণ করেছেন। আমেরিকান সংবিধানে ঘুষ, উৎকোচ এবং প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ডকে গুরুতর অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যে অপরাধ সম্পাদনের কারণে সেখানকার প্রেসিডেন্ট ইম্পিচম্যান্টের (অপসারণ) যোগ্য হতে পারেন। ১৭৭৫ সালে ভারতবর্ষের ইংরেজ গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিং মীরজাফরের পত্নীকে দেড় লক্ষ টাকা উৎকোচ দেয়ার বিনিময়ে মুর্শিদাবাদে নবাবের রক্ষণাবেক্ষণ কার্যে নিযুক্তি লাভ করেন। এজন্য ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইলিয়াম পিট তাকে গভর্নরের পদ থেকে অপসারণ করেন। অবশ্য সিভিল প্রশাসন এবং পুলিশ প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত করার জন্য ভারতের গভর্নর উইলিয়াম বেন্টিক ১৮২৮ সালে সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সততা যাচাইয়ের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছ থেকে বার্ষিক গোপন

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবেদন (ACR) গ্রহণের নিয়ম প্রচলন করেন, যা বর্তমানেও ঐতিহ্যগতভাবে চালু আছে।[২৮]

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর পাকিস্তান আমালে ১৯৫৭ সালে এদেশে 'দুর্নীতি দমন ব্যুরো' গঠন করে দুর্নীতি প্রতিরোধের একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো দাঁড় করানো হয়। কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা সরকার প্রধানের অধীনস্থ দফতরে পরিণত হওয়ায় এ ব্যুরো নিজ কার্যকারিতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা হারায়। ফলে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর থেকে এ দেশের প্রায় সকল সরকারের ক্ষেত্রেই কম-বেশি দুর্নীতির অভিযোগ উচ্চারিত হয়েছে। প্রশাসন ব্যবস্থায় প্রশাসনিক দুর্নীতির অভিযোগ কোনো নতুন ঘটনা নয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের এক জরিপে বর্তমানে হতাশাব্যঞ্জক চিত্র ফুটে উঠেছে। সরকারী কর্মকর্তাদের দুর্নীতির কারণে সরকারের প্রতি বছর যে অপচয় হয় তা হচ্ছে ১১,২৫৬ কোটি টাকা। ফলে সকল স্তরে উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে এবং উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে। পার্শ্ববর্তী দেশ চীন ও ভারতের চেয়ে প্রবৃদ্ধি অনেক কমে যাচ্ছে। ২০১১ সালে GDP-তে বিনিয়োগের অবদান মাত্র ৩ দশমিক ২ শতাংশ। ADB-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর তেরসাখো বলেন, WEF-এর ২০১১-১২ রিপোর্টে দেখা গেছে, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অবকাঠামোর দিক থেকে সবচেয়ে পিছিয়ে। এর অন্যতম কারণ দুর্নীতি।[২৯]

পরিচ্ছেদঃ ৫

দুর্নীতির পরিধি

আপাত দৃষ্টিতে দেখা যায়, সারা পৃথিবীকেই দুর্নীতি গ্রাস করে ফেলেছে। কিন্তু নীতি বহির্ভূত সকল প্রকার কাজ-কর্ম, আচার-ব্যবহার ও কথাবার্তা সবই এর আওতাভুক্ত। যেহেতু

২৮. Vito Tanzi, Corruption around the world Cowses (Washington : International Monetary Fund, 2002), p. 25.

২৯. দৈনিক আমার দেশ, ২৩ মে, ২০১২ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

আয়-উপার্জন জীবনের বিশাল অংশকে নিয়ন্ত্রণ করে তাই এ ক্ষেত্রে দুর্নীতিকে যৌক্তিক কারণেই বড় করে দেখা হয়। দুর্নীতি ব্যাপক বিস্তৃত একটি পরিভাষা। নীতি হিসেবে আমরা যদি ইসলামী গ্রহণ করি তাহলে দুর্নীতিরও একটি সংজ্ঞা প্রয়োজন। ইসলামে সংজ্ঞা যদি এই হয়, 'আল্লাহ্‌র বিধান ও দীনের সামনে আত্মসমর্পণ' অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দেয়া জীবনব্যবস্থা, যা দ্বারা আল্লাহ সকল বিধানের পরিপূর্ণতা ঘটিয়েছেন সেগুলো মনে-প্রাণে মেনে নেয়া। যিনি মেনে নিবেন তার মধ্যে কতগুলো গুণ-বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হবে। যথা- তিনি নীতিবান হবেন, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সদা তৎপর থাকবেন, তার মধ্যে আল্লাহ্‌র আনুগত্য প্রকাশ পাবে। বিপরীত দিকে ইসলামী শরী'আতে অপরাধ বলেও একটি পরিভাষা রয়েছে। দুর্নীতি একটি অপরাধ, যার বিরুদ্ধে আল্লাহ হদ্দ (বিধিবদ্ধ শাস্তি) অথবা তা'যীর (বাধা, প্রতিরোধ) প্রতিরোধমূলক শাস্তি দ্বারা হুমকি প্রদান করেছেন। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অভিশাপ এবং পরকালে জাহান্নামের শাস্তির হুঁশিয়ারি দেয়া হয়েছে।

মানুষের ইচ্ছাশক্তির দ্বারা সংঘটিত নৈতিক কর্মসমূহের জন্য দুনিয়া ও পরকালে পুরস্কৃত করা হবে এবং অনৈতিক বা পাপাচারের পরিণামে শাস্তি প্রদান করা হবে। মানুষের ইচ্ছাশক্তি হচ্ছে বিনিময়ের মাপকাঠি। ইচ্ছাশক্তি যখন অপরাধ কর্মের অবয়বে প্রকাশিত হয়, তখন সেটি দুর্নীতি এবং সেটিই দণ্ডযোগ্য অপরাধ। এ অপরাধ মানুষের মধ্যে মন্দ চর্চার দ্বারা দৃষ্টিগোচর হয়। মানুষের মধ্যে অপরাধ-প্রবণতা চারটি প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। তা হলো, প্রভুত্বের গুণাবলী, শয়তানী গুণাবলী, পশুত্বের গুণাবলী ও হিংস্রতার গুণাবলী। প্রভুত্বের গুণাবলী দুশ্চরিত্রের উন্মেষ ঘটায়। যেমন অহংকার, গর্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, প্রশংসা ও গৌরবের মোহ, বিরোধিতা ও স্থায়িত্বের মোহ, সবার উপরে বড়ত্বের অনুসন্ধান ইত্যাদি। এগুলো মানব চরিত্র বিধ্বংসী গুণ। এগুলোই দুর্নীতির জন্ম দেয়। শয়তানী গুণাবলী থেকেও অসংখ্য শাখা-প্রশাখা জন্ম নেয়। ইবলীস অহংকার করার কারণে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং ফেরাউন নিজেকে মিসরীয়দের সর্বোচ্চ প্রভু হিসেবে ঘোষণা দিয়ে অভিশপ্ত হয়েছে। হিংসা, বিরুদ্ধাচরণ, কৌশল, ধোঁকা, বিশৃঙ্খলার নির্দেশ, ষড়যন্ত্রের নির্দেশ, জালিয়াতি, মুনাফেকি, বিদা'আত ও গোমরাহির দিকে আহ্বান এ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। আর পশুত্বের গুণাবলী থেকে জন্ম নেয় নোংরামী, কুফুরি, যৌন ও পেটের প্রয়োজন মেটানোর উদগ্রলালসা। ফলে যেনা-ব্যভিচার ও সমকামিতা, চুরি, জনগণের সম্পদ আত্মসাৎ করার জন্য নেশার যোগান হয়ে থাকে। আর হিংস্রতার গুণাবলী থেকে জন্ম নেয়

Dhaka University Institutional Repository

ক্রোধ-জিঘাংসা, সম্পদ বিনষ্ট, নরহত্যা, অশালীন গালমন্দ ও মানুষের ওপর অন্যায় আক্রমণের প্রবণতা।[৩০]

পরিচ্ছেদঃ ৬

দুর্নীতির উৎস

মানুষ জন্মগতভাবে দুটি বিশেষ গুণের অধিকারী। (এক) Rationality তথা যুক্তিবোধ। আরবিতে বলা হয় নাফ্‌সে মুতমাইন্না (النفس المطمئنة) তথা প্রশান্ত হৃদয়, যা বিকশিত হয়ে মানুষ মৌলিক মানবীয় মূল্যবোধ অর্জন করে এবং নিজেকে ‘আশরাফুল মাখলুকাত’ (اشرف المخلوقات) তথা সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে পরিগণিত করতে পারে।

(দুই) পাশবিকতাঃ আরবিতে বলা হয় ‘নাফ্‌সে আম্মারা’ (النفس الامارة) যার প্রাবল্য মানুষকে পশুত্বের নিম্ন পর্যায়ে নিয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ.

“আমি তো সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে, অতঃপর আমি তাকে হীনতাগ্রস্তদের হীনতমে পরিণত করি (তারা কর্মদোষে অবনতির নিম্নস্তরে পৌঁছে)।”[৩১]

নাফ্‌সে আম্মারা মানুষকে অন্যায় ও অশুভ কাজে প্রলুব্ধ করে। আর এ অশুভ প্রবণতার প্রভাবে মানুষের মধ্যে পশুত্বের (Animality) জন্ম নেয়। কারণ মানব প্রবৃত্তি তথা নাফ্‌স অতি সহজেই সংকীর্ণতার দিকে ঝুঁকে পড়ে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَمَن يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

“যারা কার্পণ্য থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করেছে তারাই সফলকাম।”[৩২]

---

৩০. ড. মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল, মৌলিক সমস্যা সমাধানে ইসলামী আইন, গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জানুয়ারি ২০০৬ খ্রি.।

৩১. আল- কুরআন, সূরা তীন, আয়াত : ৪- ৫।

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

أَلَاوَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلا وَهِيَ الْقَلْبُ.

"মানবদেহের অভ্যন্তরে একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে, তা সুস্থ থাকলে পুরো দেহ সুস্থ থাকে আর তা অসুস্থ হলে দেহের পুরাটাই অসুস্থ হয়ে পড়ে। আর সেটি হলো অন্তর।"[৩৩]

মানুষের এ অশুভ প্রবণতাকে ইমাম গাযালী (রহ) শয়তানী প্রবণতা হিসেবে অভিহিত করেছেন। এ ছাড়া দুর্নীতির উৎস হিসেবে চিহ্নিত করা যায় পরিবার, সমাজ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও প্রচার মাধ্যম ইত্যাদিকে। এ সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা হলো এবং এর বাস্তব সমাধাণ বের পন্থা তুলে ধরা হলোঃ

(ক) পরিবার ও পারিবারিক পরিবেশ

মানব শিশু জন্মগ্রহণ করার পর যাদের পরিবেষ্টনে আবদ্ধ থাকে সেটিকে সেই শিশুর পরিবেশ বলা হয়। ছোট এ গণ্ডি বা বেষ্টনীর প্রধান দুইজন সদস্য হলেন পিতা ও মাতা, যাদেরকে অভিভাবক বলা হয়। একটু ব্যাপকভাবে বলতে গেলে, এর সাথে দাদা-দাদী, চাচা ও ফুফুকেও সদস্য হিসেবে যোগ করা যায়। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে তার পরিবেশেরও সম্প্রসারণ ঘটে। পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে সমাজ ও মনোবিজ্ঞানীগণ ব্যাপক গবেষণা ও আলোচনা করেছেন। পরিবেশ মানব শিশুর বিভিন্নমুখী আচরণ, ব্যবহার ও দোষ-গুণের ওপর কার্যকর প্রভাব বিস্তার করে। সকল শিশুই ফিতরাত তথা নিজের অভ্যন্তরে সত্য ও ন্যায়ের যোগ্যতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। যে পরিবেশে বা পরিবারে সে জন্মগ্রহণ করেছে সেটি যদি তার ফিতরাতের অনুকূল হয়, তবে সে সত্য ও ন্যায়ের উপর টিকে থেকে তার সুকুমার বৃত্তিগুলোকে সুচারুরূপে প্রস্ফুটিত করতে পারে। আর পরিবেশটি যদি বিপরীতমুখী হয়, তবে তার চরিত্র

৩২. আল- কুরআন, সূরা হাশর, আয়াত : ৯।

৩৩. সহীহ বোখারীঃ কিতাবুল ঈমান, ৩৯-বাবঃ ফাদলু মানইস তাবরায়া লিদীনিহী (রিয়াদঃ দারুস সালাম, ২০০০ খ্রি.),নং ৫২।

Dhaka University Institutional Repository

বিপরীতমুখী ধাঁচেই গড়ে ওঠে। পারিবারিক পরিবেশ যদি নৈতিক আদর্শ বিবর্জিত হয়, ঐ পরিবেশের শিশুটি খারাপ চরিত্র ধারণ করে বেড়ে ওঠবে এটাই স্বাভাবিক।

পরিবার হলো একটি শিশুর জীবন গড়ার প্রাথমিক এবং মৌলিক পাঠশালা। এ পাঠশালার পাঠ্য তালিকায় যে ধরনের পাঠ্যসূচি করা হবে, শিশুর জীবনের ভিত রচিত হবে সেই সূচির আলোকে। এজন্য পরিবারের শক্তিশালী দুজন সদস্য পিতা-মাতার গুরুত্ব অপরিসীম। পিতা-মাতা যে ধরনের আচরণ, কথাবার্তা ও কাজকর্ম করেন ছেলে-মেয়ে সেগুলো অনুসরণ করে। শিশুর পিতা-মাতা যদি ব্যক্তিগতভাবে সৎ ও নিষ্ঠাবান হন এবং পারিবারিক পর্যায়ে নৈতিকতার পরিচর্চা করেন, তাহলে তাদের সন্তানও সেভাবেই গড়ে ওঠবে। ছেলে-মেয়েদের নৈতিক চরিত্র গঠন করা পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের প্রাপ্য মৌলিক অধিকার। এ অধিকার থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা সুস্পষ্ট জুলুম হিসাবে বিবেচিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَاراً.

"হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে দোজখ থেকে রক্ষা কর।"[৩৪]

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ .

"সৌন্দর্যময় নৈতিক চরিত্র ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়ার চাইতে উত্তম কিছুই মা বাবা সন্তানদের দান করতে পারে না।"[৩৫]

রাসূলুল্লাহ (সা) আরও বলেন,

৩৪. আল- কুরআন, সূরা আত্ তাহরীম, আয়াত : ৬।
৩৫. তিরমিযী: কিতাবুল বিরর ওয়াস সিলাহ, বাব: মা জাআ ফী আদাবিল ওলাদ (রিয়াদ: দারুস সালাম, ২০০০ খ্রি.) পৃ. ১৮৪৮

Dhaka University Institutional Repository

مُرُوْا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.

"তোমাদের সন্তানদের সাত বছর বয়স হলেই তোমরা তাদেরকে নামায পড়ার আদেশ দাও। তার দশ বছর বয়সে পদার্পণ করলে নামাযের জন্য শাসন করো এবং তাদের বিছানা তোমাদের থেকে আলাদা করে দাও।"[৩৬]

পক্ষান্তরে এ দুজন যদি বিকৃত স্বভাব ও কুরুচিপূর্ণ মনের হন এবং আধুনিক ও প্রগতিবাদী সাজার অভিপ্রায় নিয়ে উচ্ছৃঙ্খল আচার-আচরণ, কথাবার্তা ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পরিসরে চালু করেন, তবে তাদের পরিবারটি নৈতিকতা বিবর্জিত হবে এটাই স্বাভাবিক। সেখানে শ্রদ্ধাবোধ, লজ্জা-শরম, স্নেহ মমতা ও ভালবাসার পরিবর্তে বেয়াদবি, বেহায়াপনা, অশ্লীলতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা ব্যাপক হারে চালু হবে। আমাদের সমাজে উচ্ছৃঙ্খল কিছু পিতা-মাতা এমনও রয়েছেন যে, নিজেদের কোমলমতি ও নিষ্পাপ ছেলে-মেয়েদের নিয়ে একই সাথে দেশী-বিদেশী টিভি পর্দায় নর্তক-নর্তকীদের উলঙ্গ বা অর্ধ উলঙ্গ নাচ, অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি ও বিকৃত যৌনাচারমূলক দৃশ্য উপভোগ করেন। একটি শিশু দুশ্চরিত্র হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য যতগুলো উপকরণ প্রয়োজন সবগুলোর যোগান এ পিতা-মাতাই দিয়ে থাকে। আবদুল্লাহ ইবনে আমের (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

اِنَّ خِيَا رَكُمْ اَحْسَنَكُمْ اَخْلاقًا.

"তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ।[৩৭]

নবী করীম (সা) আরো বলেন,

كل مولود يولد على الفطرة .

---

৩৬. ইমাম আবু দাউদ, আস-সুনান (রিয়াদঃ দারুস সালাম, ২০০০ খ্রি.), পৃ. ১২৫৯।
৩৭. সহীহ বোখারী, কিতাবুল আদাব, বাব ৩৯, নং ৬০৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

"প্রত্যেক সন্তানই ফিতরাত (সৎ স্বভাব, সৎ প্রবৃত্তি)- এর ওপর জন্মগ্রহণ করে।[৩৮]

পিতা-মাতাই যদি নিজ তত্ত্বাবধানে নিজেদের সন্তানদেরকে ধ্বংসের পথে তুলে দেন তবে সেসব পিতা-মাতাকে মূলত দেশ ও জাতির শত্রু বলে আখ্যায়িত করা যায়। কারণ অপরিণামদর্শী এসব পিতা-মাতা জাতির দুর্নীতিবাজ, সন্ত্রাসী, গডফাদার, আন্তর্জাতিক চোরাচালানী, চোর-ডাকাত বানাবার সবগুলো উপাদান চেতনে বা অবচেতনে পারিবারিক পরিবেশে ছোট কচি মনের শিশুটির জন্য প্রধান যোগানদাতার ভূমিকা পালন করেন। তাই সকল পিতা-মাতার উচিত নিজেদের প্রাণপ্রিয় শিশুটিকে সৎ, আল্লাহভীরু ও ইসলামী অনুশাসনের পূর্ণ অনুসারী হিসাবে গড়ে তোলার জন্য পারিবারিক পরিবেশ আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূলুল্লাহ (সা) প্রদর্শিত পন্থায় সুস্থ বিনোদন ব্যবস্থা চালু করা।

(খ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

পরিবারের পর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলো একটি শিশুর জীবন গড়ার দ্বিতীয় প্রধান পাঠশালা। এ পাঠশালার পাঠ্যতালিকাও একটি শিশুর জীবনের ভিত রচনায় মুখ্য ভূমিকা পালন করে। শিক্ষার উপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে জাতিসত্তা ও সভ্যতার অবকাঠামো। জাতীয় চরিত্র গঠন এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে ও বিভাগে নেতৃত্বদানের উপযোগী সৎ নেতৃত্ব গড়ে ওঠে শিক্ষার মাধ্যমে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় অবাধ ভোগবাদী সিলেবাস চালু আছে, যা আলোকিত মানুষ (الراشدون) তৈরীতে সম্পূর্ণ অক্ষম। বর্তমানে লক্ষ করা যায়, দুর্নীতিবাজদের একটা বিরাট অংশ বর্তমান প্রচলিত শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিত। তারা কলমের খোঁচায় ও ফাইল আটকিয়ে রেখে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করে অথচ এ শিক্ষাকেই বলা হয় 'শিক্ষাই আলো'। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, এ সমস্ত উচ্চশিক্ষিত লোক কেনো আজ অন্ধকার জগতের বাসিন্দা? প্রকৃতপক্ষে উচ্চশিক্ষিত হওয়া আর সৎ লোক হওয়া এক কথা নয়। সৎ ও আধুনিক যোগ্য লোক গঠনের জন্য অবশ্যই আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি ইসলামী নৈতিক শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন। কোনো বিষয়ে উচ্চশিক্ষিত হিসেবে গড়ে তোলার পাশাপাশি অপরাধের প্রতি ঘৃণা এবং অপরাধ থেকে

৩৮. ইমাম তিরমিযী, আস-সুনান (রিয়াদ: দারুস সালমা, ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ১৮৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

বেঁচে থাকার মানোভাব সৃষ্টির ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে স্কুল, কলেজ, মাদ্‌রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমাজ কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা রাষ্ট্রকেই পালন করতে হবে।

আজ থেকে চৌদ্দ শত বছর আগে মানুষ গড়ার কারিগর হযরত মুহাম্মাদ (সা) দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত একটি সমাজকে উদ্ধারের জন্য কি ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেছিলেন তা লক্ষণীয় এবং গভীরভাবে পর্যবেক্ষণের দাবি রাখে। সেই শিক্ষাব্যবস্থার মূল সিলেবাস ছিল- আল কুরআন ও আল-হাদীস। এ শিক্ষা গ্রহণ করে গড়ে উঠেছিলেন আবু বকর (রা), উমর (রা), উসমান (রা) ও আলী (রা)- এর মতো মানবেতিহাসখ্যাত শাসক ও মনীষী খুলাফায়ে রাশেদীন (আলোকিত শাসক)। এ ব্যবস্থা আত্মস্থ করে এমন একদল মানুষ তৈরি হলেন যে, যারা অপরাধের পর বিবেকের কশাঘাতে টিকতে না পেরে নিজেদের অপরাধের বিচার প্রার্থনার জন্য রাসূলের বিচারালয়ে হাজির হতেন। নিজে ক্ষুধার্ত থেকে অভুক্তকে নিজের খাদ্য বিলিয়ে দেয়ার বদান্যতা সৃষ্টি হলো। এমন একদল চরিত্রবান নেতৃত্ব গড়ে ওঠলো, যারা এক সময় মানুষের জান-মাল ও ইজ্জত-আব্রুর জন্য হুমকি ছিল, পরবর্তীতে তাদের পরিচালিত রাষ্ট্রে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে রাতে-দিনে সুন্দরী, মূল্যবান অলঙ্কার পরিহিতা মহিলা একাকী পথ চলেছে কিন্তু কেউ তাকে জিজ্ঞাসাও করেনি, কেউ তার দিকে চোখ তুলেও তাকায়নি। প্রত্যেক মানুষ পরস্পরের জান-মাল, ইজ্জত-আব্রুর বিশ্বস্ত আমানতদার হয়ে গেল। আল-কুরআন এমন সোনার মানুষ তৈরি করল যে, তারা অর্ধেক পৃথিবীর বাদশাহী হাতের মুঠোয় পেয়েও দায়িত্বের ভার তাকে এমনভাবে তাড়া করে ফিরতো যে, আরামের ঘুম দূরে ঠেলে রাতের আঁধারে বেরিয়ে পড়তেন অনাহারক্লিষ্ট ও দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের সন্ধানে। কোথাও কি অসহায় মানবতা জুলুমের শিকার হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে ফরিয়াদ করছে? কেউ কি তাঁর শাসনে অসন্তুষ্ট? এ সমস্ত প্রশ্ন তাকে সদা অস্থির করে তুলতো। প্রয়োজন পূরণে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে দুটি কাপড় নয়, বরং অন্যান্য নাগরিকদের ন্যায় একটিই গ্রহণ করলেন। কিন্তু এক টুকরা কাপড়

Dhaka University Institutional Repository

দিয়ে তার জামা হওয়ার কথা নয়; ছেলের ভাগের কাপড় যোগ করে নিজের জামা তৈরি করে নিলেন।[৩৯]

(গ) প্রচার মাধ্যমের ভূমিকা

দেশের প্রচার মাধ্যমগুলো দুর্নীতি উচ্ছেদের শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে পারে। সরকার এগুলোকে নৈতিকতাসম্পন্ন অনুষ্ঠান প্রচারের জন্য বাধ্য করতে পারে। এতে মিডিয়ার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হবে না। কারণ দেশ ও জাতির কল্যাণের জন্য এ ধরনের বাধ্যবাধকতা আরোপ কারো স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ন করে না। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, অধিকাংশ মিডিয়া এমন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর দখলে যারা নীতি-নৈতিকতার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে না। প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা মানে স্বেচ্ছাচারিতা নয়। কিছু সংখ্যক মিডিয়া আজ ভয়ঙ্কর স্বেচ্ছাচারিতার রূপ ধারণ করেছে। কখনো কখনো দেশের মানুষের চরিত্র হননের সাথে সাথে সমাজ ভাঙ্গনে ভয়ঙ্কর ভূমিকা পালন করছে। এমন অসত্য তথ্য প্রচার করে, যা আণবিক বোমার চেয়েও অধিক ক্ষতিকর। বোমার আঘাতে একটা নির্দিষ্ট এলাকার লোকের জান-মালের ক্ষতি হয়ে থাকে কিন্তু একটি বিকৃত মিথ্যা তথ্য সমাজ ভাঙ্গনের কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে থাকে। সমাজকে বিভীষিকাময় পরিস্থিতির সামনে এনে দাঁড় করায়। সমাজে ভ্রাতৃত্ববোধের স্থান দখল করে নেয় হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি, বিদ্বেষ আর অমানবিকতা। ফলে মানুষ চরম দুঃখ-দুর্দশার শিকার হয়। সুতরাং সরকারের দায়িত্ব এ ধরনের স্বেচ্ছাচারিতাকে নিয়ন্ত্রণ করে প্রচার মাধ্যমকে নৈতিকতা বিকাশে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার জন্য বাধ্য করা।[৪০]

পরিচ্ছেদঃ ৭

দুর্নীতির কারণসমূহ

৩৯. ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ, ইসলামী আইন ও বিচার, বর্ষ ৮, সংখ্যা ৩২, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১২, পৃ. ৪৮।

৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

নানা কারণে দুর্নীতিমূলক অপকর্ম সংঘটিত হতে পারে, কোনো একক উপাদানকে দুর্নীতির কারণ বলে সাব্যস্ত করা যায় না। নিম্নে দুর্নীতির কতিপয় তুলে ধরা হলো।

১. ধর্মীয় মূল্যবোধের অভাব

মানুষ ধর্মীয় মূল্যবোধ ও সামাজিক পরিবেশ থেকে নৈতিক মূল্যবোধের প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকে। যে জাতি ইসলামী শিক্ষায় তথা ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয়, যাদের তাকওয়া ও আখিরাতে জবাবদিহির উপলব্ধি নেই সে সমাজে দুর্নীতি সহজেই প্রবেশ করে। তার সাথে বাড়তে থাকে অনৈতিক কর্ম, হানাহানি, মারামারি ইত্যাকার বিশৃঙ্খলা।[৪১]

২. সামাজিক পরিবর্তন

সমাজ প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের কারণে সামাজিক মূল্যবোধেরও পরিবর্তন ঘটছে। সময় সময় সামাজিক অবস্থার প্রচণ্ড পরিবর্তনের চাপে মানুষের মধ্যে অনিশ্চয়তার ভাব জন্মায়। এরূপ অনিশ্চয়তা থেকে রক্ষার জন্য মানুষ বৈধ বা অবৈধ যে কোনো উপায়ে টাকা-পয়সা ও ধন-সম্পদ অর্জন করতে চায়। ফলে দুর্নীতির উদ্ভব হয়।[৪২]

৩. নীতি-নৈতিকতা ও আদর্শ বিবর্জিত রাজনীতি

অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতা জনগণের ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতা লাভের পরই নিঃসংকোচে অবৈধ পন্থা অবলম্বন করেন। ক্ষমতার অপব্যবহার করে নিজে অবৈধ উপায়ে সুবিধা লাভে লিপ্ত হন। কখনো কখনো একে দূষণীয় মনে না করে যেনো অধিকার মনে করা হয়। বিভিন্ন পদে স্বজনদের নিয়োগদান, নিজ দলের লোকজনকে বিশেষ সুযোগ-সুবিধাদান এবং এর মাধ্যমে অযোগ্য ব্যক্তিদের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগদান করা হয়। এভাবে অযোগ্য লোকদের নিয়োগদানের মাধ্যমে দেশের মারাত্মক ক্ষতিসাধিত হয়।[৪৩]

---

৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮।
৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯।
৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

৪. বৈষয়িক কারণ

উন্নত দেশে বৈষয়িক সম্পত্তি এবং অর্থনৈতিক সক্ষমতা বিবেচনায় সমাজে ব্যক্তির স্থান ও মর্যাদা নিরূপিত হয়। আমাদের দেশে সম্পদের স্বল্পতা ও অভাবের কারণে সরকার সকল কর্মীকে পর্যাপ্ত ভাতা প্রদান করতে পারে না। ফলে সে সমাজের লোকজন জীবিকা নির্বাহের জন্য এবং ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার কথা চিন্তা করে দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এ বৈষয়িক ব্যাপারটি দুর্নীতির অন্যতম কারণ।[৪৪]

৫. অর্থনৈতিক কারণ

দুর্নীতির অন্যতম কারণ হলো অর্থনীতি। অভাবে যখন স্বভাব নষ্ট হয় তখন মানুষ নীতি-নৈতিকতাকে বিসর্জন দিয়ে অসৎ পথে আয় করতে চায়। সীমিত আয়, অর্থাভাব, আয়ের তুলনায় ব্যয়ের আধিক্য, পরিবার ও সন্তানের ভরণপোষণ ও লেখপড়ার খরচ যোগানো ইত্যাদির চাপে দুর্নীতি করে থাকে।[৪৫]

সমাজ ও ব্যক্তি জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা রকম দুর্নীতি রয়েছে। দুর্নীতি বলতে প্রধানত আর্থিক ক্ষেত্রের দুর্নীতিই বোঝায়। দুর্নীতিবিরোধী আন্তর্জাতিক সংগঠন টিআই (ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল) বিশ্বে বিভিন্ন রাষ্ট্রের দুর্নীতির যে ধারণা সূচক প্রকাশ করে, সেটিও মূলত আর্থিক দুর্নীতি সংক্রান্ত বিষয়ভিত্তিক সূচক। দুর্নীতির আভিধানিক অর্থ শুধু আর্থিক দুর্নীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। দুর্নীতির অর্থ নানা রকমের- যেমন, অসৎ পন্থায় ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধার বা সুবিধা লাভ, চরম অনৈতিকতা, নৈতিক স্খলন, লাম্পট্য, এমনি সব প্রক্রিয়াও দুর্নীতির সংজ্ঞার মধ্যে পরে। কেউ কেউ মনে করেন, দুর্নীতি সব অর্থেই একটি পচন প্রক্রিয়া, যা আর্থিক দুর্নীতির এই বিশদ সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে। তাই একটি দেশ ও জাতি যখন দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তখন সেই দেশ ও জাতির জীবনে অবক্ষয় নেমে আসে এবং জাতীয় জীবনে পচন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার আশঙ্কা দেখাদেয় থাকে।

---

৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯।
৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

একটি রাষ্ট্র যখন অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার, নিপীড়ন সমাজ জীবনকে অসহনীয় পর্যায়ে নিয়ে যায়, যখন দেশে আইনের শাসন থাকে না, যখন মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয় তখন সে সমাজ জীবনে পচন প্রক্রিয়া শুরু হয়। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনিয়মই যেন নিয়ম হয়ে দাঁড়ায়। তখন স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় কোন কাজ হয় না। কাজ হয় ঘুষ ও অবৈধ লেনদেনের মাধ্যমে। যেখানে সরকারি আদেশ-নির্দেশের মধ্যে ইনসাফ বা ন্যায়বিচার থাকে না, সঙ্গত সরকারি নির্দেশ উপেক্ষিত হলেও সেখানে থাকে না কোন প্রতিকার, ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ ন্যায়বিচার পায় না।

৬. প্রকৃত শিক্ষার অভাব

বর্তমান সমাজে এ সমস্যাটি প্রকট আকার ধারণ করেছে। প্রতি বছর হাজার হাজার শিক্ষার্থী উচ্চতর ডিগ্রী নিয়ে তাদের শিক্ষাজীবন শেষ করছে, সার্টিফিকেট নিয়ে বেরিয়ে আসছে। কিন্তু তারা প্রকৃত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে। ফলে তারা যখন বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচ করে সোনার হরিণ নামক চাকরি পেয়ে যায় তখন তারাই আবার দুর্নীতিসহ নানা অপকর্মে অবলীলাক্রমে জড়িয়ে পড়ে।[৪৬]

৭. বেতনক্রম ও পদের স্তর

আমাদের দেশে সবচেয়ে মারাত্মক সমস্যা হচ্ছে বেকার সমস্যা। তারপর ভাগ্যের কিংবা মামার জোরে কোনো রকমে চাকরি হলেও সরকারি চাকরিতে উপযুক্ত ও মানসম্মত বেতন স্কেল ও পদোন্নতি সহজলভ্য নয়। তাতে খুব সহজেই একজন কর্মকর্তা দুর্নীতিতে আকৃষ্ট হয়।[৪৭] এছাড়াও দুর্নীতির পিছনে আরো যে সকল কারণ চিহ্নিত করা যায় তা হলো:

- আইনের শাসন ও ন্যায়বিচারের অনুপস্থিতি;
- আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বৈদেশিক সাহায্য ও অনুদান বৃদ্ধি এবং তা ব্যয়ের তদারকির অভাব;

৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯।
৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

- আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের অভাব;
- আমলাতন্ত্রের দৌরাত্ম্য এবং শাসকবৃন্দের স্বেচ্ছাচারিতা;
- স্বার্থপরতা ও স্বজনপ্রীতি;
- বিশ্বায়ন (Globalization) ও বেসরকারীকরণ (Privatization);
- অতিলোভ, উচ্চাভিলাষ, বিলাসিতার মানসিকতা এবং সম্পদ আহরণে অন্যায় ও প্রতারণামূলক প্রতিযোগিতা;
- কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির অভাব;
- দ্রব্যমূল্যের সাথে সঙ্গতি রেখে বেতন কাঠামো নির্ধারণ না করা;
- মেধা, যোগ্যতা ও কর্মের যথাযথ মূল্যায়নের অভাব;
- সরকারি ও বেসরকারি চাকুরিতে বেতন বৈষম্য;
- দুর্নীতিবাজদেরকে সামাজিকভাবে প্রতিরোধের ব্যবস্থা না থাকা এবং তাদেরকে ঘৃণার চোখে না দেখা;
- দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা না থাকা।[৪৮]

৮. নগদের প্রতি দুর্বার আকর্ষণ

মানুষের প্রবৃত্তি এখন নগদমুখী। ভবিষ্যতে কি হবে তা পরের কথা, বর্তমানে লাভ হলো কিনা সেটাই যেনো আজকে বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে। কবির ভাষায়:

‘নগদ যা পাও হাত পেতে নাও, বাকির খাতা শূন্য থাক;
দূরের বাদ্য কি লাভ শুনে, মাঝখানে যে বেজায় ফাঁক।’

বাকির প্রতি মানুষের আর আগ্রহ নেই। ফলে ইহকালীন বা পরকালীন বিচারের ভয় তাকে দুর্নীতি থেকে নিবৃত্ত করতে ব্যর্থ হচ্ছে। মানুষ মনে করে, যেভাবেই হোক সুবিধা ভোগ করি,

---

৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০।

Dhaka University Institutional Repository

ভবিষ্যতে কি হবে তা পরে দেখা যাবে। এই মানসিকতা মানুষের ভাল-মন্দ বিচারের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।[৪৯]

৯. পারিশ্রমিকের পরিমাণগত স্বল্পতা

এদেশে কোনো কোনো সরকারী কর্মচারীদের বেতন-ভাতা অত্যন্ত নগণ্য। মানুষের দৈনন্দিন জীবন নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ আর্থিক সুবিধা নিশ্চিত করতে মানুষ গলদঘর্ম হয়ে যায়। ফলে অনেক ক্ষেত্রে জীবনের প্রয়োজনেই মানুষকে অবৈধ আয়ের দিকে হাত বাড়াতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে জ্ঞাতসারেই যেনো সরকারী কোন কোন বিভাগের কর্মচারীদের দুর্নীতির দিকে ঠেলে দেয়া হয়। এর মধ্যে পুলিশ বিভাগের কথা উল্লেখ করা যায়। পুলিশ বিভাগের কর্মচারীদের যে দায়-দায়িত্ব এবং তাদের যে অপরিসীম শ্রম স্বীকার করতে হয় সে তুলনায় তাদের বেতন-ভাতা বা আর্থিক সুবিধা নিতান্তই নগণ্য। একই সাথে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের লাগামহীন মূল্য বৃদ্ধির সাথে সঙ্গতি রেখে কর্মচারী ও অন্যান্য পেশার মানুষের আর্থিক সুবিধার পরিবৃদ্ধি ঘটে না। ফলে তাদের দুর্নীতির দিকে হাত বাড়াতে হয়।[৫০]

১০. ভোগ-বিলাসে গা ভাসানোর প্রবণতা

অতীতকাল থেকেই এদেশের এক শ্রেণির মানুষের মধ্যে ভোগ-বিলাসে জীবন নির্বাহ করার প্রবণতা বিদ্যমান। ঊর্ধ্বতন মহলকে খুশি করে নিজে কিভাবে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মাধ্যমে অনাবিল আনন্দে বিভোর হওয়া যায় সে লক্ষ্যে তারা সব সময় সচেষ্ট থাকতো। ইংরেজ শাসনামলে মধ্যস্বত্বভোগী এই শ্রেণিটি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুযোগ নিয়ে জমিদার, জোতদার হয়ে যায় এবং সুখের গড্ডালিকাপ্রবাহে অবগাহন করে। এদেশের মানুষের মধ্যে দুর্নীতি প্রবেশে এটি অন্যতম ভূমিকা পালন করে। কারণ সেই আয়েশ-আরামের অভ্যাস যে কোনো মূল্যে অব্যাহত রাখার তাগিদে দুর্নীতির পথ অবলম্বনে তাদের প্ররোচিত করে থাকে।[৫১]

---

৪৯. মোঃ আনছার আলী খান, দুর্নীতি দমন কমিশন আইন (ঢাকা: নিউ ওয়াসী বুক করপোরেশন, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ১।
৫০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২।
৫১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩।

Dhaka University Institutional Repository

১১. প্রশাসনিক দুর্বলতা

দুর্নীতিপরায়ণ সরকারী কর্মচারী ও অন্যদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া বেশ দুর্বল। এর ফলে দেদারসে দুর্নীতির ঘটনা ঘটলেও তা প্রতিকারের জন্য পর্যাপ্ত ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ খুব কমই চোখে পড়ে।

প্রকৃতপক্ষে দুর্নীতিপরায়ণ সরকারী কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এমন কোনো নজির বিরল। এদেশের অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারীর ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সম্পদের পরিমাণ আয়ের সাথে দারুণভাবে অসঙ্গতিপূর্ণ হলেও এসব ক্ষেত্রে কোনো প্রশাসনিক ব্যবস্থা খুব কমই গ্রহণ করা হয়েছে।[৫২]

১২. অর্থ-সম্পদের মাপকাঠিতে সামাজিক মর্যাদা নিরূপণ প্রবণতা

সারা পৃথিবীতেই যেন আজ সামাজিক মর্যাদার অন্যতম মাপকাঠি হিসেবে অর্থ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এ কারণে যে কোন উপায়ে অর্থ উপার্জনই এখন মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিভাবে বা কোন পথে তা উপার্জিত হলো সেটি যেন মোটেও বিবেচ্য বিষয় নয়। সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে এটি অসুস্থ প্রতিযোগিতার জন্ম দিয়েছে। দুর্নীতির সর্বগ্রাসী প্রসারে এই মানসিকতা আশঙ্কাজনক ভূমিকা রাখছে।[৫৩]

১৩. আর্থিক বৈষম্য

সমাজে আর্থিক বৈষম্যও দুর্নীতির অন্যতম কারণ। আর্থিক বৈষম্যের কারণে সমাজে উদ্ভূত দারিদ্রকে সকল প্রকার পাপাচার ও দুর্নীতির উদ্ভব বলে গৌতম বুদ্ধ মনে করতেন। তিনি মনে করেন, ধনী লোকেরা যে সম্পদ পায় তা থেকে তারা দান করে না। প্রাপ্ত ধন তারা সঞ্চয় রাখে এবং সবটা এককভাবে ভোগ করতে চায়। এভাবে রিক্তকে ধনদানের অভাবে দারিদ্রের উদ্ভব হয়। ফলে ব্যাপকভাবে নানা প্রকার অনৈতিক কার্যকলাপ ছড়িয়ে পড়ে, যার মধ্যে দুর্নীতি

৫২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।
৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যতম। ইসলামের দৃষ্টিতে দারিদ্র মানুষকে কুফরের (আল্লাহ্‌র অবাধ্যাচারী হওয়ার) পর্যায়ে নামিয়ে দেয়।

দারিদ্রের কারণে মানুষ নিজের স্রষ্টার 'কুফরী'[৫৪] করতেও দ্বিধাবোধ করে না।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীসে সেই কথারই সমর্থন পাওয়া যায়। আবু নাঈম তাঁর হিল্‌য়াতুল আউলিয়া গ্রন্থে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত করেছেন, যাতে বলা হয়েছেঃ

كَادَ الفَقرُ اَنْ يَكُوْنَ كُفْرًا.

"দারিদ্র মানুষকে কুফরীর কাছাকাছি নিয়ে যায়।"[৫৫]

এ কারণে রাসূলুল্লাহ (সা) একই সাথে কুফরী ও দারিদ্রতা থেকে আল্লাহ তা'আলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। তিনি বলেছেন:

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالفَقْرِ.

"হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট থেকে কুফ্‌রী ও দারিদ্রতা থেকে আশ্রয় চাই।"[৫৬]

যদিও কখনও কখনও ধন-সম্পদ ও প্রাচুর্য দারিদ্রের চেয়েও মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে তথাপি দারিদ্রতার বিপর্যয় ও অভিশাপ উপেক্ষা করার মত নয়। উপরোক্ত হাদীসে সেই শাশ্বত সত্যই ফুটে উঠেছে।

১৪. ত্রুটিপূর্ণ বিচারব্যবস্থা

---

৫৪. কুফ্‌র (كفر) শব্দটি সাধারণভাবে গোপন করা ও আচ্ছাদিত করা অর্থে ব্যবহৃত হয়। শরী'আতের পরিভাষায় 'কুফ্‌র' ঈমান ও শুক্‌র-এর বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ্‌র বাণীকে প্রত্যাখান করা, নবী-রাসূলদের অস্বীকার করাকে 'কুফ্‌র' বলা হয়েছে। আল-কুরআনে 'কুফ্‌র' শব্দটি বিযুক্তভাবে ২৫ বার এবং সর্বণামের সংগে যুক্ত হয়ে ১২ বার উল্লেখিত হয়েছে। (দ্রঃ ড. এম.এম. রহমান, কুরআনের পরিভাষা, আল-মুনির পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৯৮ খ্রি., পৃ. ১৮২-১৮৪।

৫৫. ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, মুশকিলাতুল ফাক্‌র অয়াকাইফা আলাজাহাল ইসলাম (মাকতাবা অয়াহাবা, কায়রোঃ ৬ষ্ঠ সং., ১৪১৫ হি./ ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ১৩।

৫৬. সুলায়মান ইবনে আবি দাউদ-আস-সিজিস্তানি, সুনান আবি দাউদ, কিতাবুল আদাব, বাব-মাইয়াকুলূ ইযা আসবাহা (মাকতাবা রাশিদিয়াঃ দিল্লী), ২.খ., পৃ. ৬৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

বিচারব্যবস্থায় যথেষ্ট ভুল-ত্রুটি ও গলদ রয়েছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সঠিক বিচার পাওয়া আজ দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে কথিত হয়। কিন্তু আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা এবং পক্ষগণের সহায়ক সংস্থা আর সাক্ষী-সাবুদ মিলিয়ে বিচারের যে চক্রাকার গ্রুপ কাজ করে তার মাধ্যমে সুবিচার নিশ্চিত করা বেশ কঠিন ব্যাপার। অনেক ক্ষেত্রে একারণে বিচারকার্যে দীর্ঘসূত্রিতা সৃষ্টি হয়; যা জাস্টিস ডিলেইড (justice delaid)-এর মত প্রবচনের সত্যতা মানিত। ত্রুটিপূর্ণ এই বিচারব্যবস্থার মাধ্যমে অন্যায়কারীদের বিচারের সুবন্দবস্ত করা খুবই দুষ্কর। ফলে দোষী ছাড়া পায়, নির্দোষ শাস্তি পায়। এ প্রসঙ্গে মরহুম গাজী শামসুর রহমান বলেন, 'বাংলাদেশে অপরাধ দূরীকরণের কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেই। মারাত্মক দুর্নীতিপরায়ণদের কঠোর শাস্তিবিধানের ব্যবস্থা থাকলে অনেকাংশে দুর্নীতি কমানো সম্ভব হতো।[৫৭]

১৫. পারিপার্শ্বিক পরিবেশ

কখনো কখনো দেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও পরিবেশও দুর্নীতির জন্য যথেষ্ট অনুকূল হয়। যিনি দুর্নীতি করেন না তিনিই এ সমাজে অপাংক্তেয়। তাই সৎ ও নির্ভেজাল ব্যক্তি ঘরে-বাইরে সর্বত্র যেনো অযোগ্য বলে বিবেচিত। এমনও সরকারী অফিস রয়েছে যেখানে দুর্নীতি ছাড়া টেকাই দায়। অনেক ক্ষেত্রে নীতিবান সৎ মানুষের কারণে কোনো বিভাগে দুর্নীতি বাধাগ্রস্ত হলে তার পক্ষে কোনো অফিসেই টিকে থাকা সম্ভব হয় না। এসব ক্ষেত্রে দুর্নীতিগ্রস্তদের প্রতিরোধের তীড় কখনো কখনো এধরনের মানুষগুলোর জন্য জীবনের হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে কোনো সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী কোনো অবস্থান থেকে সহযোগিতা পান না। ফলে দীর্ঘ সংগ্রাম চালিয়ে হয়তো তিনি দেখেও না দেখার ভান করেন, অন্যথায় নিজেও গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়ে রেহাই পেতে চান।[৫৮]

১৬. প্রতিযোগিতার মনোভাব

---

৫৭. মো: আনছার আলী খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।
৫৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।

Dhaka University Institutional Repository

অপরের তুলনায় নিজে ভালো থাকার প্রতিযোগিতা ও মানুষকে দুর্নীতির দিকে ঠেলে দিতে পারে। ভাল থাকা, খাওয়া, পরিবারের সদস্যদের জন্য সার্বিক সুখ-শান্তি নিশ্চিত করার মানসে অনেকে দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। ঘরে নানা প্রকার গঞ্জনা থেকে রক্ষা পেতে অনেক সময় মানুষ এ পথে পা বাড়াতে পারে। অমুকের আছে, সুতরাং আমরাও চাই– পরিবারের সদস্যদের এ ধরনের চাহিদার কারণে কোনো ব্যক্তি দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েন।[৫৯]

১৭. সামাজিক সচেতনতার অভাব

মনেহয় আজকের সমাজে দুর্নীতি অনেকটা গা সওয়া হয়ে গেছে। এটি যে কতটা গর্হিত কাজ সে বিষয়ে সচেতনতার অভাব রয়েছে। নিজে দুর্নীতির শিকার হয়ে ব্যক্তিবিশেষ অপরকে নিজের শিকারে পরিণত করে স্বস্তি পেতে চায়। কিন্তু প্রতিরোধ বা প্রতিকারের কোনো চিন্তা কাজ করছে না; বরং দুর্নীতিকে যেনো উৎসাহিত করা হচ্ছে। যেমন বিয়ের সময় পাত্রের সামর্থ্য বিচার করতে তার চাকরিতে ‘উপরি আয়’ আছে কিনা সে সম্পর্কে পাত্রীপক্ষ খোঁজ-খবর নেয়। এমনকি উপরি আয় অর্থাৎ ঘুষ-দুর্নীতির সুযোগ নেই এমন কোনো কর্মচারী পাত্রের জন্য ভালো পাত্রী পাওয়াও কখনো কখনো দুষ্কর হয়ে দাঁড়ায়।[৬০]

১৮. সর্ষের মধ্যে ভূত

‘সর্ষের মধ্যে ভূত’ কথাটা এদেশে বহুল প্রচলিত একটি প্রবাদ বাক্য। এর অর্থ যেটি প্রতিরোধ করা যাদের দায়িত্ব তারা নিজেরাই সেই দোষে দুষ্ট। শুধু দুর্নীতি দমন বিভাগ নয়, বাংলাদেশের আরও অনেক সংস্থার ক্ষেত্রেই এ কথাটি প্রয়োজ্য। যেমন পুলিশ বিভাগ, আয়কর বিভাগ ইত্যাদি বিভাগের যে দায়িত্ব ছিল তা তারা সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে পালন করে না বলে প্রায়ই অভিযোগ শোনা যায়। বিশেষ করে দুর্নীতি দমনের ক্ষেত্রে নানা প্রকারের সীমাবদ্ধতার

৫৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।
৬০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।

Dhaka University Institutional Repository

কারণে দুর্নীতি দমন বিভাগের অধিকতর স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য 'দুর্নীতি দমন কমিশন' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কিন্তু এতেও তেমন আশানুরূপ ফল হচ্ছে না।[৬১]

১৯. রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, অগণতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতার পালাবদল এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা দুর্নীতি বিস্তারের অনুরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করে। রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য নির্বাচনে বিপুল পরিমাণ অর্থ অবৈধভাবে ব্যয়ের মাধ্যমে ভোটারদের প্রভাবিত করে। নির্বাচিত হওয়ার পর ক্ষমতার অপব্যবহার করে দুর্নীতির মাধ্যমে নির্বাচনী ব্যয় পুষিয়ে নেয়ার প্রয়াসও লক্ষ করা যায়। এছাড়া ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে দুর্নীতিবাজরা ব্যাপকভাবে দুর্নীতি করে থাকে।[৬২]

২০. উচ্চাভিলাষী জীবনের মোহ

রাতারাতি আর্থ-সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা দুর্নীতি বিকাশের অন্যতম প্রধান কারণ। স্বল্প সময়ে অধিক সম্পদ লাভের প্রচেষ্টায় সমাজের উচ্চশ্রেণি স্ব স্ব ক্ষমতা ও পেশাগত পদবির মাধ্যমে দুর্নীতি করে থাকেন।[৬৩]

২১. ঐতিহাসিক কারণ

ঔপনিবেশিক শাসনামলে বিদেশী শাসক-শোষকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য এদেশে এক শ্রেণির দুর্নীতিবাজ আমলা ও মধ্যস্বত্বভোগী গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছিল, যারা দুর্নীতি, প্রতারণা ও বঞ্চনার মাধ্যমে জনগণকে শোষণ করত। বৃটিশ শাসনামলের সেই ধারা '৪৭-এর স্বাধীনতা-উত্তরকালেও অব্যাহত থাকে। ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি হলে দুর্নীতি

---

৬১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।
৬২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।
৬৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হয়। '৭১-এর স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে দুর্নীতির সেই ধারা আরও প্রকট আকার ধারণ করে।[৬৪]

২২. ধর্মীয় শিক্ষার অভাব

ধর্মীয় শিক্ষা মানুষকে দুর্নীতি থেকে মুক্ত রাখতে পারে। দুর্নীতি বিস্তারের অন্যতম প্রধান কারণ ধর্মীয় শিক্ষার অভাব। এজন্য বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামী শিক্ষার অনুপস্থিতিই দুর্নীতি বিস্তারের বিশেষ কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।[৬৫]

২৩. আর্থিক অসচ্ছলতা

আর্থিক অসচ্ছলতা ও নিম্নমান জীবনযাত্রা দুর্নীতি বিস্তারের অন্যতম কারণ। দারিদ্রের প্রভাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন পেশাজীবী ও শ্রমজীবী মানুষ সমাজে স্বাভাবিক উপায়ে মৌল চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়ে অস্বাভাবিক উপায় অবলম্বন করে। এর ফলে সমাজে দুর্নীতির প্রসার ঘটছে।[৬৬]

২৪. অপর্যাপ্ত পারিশ্রমিক

আমাদের দেশে কর্মজীবী মানুষের বেতন ও পারিশ্রমিক চাহিদার তুলনায় একেবারেই অপর্যাপ্ত। ফলে তারা বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণের জন্য অর্থ আত্মসাৎ, ঘুষ বা বিকল্প পন্থায় অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করেন। বাংলাদেশে স্বল্প আয়ের কর্মচারীদের মাঝে দুর্নীতি সৃষ্টির পেছনে তাদের পর্যাপ্ত শ্রমদান কিন্তু অপর্যাপ্ত পারিশ্রমিক অনেকাংশ দায়ী।[৬৭]

২৫. বেকার সমস্যা

---

৬৪. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, বাংলাদেশের ইতিহাস (ঢাকা: নওরোজ কিতাব বিতান, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ২৪৭।
৬৫. মোঃ নূরুল ইসলাম, বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা (ঢাকা: ইসলাম পাবলিকেশন্স, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ১৭৯।
৬৬. মোঃ নূরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত।
৬৭. মোঃ নূরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

বেকারত্ব দূরীকরণে অনেকে অবৈধ উপায়ে ঘুষ প্রদানের মাধ্যমে চাকরি পাওয়ার চেষ্টা করে। আবার চাকরি পাওয়ার পর তারাও পেশাগত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ঘুষের লেনদেনে জড়িয়ে পড়ে। ফলে দুর্নীতি ক্রমশ বাড়তেই থাকে।[৬৮]

২৬. দুর্নীতি দমনে সদিচ্ছার অভাব

দুর্নীতি অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জন, সরকারী অর্থ আত্মসাৎ বা ক্ষমতার অপব্যবহারের জন্য চাকুরিচ্যুত বা বিচারের সম্মুখীন করার ব্যাপারে সুষ্ঠু ব্যাবস্থাপনার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এছাড়া দুর্নীতিবাজদের সাথে শাসক গোষ্ঠীর একটি অসাধু শ্রেণির গোপন আঁতাত থাকায় দুর্নীতি নির্মূল না হয়ে বরং প্রসার লাভ করছে।[৬৯]

২৭. অসম অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা

আমদের সমাজে দেখা যায়, যার যতো বেশি পরিমাণ অর্থ সে ততো বেশি প্রভাব-প্রতিপত্তি ও মর্যাদার অধিকারী। সামাজিক মর্যাদা লাভের এই অসম অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা সমাজে দুর্নীতি বিস্তারে সহায়তা করে থাকে। সৎ উপায়ে অর্জিত অর্থের মাধ্যমে দ্রুত সম্পদশালী হওয়া সম্ভব নয় মনে করে অনেকে দুর্নীতির মাধ্যমে রাতারাতি ধনী হওয়ার চেষ্টা করে।[৭০]

পরিচ্ছেদ: ৮

দুর্নীতি প্রতিরোধের উপায়সমূহ

দুর্নীতি প্রতিরোধে সারা বিশ্ব আজ গলদঘর্ম। বাংলাদেশের অবস্থা আরও শোচনীয়। তবে দুর্নীতি প্রতিরোধে এদেশে কোনো ব্যবস্থা নেই তা নয়। এ দেশের জন্মের সাথে সাথে

---

৬৮. মোঃ নূরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত।
৬৯. মোঃ নূরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত।
৭০. মোঃ নূরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য বিভিন্ন আইন প্রণীত হতে থাকে। দুর্নীতি প্রতিরোধ তখন থেকে এপর্যন্ত যে সকল আইন প্রণীত হয়েছে তা হলোঃ

১. The Prevention of Corruption Act 1947;

২. The Criminal Law Amendment Act 1958 [Penal Code 1860];

৩. The Criminal Law Amendment (Sanction For Procecution) Rules 1977;

৪. দুর্নীতি দমন আইন ২০০৪, ইত্যাদি।

শেষোক্ত আইনটি অতি সম্প্রতি প্রণীত হয়েছে এবং কাজ শুরু হয়েছে। দুর্নীতি দমন বিভাগকে অধিকতর স্বাধীন ও ক্ষমতাবান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষে দুর্নীতিগ্রস্তদের বিচার নিশ্চিত করাই এই কমিশন প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য। দেশে ইতঃপূর্বে যে দুর্নীতি দমন ব্যুরো কাজ করছিলো তা দুর্নীতি প্রতিরোধে যথেষ্ট নয় বলেই সরকার বাধ্য হয়ে এই আইন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছেন।

দুর্নীতি দমন ব্যুরো একেবারে ব্যর্থ হয়েছে তা নয়। তবে দেশ থেকে দুর্নীতি উচ্ছেদে তা কোনো গুরুত্বপূর্ণ বা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পেরেছে তা বলা যায় না, বরং অনেক ক্ষেত্রে একে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। তাছাড়া সর্ষের মধ্যে ভূত থাকে বলে যে বাগধারার প্রচলিত আছে দুর্নীতি দমন বিভাগের ক্ষেত্রে তার যথার্থতা রয়েছে বলেও মন্তব্য করা হয়। তাই দুর্নীতি দমন বা উচ্ছেদের জন্য শুধুমাত্র আইন প্রণয়ন বা কোনো বিভাগকে বেশি ক্ষমতা প্রদান করা হলেই যে কাজ হবে এমন ধারণা বাস্তবসম্মত নয়, বরং এজন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।[৭১]

বিভিন্ন সংস্থার সুপারিশ

৭১. আবদুল হাকিম সরকার, অপরাধ বিজ্ঞান তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ (ঢাকা: কল্লোল প্রকাশনী, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ২৩২

Dhaka University Institutional Repository

দুর্নীতি দমনে বিশ্বের বিভিন্ন সংস্থা থেকে বিভিন্ন রকম প্রেসক্রিপশন দেয়া হচ্ছে। দুর্নীতি দমনে বিশ্বব্যাংক যে সকল প্রস্তাব বা সুপারিশ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে দিয়ে আসছে তার মধ্যে চারটি ক্ষেত্রে সংস্কাররের সুপারিশ অন্যতম। এগুলো হলো-

১. অর্থনৈতিক নীতির সংস্কার;

২. প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার;

৩. ফিডিউশিয়ারী নিয়ন্ত্রণ;

৪. বহুমুখী অংশিদারিত্ব প্রতিষ্ঠা।

এতে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে বাজার কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ, রাষ্ট্রয়াত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যক্তি মালিকানায় হস্তান্তর, সিভিল সার্ভিসের সংস্কার, আইনগত সংস্কার, ব্যাংকিং-এর ক্ষেত্রে দক্ষতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ইত্যাদির ওপর জোর দেয়া হয়। বলা বাহুল্য, স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন ও মৌলিক মানবাধিকার কমিশন গঠনের তাকিদও এসেছে প্রধানত বিশ্বব্যাংক ও মার্কিন কর্তৃপক্ষের পক্ষথেকেই থেকেই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নৈতিক অধঃপতনে জর্জরিত জাতিকে নিয়ে দুর্নীতিমুক্ত কর্মীবাহিনী যে কোনক্রমেই আশা করা যায় না একথা কোনো রিপোর্টের কোথাও উল্লেখ করা হয় নি। মানুষ যদি ঠিক বা সৎ না হয় তাহলে যত ধরনের পদ্ধতিই অবলম্বন করা হোক না কেন সব কিছুই বিফল হতে বাধ্য। তাই সমাজ থেকে দুর্নীতি প্রতিরোধ করতে হলে মানুষের মধ্যে নৈতিক গুণাবলী জাগ্রত করতে হবে।

দুর্নীতি এখন বিশ্ব অভিশাপ। তাই ইউএনডিপিসহ জাতিসংঘের কয়েকটি সংস্থা 'দুর্নীতির বিরুদ্ধে এখনই সক্রিয় হোন (অ্যাক্ট এগেইনস্ট করাপশন) আন্দোলন' ২০১১-তে চালু করে। তাতে মোটামুটি ১৪টি নীতি এবং আহ্বান সন্নিবেশিত হয়: ১। জাতিসংঘের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সব কনভেনশন অনুমোদন (র‍্যাটিফাই) করুন এবং তদনুসারে আইন প্রণয়ন করুন; ২। সরকারি কর্মচারী এবং সরকারে আসীন সবাইকে এটা মানতে বাধ্য করুন; ৩।

Dhaka University Institutional Repository

জনগণকে সরকারি দুর্নীতির বিষয়ে সচেতন করুন এবং তার প্রতিবাদ এবং তা প্রতিহত করার জন্য সংগঠিত করুন; ৪। সবাই যেন সমান সুবিচার পায় তার ব্যবস্থা করুন; ৫। সংবাদ মাধ্যম, সমাজসংগঠনগুলো দুর্নীতি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার জন্য উদ্বুদ্ধ করুন; ৬। জনগণের প্রধান ও মূল (বেসিক) সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করুন; ৭। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যাতে দুর্নীতিমুক্ত মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে তার জন্য শিক্ষার প্রথম থেকে শেষ স্তরে নৈতিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করুন; ৮। স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করুন; ৯। যে কোন দুর্নীতি দেখলে তা প্রকাশ করুন; ১০। সত্যিকার আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করুন; ১১। স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা কায়েম করুন; ১২। অস্বচ্ছ ও অন্যায় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকুন এবং এর প্রতিবাদ বা প্রতিহত করুন; ১৩। অর্থনৈতিক সুস্থিতির জন্য দুর্নীতির প্রতি শূন্য সহনশীলতা (জিরো টলারেন্স) নিশ্চিত করুন; ১৪। উন্নয়নের ধারা বজায় রাখুন; ১৫। প্রতিবাদ শ্রবণ করুন এবং সরকারি কার্মকাণ্ডের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করুন।

দুর্নীতিবিরোধী সংগ্রামে আন্তর্জাতিক পূর্বিতা যে লুণ্ঠিত সম্পদ উদ্ধার তা সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হয়েছে দুর্নীতিবিরোধী জাতিসংঘ সম্মেলন (২০০৩)-এর পঞ্চম অধ্যায়ে। ওই সম্মেলনেই গঠিত হয় ইউনাইটেড নেশনস্ কনভেনশন এগেনস্ট করাপশন (ইউএনসিএসি)। এটি কার্যকর হয় ২০০৫ সালের ১৪ ডিসেম্বর থেকে। এ পর্যন্ত বাংলাদেশসহ ১৪০টি দেশ এই সনদে স্বাক্ষর দান করেছে এতে। সম্পদ উদ্ধারে নিয়োজিত আছে এরূপ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংগঠনের মধ্যে রয়েছেঃ ইউনাইটেড নেশনস্ অফিস অন ড্রাগস অ্যান্ড ক্রাইম (ইউএনওডিসি), স্টোলেন অ্যাসেট রিকভারি ইনিশিয়েটিভ (বিশ্ব ব্যাঙ্ক) (এসটিএআর), ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর অ্যাসেট রিকভারি (আইসিএআর), দি ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশন ফর অ্যাসেট রিকভারি (আইএএআর), অরগানাইজেশন ফর ইকনমিক কোঅপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (ওইসিডি), ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই), ফিনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্কফোর্স

Dhaka University Institutional Repository

(এফএটিএফ), ইউ ৪ অ্যানটি-করাপশন রিসোর্স সেন্টার (ইই ৪) প্রভৃতি। এছাড়া আঞ্চলিক পর্যায়ে আইন, বিচার ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিভাগের রয়েছে চোরাই সম্পদ উদ্ধারের উদ্যোগ।

উল্লিখিত আলোচনায় স্পষ্ট হলো যে, মানুষকে দুর্নীতির থাবা থেকে মুক্ত করে ন্যায়নীতির সঠিক পথে পরিচালনা করা জরুরী। সমাজ থেকে দুর্নীতি উচ্ছেদে এটিই যে একমাত্র পথ সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। এখন দেখা দরকার, আসলে মানুষের মধ্যে নৈতিকতা বিকাশের প্রক্রিয়া কী হতে পারে। এক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য Eeampt সূত্রটি মেনে চলতে হবে। এর অর্থ হলো-

১. নীতি (Ethics)

২. শিক্ষা (Education)

৩. সচেনতা (Awerness)

৪. পর্যবেক্ষণ (Monitoring)

৫. প্রতিরোধ (Privension)

৬. প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ (Treatment)

পৃথিবীর সকল দেশকে দুর্নীতির রাহুমুক্ত করার জন্য এই পথ অবলম্বন করলে সমাধান অবশম্ভাবী। এর মধ্যকার একটি বিষয়ও যদি অনুপস্থিত থাকে তাহলে সফলতা আশা করা যায় না। বাংলাদেশে বিরাজমান নৈতিক অধঃপতন সকল সমস্যার মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত। এই নৈতিক অধঃপতনকে যদি প্রদিরোধ করতে হয় তাহলে পর্যায়ক্রমে উল্লিখিত বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে হবে। নিচে পর্যায়ক্রমে বিষয়গুলো সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো-

১. নীতি (Ethics)

নীতি (Ethics) হলো মানুষের জীবন চলার দিশা বা পথনির্দেশ অর্থাৎ মানুষ কিভাবে জীবনাযাপন করবে তার একটি নীতিগত ধারণা বা গাইডলাইন। দুনিয়ার প্রতিটি প্রাণীরই

Dhaka University Institutional Repository

কোনো না কোনো নীতি রয়েছে যা অনুসরণ করে সে জীবনে প্রতিটি পদক্ষেপ গ্রহণ করে। একটি নির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি ছাড়া পৃথিবীর কোনো প্রাণীই চলতে পারে না। Rational কিংবা Animal যে কোনো প্রাণীই হোক, সে ভালো হোক বা মন্দ হোক একটি নীতি মেনে চলে। Rational প্রাণীর নীতি একরকম, আর Animal -এর নীতি অন্যরকম। অপরদিকে Rational ও Animal এর সংমিশ্রণে সৃজিত Human-এর নীতি আর একরকম।

ফেরেশতাদের যদি প্রাণী হিসেবে বিবেচনা করা যায় তাহলে দেখা যাবে, তাদের মধ্যে রয়েছে Rationality. মানুষ ব্যতীত অন্য কোন প্রাণীর মধ্যে Rationality খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাদের মধ্যে রয়েছে শুধু Animality (পশুত্ব)। কিন্তু মানুষই একমাত্র প্রাণী যার মধ্যে Rationality ও Animality উভয় ধরনের বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান। এটি মহান স্রষ্টার এক ব্যতিক্রমধর্মী অনন্য সৃষ্টি, যার মধ্যে এই দুই ধরনের বৈশিষ্ট্য যেমন বিদ্যমান রয়েছে তেমন বিদ্যমান Animality -কে পরাস্ত করে মানুষ কিভাবে Rationality -কে চরিত্রে আত্মস্থ করতে পারে সেটিই দেখার বিষয় এবং বিচারের প্রক্রিয়ায় এটি মানুষের জন্য সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হবে।

মানুষকে নৈতিক মূল্যবোধে জাগ্রত করে প্রকৃত মানুষে পরিণত করতে হলে ধর্মের প্রয়োজন অনস্বীকার্য, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু পৃথিবীতে ধর্মের অভাব নেই। অসংখ্য ধর্মমত ও পথ রয়েছে। সকল ধর্ম ভালো কাজে উৎসাহ ও মন্দ কাজের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করতে পারে; কিন্তু তা নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিতে। নৈতিক মূল্যবোধও সকলের দৃষ্টিতে এক নয়। অর্থাৎ বিশ্বের বিভিন্ন সমাজগোষ্ঠী ও ধর্মমতের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ নিয়ে মতপার্থক্য থাকতেই পারে। সুতরাং ‘নৈতিক মূল্যবোধ’ শব্দটি আপেক্ষিকতার উর্ধে নয়। এক ধর্মমতে যেটা নৈতিকতার অংশ অন্য ধর্মের ক্ষেত্রে তা অনৈতিক হতে পারে। কারণ নৈতিক বা অনৈতিকতার মানদণ্ড অনেক সময় মানুষ নিজেই স্থির করে থাকে। ফলে মানুষের মাঝে চিন্তা চেতনা ও মত-পথের পার্থক্যের সাথে স্বাভাবিক ধারায় নৈতিকতার উপাদানের ক্ষেত্রে পার্থক্য সূচিত হয়েছে। নৈতিকতার মানদণ্ড ঠিক করতে গিয়ে অনেকেই বেশ সমস্যায় পড়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

কারণ এক সময় ন্যায়নিষ্ঠা, পরিণামদর্শিতা, শিষ্টাচার ও ধৈর্য মৌল গুণ বলে আখ্যায়িত ছিলো। খৃষ্টধর্ম প্রবর্তনের পর বিশেষ মর্যাদা পেয়েছে দুটি গুণ: স্রষ্টার প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস এবং রাজা অথবা গোত্রপতির আনুগত্য। সে যুগের মানুষ দৈবশক্তিকে সমীহ করলেও দেবতার প্রতি ভক্তি কোনো অত্যাবশ্যকীয় চরিত্রগুণ বলে স্বীকার করত না। প্রাচীন গ্রীকদের অবস্থাও ছিল তাই। সুন্দর ও বৈচিত্র্যময় পার্থিব জীবন যাপনের জন্য আবশ্যকীয় গুণাবলীর গুরুত্বই তাদের কাছে মূল্যবান ছিল। হিন্দু ধর্মের যেসব গুণাবলীর কথা রয়েছে তা হলো– ইষ্টদেবতা, মাতা-পিতা ও শিক্ষাগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা। বৌদ্ধদের পালনীয় মূল গুণাবলী হচ্ছে- জীবহত্যা মহাপাপ, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা পরিহার, ঈর্ষা এবং অপরের সম্পত্তির প্রতি লোভ ও আসক্তি দমন এবং ব্যভিচার বর্জন।[৭২]

এখন যে নীতিতত্ত্ব মানুষকে ভালো আর মন্দের পার্থক্য দেখিয়ে দিয়ে ভালোর পথে অনুপ্রাণিত করতে পারে সেই নীতিতত্ত্বই তারা গ্রহণ করবে এবং নিজ চরিত্রে ধারণ করবে। মানুষ ঐ নীতিতত্ত্ব যথাযথভাবে অনুসরণ না করলে তার বিহিত করার এখতিয়ারও ঐ তত্ত্বের মধ্যে বিদ্যমান থাকা চাই। পৃথিবীতে অনেক নীতিতত্ত্বের জন্ম হয়েছে। কিন্তু প্রতিপালনের বাধ্যবাধকতা আরোপে ব্যর্থ হওয়ায় মানবজীবনকে শান্তিময় জীবন ও ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে সঠিক পথনির্দেশনা দান করতে পারেনি। ফলে তার অসারতা প্রমাণিত হতে বেশি সময়ও লাগেনি। এ কারণে মনুষ্য সৃষ্ট কোনো নিদর্শন মানুষের জীবনদর্শন হতে পারে না। এজন্য প্রয়োজন মানুষের স্রষ্টা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট থেকে প্রাপ্ত জীবনদর্শন তথা দীন 'ইসলাম'।

এভাবে দেখা যায়, প্রতিটি ধর্মেই কম-বেশি নৈতিক মূল্যবোধের কথা বলা হলেও মানবজীবনকে পুরোপুরি নৈতিক মূল্যবোধে বিকশিত করে তোলার পক্ষে কোনটাই পূর্ণাঙ্গ নয়। এর বিপরীতে ইসলামের রয়েছে একটি পরিপূর্ণ ভারসাম্যপূর্ণ এবং সার্বজনীনভাবে গ্রহণযোগ্য নৈতিক মানদণ্ড। কারণ মানদণ্ড যদি মানুষের স্রষ্টার পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয় তাহলেই কেবল

---

৭২. মুহাম্মদ আবদুস শাকুর, American College Dictionary , p. 1360.

Dhaka University Institutional Repository

সার্বজনীনভাবে গ্রহণযোগ্য নৈতিকতার আদর্শ স্থির করা সম্ভব। একারণে বলা যায়, সকল ধর্মই সেই অর্থে পুরোপুরি নৈতিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হওয়ার পরামর্শ দেয় না। সুতরাং সে সকল ধর্ম নিয়ে আলোচনার সুযোগ যেমন অন্তত এক্ষেত্রে নেই, তেমনি তা আমাদের উদ্দেশ্যও নয়। তাছাড়া সকল ধর্মে নৈতিক শিক্ষার প্রভাব স্পষ্ট নয়। এর বিপরীতে ইসলামের রয়েছে পবিত্র কুরআন ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাহভিত্তিক এক সমৃদ্ধ নৈতিক দিকনির্দেশনা।

২. শিক্ষা (Education)

একটি যথার্থ নীতিদর্শনের পর প্রয়োজন হবে মানসম্মত শিক্ষাব্যবস্থা, যা চার হাত-পায়ের একজন মানুষকে প্রকৃত মানুষে পরিণত করতে পারে। শিক্ষার প্রয়োজন নিয়ে কারো মধ্যে দ্বিমত নেই। কিন্তু মানসম্মত শিক্ষার প্রশ্নে মতান্তর রয়েছে বিস্তর। কোন্ শিক্ষা মানুষকে প্রকৃত অর্থে নৈতিক মানুষে পরিণত করতে পারে এবং কোন্ শিক্ষার দ্বারা তা সম্ভব নয় তা প্রমাণ করার জন্য গবেষণার প্রয়োজন। তবে পৃথিবীর মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে বহু মনীষী-দার্শনিক এবং চিন্তাবিদ নৈতিক মূল্যবোধে জাগ্রত মানুষ তৈরির প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে গিয়ে ধর্মীয় শিক্ষার গুরুত্বকে তুলে ধরেছেন। এদের অন্যতম হলেন পাশ্চাত্য দেশীয় স্ট্যানলী হল, জন মিল্টন, এলবার্ট স্কেঞ্জার, প্রফেসর হিম্যান এইচ হোম, শিক্ষা বিজ্ঞানী রাস্ক, এমনকি বিশ্বখ্যাত গ্রীক দার্শনিক প্লেটো পর্যন্ত শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্মের ভূমিকাকে অস্বীকার করতে চাননি। স্ট্যানলী হল দ্ব্যার্থহীন ভাষায় শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্মের ভূমিকাকে গুরুত্ব দিয়ে বলেন,

If you give their three `R's, Reading Writing and Arithmetic and don't teach the forth `R' Religion they are sure to become fifth `R' Rascal.

অর্থাৎ- শিক্ষার্থীকে শুধু পড়তে লিখতে আর অংক কষতে শিখালে, আর ধর্ম না শিখালে সে দুষ্ট হবেই।

Dhaka University Institutional Repository

স্ট্যানলী হলের ধারণা যে যথার্থ তার অসংখ্য উদাহরণ এ সমাজে প্রত্যক্ষভাবে লক্ষ করা যায়। অপর দার্শনিক কবি জন মিল্টন মনে করেন, Education is the harmonious development of body maind and soul.

অর্থাৎ "শরীর, মন ও আত্মার সুষম বিকাশের নাম শিক্ষা।"

মানুষকে পরিপূর্ণ মানুষে বিকশিত করতে হলে তার সবগুলো অঙ্গের উন্নয়ন ও সুষম বিকাশের প্রয়োজন তাতে আর সন্দেহ নেই। শুধু শরীর আর মন নিয়ে চিন্তা করলেই চলবে না, এর সাথে আত্মার উন্নয়নসাধন করতে হবে, ধর্মই যার প্রধান বাহন। আর শরীর, মন ও আত্মা এই তিনের সুষম বিকাশ ঘটাতে হলে ধর্মকে বাদ দিয়ে তা সম্ভব নয়। জন মিল্টনও তা জানতেন এবং সে কারণেই তিনি আবার বললেন–

Education is a continious process through which mental, physical and moral is providing to new generation who also acquire their ideals and culture through it.

অর্থাৎ শিক্ষা হচ্ছে নতুন প্রজন্মের মানসিক, শারীরিক ও নৈতিক প্রশিক্ষণের এক চলমান প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে তারা জীবনের মিশন ও জীবন ধারণের কলাকৌশল আয়ত্ত করে থাকে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও চিন্তাবিদ Albart Scezer তাঁর একটি গ্রন্থে শিক্ষার সাথে ধর্মের সম্পর্ক নির্ণয় করতে গিয়ে বলেন–

Three kinds of progress are significant, Progress of knowledge and technology, Progress in socialization of man, progress in spirituality.

অর্থাৎ "তিন ধরনের অগ্রগতি গুরুত্বপূর্ণ, জ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি, মানুষের সামাজিকিকরণের অগ্রগতি, আধ্যাত্মিকতার অগ্রগতি।"

এভাবে ধর্মীয় উন্নয়নের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব দিলেও এখানেই শেষ না করে তিনি আরো যোগ করলেন- The last one is the most important. অর্থাৎ progress in

Dhaka University Institutional Repository

spirituality-ই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে তিনি মনে করেছেন। এই অবস্থার প্রেক্ষাপটে আরও একটু সামনে এগিয়ে তিনি পরামর্শ রেখেছেন-

Our age must achieve spiritual renewal. A new renaissance must come the renaissance in which mankind discovered that ethical action is the supreme truth and the supreme utilitarianism by which mankind will be liberated.

"আমাদের যুগকে আধ্যাত্মিক নূতনত্ব লাভ করতে হবে। কোন নবজাগরণ ঘটে গেলে তাকে মানব জাতি আবিষ্কার করে ফেলে যে, নৈতিক কর্তব্যই চূড়ান্ত সত্য এবং সর্বোৎকৃষ্ট উপযোগবাদ যদ্বারা মানব জাতি মুক্তি পাবে।"[৭৩]

সক্রেটিস, কান্ট, রুশো ও প্লেটোর মতো দার্শনিকগণ ধর্মীয় শিক্ষাকে অস্বীকার করতে চাননি যা আগেই আলোচনায় এসেছে। প্লেটো যে শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তক তা হলো আদর্শবাদ। তাঁর এ আদর্শবাদ শিক্ষা দেয় বস্তুবাদকে আয়ত্ত করতে। মানবজাতির সারাংশ আধ্যাত্মিক অনুভূতি বিকাশের মাধ্যমে এর উৎকর্ষতা সাধনই আদর্শবাদী শিক্ষাব্যবস্থার মূল প্রতিপাদ্য। নিজের প্রবর্তিত আদর্শবাদী এই শিক্ষাব্যবস্থার পক্ষে যুক্তি দিয়ে তিনি বলেন,

"মানবজীবন উদ্দেশ্যবিহীন নয়। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বর্তমানের বাইরেও আমাদের নজর রাখতে হবে। বর্তমানকে নিয়েই সন্তুষ্ট থাকলে লক্ষ্যচ্যুত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়ে যায়। এ থেকে রক্ষার জন্য জাহাজের সার্চলাইটকে জাহাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে এর লক্ষ্যকে করতে হবে সুদূরপ্রসারী" ।[৭৪]

প্লেটো মনে করেন, বস্তুজগতের চেয়ে মানুষের মনোজগত ও আধ্যাত্মিক জগত অধিক প্রত্যক্ষ, অধিকতর মূল্যবান। আধ্যাত্মিক অনুভূতি হলো মানব জীবনের সারাংশ। এই

---

৭৩. Albari Seazer, The Teachings of The Reverence for life, London, p. 213.
৭৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

Dhaka University Institutional Repository

অনুভূতির মধ্য দিয়েই তার আত্মপরিচয় ঘটে। এই আত্মপরিচয় আবার বিশ্বপরিচয়ের সোপান।[৭৫]

প্লেটো ও তাঁর অনুসারীরা মনে করেন, আদর্শবাদ শিক্ষা দেয় বস্তুজগতকে আয়ত্ত ও শাসন করতে। সুতরাং শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্মের উপস্থিতিই মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার উন্মেষ ঘটাতে পারে, যা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করবে। এটিই মানবসৃষ্টি ও দুনিয়াতে তার দায়িত্ব পালনের সর্বজনীন ধারা এবং এভাবেই মানুষ তার অভীষ্ঠ লক্ষ্যে উপনীত হতে সক্ষম হবে। এটাই স্বতঃসিদ্ধ সত্য।

সন্দেহ নেই, মানুষকে সঠিকভাবে বিকশিত করে তোলার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার ভূমিকা সর্বাধিক। কিন্তু যে কোন শিক্ষা ব্যবস্থা মানুষকে নৈতিকভাবে পরিপূর্ণ মানুষে পরিণত করার জন্য উপযুক্ত নয়। রক্ত-মাংসের একজন মানুষ নামের প্রাণীকে যদি সত্যিকার অর্থে সুন্দর মানুষে পরিণত করতে হয় তাহলে তার জন্য প্রয়োজন ধর্মীয় শিক্ষার। মানুষের জীবনে ধর্মীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা তা নিয়ে বিতর্ক চলছে আবহমান কাল থেকে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে সমাজে বিদ্যমান চরম নৈতিক অবক্ষয় থেকে মানুষকে মুক্ত করতে হলে ধর্মীয় তথা ইসলামী শিক্ষার যে কোনো বিকল্প নেই একথা আজ আর অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে বর্তমানে অনুভূত হচ্ছে, আগে ছিলো না, এমন ভাবনারও কোন কারণ নেই। বরং সভ্যতার সূচনালগ্নে শিক্ষার পুরোটাই ছিলো ধর্মনির্ভর। গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস মনে করতেন,'খাঁটি শিক্ষকের মন ন্যায়নিষ্ঠ হবেই।' তাঁর এই ধারণা যে কতটা সঠিক তা বিশ্ব ইতিহাসের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। এ কারণে বলা হয়ে থাকে যে, তাঁর ঐ মতবাদ কখনো পরিত্যক্ত হয়নি।[৭৬] আসলে সক্রেটিসের ঐ বক্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। তিনি যে খাঁটি শিক্ষিতের কথা বলেছেন, সেই শিক্ষা কীভাবে অর্জিত হতে পারে সে বিষয়ে ধারণার স্থিরতা ছিলো না বলে সব ক্ষেত্রে তাঁর ঐ মতবাদের সত্যাসত্য উপলব্ধি করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তী পর্যায়ে খাঁটি শিক্ষার পথ উন্মোচন করে এ সমস্যার সামাধানের প্রয়াস লক্ষ করা যায়।

---

৭৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

৭৬. বাংলা বিশ্বকোষ, ২১শ খণ্ড, পৃ. ৪৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য দার্শনিকগণের পাশাপাশি সমাজবিজ্ঞানের পিতা বলে স্বীকৃত ইবনে খালদূন ধর্মের কথা বলতে গিয়ে একটি যৌক্তিক পরিণতি উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেন, 'বিবেক ও ধর্ম একে অন্যের জন্য অপরিহার্য, প্রতিটি জ্ঞানের আবশ্যকীয় উৎস। বিবেক বিশ্লেষণসহ বিশ্বের জ্ঞান আমাদের নিকট সরবরাহ করে, আর ধর্ম বিশ্বকে একটি আন্ত-বস্তুরূপে এর জ্ঞান আমাদের নিকট পরিবেশন করে। সুতরাং বিবেক মানেই ধর্ম বলে মনে করার কোনো কারণ নেই। বরং বিবেকের জন্য একটি নির্দিষ্ট ছাঁচ নির্মাণ জরুরী এবং এটিই করে থাকে ধর্ম। তাই শিক্ষা হবে সেই আলোকে সাজানো যা স্থিরীকৃত নীতি সমর্থন করে।[৭৭]

৩. সচেতনতা (Awerness)

বলা হয় যে, সচেতনতা শিক্ষার নির্যাস। অর্থাৎ শিক্ষা থাকলেই হবে না, সচেতনও হতে হবে। নীতিবিদ্যা ও সেই সম্পর্কে শিক্ষা লাভের পর সচেতনতার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। সচেতনতা (Awerness) অত্যাবশ্যকীয় একটি বিষয়। কারণ মানুষের দায়িত্ব-কর্তব্য ও করণীয়-বর্জনীয় সম্পর্কে প্রকৃত সচেতনতা না থাকলে জীবন নির্বাহ করবে কিভাবে? কোন কাজটি ভালো এবং কোন কাজটি মন্দ এ বিষয়ে মানুষকে সচেতন করে তোলার প্রয়াসও থাকতে হবে। কারণ মানুষের যদি বিষয়টি সম্পর্কে না-ই জানা থাকে তাহলে বাস্তবায়নের কোনো সুযোগ থাকে না।

৪. পর্যবেক্ষণ (Monitoring)

মনিটরিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যবস্থা। নীতি অনুযায়ী শিক্ষাদান এবং সচেতনতা জাগানোর পর মানুষ তা অনুসরণ করছে কিনা তা দেখার জন্য মনিটরিং অর্থাৎ নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। শুধু শিক্ষা দিয়ে সচেতন করে ছেড়ে দিলেই চলবে না। সেই শিক্ষা

---

৭৭. মুহাম্মদ শামসুল হক ও মোঃ মাহফুজুল ইসলাম, আবদুর রহমান ইবনে খলদূন ও নিকোলা ম্যাকিয়াভেলীর রাষ্ট্রচিন্তা: একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা শীর্ষক নিবন্ধ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ৪২ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, পৃ. ৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৃতপক্ষে কাজে লাগানো হচ্ছে কিনা বা সচেতনতার সাথে যথাযথভাবে প্রয়োগ হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। মনিটরিং ব্যবস্থা দুইভাবে কার্যকর থাকতে পারে, প্রকাশ্যে ও গোপনে। প্রশাসনিকভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে কাজকর্ম দেখাশুনার ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকবে। একই সাথে অন্য কোনো সংস্থার মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদের কর্মকাণ্ড গোপনীয়ভাবে পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা কার্যকর করতে হবে।

৫. প্রতিরোধ (Privension)

মনিটরিং ব্যবস্থার কোথাও কোনো ব্যত্যয় বা নীতি লঙ্ঘন পরিলক্ষিত হলে তার জন্য যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ নীতি বাস্তবায়নে কোথাও কোনো গাফিলতি বা উদাসীনতা লক্ষ করা গেলে সেখানে চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে প্রতিরোধ ব্যবস্থা কার্যকর থাকা চাই। হতে পারে তা প্রশাসনিক কিংবা সামাজিক। কিন্তু প্রতিরোধের ব্যবস্থা না করে শাস্তির জন্য চূড়ান্ত বিচারের আওতায় আনা সঙ্গত নয়। কারণ Prevention is better than cure ‘বিপদ আসার আগেই সাবধান হওয়া ভালো’।

৬. প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ (Treatment)

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ (Treatment) সুবিচার নিশ্চিতকরণের সর্বশেষ অবস্থা। প্রতিরোধের পরও কোনো পরিবর্তন না হলে বা বিহিত করা সম্ভব না হলে তখন প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে। যথাযথ আইনের আওতায় এনে বিধি মোতাবেক বিচার করে শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। কারণ ইংরেজিতে একটি প্রবাদ রয়েছে, Justice Delayed Justice Denied. “বিচারে বিলম্ব অবিচারের শামিল”। তাই বিচারের ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতা এড়িয়ে সঠিক ও ন্যায় বা সুবিচার নিশ্চিত করা বাঞ্ছনীয়। কারণ সুবিচার সকল প্রকার অন্যায়ের মূল প্রতিরোধকারী।

Dhaka University Institutional Repository

একই সাথে অন্যায়কে প্রতিরোধের জন্য যেমন ব্যবস্থা থাকতে হবে, তেমন ন্যায়ের লালনের ব্যবস্থা থাকাও নিয়মসঙ্গত হবে। মহান আল্লাহ তায়ালা অসংখ্য আয়াতে কারীমায় সুনীতি প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি উচ্ছেদের কথা বলেছেন। যেখানে 'মা'রূফ' শব্দটি উল্লিখিত হয়েছে সেখানেই 'মুনকার' শব্দটি উচ্চারিত হয়েছে। একারণে দুষ্টের দমনের সাথে শিষ্টের পালনের ব্যবস্থাও থাকা বাঞ্ছনীয়।

পরিচ্ছেদঃ ৯

দুর্নীতি প্রতিরোধে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

ইতিপূর্বে পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক দৃষ্টিতে নৈতিকতার সার্বজনীন আদর্শের যথাসাধ্য অনুসন্ধান চালানো হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এমন কোনো সার্বজনীন নৈতিক আদর্শ স্থির করা সম্ভব হয়নি যা মানুষের জীবনকে পুরোপুরি সাফল্যমণ্ডিত করতে সক্ষম। প্রকৃতপক্ষে মানুষের পক্ষে তা সম্ভবও নয়। বরং মানুষের স্রষ্টা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন একমাত্র সেই কাজটিই করেছেন।

ইসলামের দৃষ্টিতে নৈতিক ও অনৈতিক কাজ কোনগুলো এবং কিভাবে মানুষের মধ্যে নৈতিকতা জাগিয়ে তোলা সম্ভব তা এখন বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার। নৈতিকতার স্বপক্ষে এর প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি পরিষ্কার করতে গিয়ে পবিত্র কুরআন ঘোষণা করছে-

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوَّاهَا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا. وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا.

"শপথ মানুষের এবং তাঁর, যিনি তাকে সুঠাম করেছেন। অতঃপর তিনি তাকে তার অসৎকর্ম ও তার সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন। সে-ই সফলকাম হবে যে নিজেকে পবিত্র করবে এবং সে-ই ব্যর্থ হবে যে নিজেকে কলুষাচ্ছন্ন করবে।"[৭৮]

খুবই পরিষ্কার কথা; মানুষকে বেশ মানানসই সুঠাম শারীরিক কাঠামো দেয়া হয়েছে। অপর একটি আয়াতে শারীরিক কাঠামোর পাশাপাশি মানবিক সৌন্দর্যের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে এবং সেই সাথে দেয়া হয়েছে আর একটি জিনিস যা দিয়ে মানুষ ভালো-মন্দের বিচার করতে সক্ষম। তা হচ্ছে তার বিবেক। এই বিবেককে কাজে লাগিয়ে যেলোক মন্দকে পরিত্যাগ করে ভালোকে গ্রহণ করবে সে-ই হবে সফল। আর এর বিপরীত কাজ করলে সে ব্যর্থ হবে। ভালো-মন্দকে চেনবার জন্য আল্লাহ তায়ালা নাযিল করেছেন পবিত্র কুরআন, যার অপর নাম 'ফুরকান' বা ফরককারী, পার্থক্যকারী। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে,

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ.

"রামাযান মাস, এতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন নাযিল হয়েছে।"[৭৯]

পবিত্র কুরআনের মধ্যে সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, আলো-আঁধার ও সাদা-কালোকে পরিষ্কারভাবে পৃথক করে দেয়া হয়েছে এবং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করার মতো জ্ঞান আল্লাহ তা'আলা মানুষকে দান করেছেন। এখন তাকে যদি দুনিয়া এবং আখিরাতে অশেষ কল্যাণ হাসিল করতে হয় তাহলে তাকে সত্য গ্রহণ করতে হবে। আলো বা সত্যের পথই হলো আল-কুরআনের পথ। সুতরাং ইসলামের আলোকে নৈতিক দর্শন বলতে যা বোঝায় তা হলো কুরআনভিত্তিক নৈতিকতা। অর্থাৎ পবিত্র কুরআন যে নির্দেশনা দিয়েছে তা চরিত্রে আত্মস্থ করা

---

৭৮. আল-কুরআন, সূরা আশ্- শামস, আয়াত: ৭-১০।
৭৯. আল- কুরআন, সূরা আল- বাকারা, আয়াত: ১৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

এবং এর বিধিনিষেধ অনুসরণ করার মাধ্যমেই চরিত্রে নৈতিকতার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব।

পবিত্র কুরআনে নৈতিক চরিত্রের ব্যাপারে যে নীতি-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে তার পরিধি অনেক বিস্তৃত। বিশেষ করে অর্থনৈতিক লেনদেন বিষয়ে পবিত্র কুরআনে যে সকল নির্দেশনা দেয়া হয়েছে তা নিয়ে এখানে যৎসামান্য আলোচনা করা প্রাসঙ্গিক হবে। এ প্রসঙ্গে ইরশাদ হচ্ছে,

وَلاَ تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ إِلاَّ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوْا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُوْلاً.

"য়াতীম বয়োপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুপায়ে ছাড়া তোমরা তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হয়ো না এবং প্রতিশ্রুতি পালন করো; নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ৎ তলব করা হবে।"[৮০]

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَّأَحْسَنُ تَأْوِيْلاً.

"মেপে দেবার সময় পূর্ণমাপে দেবে এবং ওজন করবে সঠিক দাঁড়িপাল্লায়, এটাই উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্ট।"[৮১]

লেনদেন বিষয়ে নৈতিকতা সমৃদ্ধ ঐ সকল আয়াত ছাড়াও পবিত্র জীবনব্যবস্থা ইসলাম মানুষকে হালাল রুজির অন্বেষণের আহ্বান জানিয়েছে যা ইসলামের দৃষ্টিতে ফরয অর্থাৎ অবশ্য করণীয় কর্তব্যের অন্যতম। আল্লাহপাক এই পৃথিবীতে মানবজাতিকে পাঠিয়েছেন তাঁর ইবাদত করার জন্য। আর ইবাদতের জন্য প্রয়োজন শক্তি-সামর্থ্য; শক্তির জন্য প্রয়োজন খাদ্য-পানীয়। আর তাই মানবজাতির মহান স্রষ্টা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দরবারে আনুষ্ঠানিক ইবাদতশেষে

৮০. আল- কুরআন, সূরা আল- বাকারা: আয়াত: ৩৪।
৮১. আল- কুরআন, সূরা আল- বাকারা: আয়াত: ৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

উপার্জনের সন্ধানে ব্যতিব্যস্ত হতে হবে। মহান আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বান্দাকে উপার্জন করার নির্দেশ দিয়ে বলেন,

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيْراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

“সালাত সমাপ্ত হলেপর তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধান করবে ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে যাতে তোমরা সফলকাম হও।”[৮২]

এ আয়াতে কারীমায় আল্লাহ তা‘আলা বান্দাকে তার আনুষ্ঠানিক ইবাদত থেকে অবসর হওয়ার পর রিযিক তালাশে কর্মক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। নামায ছাড়া আরো অনেক হুকুম রয়েছে যা পালন করতে অর্থের প্রয়োজন হয়। যেমন যাকাত, হজ্জ, দান-সাদকা ইত্যাদি করে সাওয়াব অর্জন করে অর্থের যোগান দেয়ার বিষয়গুলো ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। হাঁ, এজন্য হালাল উপার্জন করতে হবে। হারাম উপার্জন থেকে প্রদত্ত যাকাত, দান-সাদকা কবুল হয় না, হজ্জ করলে আদায় হয় না, এমনকি হালাল খাদ্যদ্রব্য আহার না করলে দু‘আও কবুল হয় না। এ প্রসঙ্গে ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেন,

“নবী করীম (সা)-এর উপস্থিতিতে কুরআনুল কারীমের সূরা বাকারার ১৬৮ নং আয়াত [يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالاً طَيِّبًا وَلاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِين.]

তিলাওয়াত করা হলে সা‘দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) দাঁড়িয়ে বলেন,

يا رسوالله ادع الله أن يخعلنى مستجاب الدعوة فقال يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة والذى نفس محمد بيده إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام فى جوفه ما يتقبل منه أربعين يوما وأيما عبد ببت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به.

---

৮২. আল- কুরআন, সূরা আল-জুমু‘আহ, আয়াত: ১০।

Dhaka University Institutional Repository

"হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের দু'আ যেনো সর্বদা আল্লাহ্‌র নিকট কুবল হয়, তাঁর কাছে এই প্রার্থনা করুন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হে সা'দ! পবিত্র খাদ্যদ্রব্য আহার করো, তোমার দু'আ সব সময় কবুল হবে। যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তাঁর শপথ! যে ব্যক্তির উদরে এক গ্রাস হারাম খাদ্য প্রবেশ করালো, চল্লিশ দিন পর্যন্ত (তার কোনো) দু'আ কবুল হয় না। আর যে বান্দা হারাম ও সুদের মাল দ্বারা দেহ পুষ্ট করেছে তার সেই দেহের জন্য জাহান্নামের আগুনই উপযুক্ত।"[৮৩]

অবৈধভাবে সম্পদ আহরণের বিভিন্ন উৎস রয়েছে। কিন্তু যে উৎসই থাক একটি নীতির মাধ্যমে এ সব উৎসকে অবৈধ ঘোষণা করে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ.

"হে মু'মিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস কর না।"[৮৪]

সুতরাং অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশনা একেবারে পরিষ্কার। আর তা হলো, অন্যায়ভাবে বা যা প্রাপ্য নয় তা কোনক্রমেই গ্রহণ করা বা দাবি করা যাবে না। যদি তা করা হয় তাহলে যে করবে তাকে সীমালঙ্ঘনকারী হিসেবে চিহ্নিত করে পবিত্র কুরআন ঘোষণা করছে,

وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَاناً وَّظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَاراً وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْراً.

"এবং যে কেউ সীমালংঘন করে অন্যায়ভাবে তা করবে আমি তাকে দোযখে প্রবেশ করাব। এটা আল্লাহ্‌র পক্ষে সহজ।"[৮৫]

---

৮৩. তাফসীরে ইবনে কাসীর, প্রথম খণ্ড (বৈরূত: দারুল কলম, তাবি), পৃ. ১৭৮।
৮৪. আল- কুরআন, সূরা আন- নিসা, আয়াত: ২৯।
৮৫. আল- কুরআন, সূরা আন- নিসা, আয়াত: ৩০।

Dhaka University Institutional Repository

সন্দেহ নেই, মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন অবৈধ বা অন্যায়ভাবে সম্পদ উপার্জনকারীর বিরুদ্ধে। আর তা যদি হয় জোর-জবরদস্তি করে উপার্জন, তাহলে তা কত বড় অন্যায় এবং তার শাস্তি কত ভয়াবহ হতে পারে তা উপরের আয়াতে কারীমা থেকে পরিষ্কার হয়ে যায়। নৈতিকতা সংরক্ষণের জন্য এ সকল নির্দেশনা দিয়েই আল্লাহ তা'আলার কিতাব ক্ষান্ত হয়নি; বরং নৈতিক মূল্যবোধে বলীয়ান হয়ে ওঠার জন্য কিছু চর্চাও ইসলাম বাতলে দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ.

"সালাত অবশ্যই বিরত রাখে অশ্লীলত ও মন্দকার্য থেকে। আল্লাহ্র স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ। তোমরা যা করো আল্লাহ তা জানেন।"[৮৬]

সালাত হলো মানুষকে সরল সঠিক পথে পরিচালনার একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। যে ব্যক্তি নিজ জীবনে সালাত কায়েম করবে সে কখনও অসৎ বা ফাহেশা কাজে লিপ্ত হতে পারে না। শুধু সালাতই একজন মু'মিনকে অসৎ বা অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখতে সক্ষম। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذَّاكِرِيْنَ.

"সৎকর্ম অবশ্যই অসৎকর্ম নিশ্চিহ্ন করে দেয়। যারা উপদেশ গ্রহণ করে, এটি তাদের জন্য এক উপদেশ।"[৮৭]

মানুষ শুধু নিজে সৎকাজ করলেই চলবে না, বরং সমাজে সৎকাজের চর্চা অব্যাহত রাখার জন্য সচেষ্ট হতে হবে সকলকে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বললেন,

---

৮৬. আল- কুরআন, সূরা আল-'আনকাবূত, আয়াত: ৪৫।

৮৭. আল- কুরআন, সূরা হূদ, আয়াত: ১১৪।

Dhaka University Institutional Repository

وَلتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ إِلَى الخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ وَأُولَـئِكَ هُمُ المُفْلِحُوْنَ.

"তোমাদের মধ্যে এমন একটি একদল থাকা দরকার যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎকার্যের নির্দেশ দেবে ও অসৎকার্যে নিষেধ করবে– এরাই সফলকাম।"[৮৮]

মহান আল্লাহ চান এমন একদল মানুষ যারা সব সময় সৎকাজের আদেশ বা সুনীতির প্রতিষ্ঠা ও অসৎকাজে নিষেধ বা দুর্নীতি উচ্ছেদে বদ্ধপরিকর থাকবে এবং এজন্য মানুষকে আহ্বান জানাবে। অন্যত্র আনুষ্ঠানিক ইবাদতের পাশাপাশি দায়িত্ব পালনে ঈমানদারদের সম্বোধন করে মহান আল্লাহ্ বলেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ.

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব ঘটানো হয়েছে; তোমরা সৎ কার্যের নির্দেশ দান কর, অসৎকার্য নিষেধ কর এবং আল্লাহতে ঈমান আনো।"[৮৯]

এভাবে সুনীতি প্রতিষ্ঠার জন্য ঈমানদারগণকে সচেষ্ট হতে হবে। এরপরও যদি মানুষ নৈতিকতা সংরক্ষণে ব্যর্থ হয় তাহলে তার জন্য ভয়াবহ পরিণতি অপেক্ষা করছে এবং সেজন্য এ বিষয়ে যে হিসাব নেয়া হবে সে সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে আল-কুরআনে বলা হয়েছে–

إِنَّ السَّمْعَ وَالبَصَرَ وَالفُؤَادَ كُلُّ أُولَـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُوْلاً.

"কর্ণ, চক্ষু, হৃদয়- এগুলোর প্রতিটি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।"[৯০]

আর সেই কৈফিয়ত তলবের পর অর্থাৎ চুলচেরা হিসাব নেয়ার পর বিচার করা হবে মানুষের তার কৃত অপরাধের জন্য। ভালো কাজের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থাও রয়েছে। সুতরাং এভাবে উল্লিখিত নির্দেশনা প্রতিপালনে বাধ্যবাধকতা আরোপ করে ইসলামে পরকালে

---

৮৮. আল- কুরআন, সূরা আল- ইমরান, আয়াত: ১০৪।

৮৯. আল- কুরআন, সূরা আল- ইমরান, আয়াত: ১১০।

৯০. আল- কুরআন, সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত: ৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

জবাবদিহির ব্যবস্থা রয়েছে। কুরআনিক দর্শনের এই যে নৈতিক শিক্ষা, এটি শুধু দার্শনিক তত্ত্ব বা পুঁথিগত বিদ্যা হয়েই রয়ে যায়নি, বরং এই নৈতিক দর্শনকে সারা বিশ্বের মানুষের জন্য নিদর্শন হিসেবে উপস্থাপনের জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তাঁর প্রিয় হাবিব হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর আদর্শ জীবন চরিতের মাধ্যমে প্রতিফলিত করে দেখিয়েছেন। অর্থাৎ নবী করীম (সা)-এর জীবনটা ছিলো পবিত্র কুরআনের বাস্তব প্রতিফলন। একারণে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা)-কে মহানবী (সা)-এর জীবনাচার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তাঁর উত্তর ছিলো, 'তুমি কি কুরআন পড় নি?' মহানবী (সা)-এর অনুপম জীবন মুবারকে কুরআনী নৈতিকতার দর্শন অতি নিখুঁতভাবে প্রতিবিম্বিত হয়েছে এবং এই নৈতিক আদর্শ ধারণ করে মহানবী (সা)-এর মহান চরিত্র বিরল দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহান রব্বুল আলামীন বলেন,

وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيْمٍ.

"আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।"[৯১]

সীরাত গ্রন্থ প্রণেতাগণ নবী করীম (সা)-এর জীবন চরিতের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে এর যে অনুপম ছবি এঁকেছেন তাতে যে সকল বিশেষণের সমাহার লক্ষ করা যায়, সেগুলো হলো-

১. ন্যায়বিচার, ২. ইনসাফ, ৩. আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয়, ৪. বিশ্বস্ততা ও ওয়াদা পালন, ৫. সততা ও কর্তব্যবোধ, ৬. শালীনতা ও বদান্যতা, ৭. সঠিক দায়িত্ব গ্রহণ ও পালন, ৮. ন্যায়পরায়ণতা, ৯. ক্ষমা প্রদর্শন ও প্রয়োজনে প্রতিশোধ গ্রহণ, ১০. উদারতা, ১১. মধ্যপন্থা অবলম্বন ইত্যাদি।

এগুলোই তাঁর সম্পূর্ণ গুণাবলী নয়, তবে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি অবশ্যই। অর্থাৎ মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন একজন মানুষকে যেমন দেখতে চান নবী করীম (সা) ছিলেন ঠিক

---

৯১. আল- কুরআন, সূরা আল- ক্বালাম, আয়াতঃ ১।

Dhaka University Institutional Repository

তেমনই। প্রকৃতপক্ষে একজন আদর্শ মানুষের প্রতিচ্ছবি হলেন প্রিয়নবী (সা)। এ কারণেই তাঁকে পুরোপুরি অনুসরণের জন্য পবিত্র কুরআনে নির্দেশ এসেছে।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْراً.

"তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্‌র মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।"[৯২]

একটু খেয়াল করলে বোঝা যাবে যে, ওপরে যে গুণাবলী উল্লেখ করা হলো তার সমাহার যে মানুষের মধ্যে সঠিকভাবে ঘটবে তিনি মহামানব না হয়েই পারেন না। মহানবী (সা)-এর ক্ষেত্রে এমনটিই ঘটেছিল। তিনি যেমন নিজ জীবনে ইসলামের মহান নৈতিক আদর্শ প্রতিফলিত করেছেন, তেমন সাহাবায়ে কিরামের (রা) মাঝে সেই গুণ প্রতিফলিত করার শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ও উপদেশ দিয়েছেন। মহানবী (সা)-এর অসংখ্য উপদেশবাণী হাদীস শরীফে উল্লিখিত হয়েছে। বিশেষ করে পার্থিব সম্পদের প্রতি তাঁর ছিল প্রগাঢ় অনাসক্তি। এজন্য বিপুল পরিমাণ সম্পদ তাঁর পায়ের কাছে গড়াগড়ি খেলেও তিনি তা ভোগদখল করার পরিবর্তে দু'হাতে বিলি-বণ্টন করেই শান্তি অনুভব করেছেন। সম্পদ আহরণ ও তা সঞ্চয় করে ধনী না হয়ে বরং দান-সদকার প্রতি তাঁর এ আগ্রহের কারণে সাহাবায়ে কিরামও (রা) সে পথে হেঁটেছেন।

সম্পদের প্রতি মানুষের অত্যধিক লোভ-লালসাই আজকের সমাজে দুর্নীতির অন্যতম কারণ, একথা বিভিন্নভাবে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু মহানবী (সা)-এর আদর্শ সম্পদের প্রতি অনাসক্তি পয়দা করতে সক্ষম। একেবারে অনাসক্তি না জাগলেও অন্তত সম্পদের প্রতি প্রগাঢ় লোভ-লালসার জন্ম যেনো না হয় সেজন্য মহানবী (সা)-এর আদর্শের প্রতি দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক। ইসলাম সে শিক্ষা আত্মস্থ করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক লেন-দেনের ক্ষেত্রে মানুষকে

৯২. আল- কুরআন, সূরা আল- আহযাব, আয়াত: ২১।

Dhaka University Institutional Repository

সেই নীতি অবলম্বনের তাগিদ দিয়েছে। তাই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলামের নীতি-দর্শন যে দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম তাতে সন্দেহ নেই।

ইসলামের আদর্শ রাষ্ট্রব্যবস্থায় দুর্নীতি প্রতিরোধে মহানবী (সা) থেকে শুরু করে তাঁর সুযোগ্য খোলাফায়ে রাশেদীন (রা) কর্তৃক যে ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে তা-ই ইসলামী নির্দেশনার প্রকৃত ও বাস্তব চর্চা। সে কারণে আলোচনার বিষয়গুলো সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরার জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করা জরুরী তা এখন থেকে চৌদ্দ শত বছর আগে আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা)-এর একটি প্রশাসনিক নির্দেশনায় পাওয়া যায়। মালিক ইবনে হারিস আল-আশতারকে মিসরের গভর্নর নিয়োগের পর তাঁকে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন সম্পর্কে যে ঐতিহাসিক পত্রটি তিনি লিখেছিলেন তা যথাযথভাবে অনুসরণ করা সম্ভব হলে এদেশ থেকে দুর্নীতি উচ্ছেদ করতে বেশি দিনের প্রয়োজন হবে না। প্রশাসনিক বিষয়ে এই পত্রের বক্তব্য দিয়ে এ নিবন্ধের সমাপ্তি ঘটবে। এতে রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ ও পরিচালনা সম্পর্কে তিনি লেখেন–

"যদি তুমি কর্মকর্তাদের নিছক প্রতিপালন ও সাহায্য করার উদ্দেশেই নিয়োগ করে থাকো তাহলে তা অবিচার, অন্যায় এবং রাষ্ট্রীয় অর্থের অপব্যবহার ও দুর্নীতির রূপ পরিগ্রহ করবে। অভিজাত বংশীয় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও প্রাথমিক যুগে যারা ইসলামের জন্য আত্মত্যাগ করেছেন তাদের মধ্যে থেকে তোমার কর্মকর্তা নিয়োগ করো। উন্নত চরিত্র ও অত্যন্ত ভদ্র ও শরীফ হলে তারা সহজেই লোভ ও দুর্নীতির শিকার হবে না; যেহেতু তারা তাদের কাজের পরিণতি সম্পর্কে অসচেতন নন।

তাদেরকে ভালো বেতন দিও যেনো তারা নৈতিক অধঃপতনের দিকে ঝুঁকে না পড়ে। এটা তাদের নিজেদের ওপর আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং তারা যে তহবিলের যিম্মাদার তার ওপর যথাযথ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হবে। মোটা ভাতা পাবার পরও যদি তারা তহবিল তছরুফ করে আর নিজেদেরকে অসাধু প্রমাণ করে তাহলে তুমি তাদেরকে শাস্তি দেবার জন্য সঙ্গত কারণ পাবে। সুতরাং তাদের কাজের পদ্ধতি ও খুঁটিনাটি বিষয়ের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে এবং তাদের নিযুক্তির পর স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিয়ে রাখবে না।

Dhaka University Institutional Repository

এসমস্ত কর্মকর্তার কাজ পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করার জন্য তোমার সৎ ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের নিয়োগ করা উচিৎ। যদি তারা জানে যে, তাদের কার্যাবলী গোপনে দেখা হচ্ছে তাহলে তারা অসাধুতা ও অসৎকর্ম থেকে বিরত থাকবে।

জনগণের প্রতি আন্তরিকতাপূর্ণভাবে নিবেদিত হও এবং তোমাদের সরকারকে অসাধু কর্মকর্তাদের অনুপ্রবেশ থেকে রক্ষা করো। এরপরও যদি তুমি কোনো অফিসারকে অসৎ দেখতে পাও এবং তোমার গুপ্তচররাও যদি তার সমর্থন দেয় তাহলে তুমি অবশ্যই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রয়োগ করবে। শাস্তিটা হতে হবে শারীরিক, চাকুরী থেকে বরখাস্ত এবং অর্থদণ্ড। তাকে এমনভাবে অপদস্ত করতে হবে যেনো সে তার কৃত অপরাধের পরিণতি অনুধাবন করতে পারে। তার অপমান ও শাস্তিকে একটা ব্যাপক প্রচারণা দেয়া প্রয়োজন, যেনো তার জীবনটা হয়ে পড়ে গ্লানিঢাকা ও কালিমালিপ্ত; আর তা অপরের কাছে শিক্ষা হতে পারে।"[৯৩]

ওপরের পত্রটির বক্তব্য থেকে দুর্নীতি দমনের যে পথ উন্মোচিত হয়েছে তা এই গবেষণার ফলাফল হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। বাংলাদেশ থেকে প্রকৃত অর্থেই যদি দুর্নীতি দূর করতে হয় তাহলে প্রথমত জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলামী দর্শনকে স্বীকার করে নেয়ার পর মানসম্মত ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। এর পাশাপাশি নিয়োগপ্রাপ্ত বা বর্তমানে নিয়োজিত কর্মীবাহিনীকে নৈতিক প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। পরবর্তীতে উপরোক্ত পত্রের আলোকে সরকারী পর্যায়ে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে তা হলো-

১. সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ঈমানদার হতে হবে। প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণকারী বলতে মূলত ঈমানী বলে বলীয়ান মুসলমানকে বোঝানো হয়েছে।

২. সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগে বংশমর্যাদার গুরুত্ব দিতে হবে। বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক বিষয় সংশ্লিষ্ট এমন পদসমূহে বংশীয় উন্নত চরিত্র ও ভদ্র ব্যক্তির নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

৯৩. হযরত আলী (রা) -এর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক চিঠি, অনুবাদ মনজুর আহসান, সম্পাদনা- শামসুল আলম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা। ডিসেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ১৬-১৭।

Dhaka University Institutional Repository

৩. সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মানসম্মত বেতন দিতে হবে, যা দিয়ে তারা পরিবারের ব্যয় নির্বাহ করতে সক্ষম হয়। এতে দুর্নীতি করার পক্ষে তাদের কোনো অজুহাত থাকবে না।

৪. সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জনগণের প্রতি আন্তরিকভাবে নিবেদিতপ্রাণ হতে হবে। কারণ তারা প্রকৃতপক্ষে জনগণের খাদেম হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৫. সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের যথারীতি মনিটরিং করতে হবে। অর্থাৎ তাদেরকে কেমন কাজ করছেন, কাজে কোনো গাফিলতি, অনিয়ম বা দুর্নীতির আশ্রয় নিচ্ছেন কিনা তা প্রশাসনিকভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এর পাশাপাশি গোপনে তাদের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

৬. প্রশাসনিক ও গোপনীয় উভয় রিপোর্টের ভিত্তিতে কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছে বলে প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

এ বিষয়গুলো নিশ্চিত করা সম্ভব হলে অন্ততপক্ষে সরকারী কর্মচারীদের দুর্নীতি বন্ধ করা যাবে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী ছাড়া অন্যান্যদের মাধ্যমে যে দুর্নীতি হচ্ছে তা বন্ধ করার উপায় কি? একথা ঠিক যে, কোন দেশে দুর্নীতির সিংহভাগ ঘটছে সরকারী কর্মচারীদের মাধ্যমে। এর বাইরে যে দুর্নীতি হচ্ছে তার পিছনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাদের সংশ্লিষ্টতা না থেকেই পারে না। সুতরাং সরকারী কর্মচারী পর্যায়ে দুর্নীতি বন্ধ হলে সকল পর্যায়ে এর প্রভাব নিশ্চিতভাবেই পড়বে।

দ্বিতীয়ত, মানুষের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের ভয় সৃষ্টি করা সম্ভব হলে সকল পর্যায় থেকেই দুর্নীতির মতো সামাজিক ব্যাধি দূর হতে বাধ্য। তখন বিশেষ কোনো ক্ষেত্রের জন্য পৃথক কোনো চিন্তা বা ব্যবস্থা গ্রহণের আর প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকে না। সুতরাং শুধু শ্লোগানসর্বশ্ব বা লোক দেখানো প্রয়াস নয়, বরং প্রকৃতই যদি দেশ বা সমাজ থেকে দুর্নীতির মূলোৎপাটন করতে হয় তাহলে সেটা তদনুযায়ী নিয়ত শক্ত করে চোখ বন্ধ করে ওপরের

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবস্থাগুলো অনুসরণ করতে হবে। এভাবে যে দুর্নীতির পথ রুদ্ধ করা সম্ভব সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে ইসলাম সর্বদা প্রস্তুত।

বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রশাসন ও সেবামূলক প্রশাসনের বিভিন্ন খাতে যেমন দুর্নীতি হয়, তেমনি বেসরকারি পর্যায়েও ব্যবসা-বাণিজ্যের বিভিন্ন স্তরে অসদুপায় অবলম্বন করা হয়। দুর্নীতি হয় ব্যক্তিগত পর্যায়েও। সব পর্যায় ও ক্ষেত্রের দুর্নীতি সম্পর্কেই হাদীস শরীফে কঠোর শাস্তির উল্লেখ রয়েছে। দায়িত্বশীলের অন্যায় সুবিধা গ্রহণ, ব্যবসায়ের অসততা এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ের ধোঁকা ও খেয়ানত সম্পর্কে ইসলামের নীতি শাস্তিদানের এবং ঘৃণা পোষণের। ইসলামের আদর্শের ছোঁয়া পেয়েছে– প্রথম যুগে এমন কারও পক্ষেই দুর্নীতির গন্ধ পর্যন্ত শোঁকার সুযোগ ছিল না। ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসে শাসক ও জনতার পর্যায়ে দুর্নীতির ক্ষেত্রে তীব্র অনীহা, দূরত্ব আর পরকালীন জীবনে জবাবদিহির ভীতি কাজ করার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। যাবতীয় অবৈধ আয় বা দুর্নীতিবিরোধী পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আয়নায় তার উজ্জ্বল প্রতিফলন দৃশ্যমান ছিল। ইসলামকে ইহকাল ও পরকালের সমন্বিত জীবনব্যবস্থারূপে দেখার ও গ্রহণ করার সুফল হিসেবেই সে যুগে এটা ঘটেছে।

পরিচ্ছেদঃ ১০

দুর্নীতি প্রতিরোধে ইসলামী উপায়

দুর্নীতি প্রতিরোধে ইসলামের নিম্নোক্ত উপায়গুলো অবলম্বন করা যায়। যথা-

(ক) ঈমান বিল-গায়ব (অদৃশ্যে ঈমান)

অদৃশ্যের প্রতি ঈমান। এ ঈমান সর্বদা পরাক্রমশালী এক অদৃশ্য মহান সত্তার কথা অন্তরে জাগ্রত রাখে, যিনি নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা ও সর্বময় ক্ষমতা এবং সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। তিনি অন্তরলোক থেকে বিশ্বজাহান পরিচালনা করেছেন তাঁর এক মহাপরিকল্পনা মোতাবেক। তিনি গোটা দুনিয়ার প্রতিটি অণু-পরমাণুর পূর্ণ খোঁজখবর রাখেন। মানুষের দৈনন্দিন কল্যাণ-অকল্যাণ, ভাল-মন্দ তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন, প্রকৃতির রাজ্যের তিনি নিয়ন্ত্রণকারী। প্রত্যেকেই এক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণে বিশ্বাসী এবং প্রত্যেকেই এক আদম (আ)-এর বংশীয় সন্তান। কাজেই ভ্রাতৃত্ব ও পারস্পারিক নির্ভরশীলতা এবং সৌহার্দ্য ঈমানের অঙ্গ। ঈমানের এ

Dhaka University Institutional Repository

ঐক্য মানুষের পার্থিব সকল কার্যকলাপকে সুসংহত করে। যেহেতু আমরা একই মনিবের গোলাম, তাই একে অপরের প্রতি জুলুম করবো না। উল্লেখ্য যে, দুর্নীতি একটি জুলুম।

(খ) সালাত (নামায)

সালাত বা নামায হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) পর্যন্ত প্রত্যেক নবী ও রাসূলের শরী'আতেই ফরয করা হয়েছে। তবে বিভিন্ন সময়ে এগুলোর আকার-আকৃতি ও খুঁটিনাটি বিষয়াদি বিভিন্নরূপ ও পদ্ধতিতে বিদ্যমান ছিল। কোন নবী রাসূলের শরী'আতই এ ফরয থেকে মুক্ত ছিল না।

মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ.

"নিশ্চয়ই সালাত বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দকার্য থেকে।"[৯৪]

নামাযে পঠিত প্রতি আরবী বাক্যে বান্দা তার মহান প্রভুর দরবারে পুনঃপুনঃ এই স্বীকারোক্তিই করে যে, সে ভালো ও কল্যাণকর নীতির পক্ষে ও দুর্নীতির বিপক্ষে কাজ করে। সে দৈনিক এভাবে পাঁচবার স্বীকারোক্তি করার মাধ্যমে এক সময় বাধ্য হয়ে দুর্নীতির মতো খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকে এবং ভালো কাজে মনোযোগী হয়।

(গ) যাকাত

সমাজের লোকজন সামষ্টিকভাবে পরস্পরের কল্যাণকামী এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন বন্ধু। আর যাকাত এ শিক্ষাই প্রদান করে থাকে। যেমন আল-কুরআনের ঘোষণা:

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكَاةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ أُولئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

---

৯৪. আল- কুরআন, সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

“মু’মিন নর এবং মু’মিন নারীগণ পরস্পরের পৃষ্ঠপোষক, এরা সৎকার্যের নির্দেশ দেয় এবং অসৎকার্য নিষেধ করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এদেরকেই আল্লাহ কৃপা করবেন এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।”[৯৫]

সুতরাং এ দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কখনো দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিতে পারে না।

(ঘ) হজ্জ

সাদা-কালো, বর্ণ-বৈষম্যহীন এক বিশ্ব গঠনের লক্ষে একই পোশাকে মাত্র দুই টুকরা কাপড় পরিধান করে দীন-ভিক্ষুকের ন্যায় সকলে আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত হয়। এখানে কোনো ব্যক্তি বা দেশের বিশেষ মর্যাদা ও উচুঁ নীচুর শ্রেণিবিন্যাস করার সুযোগ নেই। রাসূলুল্লাহ (সা) বিদায় হজ্জের ভাষণে অমূল্য বাণী শুনিয়েছিলেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اِنّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَأَبَاءَكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيّ عَلَى عَجَمِيّ وَلَا لِعَجَمِيّ عَلَى عَرَبِيّ وَلَا لَسْوَدُ عَلَى أَحْمَرَ وَلَا أَحْمَرُ عَلَى لَسْوَدَ إِلَا بِالتَّقْوى.

“হে মানবজাতি! নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক একজন এবং তোমাদের পিতাও একজন। সাবধান! অনারবের উপর আরবের কোন মর্যাদা নেই এবং আরবের উপর অনারবের মর্যাদা নেই এবং শ্বেতাঙ্গের উপর কৃষ্ণাঙ্গের মর্যাদা নেই এবং কৃষ্ণাঙ্গের উপর শ্বেতাঙ্গের মর্যদা নেই, তবে তাকওয়া ব্যতীত।”[৯৬]

এভাবে হজ্জ বিশ্বভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি করে এবং সমাজ ব্যবস্থায় ন্যায়নীতির ভাবধারা চালু হয়। ইসলামের এই ইবাদত ব্যবস্থাকে আইনের আওতায় এনে বাস্তবায়ন করা হলে সমাজব্যবস্থায় দুর্নীতি হ্রাস পেতে থাকবে। যে মহান রব মানুষকে সৃষ্টি করে মানুষেরই চিরশত্রু শয়তানের অভয়ারণ্যে ছেড়ে দিলেন, শয়তানের সাথে বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নৈতিকতার সাথে টিকে থাকার জন্য সেই মহান রব উল্লেখিত বিধানগুলো আমাদের দিয়েছেন। এ ছাড়াও আল-

৯৫. আল- কুরআন, সূরা আত্- তাওবা, আয়াত : ৭১।

৯৬ . আল-হায়সামী, মাজমাউজ যাওয়ায়েদ ওয়া মামবাউল ফাওয়ায়েদ কিতাবুল হাজ্জ, বাবঃ আল-খুতাব ফিল হাজ্জ (বৈরূতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৮ খ্রি., ৩য় খণ্ড), পৃ. ২৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

কুরআন ও আল-হাদীস ক্রমাগতভাবে একটি সুন্দর সমাজব্যবস্থা ও কল্যাণকর রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করার উপর অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে, এমনকি মানুষের কষ্ট হয় এমন একটি ছোট ব্যাপারও ইসলাম বাদ দেয়নি। আবু মূসা (রা) বলেন, "সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কোন মুসলিমের ইসলাম সর্বোত্তম? তিনি বলেন, যে মুসলিমের জিহ্বা ও হাত থেকে মুসলিমগণ নিরাপদ থাকে।"[৯৭]

ঙ. সিয়াম বা রোযা

তাকওয়াভিত্তিক সমাজ গঠনে রোযার গুরুত্ব অপরিসীম। রমযানের রোযা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলছেন,

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

"হে মু'মিনগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেয়া হল, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে দেয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা সাবধান হয়ে চলতে পার।"[৯৮]

তাকওয়া অর্থ আল্লাহভীতি। তাকওয়া বলতে বোঝায় কোনো এক অদৃশ্য ভয় যা তাকওয়া অবলম্বনকারীকে সার্বক্ষণিক তাড়া করে ফিরে। যেমন কোনো মরুভূমি অথবা জনমানবশূন্য এলাকা যেখানে সন্ধ্যা নেমে এলে বিপদ ঘটার সম্ভাবনা থাকে। কোনো ব্যক্তি তা জানার পর আপ্রাণ চেষ্টা করে সন্ধ্যা নেমে আসার আগেই সেই স্থান দ্রুত ত্যাগ বা অতিক্রম করার জন্য। এখানে তাকে একটি ভয় তাড়া করে, ফলে খুব দ্রুত এলাকা ত্যাগ করার জন্য ভয় তাকে সাহায্য করেছে। ভয়টি হলো জীবন বা যথাসর্বস্ব হারাবার। কাজেই জীবনের প্রতিটি কাজ সম্পাদন এবং প্রতিটি কথা বলার সময় যদি আল্লাহ্‌র ভয় আমাদেরকে

৯৭. ইমাম তিরমিযী, আস- সুনান, প্রাগুক্ত; পৃ. ১৯০৩।
৯৮. আল- কুরআন, সূরা আল-'আনকাবূত, আয়াত : ১৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

তাড়া করে তাহলে আমরা নিজেদেরকে অন্যায় কাজ থেকে রক্ষা করতে পারি। যিনি তাকওয়ার পথ অবলম্বন করেন তিনি মুত্তাকী। এর ফলে তিনি সকল প্রকার দুর্নীতি বা অন্যায় কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকতে পারেন। এটিই তাকওয়ার সম্মোহনী শক্তি। তাকওয়ার গুণ-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তি বিশ্বাস করেন, আল্লাহ তাঁর সকল কর্মকাণ্ড গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করছেন। তিনি সর্বশক্তিমান বিধায় তার প্রতিটি দুর্নীতির জন্য তাকে শাস্তি দিবেন এবং প্রতিটি ন্যায়নীতির জন্য পুরস্কৃত করবেন। তিনি জীবনের প্রতিটি কথা ও কাজের হিসাব সংরক্ষণের জন্য সম্মানিত লেখকবৃন্দ (কিরামান কাতিবীন) নিয়োজিত করেছেন। পৃথিবীর কেউ না দেখলেও আল্লাহ ঠিকই প্রত্যক্ষ করছেন। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে যা ধরা-ছোঁয়া যায় না আল্লাহ্র কাছে তাও গোপন থাকে না। কারণ তিনি সামীউন বাসীর অর্থাৎ তিনি মহাশ্রোতা ও মহাদ্রষ্টা। এধরনের বিশ্বাসের বাস্তব প্রতিফলনের নাম তাকওয়া তথা আল্লাহ্র ভয়। এরূপ বৈশিষ্ট্যের লোক দ্বারা দুর্নীতি সংঘটিত হওয়া আদৌ সম্ভব নয়। এমনিভাবে অন্যান্য ইবাদতগুলো যুগপৎভাবে একজন ব্যক্তির ন্যায়নীতির পথে চলার জন্য সার্বক্ষণিক প্রভাব বিস্তার করে।

ইসলাম একমাত্র সর্বজনীন ও কল্যাণকামী জীবনব্যবস্থা। আজ থেকে পনেরো শত বছর আগে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতে গড়া কল্যাণ রাষ্ট্রটির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যায়, তিনি আল্লাহ্র দেয়া ঐ কর্মসূচির মাধ্যমে এমন এক দৃষ্টান্তমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, যার অধিবাসীরা কতটুকু আল্লাহ্র ভয় পোষণ করার ফলে সাধারণ কোনো অপরাধ করার পরপরই বিবেকের কশাঘাতে টিকতে না পেরে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিচারালয়ে নিজের পাপাচারের বিচার প্রার্থনা করতেন। আর এ ধরনের তাকওয়াভিত্তিক কল্যাণ রাষ্ট্রের উন্নয়নকল্পে আল্লাহ আসমান ও জমিনের দুয়ারসমূহ খুলে দেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنْ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ

وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ .

"লোকালয়ের মানুষগুলো যদি ঈমান আনতো ও তাকওয়া অবলম্বন করতো তাহলে আমি তাদের জন্য আসমান-জমিনের বরকতের দুয়ারগুলো খুলে দিতাম। কিন্তু তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো। সুতরাং তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য আমি তাদের পাকড়াও করলাম।"[৯৯]

এ ধরনের তাকওয়াসম্পন্ন জনগোষ্ঠী নিয়ে যে সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠবে সেটিই হবে আল-কুরআনের সমাজ, ইসলামী সমাজ ও আল্লাহর পছন্দের সমাজ। এ সমাজের প্রতিটি লোক ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহ্র কাছে সম্মানিত হবেন। দুর্নীতির মূলোচ্ছেদে পৃথিবীর কোনো জীবনব্যবস্থাই সফল হতে পারেনি- যেমনটি পেরেছে ইসলাম। তাই ইসলামের Code of ethics গ্রহণ করতে হবে। ইসলামের অর্থনীতির জন্য, রাজনীতির জন্য, ব্যবসার জন্য, জীবনের সর্বক্ষেত্রের জন্যই রয়েছে Code of ethics, বিশেষ করে দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবসা, রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে।[১০০] মানুষের মজ্জাগত অভ্যাসকে পরিবর্তন করার জন্য ইসলামের শাশ্বত বিধান ও পদ্ধতির অনুসরণ একান্ত প্রয়োজন। দুর্নীতি একটি মজ্জাগত বিষয়। দুর্নীতির মধ্যে ব্যক্তিস্বার্থ নিহিত থাকে। কিন্তু খারাপ দিকটি ব্যক্তিগত স্বার্থের চেয়ে বেশি। সুতরাং দুর্নীতি সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। তাই দুর্নীতির বিরূদ্ধে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে।

আল্লাহ মাদক সম্পর্কে তাঁর চূড়ান্ত ফয়সালা জানালেন,

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ

عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

---

৯৯. আল- কুরআন, সূরা আল- আ'রাফ, আয়াত: ৯৬।

১০০. শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির, মাসিক পৃথিবী, ডিসেম্বর ২০০৭, পৃ. ৩৪-৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

"হে মু'মিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানী কার্য। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"[১০১]

একইভাবে দুর্নীতি একটি শয়তানী কাজ। সুতরাং তা বর্জনীয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ.

"হে মু'মিনগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। কেউ শয়তানের পদাংক অনুসরণ করলে শয়তান তো অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়।"[১০২]

আর একথা বলাই বাহুল্য, দুর্নীতি মন্দ কাজের অন্যতম।

(চ) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আদর্শ অনুসরণ

দুর্নীতিমুক্ত সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য পদে পদে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অনুপম আদর্শ অনুসরণ করতে হবে। দুর্নীতি ও পারস্পরিক যুদ্ধ-সংঘাতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত তৎকালীন একটি সমাজকে তিনি কিভাবে দুর্নীতিমুক্ত করেছিলেন তা মানবজাতীর জন্য বিরল দৃষ্টান্ত হয়ে ইতিহাসে বিরাজ করছে। দুর্নীতি সমস্যার সমাধানের জন্য আপাতত দুর্নীতির আগে ন্যায়নীতির প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা প্রয়োজন। দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর জন্য সর্বপ্রথম ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার চিন্তা ও সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নিয়োগ করতে হবে। এটিই উত্তম পন্থা এবং এ পন্থায় দুর্নীতি দমন সম্ভব হতে পারে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্রতম জীবন চরিত থেকে আমরা সেই শিক্ষাই পাই। মহানবী (সা) তৎকালীন অধঃপতিত সমাজকে দুর্নীতির গভীর খাদ থেকে উদ্ধারের জন্য এর ইতিবাচক দিক তথা তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতে বিশ্বাস এবং তদনুযায়ী জীবন গঠনের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। সর্বপ্রথম তিনি মানুষের মন-মননে 'আল্লাহ ও আখিরাতের ভয়' জাগ্রত করার প্রতি মনোনিবেশ করেন। তিনি কখনো নেতিবাচক পদক্ষেপ তথা উদ্ধতভাব, খড়গহস্ত ও কর্কশভাষী হন নি। বরং তাঁর মনের

---

১০১. আল- কুরআন, সূরা আল- মায়িদা, আয়াত; ৯০।

১০২. আল- কুরআন, সূরা আন- নূর, আয়াত; ২১।

Dhaka University Institutional Repository

সবটুকু দরদ ঢেলে দিয়ে, একান্ত অকৃত্রিম হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে ও অত্যন্ত কোমলভাবে মানুষকে বুঝিয়েছেন, যার স্বীকৃতি স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা এভাবে দিয়েছেন-

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ.

"আল্লাহ্র দয়ায় তুমি তাদের প্রতি কোমল হৃদয় হয়েছিলে। যদি তুমি রূঢ় ও কঠোর চিত্ত হতে তবে তারা তোমার আশপাশ হতে সরে পড়ত।"[১০৩]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ.

"ভাল এবং মন্দ এক সমান হতে পারে না। মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা। ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে সে তোমার হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত"।[১০৪]

তিনি মানুষকে তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের প্রতি ঈমান আনার এবং মানব কল্যাণমুখী সমাজ কায়েমের আহ্বান জানাতেন। আল-কুরআনে অঙ্কিত আখেরাতের ভয়াবহ দৃশ্য উপস্থাপন করতেন। পাশাপাশি চুরি, ব্যভিচার, নরহত্যা, সন্তান হত্যা, মিথ্যা বলা, রাহাজানি করা, আল্লাহ্র পথে আসতে মানুষকে বাধা দেয়া প্রভৃতি কাজ থেকে বিরত রাখা ও তাদের মনে ঘৃণা জন্মানোর চেষ্টা করেন। তার লক্ষ্য ছিল আত্মার পবিত্রতা সাধন, মন-মানসের মলিনতা দূরীভূত করা, শোষণ, জৈবিক ও পাশবিক পংকিলতা থেকে মুক্ত করে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদাকে পুনরুদ্ধার করা। তিনি শারীরিক বশ্যতার আগে আত্মার আনুগত্যশীলতাকে উজ্জীবিত করেছেন। কারণ আল্লাহ্র ভয় যার মনকে বিচলিত করে না, মানুষের ভয় তাকে কীভাবে বিচলিত করবে?

---

১০৩. আল- কুরআন, সূরা আল- ইমরান, আয়াত; ১৫৯।

১০৪. আল- কুরআন, সূরা হা-মীম আস- সাজদা, আয়াতঃ ৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং দুর্নীতিকে সমূলে উচ্ছেদ করে মানুষকে সত্যবাদী, সদালাপী, দানশীল, উদার, সহানুভূতিশীল, মানব-দরদী ও পারস্পরিক কল্যাণকামী হিসাবে গড়ে তোলার জন্য সর্বাত্মকভাবে ইসলামের দিকেই ফিরে আসতে হবে। এজন্য রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দেখানো আদর্শ পথ ধরেই এগুতে হবে। তিনি আল্লাহ্‌র দেয়া প্রতিটি আনুষ্ঠানিক ইবাদতের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ ইসলামের প্রতিটি আনুষ্ঠানিক ইবাদতের দুর্নীতি দমনে সম্মিলিত ভূমিকা রয়েছে। যে সমাজে বা রাষ্ট্রে এগুলো প্রতিষ্ঠিত হবে সেখানে দুর্নীতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হতে বাধ্য। তবে এ বিধানগুলোর কার্যকর বাস্তবায়ন সরকারের কর্মপরিকল্পনার আওতায় পরে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

الَّذِيْنَ إِنْ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْأُمُوْرِ.

"আমি এদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে এরা সালাত কায়েম করে যাকাত দেয় এবং সৎকার্যের নির্দেশ দেয় ও অসৎকার্য নিষেধ করে। সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারে।"[১০৫]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

"তোমাদের মধ্যে এমন এক দল হোক যারা কল্যাণের দিকে ডাকবে, এবং সৎকাজের নির্দেশ দেবে ও অসৎকাজে নিশেধ করবে; এরাই সফলকাম।"[১০৬]

তাই আমরা যদি আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে অপরাধ প্রবণতা ও দুর্নীতি করার চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারি এবং পরকালে আল্লাহ্‌র কাছে পাপ-পুণ্যের জবাবদিহির ভয় সমাজের

---

১০৫. আল- কুরআন, সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত: ৪১।
১০৬. আল- কুরআন, সূরা আল- ইমরান, আয়াত: ১০৪।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিটি মানুষের অন্তরে জাগ্রত করতে পারি তাহলে আমাদের দ্বারা অপরাধ করা আর সহজ হবে না। বরং ন্যায়নীতি মেনে চলা আমাদের পক্ষে অনেক সহজ হবে। তখন দেশ উন্নাতির দিকে দ্রুত এগিয়ে যাবে আর মানুষের মধ্যে বিরাজ করবে অনাবিল শান্তি।

(ছ) ইসলামী শরী'আতের অনুসরণ

দুর্নীতি একটি মারাত্মক অপরাধ। আর অপরাধ যে কোনো সমাজ-সভ্যতায় শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার জন্য হুমকি। মানবজীবনে অপরাধ অশান্তি ও অকল্যাণ বয়ে আনে। এই অপরাধ প্রবণতা থেকে মানুষকে বিরত রাখার জন্য সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ (সা) প্রদর্শিত আদর্শ অনুসরণ করা অত্যাবশ্যক। ইসলামের মৌলিক ভিত্তি তথা নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাতকে ইবাদত হিসেবে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। প্রতিবন্ধকতা ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পরও কেউ যদি অপরাধে লিপ্ত হয় তখন ইসলাম তার বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছে।

ইসলামের শাস্তির আইন বাহ্যত কঠোর মনে হলেও প্রতিটি আইনের পিছনে একটি সুপ্ত রহস্য ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে। যেমন ইসলামের কিসাস সম্পর্কিত আইন বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلٰى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى.

"হে মু'মিনগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের বিধান দেয়া হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি; ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস ও নারীর বদলে নারী।"[১০৭]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

১০৭. আল- কুরআন, সূরা আল- বাকারা, আয়াত : ১৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوْا أَوْ يُصَلَّبُوْا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ.

"যেসব লোক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্য করে বেড়ায় তাদের শাস্তি এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে, অথবা তাদেরকে দেশ হতে নির্বাসিত করা হবে।"[১০৮]

(জ) দুর্নীতিকে অপরাধ বিবেচনা করা

'অপরাধ' বলতে শরী'আতের এমন আদেশ-নিষেধ বোঝায় যা লঙ্ঘন করলে হদ্দ, কিসাস বা তা'যীর প্রযোজ্য হয়।[১০৯] দুর্নীতি একটি অপরাধ, যে সম্পর্কে আল্লাহ হদ্দ (বিধিবদ্ধ শাস্তি) অথবা তা'যীর (প্রতিরোধমূলক শাস্তি) দ্বারা হুমকি প্রদান করেছেন। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অভিশাপ এবং পরকালে জাহান্নামের শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। শাস্তির মাত্রার দিক থেকে অপরাধ তিন প্রকার: (ক) হদ্দ-এর আওতাভুক্ত অপরাধ। যেসব অপরাধের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে দণ্ড সুনির্ধারিত। যেমন যেনা, যেনার মিথ্যা অপবাদ আরোপ, চুরি, ডাকাতি, সশস্ত্র বিদ্রোহ, মাদক গ্রহণ এবং ইসলাম ধর্মত্যাগ; (খ) কিসাস ও দিয়াতের আওতাভুক্ত অপরাধ। যেসব অপরাধের জন্য কিসাস (মৃত্যুদণ্ড বা অঙ্গহানি) অথবা দিয়াত (অর্থদণ্ড) নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত নরহত্যা-এর অন্তর্ভুক্ত এবং (গ) তা'যীরের আওতাভুক্ত অপরাধ। আল্লাহ বা মানুষের অধিকার সংশ্লিষ্ট যেসব অপরাধের

---

১০৮. আল- কুরআন, সূরা আল- মায়িদা, আয়াত: ৩৩।

১০৯. আল-মাওয়ারদী, আল-ওলায়াতুত দীনিয়া ফিল আহকামিস সুলতানিয়া (বৈরূত: দারুল মায়ারিফ, ১৯৭৮ খ্রি.), পৃ. ২১৯।

Dhaka University Institutional Repository

জন্য শরী'আত নির্দিষ্ট কোনো শাস্তি কিংবা কাফ্ফারা নির্ধারণ করে দেয়নি সেসব অপরাধের শাস্তিকে অনির্ধারিত শাস্তি বলে।[১১০]

তা'যীর পর্যায়ের অপরাধগুলোর মধ্যে দুর্নীতি অন্যতম। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, অন্যায় অপকর্ম থেকে মানুষকে বিরত রাখা।[১১১] আর ইসলামের শাস্তি আইনের উদ্দেশ্য হলো: ১. মানুষের মৌলিক বিষয়সমূহের সংরক্ষণ; ২. সমাজের সার্বিক কল্যাণসাধন এবং ৩. অপরাধীকে পবিত্রকরণ।[১১২] হুদূদ ও কিসাস জাতীয় কয়েকটি অপরাধ ছাড়া অবশিষ্ট সব অপরাধই তা'যীর-এর আওতাভুক্ত অপরাধ হিসাবে গণ্য। যেহেতু দুর্নীতি তা'যীরের পর্যায়ের একটি অপরাধ সেহেতু এর শাস্তিও তা'যীরের আওতায় নির্ধারিত হবে। তা'যীরী শাস্তি অপরাধের ভিন্নতার কারণে শাস্তির ভিন্নতা হবে। যেমন (ক) নরহত্যা: ইসলামী ফৌজদারী আইনের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী তা'যীরের আওতায় কাউকে হত্যা করা সমীচীন নয়। আল্লাহ্ বলেছেন,

وَلاَ تَقْتُلُوْا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ .

"তোমরা যথার্থ কারণ ব্যতীত এমন কাউকে হত্যা করো না, যার হত্যা আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছেন।"[১১৩]

ইমাম ইবনু তাইমিয়া (র) বলেন, "বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সশস্ত্র আক্রমণকারীর মতই। যদি আক্রমণকারী হত্যা ছাড়া অবদমিত না হয়, তাহলে তাকে হত্যা করা হবে।"[১১৪] (খ) বেত্রাঘাত করা, (গ) বন্দী করা, (ঘ) নির্বাসন বা কারারুদ্ধ করা, (ঙ) শূলে চড়ানো, (চ) উপদেশ বা তিরষ্কার কিংবা হুমকি দেয়া, (ছ) অপমান করা, (জ) বয়কট বা সমাজচ্যুত করা, (ঝ) আদালতে তলব, (ঞ) চাকুরীচ্যুতি, (ট) সুযোগ-সুবিধা বন্ধ করে দেয়া, (ঠ) কাজ-কারবারের

১১০. ড. আহমদ আলী, ইসলামে শাস্তি আইন (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামী সেন্টার, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ২৯।
১১১. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম (ঢাকা: খয়রুন প্রকাশনী, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ১৮১।
১১২. সম্পাদনা পরিষদ, অপরাধ ও শাস্তি সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬ খ্রি.), পৃ.৯৫।
১১৩. আল- কুরাআন, সূরা আল-'আনআম, আয়াত; ১৫১।
১১৪. ইবনু তাইমিয়া, আল-ফাতাওয়া, তাবি, খ. ২৮, পৃ. ২৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ, (ড) উপায়-উপকরণ ও সম্পদ নষ্ট করা, (ঢ) সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা এবং (ণ) আর্থিক দণ্ড আরোপ করা।[১১৫] আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلاَ تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقاً مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

"তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং মানুষের ধন-সম্পত্তির কিয়দংশ জ্ঞাতসারে অন্যায়ভাবে গ্রাস করবার উদ্দেশে তা বিচারকগণের নিকট পেশ করে না।"[১১৬]

বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে গোটা বিশ্বকে একটি Global Village মনে করা হয়। এর ফলে অপেক্ষাকৃত কম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশগুলো অধিক দুর্নীতিগ্রস্ত দেশগুলোর সংস্পর্শে আসায় প্রতিযোগিতামূলকভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। IMF, World Bank, USA পলিসি ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার পাশাপাশি অনেক NGO দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলন শুরু করেছে।

দুর্নীতি দমনে দুর্নীতি দমন কমিশনের দায়িত্ব-কর্তব্য, ভূমিকা ও আইনগত বাধ্যবাধকতা অনেক বেশি। মালোয়েশিয়ার বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ডা. মাহাথির মোহাম্মদ বলেছেন, "ঘুষ যদি টেবিলের উপরে উঠে যায় তাহলে আমার করণীয় কিছুই নেই। আর যদি নিচে থাকে তাহলে এক্ষুণি প্রতিরোধ করা সম্ভব"। বর্তমানে আমাদের জাতীয় জীবনে দুর্নীতির অবস্থান কোথায় তা সহজেই অনুমেয়। তাই দুর্নীতি দমনে কিছু সুপারিশমালা তুলে ধরা হলো:

১. দুর্নীতিমুক্ত পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষে ধর্মীয় আদর্শ ও মূল্যবোধ এবং তাকওয়ার (আল্লাহভীতি) ব্যাপক অনুশীলন হওয়া প্রয়োজন;

---

১১৫. ড. আহমদ আলী, ইসলামের শাস্তি আইন (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ৩১৪-৩২২।

১১৬. আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ১৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

২. ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে দুর্নীতির ভয়াবহ পরিণতি ও কুফল সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তোলা প্রয়োজন;

৩. রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সৎ, যোগ্য ও দায়িত্বশীল নাগরিক তৈরির জন্য শিক্ষার উচ্চতর স্তরে পাঠ্য চালু করা যেতে পারে;

৪. সরকারি-বেসরকারি চাকরিতে নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে মেধা, যোগ্যতা, দক্ষতা ও সততার মানদণ্ড রক্ষা করা উচিত। এ বিষয়ে লিখিত অঙ্গিকারনামা ও মৌখিক শপথ নেওয়া উচিত যে, তিনি কোনো পর্যায়ে নিজেকে দুর্নীতির সাথে জড়াবেন না;

৫. রাজনৈতিক পক্ষপাত ও স্বজনপ্রীতিমুক্ত প্রশাসন গড়ে তোলা প্রয়োজন;

৬. সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য বেতন কাঠামো ও দ্রব্যমূল্য সামনে রেখে সম্মানজনক জীবন-জীবিকার উপযোগী বেতন-ভাতা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। উল্লেখ্য, সুইডেন, আর্জেনটিনা, পেরু ও সিংগাপুরসহ বিভিন্ন দেশে প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা জীবন-জীবিকার উপযোগী বলে সেখানে দুর্নীতি অনেক কম।

৭. সকল ক্ষেত্রে আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন;

৮. সৎ, যোগ্য ও দক্ষ প্রশাসনিক তত্ত্বাবধানে নিরপেক্ষ অডিট ব্যবস্থা, স্বচ্ছ মনিটরিং পদ্ধতি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন ও তথ্য সংরক্ষণ;

৯. দুর্নীতি দমন কমিশনকে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রভাবমুক্ত রাখতে হবে এবং দুদককে দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা দিতে হবে;

১০. জনপ্রতিনিধিদের ও রাজনৈতিক ব্যক্তিদের মানসিকতার উন্নতি সাধন করতে হবে, যাতে দুর্নীতির মত দুর্নীতিগ্রস্ত লোককেও ঘৃণার চোখে দেখে এবং দুর্নীতি থেকে বিরত

Dhaka University Institutional Repository

থেকে নিজেদেরকে মডেল হিসেবে উপস্থাপন করতে হবে এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে হবে;

১১. দুর্নীতিমুক্ত রাষ্ট্র ও প্রশাসনব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা। জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, প্রাইভেট চাকরিজীবী ও সাধারণ জনগণকে এ পরিকল্পনার অধীনে নিয়ে আসতে হবে এবং সকলকে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক প্রশিক্ষণ দিয়ে সততা ও নৈতিকতার আদর্শে উজ্জীবিত করতে হবে।

১২. দুর্নীতিমুক্ত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য প্রণীত কর্মসূচির সাথে আলেম-ওলামা, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ এবং মসজিদের ইমাম ও খতীবগণকে সম্পৃক্ত করা এবং তাদের মাধ্যমে সমন্বিত উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি চালু করা;

১৩. দুর্নীতিপ্রবণ হওয়ার কারণসমূহ উদঘাটন করে সেই আলোকে প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

১৪. সংবাদপত্রের আদর্শিক স্বাধীনতা প্রদান করা;

১৫. প্রশাসনিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা;

১৬. ইসলামের শাস্তি বিধান (ইসলামী ফৌজদারী আইন) চালু করা;

১৭. কুরআনে উদ্ধৃত দুর্নীতি প্রতিরোধের আয়াতসমূহের ব্যাপক প্রচার করা;

১৮. দুর্নীতির ভয়াবহতা ও পরিণাম সম্বলিত হাদীসের ব্যাপক প্রচার করা;

১৯. সর্বোপরি ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় দুর্নীতি বিরোধী ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে গণসচেতনতা ও জনমত সৃষ্টি করা।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান সময়ে বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে বাংলাদেশে দুর্নীতির মতো দুষ্ট ক্ষত সামাজিক ও জাতীয় জীবনের উন্নতিকে বাধাগ্রস্ত করছে। এ থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য সবাইকে অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আশার কথা হচ্ছে, ইসলামপ্রিয় বাংলাদেশী জনসাধারণ এর অভিশাপ থেকে দেশকে মুক্ত দেখতে চায়। এজন্য সমাজের তথা রাষ্ট্রীয় দায়িত্বশীলদের যথাযথ ভূমিকা রাখতে হবে। পরকালে এর ভয়াবহ পরিণামের কথা তুলে ধরতে হবে। অন্যথায় দুর্নীতি যেভাবে মহামারী আকারে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ছড়িয়ে পড়েছে তার করালগ্রাস থেকে আমরা কেউই রেহাই পাবো না। দুর্নীতির মাধ্যমে সম্পদ অর্জন করা যায় কিন্তু শান্তি অর্জন করা যায় না। অপরাধ আর অশান্তি একটা আরেকটার সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। যারা ন্যায়নীতি মেনে চলে তাদের অন্তরে সদা শান্তি বিরাজমান থাকে। দুনিয়াতে অপরাধের শাস্তি হোক বা না হোক আখিরাতে সব অপরাধের বিচার হবে। তখন অন্যায়ভাবে উপার্জিত সম্পদ কাউকে রক্ষা করতে পারবে না। তবে যারা আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে অন্তর পবিত্র করেছেন, অপরাধ ছেড়ে দিয়ে সৎভাবে জীবন যাপন করেছেন তারা আল্লাহর কঠিন আযাব থেকে যেমন রক্ষা পাবেন তদ্রুপ অভাবনীয় পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত হবেন। দেশের প্রত্যেক নাগরিককে এ পথে পুরোপরি ফিরে আসতে হবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

نفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ َيَوْمَ لَا ي , إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّـهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ .

“সেদিন উপকৃত হবে কেবল সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌র নিকট আসবে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ নিয়ে।” [১১৭]

১১৭ আল- কুরআন, সূরা আশ- শু‘আরা, আয়াত: ৮৮-৮৯

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ: ১১

দুর্নীতির ভয়াবহ পরিণাম

দুর্নীতি একটি সামাজিক অভিশাপ। কোনো জাতির ধ্বংসের পূর্বে তাদের মধ্যে দুর্নীতি মহামারী আকারে বিস্তার লাভ করে। আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিকে শাস্তি দেয়ার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে আল-কুরআনে বলেন,

الَّذِيْنَ طَغَوْا فِى الْبِلاَدِ. فَأَكْثَرُوْا فِيْهَا الْفَسَادَ. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ. اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ.

"যারা দেশে সীমালঙ্ঘন করেছিল এবং তাতে অশান্তি বৃদ্ধি করেছিল। অতঃপর তোমার প্রতিপালক তাদের উপর শাস্তির কষাঘাত হানলেন। তোমার প্রতিপালক অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।"[১১৮]

দেশে দেশে যারা আইন ও অধিকারের সীমালঙ্ঘন করে, মহান আল্লাহ্র বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং দুষ্কৃতি ও সন্ত্রাসের বিস্তার ঘটায় অর্থাৎ যাদের কারণে দুর্নীতি সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে পড়ে তখন আল্লাহ তা'আলা ওই দেশ ও জাতির ওপর নারাজ হন এবং তাদেরকে নানাভাবে শাস্তি দেন–এখানে আল্লাহ্র এই নীতির কথাই বলা হয়েছে।

সাধারণত পাপাচারীদেরকেই সমাজে পাপের পরিণাম ভোগ করতে হয়। কিন্তু মানুষ যখন কোন পাপাচার প্রকাশ্যে সদাসর্বত্র চর্চা হত থাকে তখন আল্লাহ তা'আলার ব্যাপক শাস্তি পাপী-তাপী সৎলোক সবাইকে গ্রাস করে। কুরআনে বলা হয়েছে,

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

১১৮. আল-কুরআন, সূরা আল-ফাজর, আয়াত : ১১ - ১৪।

Dhaka University Institutional Repository

"তোমরা এমন ফিতনাকে (ভয়াবহ বিপর্যয়কে) ভয় কর যা বিশেষ করে তোমাদের মধ্যে যারা যালিম কেবল তাদেরকেই ক্লিষ্ট করবে না এবং জেনে রাখ, আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর।"[১১৯]

আজ সমাজের সর্বস্তরে দুর্নীতির দাপট দেখতে পাই। কোন কাজে নিয়ম-নীতি বা আইনের বিধি-বিধান না মেনে নিজ স্বার্থে বেপরোয়া কাজ করে যাওয়াকে এক কথায় দুর্নীতি বলে। আইনকে ফাঁকি দিয়ে কখনও কখনও মানুষ তার পেশীশক্তির প্রভাব খাটিয়ে নিজের উদ্দেশ্য হাসিল করে থাকে। বর্তমানে আমরা দেখতে পাই, অবৈধ সিন্ডিকেট বা অসৎ ফায়দা হাসিলের জন্য ব্যবসায়িক দুষ্টচক্র সৃষ্টি করে দ্রব্যমূল্য বাড়ানো হচ্ছে, খাদ্য, ওষুধ, নির্মাণ সামগ্রীসহ নানা ধরনের নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রায় সকল ব্যবহার্য ও ভোগ্যপণ্যে ভেজাল মিশিয়ে বিক্রি করা হচ্ছে। চাকুরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে অথবা সরকারী-বেসরকারী অফিসে কোনো সুবিধা লাভের ক্ষেত্রে ঘুষের লেনদেন এখন অলিখিত প্রকাশ্য নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রশ্নপত্র ফাঁস, পরীক্ষায় নকল, ভোটে কারচুপি, দলিল-দস্তাবেজে জালিয়াতি, শিক্ষাকে ব্যবসায়িক পণ্য বানানো, অবৈধ দখলকারী, অযোগ্য লোককে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রদান, অসামাজিক কাজে উৎসাহিত করা, টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, আর্থিক অনিয়ম ইত্যাদি সকল প্রকার দুর্নীতি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে।। আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে বহুবার অন্যের অধিকার নষ্ট করাকে হারাম ঘোষণা করেছেন এবং সহজ ও সঠিক পথ অনুসরণ করার হুকুম দিয়েছেন। আমরা প্রতি ওয়াক্তা নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠের সময় বলি-

اِهْدِنَــــا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ.

"আমাদের সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করুন।"[১২০]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

১১৯ আল- কুরআন, সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ২৫।

১২০. আল-কুরআন, সূরা আল-ফাতিহা, আয়াত : ৫।

Dhaka University Institutional Repository

اِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ اِلى اَهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ اِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِه اِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيْعاً بَصِيْراً.

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আমানত তার হকদারকে প্রত্যর্পণ করতে। আর তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচার করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে যে উপদেশ দেন তা কতই উৎকৃষ্ট! আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।"[১২১]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَلاَ تَلْبِسُوا الحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

"তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত কর না এবং জেনেশুনে সত্য গোপন কর না।"[১২২]

ভেজাল, জালিয়াতি ও সকল সামাজিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে মহান আল্লাহর এই হুকুম আমাদের মেনে চলতেই হবে। কারণ বহু আয়াতে অমান্যকারীদের জন্য শাস্তির ভীতিকর বাণী উচ্চারিত হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلاَ تَعْتَدُوْا اِنَّ اللهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِيْنَ.

"তোমরা সীলালজ্ঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালজ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।"[১২৩]

এই সীমা আইনের সীমা, ধর্মের সীমা, অধিকারের সীমা বা ধৈর্যের সীমাও হতে পারে। হতে পারে তা ক্ষেতের আইল অথবা রাস্তার দুইপাশের সীমানা, নদীর তীর অথবা বাড়ী-ঘর

---

১২১. আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা, আয়াত : ৫৮।
১২২. আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ৪২।
১২৩. আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ১৯০।

Dhaka University Institutional Repository

নির্মাণের আইনানুগ সীমানা। দুই দেশের মধ্যকার সীমানাও হতে পারে। ব্যক্তিগত ও সামাজিক আচরণের সীমাও এর আওতায় আসতে পারে।

এজন্যই প্রত্যাশার সীমা ছাড়িয়ে লোভে পড়ে হালাল রুজি ছেড়ে হারাম সম্পদ অর্জনও সীমালঙ্ঘন বটে। মহান আল্লাহ্ আরো বলেন,

فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلاَلاً طَيِّبًا وَّاشْكُرُوْا نِعْمَةَ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ.

"আল্লাহ তোমাদের যা দিয়েছেন তন্মধ্যে যা হালাল ও পবিত্র তা তোমরা আহার কর এবং তোমরা যদি আল্লাহর ইবাদত কর তবে তাঁর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।"[১২৪]

এখানে মহান আল্লাহ্র একনিষ্ঠ ইবাদতের সাথে হালাল রুজির শর্ত বেঁধে দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ যা কিছু নি'আমত হিসেবে আমাদেরকে দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট থেকে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করলে যে তা এক আল্লাহ্র ইবাদতেরই পরিপন্থী হয় বিষয়টি এই আয়াতে মহান আল্লাহ স্পষ্ট করে দিয়েছেন। পেশীশক্তির প্রদর্শনী বা অবৈধভাবে মানুষের অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে যারা বীরদর্পে ঘুরে বেড়ায় তাদের উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ.

"অহঙ্কারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা কর না এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করো না; করণ আল্লাহ কোনাউদ্ধত, অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না।"[১২৫]

তিনি আরো বলেন,

১২৪. আল-কুরআন, সূরা আন-নাহল, আয়াত : ১১৪।
১২৫. আল-কুরআন, সূরা লোকমান, আয়াত : ১৮।

Dhaka University Institutional Repository

وَلَا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلاً.

"তুমি ভূ-পৃষ্ঠে দম্ভভরে বিচরণ কর না; তুমি তো কখনই পদভরে ভূ-পৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনই পর্বত প্রমাণ হতে পারবে না।"[১২৬]

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا.

"যে ব্যক্তি ধোঁকাবাজি ও জালিয়াতি করলো সে আমাদের সমাজভুক্ত নয়।"[১২৭]

তিনি আরো বলেন,

لاَ يَرْحَمُ اللهُ مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسِ.

"যে লোক মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ তার প্রতি দয়া করেন না।"[১২৮]

রাসূলুল্লাহ (সা) আরও বলেন,

اَلْمُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيْمٌ وَالْفَاجِرُ خَبٌّ لَئِيْمٌ.

"মু'মিন ব্যক্তি হয় সহজ-সরল ও ভদ্রস্বভাবের আর পাপিষ্ঠ ব্যক্তি হয় প্রতারক ও নির্লজ্জ।"[১২৯]

দুর্নীতিও এক ধরনের ধোঁকাবাজি যা মানুষের হক নষ্ট করে এবং প্রকৃত হকদার প্রতারিত হয়ে থাকে। তাই দুর্নীতিতে লিপ্ত হওয়া জাহান্নামির কাজ। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

اَلرَّاشِىْ وَالْمُرْتَشِىْ كِلاَهُمَا فِىْ النَّار.

---

১২৬. আল-কুরআন, সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত : ৩৭।

১২৭. ইমাম বাগাবী, মিশকাতুল মাসাবীহ, পৃ. ৭২

১২৮. ইমাম তিরমিযী, সুনানে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০৬

১২৯. হাফিয যকীউদ্দীন আবদুল আযীম আল্- মুনযিরী, আত তারগীর ওয়াত তারহীব (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩খ্রি.), পৃ. ৩৫৬

Dhaka University Institutional Repository

"ঘুষ প্রদানকারী ও গ্রহণকারী উভয়ই জাহান্নামে যাবে।"[১৩০]

আনাস (রা) বর্ণনা করেন,

نُهِيْنَا اَنْ يَّبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ.

"আমাদের শহরবাসীকে গ্রামের সরবরাহকারীদের পক্ষ হয়ে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।"[১৩১]

অপর হাদীসে বর্ণিত আছে,

لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَدَعُوْا النَّاسَ يَرْزُقُ اللهُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ.

"কোন শহরবাসী গ্রামবাসীর পণ্য বিক্রি করবে না। মানুষকে মুক্তবাজারে ছেড়ে দাও। আল্লাহ তাদের কতকের দ্বারা অপর কতকের রিযিকের ব্যবস্থা করেন।"[১৩২]

এছাড়া সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) নাজাশ (نجش) বা দালালী করে পণ্যের দাম বাড়ানোকে প্রতারণাপূর্ণ ও দুর্নীতিমূলক আচরণ বলেছেন এবং তা নিষিদ্ধ করেছেন। অনুরূপভাবে সিমসার (سمسار) দালালের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে আসল ক্রেতাকে ঠকানোও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

বস্তুত দুর্নীতি একটি ভয়ানক পাপাচার। এ থেকে রক্ষা পাবার একমাত্র পথ হচ্ছে আখিরাতের চিন্তা করে মহান আল্লাহ্‌র সতর্কবাণী ও রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক যে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে তা কলবে ধারণ করে সুনাগরিক তথা মহান আল্লাহ্‌র উত্তম বান্দা হওয়ার চেষ্টা করা। এটা আমাদের সকলেরই দায়িত্ব। মহান আল্লাহ বলেন,

---

১৩০. ইমাম ইবন মাজাহ, সুনান ইবনে মাজাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭৫
১৩১. ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬
১৩২. সহীহ বুখারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৭

Dhaka University Institutional Repository

بَلٰى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّه وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

"হাঁ, যে কেউ আল্লাহ্‌র নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে এবং সৎকর্মপরায়ণ হয় তার ফল তার প্রতিপালকের নিকট রয়েছে এবং তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তাগ্রস্তও হবে না।"[১৩৩]

অনেক সময় জিন জাতীয় শয়তানের সাথে মানুষ জাতীয় শয়তান মিলিত হয়ে মানুষকে হারাম পথে নিয়ে যাবার জন্য মানুষের মধ্যে প্ররোচনা সৃষ্টি করে। এই খান্নাস থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। সূরা নাস-এ মহান আল্লাহ বলেন,

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. مَلِكِ النَّاسِ. إِلٰهِ النَّاسِ. مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ. الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ. مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ.

"বলুন, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি মানুষের প্রতিপালকের, মানুষের অধিপতির, মানুষের ইলাহের নিকট, আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট থেকে; যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে, জ্বিনের মধ্য হতে এবং মানুষের মধ্য হতে।"[১৩৪]

এই কুমন্ত্রণার স্বরূপ অন্য আয়াতে এসেছে-

اَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ.

"শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্রের ভয় দেখায় এবং অশ্লীলতায় লিপ্ত হওয়ার নির্দেশ দেয়। আর আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।"[১৩৫]

---

১৩৩. আল- কুরআন, সূরা আল- বাকারা, আয়াত : ১১২

১৩৪. আল-কুরআন, সূরা আন- নাস, আয়াত : ১- ৬।

Dhaka University Institutional Repository

এখানে শয়তান ভয় দেখায় যে, তুমি দুর্নীতি করে উপার্জন না করলে দরিদ্র হয়ে যাবে এবং অনেক অর্থ-বিত্ত থাকলে অনেক আমোদ-ফুর্তি করতে পারবে। ঠিক এর বিপরীতে মহান আল্লাহ্ ওয়াদা করেছেন যে, তিনি বান্দাহকে ক্ষমা করে দেবেন যাতে সে পবিত্র হয়ে যায় এবং অনুগ্রহ তথা হালাল রুজি দেবেন যাতে সে দরিদ্র হয়ে না যায়। আয়াতের শেষে মহান আল্লাহ নিজেকে 'প্রাচুর্যময়' বলে বুঝিয়েছেন যে, আল্লাহ্র ভাণ্ডারে কোন কিছুর অভাব নেই। তিনি হালাল উপার্জনের মাধ্যমে প্রচুর অর্থবিত্তের অধিকারী করে কাউকে বাদশাও বানাতে পারেন। "আল্লাহ্র দেয়ায় ফুরায় না, মানুষের দেয়ায় কুলায় না" (আল-কুরআন, সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৯৬ (ভাবার্থ)। এরপর তিনি নিজেকে 'আলীম' বা সর্বজ্ঞ বলে জানিয়ে দিয়েছেন, কে কিভাবে বড়লোক হয় আল্লাহ্ সবই জানেন। তিনি জানেন, হালাল রুজিতে যে কী বরকত!

কাজেই সৎ উপার্জনে আল্লাহ্র অনুগ্রহ থাকে। আর অসৎ উপার্জন দুনিয়া ও আখিরাতে লাঞ্ছনা, অপমান ও দুঃখ বয়ে নিয়ে আসে। মহান আল্লাহ্র ওয়াদা পেছনে ফেলে কোনো মু'মিন শয়তানের ভয়ে মিথ্যে ওয়াদার পথে পা বাড়াতে পারে না।

পরিচ্ছেদ: ১২

দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে ইসলামী ব্যবস্থা

ইসলামী শরী'আত রাষ্ট্র ও সমাজকে অপরাধ ও দুর্নীতিমুক্ত রাখতে চায়। ইসলামের দৃষ্টিতে রোগের চিকিৎসার চেয়ে আগে থেকেই তার প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করাই হচ্ছে উত্তম। এজন্য ইসলাম দুর্নীতি সংঘটনের পূর্বেই এর সুযোগ ও সম্ভাবনাকে রুদ্ধ করে দিতে চায়। এক্ষেত্রে ইসলাম মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ, শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ও বাস্তবভিত্তিক কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। এরপরও কেউ দুর্নীতি করলে ইসলামী শরী'আত সেক্ষেত্রে কোনরূপ ছাড় না দিয়ে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির

১৩৫. আল-কুরআন, সূরা আল- বাকারা, আয়াত : ২৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবস্থাও করেছে। দুর্নীতি প্রতিরোধে যুগে যুগে ইসলামে অভিজ্ঞ পণ্ডিতগণের বস্তুনিষ্ঠ গবেষণায় যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণের উল্লেখ পাওয়া যায় তা নিম্নে উপস্থাপিত হলো:

ক. প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা

ইসলাম দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য শুধু শাস্তির ব্যবস্থা করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং কেউ যেনো দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়তে না পারে সেজন্য যুগোপযোগী ও কার্যকর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। এ সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১. আখেরাত বা পরকালের চেতনা

দুনিয়ার জীবনই মানুষের শেষ নয়, বরং মৃত্যুর পর মানুষকে আখেরাতের অনন্ত জীবনে প্রবেশ করতে হবে। সেদিন তাকে আল্লাহ তা'আলার দরবারে তার পার্থিব জীবনের প্রতিটি কর্মের হিসাব দিতে হবে। মূলত আখিরাতের চেতনা মানুষের জীবনে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে থাকে। যে ব্যক্তি আখেরাতে সত্যিকার ঈমানদার সে কখনও দুর্নীতি করতে পারে না। কেননা মানুষ পৃথিবীতে দীর্ঘদিন ভোগ-বিলাসে নিমগ্ন থাকার আশায় দুর্নীতি করে থাকে। এক্ষেত্রে ইসলাম ঘোষণা করেছে, মানুষের পার্থিব জীবন হচ্ছে অতি সংক্ষিপ্ত এবং আখেরাতই হচ্ছে তার অনন্ত জীবন। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى.

"বরং তোমরা পার্থিব জীবনকেই বেশি প্রাধান্য দিচ্ছ। অথচ আখেরাত অনেক উত্তম এবং চিরস্থায়ী।"[১৩৬]

মহানবী (সা) বলেন,

الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ.

---

১৩৬. আল-কুরআন, সূরা আল-আ'লা, আয়াত : ১৬ - ১৭।

Dhaka University Institutional Repository

"পৃথিবীটা মু'মিন ব্যক্তির বন্দীশালা, আর কাফিরের জান্নাত।"[১৩৭]

এ চেতনা মানুষের মধ্যে সক্রিয় হলে সে অবশ্যই দুর্নীতি থেকে বিরত থাকবে।

২. আল্লাহ্‌র ইবাদত

সমাজ থেকে দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ করার জন্য প্রয়োজন সৎ, যোগ্য, নির্ভীক ও জ্ঞানবান ব্যক্তির। তারা কোন মানুষের বা শাসনদণ্ডের ভয়ে নয়, বরং মহান আল্লাহ তা'আলার ভয় ও ভালবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যাবতীয় দুর্নীতি প্রতিরোধ করবে। আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে নিষ্কলুষ জীবনের অধিকারী করার জন্য তাদের উপর কতগুলো মৌলিক ইবাদত ফরয করেছেন। যেমন সালাত, সাওম, হজ্জ ও যাকাত। এ সকল ইবাদত যদি চেতনা ও উপলব্ধি সহকারে আদায় করা হয় তাহলে মানুষ প্রকৃতপক্ষেই আদর্শ মানুষে পরিণত হয়। যেমন, সালাত বা নামাযের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন,

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ.

"নিশ্চয়ই নামায (মানুষকে) যাবতীয় অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে।"[১৩৮] সাওম বা রোযার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

"তোমাদের উপর সাওম (রোযা) ফরয করা হয়েছে যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যেনো তোমরা আল্লাহভীরু হতে পারো।"[১৩৯]

আর আল্লাহভীরু ব্যক্তি অবশ্যই দুর্নীতিমূলক কাজে জড়িত হয় না। এছাড়া মহানবী (সা) এ সম্পর্কে বলেন, الصيام جنة "রোযা ঢালস্বরূপ" যা তোমাদেরকে যাবতীয় অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে। কাজেই নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, ইবাদতের মাধ্যমেই দুর্নীতির মতো অপকর্ম

---

১৩৭. ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ, ২য় খণ্ড (দেওবন্দ : মাতবাউ আসাহিল মাতাবে'আ, তাবি), পৃ. ৪০৭।

১৩৮. আল-কুরআন, সূরা আল-'আনকাবূত, আয়াত : ৪৫।

১৩৯. আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ১৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

থেকে বিরত থাকার মানসিকতা গড়ে তোলা সম্ভব। মানুষকে দুর্নীতিমুক্ত রাখার জন্য আনুষ্ঠানিক ইবাদত পালন এক অব্যর্থ অস্ত্র।

৩. হালাল-হারামের দিকনির্দেশনা

দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য জনগণকে হালাল- হারামের দিকনির্দেশনামূলক শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। এজন্য ইসলাম হালাল বা বৈধ উপার্জনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে এবং হারাম উপার্জন বর্জন করার নির্দেশ দিয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلاَلاً طَيِّباً وَّاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ.

"আল্লাহ তোমাদের হালাল এবং পবিত্র রিযিক যা দিয়েছেন তা থেকে তোমরা আহার কর এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, যদি তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত কর।"[১৪০]

এ সম্পর্কে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذى بالحرام فأنى يستجاب لذلك.

"মহানবী (সা) বলেন, কোন ব্যক্তি দীর্ঘ পথ সফর করল। তার মাথার চুল এলোমেলো, উস্কো-খুস্কো, পদযুগল ধূলা-মলিন। সে তার হাত দুটি উপরের দিকে তুলে বারবার দু'আ করে- আল্লাহ! আল্লাহ! কিন্তু তার খাদ্যদ্রব্য হারাম, পানীয় হারাম, পরিচ্ছদ হারাম এবং হারাম খাদ্যে সে লালিত-পালিত হয়েছে। এরূপ ব্যক্তির দু'আ কেমন করে কবুল হতে পারে?"[১৪১]

---

১৪০. আল-কুরআন, সূরা আন-নাহল, আয়াত : ১১৪।

১৪১. ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৬।

Dhaka University Institutional Repository

৪. সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা

সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ করা প্রত্যেক মুসলিমের ঈমানী দায়িত্ব। সমাজের কোথাও অপরাধ-অপকর্ম সংঘটিত হতে দেখলে, তখন প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য ব্যক্তিগতভাবে বা সমষ্টিগতভাবে তা বন্ধ করার চেষ্টা করা। এ সম্পর্কে আল- কুরআনে বলা হয়েছে,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ.

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, যাদের আবির্ভাব ঘটেছে মানুষের জন্য, তোমরা সৎকার্যের আদেশ করবে এবং অন্যায় ও দুর্নীতিমূলক কাজসমূহ প্রতিরোধ করবে। আর আল্লাহ তা'আলার ওপর ঈমান রাখবে।"[১৪২]

মহানবী (সা) অন্যায় ও দুর্নীতিমূলক কাজ বন্ধের জন্য ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উভয় পন্থা প্রয়োগের নির্দেশ দিয়েছেন। এ সম্পর্কে মহানবী (সা) বলেন,

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان

"তোমাদের মধ্যে কেউ অন্যায় ও দুর্নীতি সংঘটিত হতে দেখলে যদি তার সামর্থ্য থাকে তাহলে সে যেন তা শক্তি প্রয়োগে প্রতিহত করে। তাতে সক্ষম না হলে সে সদুপদেশ বা কথার মাধ্যমে প্রতিবিধান করবে। তাতেও সক্ষম না হলে সে যেন অন্তর দ্বারা ঘৃণা করতে থাকে। আর এটা হল দুর্বলতম ঈমানের লক্ষণ।"[১৪৩]

---

১৪২. আল-কুরআন, সূরা আল-ইমরান, আয়াত : ১১০।
১৪৩. ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫০ - ৫১।

Dhaka University Institutional Repository

৫. মানুষের অধিকার বিষয়ক

দুর্নীতির মাধ্যমে যে সমস্ত অপরাধ সংঘটিত হয় তার অধিকাংশই মানুষের অধিকার বিষয়ক। যেমন যোগ্য ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে অযোগ্য ব্যক্তিকে নিয়োগ প্রদান, প্রমোশন প্রদান, সুযোগ-সুবিধা, স্বজনপ্রীতি ও অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ ইত্যাদি। মানুষের অধিকার যথাযথ প্রদানের নির্দেশ দিয়ে আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে-

اِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ اِلى اَهْلِهَا.

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমরা যেন আমানত তার হকদারকে প্রত্যর্পণ কর।"[১৪৪]

মহানবী (সা) এ সম্পর্কে বলেন- فاعط كل ذى حق حقه

"তোমরা প্রত্যেককে তার প্রাপ্য যথাযথভাবে প্রদান করো।"[১৪৫]

৬. সম্পদ অর্জনে ইসলামী নীতি অনুসরণ

দুর্নীতির কারণ সম্পর্কে গবেষণায় দেখা গেছে, সম্পদের মোহ এবং উচ্চাভিলাষী জীবন-যাপনই দুর্নীতির অন্যতম প্রধান কারণ। মানুষ মৃত্যুর কথা এবং আখেরাতকে ভুলে দুর্নীতিতে লিপ্ত হয় । এজন্য আল-কুরআনে বারবার মৃত্যু ও আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলা হয়েছে-

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ.

"প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে।"[১৪৬]

মহানবী (সা) এ সম্পর্কে বলেন,

---

১৪৪. আল-কুরআন, সূরা- আন-নিসা, আয়াত : ৫৮।

১৪৫. সহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড (দেওবন্দঃ মাতবাউ আসাহহিল মাতবে'আ. তাবি), পৃ. ২৬৪।

১৪৬. আল-কুরআন, সুরা আল-ইমরান, আয়াত : ১৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

إزهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس.

"পার্থিব ভোগ-বিলাস পরিত্যাগ কর। তাহলে আল্লাহ তোমাকে ভালবাসবেন। আর লোকের কাছে যা আছে তার লালসা পরিত্যাগ কর, তাহলে তারা তোমাকে ভালবাসবে।"[১৪৭]

৭. উপদেশ প্রদান

সমাজ থেকে দুর্নীতি দূর করার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন মানুষকে সদুপদেশ প্রদান ও সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أُدْعُ إِلى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالمَوْعِظَةِ الحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ.

"তোমরা তোমাদের প্রভুর পথে প্রজ্ঞার (হিকমত) সাথে এবং উত্তম উপদেশের মাধ্যমে (মানুষকে) ডাক। আর উৎকৃষ্ট যুক্তি প্রয়োগে তাদের সাথে বিতর্ক-বহস কর।"[১৪৮]

৮. আল্লাহ্র পথে সম্পদ ব্যয়ে উৎসাহ প্রদান

সম্পদের মোহ মানুষের স্বভাবজাত। এই মোহ সীমা অতিক্রম করলে অন্তর কলুষিত হয়ে পড়ে। ফলে সে অবৈধ পন্থায় সম্পদ অর্জনের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। অন্যদিকে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করলে অর্থের মোহ দূরীভূত হয়ে আখেরাতকেন্দ্রিক জীবন-চেতনা বৃদ্ধি পায়। ফলে অবৈধ সম্পদের লিপ্সা দূরীভূত হয়ে দুর্নীতির মোহ কেটে যায়। তাই আল্লাহ্র পথে ব্যয় না করার পরিণতি সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ.

---

১৪৭. ইবন মাজাহ, আস-সুনান (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৮খ্রি.), পৃ. ৪৬৩।

১৪৮. আল- কুরআন, সূরা আন-নাহল, আয়াত: ১২৫।

Dhaka University Institutional Repository

"যারা সোনা-রূপা (ধন-সম্পদ) জমা করে এবং আল্লাহ্র রাস্তায় তা খরচ করে না, তাদের আপনি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সু-সংবাদ দিন। সেদিন ধন-সম্পদ জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে। অতঃপর তা দিয়ে তাদের কপাল, পাঁজর আর পিঠে দাগ দেয়া হবে। (বলা হবে) তোমরা যা কিছু নিজেদের জন্য জমা করে রেখেছিলে এগুলো তো সেসব ধন-সম্পদ। সুতরাং তোমরা যা কিছু জমা করে রেখেছিলে এখন তার স্বাদ গ্রহণ কর।"[১৪৯]

৯. বিত্তহীন ও দরিদ্রের প্রতি মর্যাদাবোধ

মানুষ দ্রুত বিত্তের অধিকারী হওয়ার জন্য সাধারণত দুর্নীতিতে লিপ্ত হয়। কিন্তু মহানবী (সা) বিত্তশালীর চেয়ে বিত্তহীনকে বেশি গুরুত্ব প্রদান করেছেন। যেমন তিনি (সা) বলেন,

إن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وذلك خمس مائة عام.

"বিত্তহীনেরা বিত্তশালীদের চেয়ে পাঁচ শত বছর আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[১৫০]

ইসলামের দৃষ্টিতে মর্যাদার মাপকাঠি অর্থ-বিত্ত নয়। বরং ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে – যে যতো বেশি তাকওয়াসম্পন্ন বা আল্লাহভীরু সে ততো বেশি মর্যাদাবান। এ সম্পর্কে আল- কুরআনে বলা হয়েছে,

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ.

"নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যকার সর্বাধিক মুত্তাকী ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক সম্মানিত।"[১৫১]

---

১৪৯. আল- কুরআন, সূরা আত্-তাওবাহ, আয়াত : ৩৪-৩৫।

১৫০. আবু দাউদ, কিতাবুল ইলম, বাব ১৩, নং ৩৬৬৬; ইবন মাজা, আস-সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৬।

১৫১. আল- কুরআন, সূরা আল- হুজুরাত, আয়াত : ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

খ. শাস্তিমূলক ব্যবস্থা

ইসলামী শরী'আত সমাজ থেকে দুর্নীতি উচ্ছেদ করতে বদ্ধপরিকর। এজন্য ইসলামী শরী'আত শুধুমাত্র উপদেশ, সতর্কবাণী ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেই তার দায়িত্ব শেষ করেনি, বরং কোনো ব্যক্তি যদি এ সমস্ত ব্যবস্থার পরও দুর্নীতিতে জড়িত হয় তাহলে তার জন্য শরী'আতে শাস্তিরও ব্যবস্থা রয়েছে। দুর্নীতির শাস্তি তা'যীরাধীন অপরাধের মধ্যে গণ্য।[১৫২] বিচারক তাকে অপরাধের ধরন, প্রকৃতি, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও মাত্রা অনুযায়ী)আল-কুরআন ও আস্- সুন্নাহ্‌র আলোকে হদ্দের শাস্তি যেমন- চুরি, ডাকাতি, যেনা, যেনার মিথ্যা অপবাদ আরোপ, মাদকাসক্তি ও ধর্মত্যাগের শাস্তি ব্যতিরেকে) যে কোনো শাস্তি প্রদান করতে পারেন। দুর্নীতির বিষয়গুলো হচ্ছে– সরকারী পর্যায়ে অর্থ আত্মসাৎ, দলীয়করণ, মিথ্যাচার, স্বজনপ্রীতি, সরকারী অর্থ অপচয়, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান, হয়রানী করা, কাজে ফাঁকি দেয়া, ঘুষ গ্রহণ, তহবিল তছরুফ, আমানতের খেয়ানত করা, ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকাবাজি ও প্রতারণা, অপরাধীদের আত্মগোপনে সাহায্য করা, চাঁদাবাজি ও মজুদদারি ইত্যাকার বহুবিধ অপরাধ।[১৫৩]

তা'যীর কয়েক প্রকারের। প্রথম দিকে রয়েছে কঠোর ভর্ৎসনা ও ভীত সন্ত্রস্ত্র করা। আধুনিক ভাষায় মুচলেকা, আর শেষের দিকে রয়েছে গুরুতর অপরাধে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। এছাড়া সতর্কীকরণ, বয়কট করা, বেত্রাঘাত, আটক, আর্থিক জরিমানা, চাকুরীচ্যুতি, কারাদণ্ড এবং দুর্নীতিবাজ সম্পর্কে ঢোল শহরত করে লোকদের জানিয়ে দেয়া প্রভৃতি তা'যীরের আওতাধীন বিভিন্ন শাস্তি। এগুলো অনির্দিষ্ট শাস্তি। অপরাধের মাত্রাভেদে দুর্নীতির বিভিন্ন মাত্রা এবং অপরাধীর অবস্থা ও পূর্বাপর পরিস্থিতি এবং দুর্নীতির বৈচিত্র বিপুলতা প্রভৃতির দৃষ্টিতে উপরোল্লেখিত শাস্তিসমূহের মাত্রা ও রকম বিভিন্ন হতে বাধ্য। আর তা নির্ধারণ করার দায়িত্ব প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত।

---

১৫২. ড. আহমদ ফাতহী আনসী, আল- উকূবাতু ফীল ফিকহিল ইসলামী (বৈরূত: দারুস শুরুক, ১৯৮৩ খ্রি.), পৃ. ১২৯; ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী, ৫ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল ফিকর, ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ৩৪২ - ৩৪৩।

১৫৩. গাজী শামছুর রহমান, ইসলামের দণ্ডবিধি (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ২৩৮-২৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

অন্য কথায় ইসলামী আইন পরিষদ (اهل الحل والعقد) অপরাধীর অবস্থা, তার মনস্তত্ত্ব ও অপরাধের পরিমাণ ভিন্নতার প্রতি লক্ষ রেখে শাস্তি নির্ধারণ করে আইন প্রণয়ন করবে এবং বিচার বিভাগ বিভিন্ন অবস্থায় প্রয়োজনীয় শাস্তি প্রয়োগ করবে। তাতে পরিমাণ ও প্রকারের দিক দিয়ে অপরাধীর অবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ শাস্তি নির্ধারিত হবে। দুর্নীতির শাস্তি হিসেবে তা'যীরের বিভিন্ন প্রকার থেকে নিম্নে দুটি উদাহরণ প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপিত হলো-

৪র্থ হিজরীতে মহানবী (সা) যখন য়াহুদী বনী নযীর গোত্রকে তাদের চুক্তি ভঙ্গের এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করার কারণে কারণে অবরোধ করেন, তখন তিনি তাদের বাগানের খেজুর গাছ কেটে ফেলার নির্দেশ দেন। মুফাস্সিরগণের কেউ কেউ বলেন, বনী নযীর গোত্রের অপরাধ ছিল তা'যীরাধীন পর্যায়ের। অর্থাৎ তারা যে চুক্তি ভঙ্গ করেছিল তা ছিল সুস্পষ্ট বিশ্বাসঘাতকতা। সুতরাং এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামের দৃষ্টিতে বিশ্বাসভঙ্গের কারণে অর্থদণ্ড ও সম্পদ আটক করা যেতে পারে। এ সম্পর্কে আল- কুরআনে বলা হয়েছে,

مَا قَطَعْتُم مِّنْ لِّيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُوْلِهَا فَبِإِذْنِ اللهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِيْنَ.

"খেজুরের যেসব গাছ তোমরা কেটেছো কিংবা যেসব গাছকে তার মূলের উপর রেখেছো, তা সবই ছিল আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে। অবশ্যই আল্লাহ কাফিরদের লাঞ্ছিত করবেন।"[১৫৪]

আবূ হুমায়দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

استعمل رسول الله صلعم رجل على صدقات بنى سليم يدعى ابن اللتبية فلما جاء حاسبه قال هذا مالكم وهذا هدية فقال رسول الله صلعم فهلا جلسة فى بيت ابيك وأمك حتى تأتيك هديتك ان كنت صادقا ثم خطبنا فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فانى استعمل

১৫৪. আল- কুরআন, সূরা আল- হাশর, আয়াত : ৫।

Dhaka University Institutional Repository

الرجل منكم على العمل مما ولانى الله فيأتى فيقول هذا مالكم وهذا هديت أهدية لى افلا جلس فى بيت ابيه وأمه حتى تأتيه هديته والله لا يأخذ منكم شيئا بغير حقه الا لقى الله يحمله يوم القيامة فلاعرفن احدا منكم لقى الله يحمل بعيرا له رغاء او بقرة لها خوار او شاة تيعر ثم رفع يده حتى رؤى بياض ابطيه يقول اللهم هل بلغت بصر عينى وسمع اذنى.

"রাসূলুল্লাহ (সা) লুতাবিয়্যা নামে এক ব্যক্তিকে বনী সুলায়ম গোত্রের যাকাত আদায়কারী নিয়োগ করলেন। যখন সে ফিরে এলো তখন তিনি তার কাছ থেকে হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করলেন। সে বলল, এগুলো আপনাদের মাল, আর এগুলো (আমাকে দেয়া) উপঢৌকন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে তোমার মা-বাবার ঘরে বসে থাকলে না কেন? সেখানেই তোমার কাছে উপঢৌকন এসে যেত। এরপর তিনি আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গুণগান করার পর তিনি বললেন : আমি তোমাদের কাউকে এমন কোন কাজে নিয়োগ করি, যার তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে আল্লাহ আমাকে মনোনীত করেছেন। কিন্তু সে কাজ সম্পাদন করে এসে বলে, এ হল তোমাদের মাল। আর এ হলো আমাকে দেয়া উপঢৌকন। তাহলে সে কেন তার মা-বাবার ঘরেই বসে রইল না, সেখানে এমনিতেই তার কাছে তার উপঢৌকন এসে যেত? আল্লাহ্‌র কসম! তোমরা যে কেউ অবৈধভাবে কোন কিছু গ্রহণ করবে, সে কিয়ামতের দিন তা বয়ে নিয়ে আল্লাহ্‌র সামনে হাযির হবে। আমি তোমাদের কাউকে ভালভাবেই চিনব যে, সে আল্লাহ্‌র কাছে হাযির হবে উট বহন করে; আর উট আওয়ায দিতে থাকবে। অথবা গাভী বহন করে, আর সেটা ডাকতে থাকবে। অথবা বক্‌রী বহন করে, আর সেটা ডাকতে থাকবে। এরপর তিনি আপন হাত দুটি এতদূর উত্তোলন করলেন যে তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখা যাচ্ছিল। তিনি বললেন : হে আল্লাহ! আমি কি

Dhaka University Institutional Repository

পৌঁছে দিয়েছি? আমার চক্ষুযুগল সে অবস্থা অবলোকন করেছে এবং আমার কান শুনেছে।[১৫৫] বর্তমানে এ কাজটি পত্রিকায় প্রকাশ বা জনসমাগমের স্থানে পোষ্টারিং অথবা মাইকিং এর মাধ্যমে প্রচার করা যেতে পারে।

গ. পদক্ষেপমূলক ব্যবস্থা

আধুনিক যুগ ও অবস্থার আলোকে আরও কতিপয় দিককে দুর্নীতি প্রতিরোধের বাস্তব পদক্ষেপ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে শর্ত হলো সেগুলো অবশ্যই আল- কুরআন ও আস্-সুন্নাহ্র আলোকে অনুমোদিত হতে হবে। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

১. বাজেয়াপ্ত করা

দুর্নীতিবাজাদের স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি প্রয়োজনে বাজেয়াপ্ত করে বা মালিকানাস্বত্ব বাতিল করে দুর্নীতির প্রবণতা হ্রাস করা যেতে পারে।

২. ইসলামী সমাজ ও শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন

ইসলামী সমাজ ও শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্র উপর অর্পিত। আল্লাহ তা'আলা এ দায়িত্ব পালনের জন্য এমন সহজ ও নিয়মতান্ত্রিক পন্থা অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে মুসলিম উম্মাহ সর্বকালের জন্য কর্তব্য সচেতন থাকতে পারে। এ সম্পর্কে আল- কুরআনে বলা হয়েছে,

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

---

১৫৫. সহীহ বোখারী, কিতাবুল হিবাহ, বাব ১৭, নং ২৫৯৭; মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ, বাব ৭, নং ৪৭-৪৮/২৬: আবু দাউদ, কিতাবুল খারজ... ইমারাহ, বাব ১১, নং ২৯৪৬: মুসনাদ আহমাদ, ৫ খ., পৃ. ৪২৩, নং ২৩৯৯৬। (সূত্র: বোখারী শরীফ, ১০ম খণ্ড, ইফাবা অনুদিত, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৩ খ্রি., পৃ. ৩২৪)।

Dhaka University Institutional Repository

"তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা আবশ্যক, যারা (মানুষকে) কল্যাণের পথে আহ্বান জানাবে, সুকৃতির আদেশ দিবে, দুষ্কৃতির প্রতিরোধ করবে এবং তারাই হবে সফলকাম।"[১৫৬]

সমাজ থেকে দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ করার জন্য প্রয়োজন এমন একটি কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ বা ইসলামী আদর্শভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। যে মূলনীতির আলোকে মহানবী (সা) মদীনায় ইসলামী সমাজ কায়েম করেছিলেন এবং তাঁর ওফাতের পর খুলাফায়ে রাশিদূন তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণের মাধ্যমে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা অব্যাহত রেখে সমাজ থেকে যাবতীয় দুর্নীতি দূর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।[১৫৭]

৩. ব্যাপক প্রচারণা

দেশের সকল প্রচার মাধ্যম জনমত ও জনসচেতনতা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এজন্য রেডিও-টেলিভিশনসহ পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে যদি জনগণকে দুর্নীতির কুফল ও তার ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে সচেতন করা যায়, তাহলে তা দুর্নীতি প্রতিরোধে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে পারে।

৪. উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদান

প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প বেতনের কারণে মানুষ দুর্নীতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকে। এজন্য ইসলামী শরী'আত প্রত্যেককে এমন মজুরি বা বেতন প্রদানের কথা বলেছে যে, তা দ্বারা সে তার ন্যায়ানুগ ও স্বাভাবিক প্রয়োজন মেটাতে পারে। শ্রমিকদের অধিকার সম্পর্কে মহানবী (সা) বলেন,

إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه.

---

১৫৬. আল- কুরআন, সূরা আল-ইমরান, আয়াত : ১০৪।

১৫৭. আত-তাশরীউল ইসলামী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

"তারা তোমাদের ভাই। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। কারো ভাই তার অধীনে থাকলে তার উচিত– নিজে যা খাবে তাই তাকে খাওয়াবে এবং নিজে যা পরবে তাকেও তদনুরূপ পরতে দেবে এবং তাকে দিয়ে এমন কাজ করাবে না যা তার সাধ্যাতীত। যদি সে তার উপর তার সাধ্যাতীত দায়িত্বভার চাপায় তবে সে যেন এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য করে।"[১৫৮]

৫. যোগ্য, অভিজ্ঞ ও সৎ কর্মচারী নিয়োগ

দুর্নীতির কারণ হচ্ছে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে উৎকোচ গ্রহণের মাধ্যমে অদক্ষ, অনভিজ্ঞ ও অসৎ কর্মচারী নিয়োগ দান করা। অথচ প্রশাসনকে দুর্নীতির করালগ্রাস থেকে রক্ষা করার জন্য ইসলামী শরী'আতের নির্দেশ হচ্ছে– সৎ, বিশ্বস্ত, দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মচারী নিয়োগ করতে হবে।[১৫৯] আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে বলেন,

إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِيْنُ.

"তোমাদের জন্য সর্বোত্তম কর্মচারী হতে পারে সেই ব্যক্তি, যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত।"[১৬০]

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

اِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا.

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমরা যেন আমানত এর যোগ্য প্রাপকের নিকট প্রত্যর্পণ কর।"[১৬১]

এছাড়া মহানবী (সা) আমানতের খেয়ানত করাকে কেয়ামতের আলামত হিসেবে অভিহিত করেছেন। এভাবে ইসলামী শরী'আতে সৎ, যোগ্য দৈহিক ও বুদ্ধিগত শক্তির অধিকারী ও বিশ্বস্ত কর্মচারী নিয়োগের মাধ্যমে দুর্নীতি সংঘটনের উপায় ও পন্থা রুদ্ধ করে

---

১৫৮. সহীহ বুখারী, আস-সহীহ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৯৪।

১৫৯. ইমাম ইবন তাইমিয়া, আস-সিয়াসাতুশ শারইয়্যাহ (কুয়েত: জাম'ঈয়াতু ইহইয়াত তুরাছিল ইসলামী, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ৬।

১৬০. আল- কুরআন, সূরা আল-কাসাস, আয়াত : ২৬।

১৬১. আল-কুরআন, সুরা আন-নিসা, আয়াত : ৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

দিতে চায়। সরকারী কর্মচারীর বেতন-ভাতাও বাইতুল মাল[১৬২] থেকে আদায় করা হবে। কারণ এরা সকলেই জনগণের সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় কর্ম আঞ্জাম দেয়ার ব্যাপারে নিরন্তর আত্মনিয়াগ করে থাকে। অতএব সামগ্রিক ধনভাণ্ডার বাইতুল মাল থেকে তাদের জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) সরকারী কর্মচারীদের বেতন দিয়েছেন এবং খুলাফায়ে রাশেদুনের যুগেও অনুরূপ হয়েছে।

৬. গণসচেতনতা

দুর্নীতির ভয়াবহতা এবং এর নেতিবাচক রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভূমিকা সম্পর্কে সকল স্তরের মানুষকে সচেতন করে তোলতে হবে, যাতে সমাজের প্রতিটি মানুষ দুর্নীতির প্রতিরোধে অগ্রণী হয়। বিষয়টি কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। কেননা দেশের জনগণ ধর্মভীরু এবং সরল প্রকৃতির। তাদেরকে যদি দুর্নীতির ক্ষতিকর প্রভাব এবং তার ইহকালীন ও পরকালীন পরিণতি সম্পর্কে বুঝিয়ে দেয়া যায়, তাহলে তা সময়সাপেক্ষ হলেও পরিশেষে ইতিবাচক ফল দান করবে। এজন্য কিছু পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। যেমন-

ক. মসজিদের জুমাবারের খুতবায় আলোচনা করা

বছরে বায়ান্ন দিন অর্থাৎ সপ্তাহে এক দিন এলাকার জনগণ মসজিদে জুমআর নামাযে একত্র হন। এ নামাযের খুতবায় নানা বিষয়ে আলোচনা হয়ে থাকে। সেসব বিষয়ের পাশাপাশি যদি ইমাম ও খতিব সাহেবগণ দুর্নীতির ভয়াবহতা ও তার ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরেন, তাহলে ধীরে ধীরে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। অবশ্য এ সম্পর্কে ঈমান ও খতিবগণ নিয়মিতভাবে জনগণকে সতর্ক করে যাচ্ছেন।

---

১৬২. বায়তুল মাল: অর্থ ধনাগার, কোষাগার, মাল বা দৌলতের ঘর। ইসলামী পরিভাষায় মুসলিম রাষ্ট্রের ট্রেজারী বা কোষাগারকে বায়তুল মাল বলা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগ থেকেই কোন না কোনরূপে বায়তুল মালের অস্তিত্ব ছিল। আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফতকালেও অনুরূপ ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। উমর (রা)-এর খিলাফত যুগেই পরিপূর্ণরূপে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী বায়তুল মাল অস্তিত্ব লাভ করে। ইসলমী রাষ্ট্রের যাবতীয় রাজস্বই বায়তুল মালের সম্পত্তি বলে পরিগণিত হয়ে থাকে। ইমাম অথবা তাঁর প্রতিনিধি উক্ত সম্পত্তিকে মুসলিম উম্মাহ্‌র যে কোনও কল্যাণমূলক কার্যে ব্যয় করতে পারেন।
(বিঃদ্রঃ সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ, ই.ফা.বা. ১৫শ খণ্ড, খৃ. ১৯৯৪, পৃ. ৫৯৪-৯৫)।

Dhaka University Institutional Repository

খ. ইসলামী অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা

দেশের বিভিন্ন স্থানে ওয়াযমাহফিল, তাফসীরমাহফিল, ইসলামী জলসা, সেমিনার ও সিম্পেজিয়ামে বরেণ্য 'উলামায়ে কিরাম, যুগশ্রেষ্ঠ মুফাসসির এবং খ্যাতনামা অভিজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তিগণ বক্তব্য রেখে থাকেন। এসব অনুষ্ঠানে নানা বয়স, পেশা, শিক্ষা ও পদমর্যাদার বহু লোকের সমাগম হয়ে থাকে। সুতরাং এসব অনুষ্ঠানে যদি দুর্নীতির মারাত্মক পরিণতির কথা বুঝিয়ে বক্তব্য রাখা যায় তাহলে নিঃসন্দেহে আলোড়ন সৃষ্টি হবে এবং জনমত গড়ে ওঠবে। তবে এর জন্য প্রয়োজন সুচিন্তিত ও সুবিন্যস্ত পরিকল্পনা ও কর্মসূচি।[১৬৩]

৭. জবাবদিহিতা

দুর্নীতিমুক্ত সমাজ বিনির্মাণের জন্য জবাবদিহিতার বিকল্প নেই। সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে সর্বনিম্ন পর্যায় পর্যন্ত জবাবদিহি নিশ্চিত করতে পারলে দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা পালন করা যেতে পারে। এ সম্পর্কে মহানবী (সা) বলেন,

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته.

"তোমাদের প্রত্যেকে দায়িত্বশীল। আর তোমাদের প্রত্যেককেই স্বীয় দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।"[১৬৪]

একদা হযরত আলী (রা) হযরত উমার (রা)-কে মদীনার বাইরে যেতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! কোথায় যাচ্ছেন? উমার (রা) বললেন, সাদাকার (যাকাত ফান্ডের) একটি উট পালিয়েছে, আমি তা খুঁজতে বেরিয়েছি। হযরত আলী (রা) বললেন,

---

১৬৩. ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন, আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪খ্রি.), পৃ. ৪৪৯।

১৬৪. সহীহ বুখারী, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫; ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২।

Dhaka University Institutional Repository

আপনি তো আপনার পরবর্তী খলিফাগণের জন্য খেলাফতের দায়িত্ব পালন অত্যন্ত কঠিন করে দিচ্ছেন।[১৬৫]

৮. দুর্নীতি বিরোধী সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড

দুর্নীতিবিরোধী সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড গণমানুষকে সচেতন করতে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে পারে। এজন্য শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার বিভিন্ন শাখায় দুর্নীতির ভয়াবহ পরিণতি তুলে ধরে দর্শক, শ্রোতা ও পাঠক হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করা যেতে পারে।

৯. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা

দুর্নীতি প্রতিরোধের অপরিহার্য পূর্বশর্ত হলো বিচার বিভাগের স্বাধীনতা। বিচার বিভাগকে সরকারের যাবতীয় হস্তক্ষেপ, প্রভাব ও চাপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও স্বাধীন হতে হবে, যাতে সম্মানিত বিচারকবৃন্দ দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে আইন মুতাবিক নির্ভয়ে-নিঃশঙ্ক চিত্তে রায় প্রদান করতে পারেন। মহানবী (সা)-এর যুগে বনু মাখযুম গোত্রের এক সম্ভ্রান্ত মহিলা চুরির দায়ে ধৃত হয়। মহানবী (সা)-এর নিকট তার দণ্ড মওকুফের জন্য সুপারিশ করা হলে তিনি নিতান্তই অসন্তুষ্ট হয়ে বলেন,

إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون على الشريف والذي نفسي بيده لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها.

"তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা এ কারণে ধ্বংস হয়েছে যে, তাদের মধ্যকার দুর্বল লোকে চুরি করলে তার উপর দণ্ড কার্যকর করা হতো এবং সম্ভ্রান্ত কেউ চুরি করলে তাকে রেহাই দেয়া

---

১৬৫. ইবন কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৭ম খণ্ড (কায়রো: দারুল রাইয়ান লিত তুরাস, ১৯৮৮খ্রি.), পৃ. ১৪১।

Dhaka University Institutional Repository

হতো। সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ! ফাতিমাও (মুহাম্মাদ (সা)-এর মেয়ে) যদি চুরি করতো, তবে তারও হাত আমি অবশ্যই কেটে দিতাম।”[১৬৬]

১০. দুর্নীতিবাজদের উপযুক্ত শাস্তি প্রদান

দুর্নীতি দমনের জন্য যারা বিচারে দুর্নীতিবাজ হিসেবে প্রমাণিত হবে, তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে, যেন মানুষ শাস্তির পরিণতির ভয়ে দুর্নীতি থেকে বিরত থাকে।[১৬৭]

১১. দুর্নীতিবিরোধী দিবস পালন

দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনমত ও জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য ‘দুর্নীতি বিরোধী দিবস’ পালন করা যেতে পারে। এ দিবস পালন উপলক্ষে উন্মুক্ত বক্তৃতা ও বিতর্ক অনুষ্ঠানসহ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যেতে পারে।

১২. দুর্নীতিবিরোধী পোষ্টার

পোষ্টার, লিফলেট ও স্টিকারের মাধ্যমে দুর্নীতি বিরোধী জনমত গঠন করা যেতে পারে। এসব উপকরণের আকর্ষণীয় আবেদন ও ভাষা মানুষের বিবেককে নাড়া দেয় এবং অনুভূতিকে জাগ্রত করে। এজন্য দুর্নীতি বিরোধী পোষ্টার, লিফলেট ও স্টিকার মুদ্রণ করে পরিকল্পিতভাবে দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে সেঁটে দিয়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

১৩. গণপ্রতিরোধ

---

১৬৬. সহীহ বুখারী, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ.১০০৩।
১৬৭. ইসলামের দৃষ্টিতে দুর্নীতি প্রতিরোধ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

Dhaka University Institutional Repository

উপরে বর্ণিত পদক্ষেপসমূহ ছাড়াও দুর্নীতি প্রতিরোধে আরও কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে এর সবই জনগণ নির্ভর। জনগণই দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলতে পারে। নিম্নে এ সম্পর্কে কতিপয় পন্থা উল্লেখ করা হলো।

(ক) সম্পর্কচ্ছেদঃ যারা দুর্নীতিবাজ তাদের পরিচিতি যাই হোক না কেনো, তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হবে। তারা যেনো বোঝতে পারে, দুর্নীতির কারণেই জনগণ তাদের সঙ্গ বর্জন করেছে। কাজটি কঠিন হলেও সকলে এগিয়ে এলে তা দুঃসাধ্য নয়।

(খ). জনপ্রতিনিধি না বানানোঃ দুর্নীতিবাজদের জনপ্রতিনিধিত্বমূলক কোনো বিষয়ে নির্বাচিত হতে দেয়া যাবে না। তারা ভোটপ্রার্থী হলে যেনো ভোট না পায় সেজন্য প্রচারণা চালাতে হবে। জনগণকে বোঝতে হবে এসব লোকের কারণেই সমাজ থেকে দুর্নীতি নির্মূল হচ্ছে না।

(গ). সামাজিকভাবে বয়কটঃ যারা দুর্নীতিবাজ হিসেবে প্রমাণিত হবে তাদের সাথে সামাজিক সম্পর্ক বর্জন করতে হবে। বিশেষ করে ছেলে-মেয়ের বিয়েসহ অন্যান্য সামাজিক সম্পর্ক বর্জন করার ব্যবস্থা করতে হবে। পরিশেষে বলা যায়, উল্লেখিত বিষয়গুলোর যথাযথ প্রয়োগ হলে তা দুর্নীতি প্রতিরোধে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করবে।

দুর্নীতি একটি সামাজিক ব্যাধি এবং সমাজ ও সভ্যতার জন্য মারাত্মক অভিশাপ। একমাত্র দুর্নীতির কারণেই আমাদের উপর নেমে এসেছে দারিদ্রতা এবং দেশের উন্নয়ন হচ্ছে চরমভাবে বাধাগ্রস্ত। তাই অনতিবিলম্বে এর মূলোৎপাটন করা অপরিহার্য। বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিধায় আলোচ্য অংশে দুর্নীতির কারণ এবং তা প্রতিরোধে কতিপয় ইসলামী নীতিমালা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এটি যতো বেশি বিশ্লেষিত ও আলোচিত হবে জনগণ এ বিষয়ে ততো বেশি সচেতন হবে এবং তার সুফল ভোগে সমর্থ হবে।

পরিচ্ছেদঃ ১৩

Dhaka University Institutional Repository

দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে ইসলামী আইনের প্রয়োগ

দুর্নীতি বন্ধের লক্ষে শরী'আতের যেসব আইনের প্রয়োগ করা যায় তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

১. হযরত ওমর ফারুক (রা) তাঁর গভর্নর, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিকট এই মর্মে নির্দেশনামা জারি করেন-

اجعلوا الناس فى الحق سواء. فقريبهم كبعيدهم وبعيدهم كقريبهم واياكم الرشوة.

"মানুষের অধিকারের ক্ষেত্রে সকলকে এক সমান জ্ঞান করবেন। তাদের নিকটবর্তীগণ দূরের লোকদের মতো আর দূরবর্তী লোকেরা নিকটবর্তী লোকদের মতো এবং আপনারা ঘুষ-দুর্নীতি থেকে সতর্ক থাকুন।"[১৬৮] উল্লেখ্য যে, রিশওয়াহ (رشوة) শব্দটি দুর্নীতি অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

সত্যিই যিনি ঘুষ গ্রহণ করেন না তার নিকট সকলেই সমান। তার নিকট আপন-পর, দূরের ও কাছের কিংবা আত্মীয়-অনাত্মীয়, পরিচিত-অপরিচিত বলতে কিছুই নেই। তিনি শুধুমাত্র সত্য ও ন্যায়ের অনুসারী। আর যে ঘুষখোর তার নজর অহরহ নিবদ্ধ থাকে মানুষের পকেটের দিকে। তার জীবনদর্শন হচ্ছে- জীবন মানেই অর্থ আর অর্থ মানেই জীবন।

২. একদা হযরত ওমর (রা) এক ব্যক্তিকে বিচারক পদে নিয়োগ প্রদান করে বলেন-

لاتشتر ولاتبع ولا ترتش.

১৬৮. কানজুল উম্মাল, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০।

Dhaka University Institutional Repository

"ক্রয়-বিক্রয় (ব্যবসা-বাণিজ্য) করবেন না এবং ঘুষ গ্রহণ করবেন না।"[১৬৯]

এটা এ কারণে যে, একজন বিচারক যদি বিচারপ্রার্থীর নিকট কিংবা বিবাদীর সাথে ক্রয়-বিক্রয় করেন সেক্ষেত্রে বিচারকের বাদী-বিবাদীর নিকট থেকে ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার সুযোগ থাকে। বিচারক যেনো সব কিছুর ঊর্ধে থাকেন এবং কোন রকমে প্রভাবিত না হয়ে স্বাধীনভাবে বিচার কার্য সম্পাদন করতে পারেন, সে জন্য এ নির্দেশ।

অবশ্য কোনো কিছু যদি ক্রয়-বিক্রয় করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তখন তিনি তাঁর পরিচয় গোপন রেখে ন্যায্য দামে তা ক্রয়-বিক্রয় করবেন, এমনকি তাঁর পতাকাবাহী গাড়িটিও দূরে রাখা উচিত, যাতে বিক্রেতা বা ক্রেতা কোন রকমেই তার পরিচয় জানতে না পারে।

৩. একদা হযরত ওমর (রা) তাঁর অধীনস্থ বেশ কিছু সংখ্যক প্রশাসককে চাকুরিচ্যুত করলেন। ক্ষমতার অপব্যবহারের দ্বারা তারা যে সম্পদ অর্জন করেছিলো, তিনি তা বাজেয়াপ্ত করে সাধারণ মুসলমানদের জন্য ওয়াক্ফ করে দিলেন। অতঃপর তিনি বললেন: এটাই ইসলামের শিক্ষা।

৪. কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে হযরত ওমর (রা)-এর কতিপয় শর্ত–

হযরত ওমর (রা) তাঁর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিলাসিতা ও জাঁকজমক একেবারেই পছন্দ করতেন না। তিনি যখন কাউকে উচ্চ পদে নিয়োগ প্রদান করতেন তখন তার প্রতি কতিপয় শর্তারোপ করতেন। যেমন -

(ক) তুর্কী ঘোড়ায় সওয়ার না হওয়া;

(খ) মিহি আটার তৈরি রুটি না খাওয়া;

(গ) মসৃণ কাপড় পরিধান না করা;

---

১৬৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১।

Dhaka University Institutional Repository

(ঘ) মানুষের প্রয়োজনের সময় নিজ বাড়ির দরজা বন্ধ না রাখা।

অতঃপর তিনি বলতেন, যদি আপনারা উক্ত শর্তসমূহের কোনো একটি লঙ্ঘন করেন, তবে অবশ্যই শাস্তি পাবেন।[১৭০]

শাসনকর্তা কিংবা বিচারকবৃন্দের দায়িত্ব হচ্ছে, তারা যেনো সত্য ও ন্যায়নীতির পতাকাবাহী হন এবং সুষ্ঠু নীতিমালা ও ন্যায়বিচারের ধারক ও বাহক হন। তাদের আরো বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে তারা যেনো বিশ্বস্ততা ও ন্যায়পরায়ণতাকে প্রাধান্য দেন। তাদের আরো লক্ষ রাখতে হবে, চাপের মুখে কিংবা লোভ-লালসা, নৈকট্য ও বিশেষ পরিচিতির কারণে তারা যেন তা হরণ না করেন। তাদের আরো সতর্ক হতে হবে যে, ঘুষ-রিসওয়াত গ্রহণ করে তারা যেন বিচার ব্যবস্থাকে পেছন থেকে ছুরিকাঘাত না করেন। ন্যায়বিচার ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার জিয়নকাঠি। আর এতেই নিহিত রয়েছে জনজীবনের শান্তি ও স্বস্তি। সরকারি কর্মচারীদের দায়িত্বভার এত অধিক যে, তাঁরা যদি তা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতেন তাহলে তারা এ গুরুদায়িত্ব গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করতেন। এ কারণে ইসলামের প্রথম যুগে আমাদের শ্রদ্ধাভাজন নেতৃবৃন্দ কোন পদ চেয়ে নিতেন না। যারা কোন পদ চাইতেন, তাদেরকে ঐ পদ দেয়াও হত না। এ ক্ষেত্রে হযরত আবু যার (রা)-এর ঘটনা প্রণিধানযোগ্য।

হযরত আবু যার (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আরয করলেন তাঁকে যেন কোথাও প্রশাসক নিয়োগ করা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হে আবু যার! তুমি একজন দুর্বল চিত্তের মানুষ। আর এই প্রশাসনিক পদ একটি বিরাট আমানত। বরং কিয়ামত দিবসে এটা অপমান ও লজ্জার কারণ হতে পারে। ব্যতিক্রম শুধু ঐসব ব্যক্তি যারা এর দায়-দায়িত্ব সহকারে তা গ্রহণ করতে পারে এবং তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথ পালন করতে পারে।

রাসূলুল্লাহ (সা) আরো বলেন,

১৭০. ইমাম বাগাবী, মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুল ইমারাত ওয়াল কাদা (দেওবন্দ: আশরাফী বুক ডিপো, তাবি)।

Dhaka University Institutional Repository

القضاة ثلاثة واحد فى الجنة واثنان فى فاما الذى فى الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ورجل عرف الحق وجار فى الحكم فهو فى النار ورجل قضى للناس على جهل فهو فى النار.

“বিচারক তিন ধরনের। এক দল বেহেশতে যাবে এবং দুই দল দোযখে যাবে। বেহেশতে যিনি যাবেন তিনি সত্য সম্পর্কে অবহিত এবং সত্য প্রতিষ্ঠার পক্ষে রায় প্রদান করেন। কিন্তু ঐ বিচারক যিনি সত্য সম্পর্কে অবহিত কিন্তু রায় প্রদানে জুলুম করেন (অর্থাৎ সত্যের বিপক্ষে রায় প্রদান করেন) তিনি দোযখে যাবেন এবং ঐ বিচারক যিনি মূর্খতা নিয়ে মানুষের মধ্যে ফয়সালা বা বিচার-আচার করেন, তিনিও দোযখে যাবেন।”[১৭১]

কোনো কোনো হাদীসে উল্লেখ আছে, দুই জন বালক হযরত ইমাম হাসানের খেদমতে দু’টি পত্র লিখে জানতে চায়, এ দু’টির কোনটি উত্তম? বিষয়টি হযরত আলী (রা.) এর দৃষ্টিগোচর হয়। অতঃপর তিনি বললেন, হে বৎস! তোমার রায় দেয়ার প্রাক্কালে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। কেননা, এটি একটি ফয়সালা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তোমাকে কিয়ামত দিবসে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।

এসব দায়িত্বের কথা বিবেচনায় এনে হযরত ইমাম আবু হানীফা (র) বিচারকের পদ গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিলেন। মোল্লা আলী কারী (র) বলেন-

খলিফা আল-মানসুর যখন হযরত ইমাম আবু হানীফা (র)-এর নিকট প্রধান বিচারপতির পদ গ্রহণের প্রস্তাব করলেন, তিনি তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালেন। আল মানসুর ইমাম আবু হানীফা (র) কে ত্রিশটি বেত্রাঘাত করলেন, এমনকি তাঁর শরীর থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়ে তাঁর পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত পৌঁছে গেলো।[১৭২]

১৭১. আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা, তিরমিযী ও হাকেম-এর বরাতে ফিকহুল ইসলামী, খ. ৬, পৃ. ৪৮৩ (সূত্রঃ বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, খ. ২, ইফাবা, ২০১৮ খ্রি., পৃ. ২১৫)।

১৭২. রাদ্দুল মুহতার, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম কাজী আবু তায়্যিব আত্-তাবারী (র) বর্ণনা করেন: খলিফা মামুন যখন ইমাম শাফিয়ী (র) কে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ প্রদান করতে চাইলেন, তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। এমনকি ইমাম শাফেঈ (র) তাঁর মৃত্যুকালে তাঁর শিষ্য ইমাম মুযানী (র) কে প্রধান বিচারপতি পদ গ্রহণ করতে বারণ করেছিলেন। তিনি ইমাম মুযানীকে খলিফা মামুনের লেখা ঐ চিঠিটিও দেখান, যাতে প্রধান বিচারপতির পদ উপহার দেয়া হয়েছিলো।

দুররুল মোখতার গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (র.) তাঁর মৃত্যু শয্যায় আল্লাহ্র দরবারে মোনাজাত করে বলেন- হে আল্লাহ! আপনি জানেন, আমি বিচারের ক্ষেত্রে বাদী-বিবাদী কারো প্রতি কোনো রকমের পক্ষপাতিত্ব করিনি, এমনকি মনে মনেও নয়। তবে একজন খৃষ্টান ও বাদশাহ হারুনুর রশীদের মধ্যকার এক মামলায় আমি সমতা রক্ষা করতে পারিনি, যদিও আমি বাদশাহ হারুনুর রশীদের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছি। অতঃপর তিনি কেঁদে ফেললেন এবং তাঁর জীবন প্রদীপ নিভে গেল।

আল ইমাম তাকীউদ্দিন আস্ সুবকী (র) বলেন-

ان الولاية ليس فيها راحة

الا ثلاث يبتغيها العاقل

حكم بحق او ازالة باطل

او نفع محتاج سواها باطل

“নেই কোনো স্বস্তি ক্ষমতা গ্রহণে

জ্ঞানীরা করে অন্বেষণ তা তিন কারণে।

সত্যের পক্ষে রায় প্রদানে

কিংবা বাতিলের বিলুপ্তি সাধনে।

Dhaka University Institutional Repository

অথবা অভাবীর অভাব নিবারণে

বাতিল সব কিছু এর বাহিরে ॥"[১৭৩]

কিন্তু বর্তমান অবস্থা এই যে, কেউ যদি কোনো পদে আসীন হয়ে যান তাহলে তিনি মনে করেন, তিনি খোদমোখতার এবং কারো নিকট তার জবাবদিহি নেই। দুনিয়া এবং আখেরাতের জবাবদিহি থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত।

وراعى الشاة يحمى الذئب عنها

فكيف اذا الرعاة لها الذئاب

"রাখাল তো ছাগপালকে ব্যাঘ্র থেকে বাঁচিয়ে রাখে

কি হবে যদি, রাখলরা স্বয়ং ছাগপালের জন্য ব্যাঘ্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়?"[১৭৪]

যে দেশে অথবা সমাজে ঘুষ সাধারণভাবে প্রচলিত হয়ে যায়, সেখানে নিয়ম-কানুন বলতে আর কিছুই থাকে না। কেননা ঘুষ ন্যায়নীতি ও সুষ্ঠু বিচারকার্যের জন্য মারাত্মক বাধা। নাওয়াবিগুল হিকাম গ্রন্থে উল্লেখ আছে-

ان البواطيل تنصر الأباطيل

"বাতিল কর্মকাণ্ডসমূহ বাতিল ও অন্যায়কে সাহায্য করে।"[১৭৫]

জনৈক কবি লিখেন-

اذا خان الأمير و كاتباه

وقاضى الأ رض داهن فى القضاء

১৭৩. ইমাম তাকীউদ্দিন আস-সুবকী, জি দীওয়ান (দিল্লী: তাজ লাইব্রেরী, তাবি), পৃ. ৫০।
১৭৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১।
১৭৫. নাওয়াবিগুল হিকাম, পৃ. ৫০১।

Dhaka University Institutional Repository

فويل ثم ويل ثم ويل

لقاضى الأرض من قاضى السماء

"যখন শাসনকর্তা এবং তার সচিবগণ আমানতের খেয়ানত করে এবং জমীনের বিচারক বিচার ব্যবস্থায় কারচুপি করে, সে ক্ষেত্রে দুনিয়ার বিচারকের জন্য রয়েছে আকাশের বিচারকের পক্ষ থেকে অভিসম্পাত, অভিসম্পাত আর অভিসম্পাত।"[১৭৬]

অবশ্য কিছু কিছু দুর্নীতি ও ঘুষের কারণ হিসেবে অভাব-অনটনকে চিহ্নিত করা হয়। এ কথা সঠিক বলা যায় না। কেননা, বহুলাংশে দেখা যায়, যাদের অধিক আছে, তারাই অধিক দুর্নীতিবাজ। তবে এ কথা নিশ্চিৎ করে বলা যায়, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জীবন ধারণের ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা প্রদান না করে তাদের থেকে ভালো কাজের আশা করা যায় না। সততার আশা করাও বাতুলতা মাত্র। এ কারণে হযরত ওমর (রা) তাঁর শাসনামলে সরকারী কর্মচারীদের অধিকতর বেতন-ভাতা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যাতে নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজনে সরকারী কর্মচারীদেরকে ঘুষ-দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করতে না হয়। তিনি বিচারক, ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্যান্য পদস্থ কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে এ নীতিমালা গ্রহণ করেন যে, তাদেরকে ভদ্র, অবস্থাসম্পন্ন ও সুখী হতে হবে। এর উদ্দেশ্য ছিল, তারা যেনো ঘুষ ও দুর্নীতিমুক্ত থাকেন এবং তারা যেনো কারো ব্যক্তিত্ব ও অবস্থানের দ্বারা প্রভাবিত না হন।

والأمة لاتزال بخير ما دام قضائها نزيها ❖ وحكامها لا يخضعون للموثرات.

"এবং মুসলিম উম্মাহ ঐ সময় পর্যন্ত সত্য ও ন্যায়নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিচারব্যবস্থা ন্যায়নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং তাদের শাসনকর্তাগণ যে কোনো প্রভাব প্রতিপত্তির নিকট মাথা নত না করেন।"[১৭৭]

---

১৭৬. আল- মুসতাতরাফ, পৃ. ২২০।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম অন্যান্য ধর্মের তুলনায় ঘুষ, রিসওয়াত ও দুর্নীতি বন্ধের ব্যাপারে অধিক অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, হাতে গণা কয়েকটি দেশ ব্যতীত মুসলিম সমাজে ঘুষ- দুর্নীতির প্রচলন সর্বাধিক।

এমন মানুষও আছেন যাঁরা ওয়াজ-নছীহত নসীহত কিংবা আখেরাতের ভয়ভীতি ইত্যাদি কারণে কিংবা বেহেশতের অফুরন্ত নেয়ামত লাভের আশায় চারিত্রিক উৎকর্ষতা অর্জন করেন। কিন্তু এমন এমন মানুষও রয়েছেন, যাদেরকে ভাল কথায় ভাল করা যায় না। এদেরকে কোন কিছু বলা অরণ্যেরোদন মাত্র। সিলসিলাতুল মারজান কাব্যে উল্লেখ আছে-

لاينفع الوعظ قلبا قاسيا ابدا

وهل يلين بقول الواعظ حجرا

لن ترجع الانفس من غيها

مالم يكن منها لها راجز

"ওয়াজ-নসীহত সদাসর্বদা কঠিন হৃদয়ের কোনো উপকারে আসে না। বক্তার কথায় কি পাথর বিগলিত হয়? আত্মাসমূহ তো পথভ্রষ্টতা থেকে কখনো ফিরে আসবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার জন্য কোন ভর্ৎসনাকারী থাকে।"[১৭৮]

এ কারণে সরকারের উচিত দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, ঘুষখোর, কালোবাজারি, চাঁদাবাজি, মাস্তানি ও সব ধরনের সন্ত্রাসী তৎপরতার মূলোৎপাটনের জন্য কঠোর থেকে কঠোরতর শাস্তির ব্যবস্থা করে সমাজে শান্তি, শৃঙ্খলা ও স্বস্তি ফিরিয়ে আনা।

---

১৭৭. আল-মাওয়ারদী, আদাবুদ-দুনিয়া ওয়াদ দীন (কায়রো: আল-মাকতাবাতু তাওফীকিয়্যা, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ১০০।
১৭৮. সিলসিলাতুল মারজান, পৃ. ৭০।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তি, পরিবার ও গোষ্ঠীর জীবনে নৈতিকতার প্রসার ঘটিয়ে নীতি ও মূল্যবোধের দৃঢ় ভিত্তি গড়ে তুলে মানুষকে যা কিছু দুর্নীতি বা যা কিছু পাপ-পঙ্কিল, তা থেকে বিরত রাখা সম্ভব। অর্থ-সম্পদের মোহ থেকে তাদের ফিরিয়ে আনতে হবে। মানুষের মধ্যে বিবেক বলে যে সত্তাটি রয়েছে, তাকে জাগ্রত করতে হবে। মানুষকে তার স্বাভাবিক মানবিক চেতনায় ফিরিয়ে আনতে হবে এবং এ কাজটি সম্ভব শৈশব থেকে প্রত্যেক মানুষকে নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার মাধ্যমে। তার মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে হবে। তাহলেই সে দুর্নীতি থেকে নিজেই সরে আসবে।

ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ধর্মজ্ঞান জাগ্রত করে তাদের নৈতিকতাকে জাগিয়ে তুলতে হবে। তাকে শেখাতে হবে কোনটা ঠিক, কোনটা বেঠিক; কোনটা সুনীতি, কোনটা দুর্নীতি। তাহলেই বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেই তার চরিত্রের শুভ দিক উন্মোচন করতে সক্ষম হবে। তখন সে সৎ মানুষ হিসেবে আদর্শ নাগরিক হবে। একজন আদর্শ দায়িত্বশীল নাগরিক কখনও অসাধু হতে পারে না। তার বিবেক তাকে দুর্নীতি থেকে মুক্ত রাখবে। তাকে দুর্নীতিমুক্ত রাখতে তার বিবেকই যথেষ্ট, কোন দুদক (দুর্নীতি দমন কমিশন) অথবা সরকারি নির্দেশনার প্রয়োজন হয়তো হবে না। এভাবে যখন ব্যক্তি সৎ-বিবেকবান হবে এবং নিজেকে দুর্নীতিমুক্ত রাখবে, তখন সমাজ ও দেশ সর্বগ্রাসী দুর্নীতি থেকে মুক্ত থাকবে। তখনই হবে কাঙ্ক্ষিত ‘দুর্নীতিমুক্ত সমাজ’।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গঠনে ইসলাম

সন্ত্রাস বর্তমান সময়ের সর্বাধিক আলোচিত বিষয়। একবিংশ শতাব্দীর জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তির উৎকর্ষতার সাথে সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে সন্ত্রাসও। সন্ত্রাস একদিকে যেমন বিশ্ব শান্তিকে হুমকির মুখে দাঁড় করে দিয়েছে অন্যদিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে সভ্যতার সৌধকে। বর্তমান বিশ্বে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে ইসলামকে সন্ত্রাসের সাথে একাকার করে ফেলার চেষ্টা চলছে। অথচ মানবসভ্যতার শুরুতেই সন্ত্রাস প্রতিরোধ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার মহান ব্রত নিয়ে ইসলাম পৃথিবীতে এসেছে। প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা সন্ত্রাসের সাথে ইসলামী অনুশাসন প্রতিষ্ঠার কাজকে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে, এর দ্বারা ইসলামপ্রিয় জনগোষ্ঠীকে আতঙ্কিত করে তোলা হচ্ছে। আলোচ্য অধ্যায়ে সন্ত্রাসের পরিচয়, সন্ত্রাসবাদের উৎপত্তি ও বিকাশ, সন্ত্রাসের বিভিন্ন রূপ, সন্ত্রাসের প্রকারভেদ, সন্ত্রাসের কারণ, সন্ত্রাস দমনে আল-কুরআনের ভূমিকা, সন্ত্রাস প্রতিরোধে মহানবী (সা) -এর ভূমিকা, সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ বিনির্মাণে ইসলামের বিধান, সন্ত্রাস ও ইসলামী মূল্যবোধ, ইসলামে সন্ত্রাসের কোন স্থান নেই, সন্ত্রাস নির্মূলে মহানবী (সা) -এর দিকনির্দেশনা, সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গঠনে ইসলাম, ইসলাম ও সন্ত্রাসবাদ সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী বিষয়, জীবনের নিরাপত্তার অধিকার, প্রতিশোধ গ্রহণে ইসলামী নীতির উৎকর্ষতা, ইসলামে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হলো-

পরিচ্ছেদঃ ১

সন্ত্রাসের পরিচয়

সন্ত্রাস-এর একটি সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নির্ধারণ বর্তমান মতবিরোধপূর্ণ বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে একপ্রকার অসম্ভবই বটে। কারণ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা যে কোন বিষয় বা মতবাদের সংজ্ঞার ভিন্নতা নির্দেশ করে। তাই দেখা যায়, এক গোষ্ঠীর দৃষ্টিতে যে কর্মকাণ্ড

Dhaka University Institutional Repository

সন্ত্রাসের মতো নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত, অপর গোষ্ঠীর দৃষ্টিতে সেই একই কর্মকাণ্ডই স্বাধীনতা কিংবা স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রামের মতো মহৎ ও প্রশংসনীয়।

সন্ত্রাস শব্দটি বাংলা 'ত্রাস' শব্দ থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ ভয়, ভীতি, শঙ্কা।[১] আর সন্ত্রাস অর্থ হলো, মহাশঙ্কা, অতিশয় ভয়।[২] কোন উদ্দেশ্যে মানুষের মনে ভীতি সৃষ্টি করার অপচেষ্টা, অতিশয় শঙ্কা বা ভীতি, অতিশয় ত্রাস বা ভয়ের পরিবেশ, ভীতিজনক অবস্থা।[৩] রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য অত্যাচার-নির্যাতন, নরহত্যা প্রভৃতি হিংসাত্মক ও ত্রাসজনক পরিবেশ।[৪] সন্ত্রাস এর সমার্থক শব্দ হিসেবে সন্ত্রাসবাদ, আতঙ্কবাদ, বিভীষিকাপন্থা, সহিংস আন্দোলন, উগ্রপন্থা, উগ্রবাদ, চরমপন্থা ইত্যাদিও ব্যবহৃত হয়।[৫] বর্তমানে সন্ত্রাস কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এটি একটি মতবাদে পরিণত হয়েছে। তাই সন্ত্রাসভিত্তিক বা সন্ত্রাসকেন্দ্রিক মতবাদ ও কর্মকাণ্ডকে বুঝাতে সন্ত্রাসবাদ শব্দটি বহুল প্রচলিত। অভিধানে 'সন্ত্রাসবাদ' অর্থ লেখা হয়েছে, রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য নরহত্যা, অত্যাচার ইত্যাদি কার্য অনুষ্ঠাননীতি, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য পীড়ন, নরহত্যা প্রভৃতি হিংসাত্মক ও ত্রাসজনক কর্ম অবলম্বন করা। ইংরেজিতে সন্ত্রাস অর্থ বুঝতে Terror : great fear terrorism, extreme fear, the use of organized intimidation terrorism ইত্যাদি শব্দসমূহ ব্যবহৃত হয়।[৬]

আধুনিক আরবী ভাষায় সন্ত্রাস শব্দের প্রতিশব্দ হলো الارهاب (ইরহাব)।[৭] শব্দটি এসেছে رهب থেকে, যার অর্থ- خَافَ বা ভীত হলো, ভয় পেলো ইত্যাদি।[৮] আর إِرْهَابٌ অর্থ হলো تخويف (তাখভীফ) ও تفزيع (তাফযী') তথা ভীতিপ্রদর্শন, শঙ্কিত করা, আতঙ্কিত

১. ডক্টর মুহাম্মদ এনামূল হক, ব্যবহারিক বাংলা অভিধান (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ৫৭৩।
২. আহমদ শরীফ, বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ৫৪১।
৩. ডক্টর মুহাম্মদ এনামূল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১৩।
৪. রিয়াজ আহমদ, ব্যবহারিক শব্দকোষ (ঢাকা: সাহিত্য বিলাস, ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ২৬২।
৫. অশোক মুখোপাধ্যায়, সংসদ সমার্থ শব্দকোষ (কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ২৪৭।
৬. Mohammad Ali and Others, Bangla Academy Bangali-English Dictionary (Dhaka : Bangla Academy, 1994), P. 786; Illustrated Oxford Dictionary (London: Dorling Kindersley Limited, 2006), p. 859.
৭. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ৭১।
৮. ইবনু মানযুর, লিসানুল আরব (বৈরূত: দারু সাদির, তাবি), ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

করা।[৯] সন্ত্রাস এর শাব্দিক বা আভিধানিক অর্থের ব্যাপারে মতানৈক্য তেমন না থাকলেও এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নির্ধারণে যথেষ্ট মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয় আর এই মতানৈক্যের কারণেই আজ পর্যন্ত সন্ত্রাস এর সর্বসম্মত কোন পারিভাষিক সংজ্ঞা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক Global terrorism এর উপর প্রকাশিত annual review 2000 এ বলা হয়েছে- No one definition of terrorism has gained universal acceptance অর্থাৎ- সন্ত্রাসের কোন সংজ্ঞা সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি।[১০] প্রত্যেক মতবাদই নিজ নিজ বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে সন্ত্রাসের সংজ্ঞা নির্ধারণ করার চেষ্টা করেছে। ব্যক্তি থেকে শুরু করে রাষ্ট্র, দেশীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ সন্ত্রাসের সংজ্ঞায়নে চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। বর্তমান বিশ্বে সন্ত্রাসকেন্দ্রিক আলোচনায় রয়েছে দু'টি প্রধান দর্শন। একটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও এর সহযোগীদের সমন্বয়ে গঠিত দর্শন। অপরটি ইসলামী দর্শন। তাই সন্ত্রাস এর সংজ্ঞা নির্ধারণের ক্ষেত্রে এ উভয় দর্শন থেকে প্রদত্ত সংজ্ঞাসমূহ উল্লেখ করা হলো।

১. যায়েদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে হাদী আল মাদখালী বলেন-

إلإرهاب كلمة لها معنى ذو صور متعددة يجمعها الإخافة والترويع للآمين بدون حق وإزهاق ولأنفس البرية وإتلاف الأموال المعصومة وهتك الأعراض النسوة.

"ইরহাব (সন্ত্রাস) এমন একটি শব্দ বিভিন্ন আঙ্গিকে যার অনেক অর্থ রয়েছে। এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে- নিরপরাধ ও অন্যায়ভাবে নির্দোষ মানুষকে ভয় দেখানো ও শঙ্কিত করা। কখনো নিরিহ ব্যক্তিবর্গকে হত্যার সীমাহীন ভীতি প্রদর্শন, সুরক্ষিত সম্পদ বিনষ্ট বা লুট, সতী-সাধ্বী নারীর সম্ভ্রমহানি করা।"[১১]

---

৯. ইবরাহীম মুস্তফা ও অন্যান্য, আল- মু'জামুল ওয়াসীত (বৈরূত : দারুদ দাওয়াহ, তাবি), পৃ. ৩৭৬।

১০. The Guardian, 7 May, 2001.

১১. প্রফেসর ফাহাদ ইবনে ইব্রাহীম, লামহাতি 'আনিল ইরহাবি ফিল আসরিল হাদিস (সাউদী আরব: জামি'আ আল ইমাম মুহাম্মদ বিন সাউদ আল ইসলামিয়া, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ৫।

Dhaka University Institutional Repository

২. আল-মাওসূ'আহ আল-আলাবিয়্যাহ আল-'আলামিয়্যাহ গ্রন্থে বলা হয়েছে-

الإرهاب : استخدام العنف أو التهديد لإثارة الرعب.

"ইরহাব (সন্ত্রাস) হচ্ছে ভীতি সঞ্চারের জন্য বলপ্রয়োগ করা অথবা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ভীতি প্রদর্শন করা।"[১২]

৩. 'রাবিতাতুল আলামিল ইসলামী' পরিচালিত 'ইসলামী ফিকহ্ কাউন্সিল' ১৪২২ হিজরীতে (২০০১ খৃ.) মক্কায় অনুষ্ঠিত ১৬তম অধিবেশনে সন্ত্রাসের নিম্নোক্ত সংজ্ঞা নির্ধারণ করেন-

العدوان الذى يمارسه أفراد أوجماعت أو دول بغيا على الأنسان (دينه ، وعقله، وماله، وعرضه) ويشمل صنوف التخويف والأذى والتهديد والقتل بغير حق، وما يتصل يصور الحرابة وإخافة السبيل وقع الطريق، وكل فعل من أفعال العنف أو التهديد يقع تنفيذا لمشروع إجرامى فردى أوجماعى، ويهدف إلى ألقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بأيدائهم- أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أميهم أو أخوالهم للخطر، ومن صنوفه إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق والأملاك العامة أو الخاصة، أو تعريض أحد الموارد الوطئية أو الطبيعية للخطر، فكل هذا من صور الفساد فى الأرض التى نهى الله سبحانه وتعالى المسلمين عنها.

"কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা রাষ্ট্র কোন মানুষের ধর্ম, বুদ্ধিমত্তা, সম্পদ ও সম্মানের বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে যে শত্রুতার চর্চা করে তাকে সন্ত্রাস বলে"। এ সংজ্ঞাটি সব ধরনের নীতি বহির্ভূত ভীতি ও হুমকি প্রদর্শন, ক্ষতিসাধন, অন্যায় ও বিচার বহির্ভূত নরহত্যা, অপরাধমূলক হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার লক্ষে একক ও সমষ্টিগতভাবে পরিচালিত যে

১২. আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ, আল ইরহাব আসবাবুহ ওয়া ওসায়িলুল ইলাজ (সাউদী আরব: কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ১০৮-১০৯।

Dhaka University Institutional Repository

কোন ধরনের অন্যায় কর্ম, সশস্ত্র হামলা, চলাচলের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, রাহাজানি, ভীতিকর ও হুমকিপূর্ণ কাজ এবং লোকজনের জীবন, স্বাধীনতা, নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে, জনজীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে এমন কর্মকাণ্ডকে শামিল করে। তাছাড়া পরিবেশের বিপর্যয় সৃষ্টি, ব্যক্তিগত ও জাতীয় সম্পদ বিনষ্ট বা প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস করাও সন্ত্রাস হিসেবে গণ্য হবে।”[১৩]

৪. ১৯৮৯ সালে আরবদেশসমূহের আন্ত-বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদ প্রদত্ত সংজ্ঞা হচ্ছে-

هو كل منظم من أفعال العنف أو التهديف به يسبب رعبا أو فزعًا من خلال أعمال القتل أو الإ غتيال أو حجزالرهائن او اختطاف الطائرات أو السفن أو تفجير المفرقعات أو غيرها من الأفعال مما يخلق حالة من الرعب والفوضى والإضطراب الذى يستهدف أهدافا سياسية-

“সহিংসতা সৃষ্টিকর বা হুমকি-ধমকি প্রদানমূলক এমন সব কাজ যা দ্বারা মানবমনে ভীতি, আতঙ্ক, ভয় ও ত্রাস সৃষ্টি হয়। তা হত্যাকাণ্ড, ছিনতাই, অপহরণ, গুপ্তহত্যা, পণবন্দি, বিমান ও নৌজাহাজ ছিনতাই বা বোমা বিস্ফোরণ প্রভৃতির যে কোনটির মাধ্যমে হোক না কেন। এছাড়া রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধন ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য সংঘটিত যেসব কাজ ভীতিকর অবস্থা ও পরিবেশ, নৈরাজ্য, বিশৃঙ্খলা ও অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে (তাও সন্ত্রাস)।”[১৪]

৫. Encyclopaedia Britannica তে সন্ত্রাস- এর সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

Terrorism the systematic use of violence to create a general climate of fear in a population and thereby to bring about a particular political objective.

---

১৩. প্রফেসর ফাহাদ ইবনে ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫।

১৪. ড. আব্দুর রহমান ইবনে মু‘আল্লা আল- লুয়াইহিম, আল- ইরহাব ওয়ান গুলু (রিয়াদঃ জামি‘আ আল- ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সাউদ আল- ইসলামিয়া, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

"একটি বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জনগণের মাঝে ত্রাস সৃষ্টি করার সংগঠিত পন্থাই হচ্ছে সন্ত্রাসবাদ।"[১৫]

৬. মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা FBI সন্ত্রাসকে সংজ্ঞায়িত করেছে এভাবে-

The unlawful use of force and violence againest persons of property to intimidate or coerce a government, the civilian population, or any segment thereof, in furtherance of political of social objectives.

"সামাজিক বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষে কোন সরকার, বেসরকারি জনগণ বা অন্য যে কোন অংশকে ভীতি প্রদর্শন বা দমনের জন্য ব্যক্তিবর্গ বা সম্পদের উপর অবৈধ শক্তি প্রয়োগ বা সহিংস ব্যবহারকে সন্ত্রাস বলা হয়।"[১৬]

যে কর্মকাণ্ড সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি, জান-মালের ক্ষতিসাধন, দেশ ও সমাজে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি, শান্তি ও নিরাপত্তা ক্ষুণ্ন, স্থাপনা ও স্থাপত্য ধ্বংস এবং সর্বস্তরের নাগরিকদের আতঙ্কিত করে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে হুমকির সম্মুখীন করে তাকে বলা হয় সন্ত্রাস। মোটকথা যে কর্মকাণ্ড জনগণের মাঝে ভয়-ভীতি ও আতঙ্কের সৃষ্টি করে এবং জান-মালের ক্ষতিসাধন করে তাই সন্ত্রাস। সন্ত্রাস-এর সজ্ঞায় আরো বলা হয়েছে,

حمل الانسان على فعل او على امتناع عن فعل بغير رضاء بغير حق.

"অন্যায়ভাবে জোরপূর্বক কোন ব্যক্তিবিশেষকে তার ইচ্ছা-বহির্ভূত কোন কাজ করতে অথবা না করতে বাধ্য করাকে সন্ত্রাস বলে।"[১৭]

ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে মানুষের দীন, জীবন, মান-সম্মান, বুদ্ধিমত্তা, সম্পদ এসব মৌলিক বিষয়সহ কারো ব্যক্তিগত বা রাষ্ট্রীয় সম্পদ ধ্বংস করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সৌদিভিত্তিক উচ্চতর ওলামা পরিষদের এক ফতোয়ায় বলা হয়েছে,

---

১৫. Encyclopedia Britannica , Special Edition for Souith Asia 2005, Volume- 09, p. 223

১৬. www.fbi.gov /stats/ Terrorism.- 2002 – 2005.

১৭ . ড. মুহাম্মাদ রাওয়ান ও ড. হামেদ সাদেক, *মু'জামু লুগাতিল-ফুকাহা* (করাচী : তাবি), পৃ. ৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

مَنْ ثبت بالشرع أنه قام بعمل من أعمال التخريب والإفساد فى الأرض التى تزعزع الأمن- بالاعتداء على النفس والممتلكات الخاصة أو العامه او المساكن أو المساجد أو المدارس أو المستشفيات والمصانع والجسور ومخازن الأسلحة والمياه والموارد العامة بيت المال كأنابيب البترول، ونسف الطائرات أو خطفها ونحو ذلك فإن عقوبته القتل.

"শারঈ দৃষ্টিকোণ থেকে যদি প্রমাণিত হয় যে, কেউ কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা এবং ব্যক্তিগত বা সরকারী সম্পত্তি যেমন বাসস্থান, মসজিদ, মাদরাসা, মেডিক্যাল, কারখানা, ব্রিজ, কালভার্ট, অস্ত্রাগার, পানি সংরক্ষণাগার, বাইতুলমালের আয়ের উৎস যেমন পেট্রোলের পাইপ, বিমান ধ্বংস করা বা ছিনতাই করা ইত্যাকার নাশকতামূলক ও শান্তি বিঘ্নকারী সন্ত্রাসমূলক কোন কাজ করেছে, তবে তার শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড।"[১৮]

ইসলামী আইনের প্রধান উৎস আল-কুরআনুল কারীমে সন্ত্রাস প্রসঙ্গ দুইভাবে এসেছে: শাব্দিক অর্থে ও পারিভাষিক অর্থে। সন্ত্রাস এর আরবী প্রতিশব্দ 'ইরহাব' (إرهاب) কে ভিত্তি ধরে শাব্দিক অর্থ হলো-

প্রথমত: আল্লাহকে ভয় করা অর্থে এর শব্দমূলের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। যেমন : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُّوْسى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِيْ نُسْخَتِهَا هُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُوْنَ.

"মূসার ক্রোধ যখন প্রশমিত হল তখন সে ফলকগুলো তুলে নিল। যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের জন্য তাতে যা লিখিত ছিল তার মধ্যে ছিল পথনির্দেশ ও রহমত।"[১৯]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوْا بِعَهْدِيْ أُوْفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ.

---

১৮. মুহাম্মাদ ইবন হোসাইন ইবন সাঈদ আল-সুফরান আল-কাহতানী সংকলিত ও ড. সালেহ ইবন ফাওয়ান আল-ফাওয়ান সম্পাদিত, *ফাতওয়া আল-আইম্মাহ ফিন-নাওয়াযিল আল-মুদলাহিম্মাহ* (রিয়াদ : সৌদীআরব, ১৪২৪হি.),পৃ. ১৪।

১৯. আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ১৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

“হে বনী ইসরাঈল! তোমরা আমার সেই অনুগ্রহকে স্মরণ কর যা দ্বারা আমি তোমাদেরকে অনুগৃহীত করেছি এবং আমার সঙ্গে তোমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ কর, আমিও তোমাদের সঙ্গে আমার অঙ্গীকার পূর্ণ করব এবং তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর।”[২০]

আল্লাহ তা‘আলা অপর এক আয়াতে উল্লেখ করেন-

وَقَالَ اللهُ لاَ تَتَّخِذُوْا إِلٰـهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ.

“আর আল্লাহ বললেন, তোমরা দুই ইলাহ গ্রহণ কর না; তিনিই তো একমাত্র ইলাহ্। সুতরাং আমাকেই ভয় কর।”[২১]

দ্বিতীয়ত: মানুষকে ভয় দেখানোর বা সন্ত্রস্ত করা অর্থেও ইরহাব (إرهاب) শব্দের সরাসরি ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন-

وَأَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِه عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ لاَ تَعْلَمُوْنَهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمْ.

“তোমরা তাদের মোকাবেলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ব-বাহিনী প্রস্তুত রাখবে, এর দ্বারা তোমরা সন্ত্রস্ত্র করবে আল্লাহ্‌র শত্রুকে, তোমাদের শত্রুকে এবং এছাড়া অন্যদেরকে যাদেরকে তোমরা জান না, আল্লাহ জানেন।”[২২]

সামান্য পরিবর্তিত গঠনে শব্দটি ব্যবহার করে আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র বলেন,

قَالَ أَلْقُوْا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوْا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ وَجَاءُوْا بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ.

২০. আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ৪০।

২১. আল-কুরআন, সূরা আন-নাহল, আয়াত : ৫১।

২২. আল- কুরআন, সূরা আল-আনফাল, আয়াত : ৬০।

Dhaka University Institutional Repository

"সে (মূসা) বলল,'তোমরাই নিক্ষেপ কর', যখন তারা (যাদুকররা রজ্জু ও লাঠি) নিক্ষেপ করল তখন তারা লোকের চোখে জাদু করল, তাদেরকে আতঙ্কিত করল এবং তারা এক রকমের জাদু দেখাল।"[২৩]

প্রচলিত অর্থে সন্ত্রাস বলতে যা বুঝায় তা প্রকাশের জন্য ইরহাব (إرهاب) শব্দের ব্যবহার কুরআনে বিদ্যমান নেই। সন্ত্রাস বা সন্ত্রাসী কার্যক্রম বোঝানোর জন্য কুরআনে 'ফিতনাহ' (فتنة) এবং 'ফাসাদ' (فساد) শব্দদ্বয়ের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। এ প্রসঙ্গে সীরাত বিষয়ক উর্দু বিশ্বকোষ 'নুকূশ' (نقوش)-এর বর্ণনা নিম্নরূপ; "পবিত্র কুরআন গভীরভাবে অধ্যয়ন ও গবেষণা করলে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, মানুষের জান-মাল, ইজ্জত-আব্রু, ঈমান, কায়-কারবার ইত্যাদি যার কারণে হুমকি ও বিপর্যয়ের মুখে পতিত হয় তা-ই হলো 'ফিতনা' এবং যার কারণে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয় তা-ই 'ফাসাদ'।"[২৪]

আল-কুরআনে 'ফিতনা' শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেসব আয়াতে 'ফিতনা' শব্দটি সন্ত্রাসের কাছাকাছি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এর কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো।

১. আল্লাহকে অস্বীকার করা, তাঁর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করা, ইবাদতে বাধা প্রদান ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা ফিতনার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِه وَالمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِه مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ وَالفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوْا وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ

---

২৩. আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত : ১১৬।

২৪. মোঃ মুখলেসুর রহমান, সন্ত্রাস নয়, শান্তি ও মহানুভবতার ধর্ম ইসলাম (ঢাকা: এন আরবী গ্রুপ, ২০১১ খ্রি.), পৃ. ১৫।

Dhaka University Institutional Repository

فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَـئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ
وَأُولَـئِكَ أَصْحَابُ النَّار هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ.

"পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকে তোমাকে জিজ্ঞেস করে। বল, তাতে যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়। কিন্তু আল্লাহ্‌র পথে বাধাদান করা, আল্লাহকে অস্বীকার করা, মসজিদুল হারামে (প্রবেশে) বাধা দেয়া এবং এর বাসিন্দাকে সেখান থেকে বহিষ্কার করা আল্লাহ্‌র নিকট তদপেক্ষা অধিক অন্যায়; ফিতনা (দাঙ্গা, বিশৃঙ্খলা, নির্যাতন) নরহত্যা অপেক্ষা গুরুতর অন্যায়। তারা সর্বদা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যে পর্যন্ত তোমাদেরকে তোমাদের দীন হতে বিচ্যুত না করতে পারে, যদি তারা সক্ষম হয়। তোমাদের মধ্যে যে কেউ দীন থেকে বিচ্যুত হয় এবং কাফিররূপে মারা যায়, ইহকাল ও পরকালে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। এরাই দোযখবাসী, সেথায় তারা স্থায়ী হবে।"[২৫]

২. দুর্বলকে অত্যাচার করা, তাদের ন্যায্য অধিকার হরণ করা, তাদের ঘর-বাড়ি জবরদখল করা এবং তাদের বিভিন্ন পন্থায় কষ্ট দেয়াও ফিতনার আওতাভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ عَمِلُوْا السُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَأَصْلَحُوْا
إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

"যারা অজ্ঞতাবশত মন্দ কর্ম করে, তার পরে তওবা করলে ও নিজেদেরকে সংশোধন করলে তাদের জন্য তোমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[২৬]

৩. জবরদস্তিমূলকভাবে সত্যকে দমন করা এবং সত্যগ্রহণ থেকে মানুষকে বাধা দেয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

২৫. আল- কুরআন, সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ২১৭।
২৬. আল- কুরআন, সূরা আন-নাহল, আয়াত : ১১৯।

Dhaka University Institutional Repository

فَمَا آمَنَ لِمُوْسى إِلاَّ ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِه عَلى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَّفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الأَرْضِ وَإِنَّه لَمِنَ الْمُسْرِفِيْنَ.

"ফির'আওন ও তার পারিষদবর্গ নির্যাতন করবে এই আশঙ্কায় তার (মূসার) সম্প্রদায়ের এক দল ব্যতীত আর কে। তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি। দেশে তো ফির'আওন পরাক্রমশালী ছিল এবং সে ছিল সীমালঙ্ঘনকরীদের অন্তর্ভুক্ত।"[২৭]

৪. মানুষকে বিভ্রান্ত করা, বিপথে চালিত করা এবং সত্যের বিরুদ্ধে প্রতারণা, ধোঁকা, বিশ্বাসঘাতকতা ও বলপ্রয়োগের চেষ্টা করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِنْ كَادُوْا لَيَفْتِنُوْنَكَ عَنِ الَّذِيْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَه وَإِذاً لَّاتَّخَذُوْكَ خَلِيْلاً.

"আমি তোমার প্রতি যে ওহী পাঠিয়েছি তা হতে তারা তোমার পদস্খলন ঘটানোর চেষ্টা প্রায় চূড়ান্ত করেছিল যাতে তুমি আমার সম্বন্ধে তার বিপরীত মিথ্যা উদ্ভাবন কর; তবেই তারা অবশ্যই তোমাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত।"[২৮]

৫. ঈমানদারগণকে বিপদে ফেলা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ.

"যারা ঈমানদার নর-নারীদেরকে বিপদাপন্ন করেছে এবং পরে তাওবা করেনি তাদের জন্য আছে জাহান্নামের শাস্তি, আছে দহন যন্ত্রণা।"[২৯]

---

২৭. আল- কুরআন, সূরা ইউনুস, আয়াত : ৮৩।

২৮. আল- কুরআন, সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত : ৭৩।

২৯. আল- কুরআন, সূরা আল-বুরূজ, আয়াত : ১০।

Dhaka University Institutional Repository

৬. অসত্যের প্রতিষ্ঠা, অসৎ ও অবৈধ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যুদ্ধ, নরহত্যা ও রক্তপাত করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوْا بِهَا إِلَّا يَسِيْراً.

"যদি বিভিন্ন দিক থেকে তাদের বিরুদ্ধে শত্রুদের প্রবেশ ঘটতো, অতঃপর তাদেরকে বিদ্রোহের জন্য প্ররোচিত করা হতো, তবে তারা অবশ্য তাই করতো, তারা এতে কালবিলম্ব করতো না।"[৩০]

আল-কুরআনুল কারীমে 'ফাসাদ' শব্দটি বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেসব আয়াতে শব্দটি সন্ত্রাসের কাছাকাছি অর্থে ব্যবহৃত করা হয়েছে তার কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো।

১. অন্যায় শাসন ও নরহত্যা, দুর্বলদের প্রতি অবিচার ও সম্পদ লুটপাট করা। আল-কুরআনে আল্লাহ ফির'আওনকে 'ফাসাদ' সৃষ্টিকারী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, কারণ সে তার প্রজাদের মাঝে শ্রেণিগত ও বর্ণগত পার্থক্য সৃষ্টি করতো এবং স্বৈরাচারী শাসন চালাতো, দুর্বলদের ও বিরোধীদের অন্যায়ভাবে হত্যা করতো এবং তাদের সম্পদ লুট করতো। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً يَّسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِيْ نِسَاءَهُمْ إِنَّه كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ.

---

৩০. আল- কুরআন সূরা আল-আহযাব, আয়াত : ১৪।

Dhaka University Institutional Repository

"ফির'আওন দেশে পরাক্রমশালী হয়েছিল এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে তাদের একটি শ্রেণীকে সে হীনবল করেছিল, তাদের পুত্রদেরকে হত্যা করতো এবং নারীদেরকে জীবিত থাকতে দিতো। সেতো ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী।"[৩১]

২. ন্যায়ানুগ পন্থার বিপরীতে বিকৃত পথে জীবন যাপন করা। প্রাচীনকালের 'আদ, সামূদ, লূত, মাদয়ানবাসীসহ বিভিন্ন জাতিকে আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ফাসাদকারী হিসেবে গণ্য করেছেন। কারণ তারা সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠভাবে জীবনযাপনের পরিবর্তে বিকৃত পথে জীবন যাপন করেছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

الَّذِيْنَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ. فَأَكْثَرُوْا فِيْهَا الْفَسَادَ.

"যারা দেশে সীমালঙ্ঘন করেছিল এবং সেখানে অশান্তি বৃদ্ধি করেছিল।"[৩২]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُوْنَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُوْنَ السَّبِيْلَ وَتَأْتُوْنَ فِيْ نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِه إِلَّا أَنْ قَالُوْا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ.

"তোমরাই তো পুরুষে উদগত হও, তোমরাই তো রাহাজানি কর এবং তোমরাই তো নিজেদের মজলিসে প্রকাশ্যে ঘৃণ্য কাজ কর। উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু এই বলল, আমাদের উপর আল্লাহ্‌র শাস্তি আনয়ন কর- যদি তুমি সত্যবাদী হও।"[৩৩]

৩. আগ্রাসনের ফলে সৃষ্ট বিপর্যয়। সাম্রাজ্যবাদীদের আগ্রাসনের ফলে যে বিপর্যয় সৃষ্টি হয় তাও ফাসাদ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

৩১. আল- কুরআন, সূরা আল-কাসাস, আয়াত : ৪।
৩২. আল- কুরআন, সূরা আল-ফাজর, আয়াত : ১১ - ১২
৩৩. আল- কুরআন, সূরা আল-'আনকাবূত, আয়াত : ২৯।

Dhaka University Institutional Repository

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوْكَ إِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً أَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ.

"সে (সাবার রাণী) বললো, রাজা-বাদশাহগণ যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে তখন একে বিপর্যস্ত করে এবং সেখানকার মর্যাদাবান ব্যক্তিদের অপদস্ত করে। এরাও এরূপই করবে।"[৩৪]

অন্য স্থানে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَكَانَ فِي الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُّفْسِدُوْنَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ.

"আর সেই শহরে ছিল এমন নয় ব্যক্তি, যারা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করতো এবং সৎকর্ম করত না।"[৩৫]

৪. জুলুম, অবিচার ও লুটতরাজ সংঘটনে কাজে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার করা। যে ধরনের শাসন ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় প্রশাসনিক ক্ষমতাকে মহৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহারের পরিবর্তে জুলুম, অবিচার ও লুটতরাজ সংঘটনে ব্যবহৃত হয় তাকে আল-কুরআন 'ফাসাদ' নামে অভিহিত করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ.

"যখন সে প্রস্থান করে তখন সে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টির এবং শস্যক্ষেত্র ও জীবজন্তু নিপাতের চেষ্টা করে। আর আল্লাহ অশান্তি সৃষ্টি করা পছন্দ করেন না।"[৩৬]

---

৩৪. আল- কুরআন, সূরা আন-নমল, আয়াত : ৩৪।
৩৫. আল- কুরআন, সূরা আন-নমল, আয়াত : ৪৮।
৩৬. আল- কুরআন, সূরা আল- বাকারা, আয়াত : ২০৫।

Dhaka University Institutional Repository

৫. সন্ত্রাসের মাধ্যমে যারা সমাজে অশান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টা চালায় আল-কুরআন তাদেরকে চরম ক্ষতিগ্রস্ত আখ্যায়িত করেছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهِ وَيَقْطَعُوْنَ مَا أَمَرَ اللهُ بِه أَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِي الْأَرْضِ أُولَـئِكَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ.

“যারা আল্লাহ্‌র সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং দুনিয়ায় অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।”[৩৭]

৬. অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করা সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করার শামিল। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنَا عَلى بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ أَنَّه مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعاً وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيْراً مِّنْهُمْ بَعْدَ ذلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ.

“আমি এ কারণেই বনী ইসরাঈলের প্রতি এই বিধান দিলাম যে, নরহত্যা অথবা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্য করার কারণ ব্যতীত কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষকেই হত্যা করল। আর কেউ কারও প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষকেই রক্ষা করল। তাদের নিকট তো আমার রাসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণ এনেছিল; কিন্তু এর পরও তাদের অনেকে দুনিয়ায় সীমালঙ্ঘনকারীই রয়ে গেল।”[৩৮]

৭. পৃথিবীতে সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীদের শাস্তি ও পরিণতি প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

---

৩৭. আল- কুরআন, সূরা আল- বাকারা, আয়াত : ২৭।

৩৮. আল- কুরআন, সূরা আল- মায়িদা, আয়াত : ৩২।

Dhaka University Institutional Repository

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَه وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُّقَتَّلُوْا أَوْ يُصَلَّبُوْا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ.

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বা বিদ্রোহ করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায় তাদের শাস্তি এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক হতে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। দুনিয়ায় এটাই তাদের লাঞ্ছনা একং পরকালে তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।"[৩৯]

আলী ইব্নে আবী তালহা (র) থেকে বর্ণিত,

أَنْ يُّقَتَّلُوْا أَوْ يُصَلَّبُوْا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ

"তাদের হত্যা করা হবে, শূলে বিদ্ধ করা হবে। অথবা হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলা হবে, অথবা নির্বাসিত করা হব" শীর্ষক আয়াতাংশ সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন,

من شهر السلاح فى قبة الاسلام. وأخاف السبيل. ثم ظفربه وقدر عليه. فإمام المسلمين فيه بالخيار: إن شاء قتله. وإن شاء صلبه. وإن شاء قطع يده ورجله.

৩৯. আল- কুরআন, সূরা আল- মায়িদা, আয়াত : ৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

"মুসলমানদের দেশে যে লোক অস্ত্র ধারণ করে এবং চলার পথে লোকদেরকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে, এমন লোককে গ্রেপ্তার করার পর মুসলিম শাসকের অধিকার রয়েছে যে, হয় সে ঐ লোককে গর্দান কেটে হত্যা করবে অথবা শূলে চড়াবে অথবা তার হাত ও পা কেটে ফেলবে।"[৪০]

উল্লিখিত আয়াতের একাংশে বলা হয়েছে,

ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

"এটা তো দুনিয়ায় তাদের জন্য ভীষণ অপমান, আর আখিরাতেও তাদের জন্য ভীষণ শাস্তি রয়েছে।"

অর্থাৎ তাকে হত্যা করা অথবা শূলে চড়ানো কিংবা বিপরীত দিক থেকে তার হাত-পা কেটে ফেলা, দেশ থেকে বহিষ্কার করা (অথবা কারাগারে আবদ্ধ করা) ইত্যাদি যে বিধান রয়েছে তাতো শুধু পৃথিবীতে মানবতার বিরুদ্ধে অন্যায় অপরাধ করার জন্য সাময়িক শাস্তি, পরকালে তার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে আরও কঠোর আযাব।

শরী'আতী আইন ব্যবস্থার দ্বিতীয় উৎস আল- হাদীসে সন্ত্রাস শব্দটি সরাসরি ব্যবহৃত না হলেও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন দিক বোঝাতে বেশ কিছু পরিভাষার ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। সেসব পরিভাষার অন্যতম হলো, আল-কাতলু (القتل) বা নরহত্যা; আয-যুলম (الظلم) বা অত্যাচার; আত-তারভী'; (الترويع) বা ভয় প্রদর্শন; হামলস সিলাহ্ (حمل السلاح) বা অস্ত্র বহন করা; আল-ইশারাতু বিস-সিলাহ (الإشارة بالسلاح) বা অস্ত্র দ্বারা ইঙ্গিত করা ইত্যাদি।

---

৪০. ইব্ন কাছীর, হাফিজ ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল, তাফসীরুল কুরআনিল 'আজীম (বৈরূত: দারুল ফিকরিল 'ইলমিয়্যাহ, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ২৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

তবে এসব পরিভাষা ছাড়াও বিভিন্ন প্রেক্ষিতে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে সন্ত্রাসীদের কর্মকাণ্ডকে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সন্ত্রাস প্রসঙ্গ বোঝাতে যেসব হাদীস উল্লেখিত হয়েছে তার কয়েকটি নিম্নে উদাহরণ হিসেবে পেশ করা হলো।

১. একে অপরের প্রতি অত্যাচার করা নিষিদ্ধ। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা) হাদীসে কুদসীতে[৪১] বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا عِبَادِيْ إِنِّيْ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلى نَفْسِيْ فَجَعَلْتُه بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُوْا.

"হে আমার বান্দাগণ! আমি আমার নিজের প্রতি অত্যাচার করা হারাম করেছি এবং তা তোমাদের প্রতিও হারাম করেছি । সুতরাং তোমরা পরস্পরকে অত্যাচার কর না।"[৪২]

২. স্বাভাবিকভাবে মানুষের জীবন, সম্পদ ও সম্মানহানি করা পরস্পরের জন্য হারাম। রাসূলুল্লাহ (সা) বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে বলেন,

وان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا.

"তোমাদের জীবন, তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সম্মানে হস্তক্ষেপ করা পরস্পরের জন্য ঐরূপ হারাম যেরূপ হারাম (সম্মানিত) তোমাদের এই শহর, তোমাদের এই মাস এবং তোমাদের এই দিন।"[৪৩]

---

৪১. যে হাদীসের বক্তব্য আল্লাহর কিন্তু তা রাসুলুল্লাহ (সা)-এর ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে তাকে হাদীসে কুদসী বলে।

৪২. ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম (বৈরূত: দারু ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবী, তাবি), খ. ৪, পৃ. ১৯৯৪।

৪৩. সহীহ বুখারী, (বৈরূতঃ দারু ইবনু কাছীর, ১৯৮৭ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

৩. কোন মুসলমানকে আতঙ্কিত করা নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا.

"এক মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানকে আতঙ্কিত বা সন্ত্রস্ত করা বৈধ নয়।"[৪৪]

৪. কোনো মুসলমানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণকারী ব্যক্তি মুসলিম উম্মাহর সদস্য নয়। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا.

"যে ব্যক্তি আমাদের (মুসলমানের) বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।"[৪৫]

৫. কোন মুসলমানকে যে কোন অস্ত্র দ্বারা হুমকি দেয়া নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

لا يُشِيرُ أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان يَنزِع في يده فيقع في حُفّرة من النار.

"তোমাদের কেউ যেন তার মুসলমান ভাইয়ের প্রতি অস্ত্র দ্বারা ইঙ্গিত না করে। কেননা হতে পারে তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও শয়তান তার হাতের অস্ত্রের স্খলন ঘটিয়ে হতাহতের ঘটনা ঘটাবে; অতঃপর সে এ অপরাধের কারণে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।"[৪৬]

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى هعديَ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ.

---

৪৪. ইমাম আবু দাউদ, আস-সুনান (বৈরূতঃ দারুল কিতাব আল- আরাবিয়্যা, তাবি), পৃ. ৪৫৮।

৪৫. সহীহ বুখারী, বুখারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫২০।

৪৬. সহীহ বুখারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯২।

Dhaka University Institutional Repository

"কোন ব্যক্তি যদি লৌহাস্ত্র দ্বারা তার ভাইয়ের প্রতি ইশারা করে তবে তা থেকে বিরত না হওয়া পর্যন্ত ফিরিশতাগণ তাকে অভিশাপ দিতে থাকেন যদিও হুমকি প্রদানকৃত ব্যক্তি তার সহোদর ভাইও হয়।"[৪৭]

৬. আত্মঘাতি হামলার মাধ্যমে আত্মহত্যা করাও হারাম। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"যে ব্যক্তি পৃথিবীতে যে বস্তু দ্বারা আত্মহত্যা করবে কিয়ামতের দিন তাকে সেই বস্তু দ্বারাই শাস্তি দেয়া হবে।"[৪৮]

রাসূলুল্লাহ (সা) আরো বলেন,

الَّذِي يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ وَالَّذِي يَطْعُنُهَا يَطْعُنُهَا فِي النَّارِ.

"যে ব্যক্তি নিজেকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করবে তাকে জাহান্নামে অনুরূপভাবে শাস্তি দেয়া হবে। যে ব্যক্তি নিজেকে আঘাত করে আত্মহত্যা করবে তাকেও জাহান্নামে অনুরূপভাবে আঘাত করা হবে।"[৪৯]

৭. শুধু মুসলিম ব্যক্তিকে নয়, কোনো অমুসলিম নাগরিককেও হত্যা করা নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرُحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا.

৪৭. ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৪৭।
৪৮. সহীহ বুখারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৪৭।
৪৯. সহীহ বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

"যে ব্যক্তি মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করবে সে জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না। অথচ চল্লিশ বছরের পথের দূরত্ব থেকেই তার সুগন্ধ পাওয়া যাবে।"[৫০]

৮. সন্ত্রাসীর অন্তরে দয়া-মায়া থাকে না, তাই সে হতভাগা। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

لا تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إلا مِن شَقيٍّ.

"একমাত্র হতভাগার কাছ থেকেই দয়া-মায়া ছিনিয়ে নেয়া হয়।"[৫১]

৯. ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করা গুরুতর গুনাহ যা আল্লাহ মাফ করবেন না। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

كُلُّ ذَنب عسى الله أن يغفرَه، إلا مَن ماتَ مُشْركا، أو مُؤمِن قَتَلَ مؤمنا متعمدا.

"আল্লাহ্র সাথে অংশী স্থাপনকারী ও ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যার গুনাহ ব্যতীত অন্য যে কোন গুনাহকে আশা করা যায় আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন।"[৫২]

১০.অন্যায়ভাবে মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যাকারীর কোনো ইবাদত কবুল করা হবে না। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا فَاعْتَبَطَ بِقَتْلِهِ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلا عَدْلًا.

"যে ব্যক্তি কোন মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যা করল এবং তার হত্যাকাণ্ডে উল্লসিত হল আল্লাহ তার কোন নফল ও ফরয ইবাদত কবুল করবেন না।"[৫৩]

---

৫০. ইমাম বুখারী, সহীহ আল- বুখারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫৫।
৫১. ইমাম আবু দাউদ, আস-সুনান, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৪১।
৫২. ইমাম আবু দাউদ, আস-সুনান, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৬৭।
৫৩. ইমাম আবু দাউদ, আস-সুনান, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

১১.নিষিদ্ধ পন্থায় অপরের রক্তপাত ঘটানো মু'মিনকে উচ্চ মর্যাদা থেকে স্খলিত করে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ مُعْنِقًا صَالِحًا مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا فَإِذَا أَصَابَ دَمًا حَرَامًا بَلَّحَ.

"মু'মিন ব্যক্তি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন থাকবে-যাবৎ হারাম পন্থায় অন্যের রক্তপাত না ঘটাবে। যখনই সে অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করবে তখন সে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়বে।"[৫৪]

১২.কোন মুসলিমানকে হত্যা করা দুনিয়া ধ্বংস হওয়া থেকেও গুরুতর। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم.

"আল্লাহ্‌র নিকট সারা দুনিয়া ধ্বংস হওয়ার চেয়েও গুরুতর হচ্ছে কোন মুসলিম ব্যক্তিকে হত্যা করা।"[৫৫]

১৩. নিরাপত্তা প্রদানকৃত যে কোন ধর্মাবলম্বীকে হত্যাকারীর সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

من ائتمنه رجل على دمه فقتله فأنا منه بريء ، وإن كان المقتول كافرا.

"যে ব্যক্তি নিরাপত্তা প্রদানকৃত ব্যক্তিকে হত্যা করে আমার সাথে ঐ হত্যাকারীর কোনো সম্পর্ক থাকবে না, যদিও নিহত ব্যক্তি কাফির হয়।"[৫৬]

---

৫৪. ইমাম আবু দাউদ, আস-সুনান, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৬৭।

৫৫. ইমাম তিরমিযী, আস-সুনান (বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৯৮৩খ্রি.) খ. ২, পৃ. ৪২৬।

৫৬. ইমাম আত-তাবারানী, আল-মু'জামুস সগীর (বৈরূতঃ আল- মাকবাতুল ইসলামী, ১৯৮৫ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

এভাবেই মহানবী (সা) সর্বপ্রথম বিশ্ববাসীকে সন্ত্রাসমুক্ত বিশ্ব উপহার দিতে গিয়ে সাম্য, মৈত্রী, শান্তি-শৃঙ্খলা এবং নিরাপত্তার বাণী শুনিয়েছেন। তাঁর চাচা আবূ তালিব ইসলাম গ্রহণ করেন নি, কিন্তু মহানবী (সা) সব সময় তাঁর সাথে পরম সদ্ভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করেছেন। তিনি বিধর্মী য়াহুদী মেহমানের মলমূত্র নিজ হাতে পরিষ্কার করেছেন। য়াহুদী ও খ্রিষ্টানের পানাহারের দাওয়াত গ্রহণ করেছেন। অনেক সময় তাঁর কোমল ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে বিধর্মীরা ইসলাম গ্রহণ করেছে। খন্দকের যুদ্ধে পরিখা খননকালে সাহাবীদের সাথে তিনি মাটি কেটেছেন এবং মাটির বোঝা মাথায় তুলে নিয়েছেন। আবু মাস'উদ আল-আনসারী (রা) বলেন, আমি আমার এক দাসকে প্রহার করছিলাম। এমন সময় আমার পেছন থেকে একটি শব্দ শুনতে পেলাম,

اعلم ابا مسعود الله اقدر عليك منك عليه فالتفت فاذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله فقال اما لو لم تفعل للفحتقك النار او لمستك النار.

"হে আবু মাস'উদ! জেনে রাখো, আল্লাহ তোমার উপর এর চেয়ে বেশি ক্ষমতাবান যতটুকু তুমি তার উপর ক্ষমতাবান। আমি হঠাৎ পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! সে আল্লাহ্র জন্য মুক্ত ও স্বাধীন। এরপর তিনি (সা) বললেন, তুমি যদি তাকে মুক্ত করে না দিতে তাহলে দোযখের আগুন তোমাকে গ্রাস করত অথবা দোযখ তোমাকে অবশ্যই স্পর্শ করত।"[৫৭]

মহানবী (সা) শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রেরিত সৈনিকদের উদ্দেশ্যে বলতেন,

اغزوا باسم الله وفى سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا.

৫৭. ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল আয়মান, বাব: সুহবাতুল মামালিক (দারুল মা'রিফা, বৈরূত, লেবানন, ২০০৩ খ্রি. / ১৪২৩ হি.), খ. ১১, পৃ. ১৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

"যুদ্ধ কর আল্লাহ্‌র নামে, আল্লাহ্‌র পথে, লড়াই কর তাদের বিরুদ্ধে যারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কুফ্‌রী করেছে। যুদ্ধ চালিয়ে যাও, তবে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, গনিমাতের মাল আত্মসাৎ করবে না, লাশ বিকৃত করবে না, চুক্তি ভঙ্গ করবে না এবং শিশুদেরকে হত্যা করবে না।" [৫৮]

তিনি আরও বলতেন,

ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة.

"সাবধান! যে ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তির ওপর যুলম করবে অথবা তার প্রাপ্য কম দিবে অথবা তার সামর্থ্যের বাইরে তাকে কোন কাজ করতে বাধ্য করবে অথবা তার অমতে ও আন্তরিক সন্তুষ্টি ব্যতীত তার নিকট থেকে কিছু আদায় করবে, কিয়ামতের দিন আমি তার বিপক্ষে বাদী হবো।"[৫৯]

কুরআন-হাদীসের উপরোক্ত বক্তব্য থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে কারো বিরুদ্ধে রক্তপাত ইসলামে সমর্থনযোগ্য নয়।

পরিচ্ছেদঃ ২

সন্ত্রাসবাদের উৎপত্তি ও বিকাশ

ইসলাম শান্তি, নিরাপত্তা ও কল্যাণকামিতার ধর্ম। ইসলাম কখনো সন্ত্রাস ও উগ্রতাকে প্রশ্রয় দেয় না এবং লালনও করে না। এটি বিকৃতমনা কিছু মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত ধারণাসঞ্জাত চরমপন্থা, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলিম জনগোষ্ঠীকে বিপথগামী করে ধ্বংস করা। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে সর্বযুগে, সর্বকালে ও সকল ধর্মে সন্ত্রাস এবং উগ্রবাদের কিছু নমুনা পরিলক্ষিত হয়। স্বতন্ত্র পন্থা ও মতাদর্শরূপে সর্বপ্রথম ১৯৭০ এর দশকে আমেরিকা ও

---

৫৮. *আবু দাউদ*, আস-সুনান, কিতাবুল জিহাদ, বাবঃ ফী দু'আইল মুশরিকীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১৬।
৫৯. *আবু দাউদ*, আস-সুনান, কিতাবুল খারাজ ওয়াল-ফায় ওয়াল-ইমারা, বাবঃ ফি তা'শীরি আহলিয যিম্মাহ ..., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫২।

Dhaka University Institutional Repository

ইউরোপের বিভিন্ন ভূখণ্ডে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সংঘটিত হতে দেখা যায়। ১৯৮০-১৯৯০ সালের দিকে পশ্চিম ইউরোপের কিছু দেশে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ব্যাপক আকার ধারণ করে। এ সময়ে ২৩৭৯টি সন্ত্রাসী ঘটনা অনুষ্ঠিত হয়, যা ছিল সারা বিশ্বের সন্ত্রাসী ঘটনার ৩৬.৭৫ শতাংশ। শীর্ষস্থানীয় আন্তর্জাতিক শক্তি মুসলিম দেশগুলোর উপর আধিপত্য বিস্তারের কারণে মধ্যপ্রাচ্যসহ মুসলিম দেশসমূহে চরমপন্থী গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে। বাইরের ইন্ধনে এরা ও ইসলামের প্রতি অতি উৎসাহী এবং আবেগপ্রবণ হয়ে জিহাদের নামে বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে।[৬০]

এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশেও চরমপন্থী গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছে । উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ইসলাম প্রচারের নামে একটি গোষ্ঠী ২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট দেশব্যাপী বোমা হামলা চালায়। ৩ অক্টোবর বিভিন্ন আদালতে বোমা হামলা করে এবং একই সালের ১৪ ও ২৯ নভেম্বর ও ৮ ডিসেম্বর তারিখে ঝালকাঠি, গাজীপুর, চট্টগ্রাম ও নেত্রকোনায় বোমা হামলা করে নিরাপরাধ বিচারক, আইনজীবী ও সাধারণ লোকদেরকে হত্যা করে। আর এ ধরনের হত্যাকাণ্ড ঘটাতে গিয়ে মারা গেলে নিজেদের শহীদ বলে দাবি করে।[৬১]

ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পশ্চিম ইউরোপ, রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কনফুসিয় অনুসারীগণ তাদের সমাজে রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন আনার জন্য সন্ত্রাসের পথ বেছে নিয়েছিল। সন্ত্রাসের অংশ হিসেবে তারা তাদের দেশের অনেক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে হত্যাও করে। সমসাময়িক ইতিহাসে ১৯৩৭ সালে প্রথমবারের মত সন্ত্রাসীদের দমন করা হয়েছিল যখন লীগ অব নেশনস্ (League of Nations) সন্ত্রাসীদের মূলোৎপাটনে একটি আইন প্রণয়ন বিষয়ে আলোচনা করে এবং সন্ত্রাসী কার্যকলাপের জন্য শাস্তি প্রদানের কথা চিন্তা করে। ১৯৬৩ সালে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সন্ত্রাস ও এর বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ১২টি বিধিগত পন্থা অনুমোদন করে।

---

৬০. আব্দুল গাফফার শাহপুরী, ইসলাম ও সন্ত্রাসবাদ (ঢাকা: দারুল মাহমুদ, ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ২৩ - ২৯।
৬১. মোঃ ওমর ফারুক, ইসলাম ও সন্ত্রাস (ঢাকা: এ্যকুয়া বুকস, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ১২ - ২৯।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯০ এর দশকে ইসলামী বিশ্বে কতগুলো চরমপন্থী দল মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এগুলোর কোনটি ইসলামের নামে তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। এসব চরমপন্থী আন্দোলনের ফলে জান ও মালের ক্ষতিসাধিত হয়। এসব আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড প্রতিহত করার লক্ষে ১৯৯৯ সালে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (OIC) ব্যাপকভিত্তিক কনভেনশন অনুষ্ঠানের আহ্বান করে। ওআইসি'র এ কনভেনশনে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস দমনের মূলনীতি প্রণীত হয় এবং কিভাবে সন্ত্রাসবাদীদের মোকাবেলা করা যেতে পারে সেই পন্থার সুপারিশ করা হয়। ওআইসি'র প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্যের অনুমোদনের পর ২০০২ সালের নভেম্বর থেকে এ কনভেনশন কার্যকর হয়েছে। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের লোমহর্ষক ঘটনার অমূল্য সম্পদ ও নিরপরাধ গণমানুষের হত্যার বিষয়টিকে ওআইসি জোরালোভাবে নিন্দা করে। ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০০১ এ নিরাপত্তা পরিষদের ১৩৩৭ নং প্রস্তাববলে সন্ত্রাসবাদ বিরোধী একটি কমিটি গঠিত হয়। এ প্রস্তাববলে ১২ দফা পন্থা জাতিসংঘের সদস্যদের সামনে উপস্থাপন করা হয়। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদকে মোকাবেলা করার জন্য বিশ্ব সভার সবাইকে ১২ দফা কর্মপন্থা অনুমোদন ও তাতে স্বাক্ষরের জন্য আহ্বান জানানো হয়।[৬২]

পরিচ্ছেদঃ ৩

সন্ত্রাসের বিভিন্ন রূপ

সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বিভিন্ন রূপে ও প্রকৃতিতে সংঘটিত হয়। যথা-

১. শাসক ও কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করা;

২. আত্মঘাতি হামলা চালানো;

৩. স্থাপনা, কূটনৈতিক এলাকা ও ভবনে বোমা হামলা;

৪. ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সম্পদ লুণ্ঠন করা;

---

৬২. বি.এম. মফিজুর রহমান আল- আযহারী, ইসলামের দৃষ্টিতে সন্ত্রাস (ঢাকা: ইউনিক লাইব্রেরী, ২০০৬ খ্রি.) পৃ. ৮- ২৭।

Dhaka University Institutional Repository

৫. ভিন্ন মতাবলম্বী ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদেরকে হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা;

৬. চিঠিপত্র বা টেলিফোনের মাধ্যমে বা সরাসরি সরকারি ও বেসরকারি পদস্থ ব্যক্তিদের জীবন নাশের হুমকি দেওয়া;

৭. বিভিন্ন এনজিও অফিস, ব্যাংক ও স্বর্ণের দোকান ডাকাতি করা;

৮. বিমানসহ অন্যান্য যানবাহন ছিনতাই করা;

৯. গুপ্তহত্যা পরিচালনা করা; ইত্যাদি।[৬৩]

সন্ত্রাসী অপতৎপরতা বর্তমান বিশ্বের একটি ভয়াবহ সমস্যা। সন্ত্রাস বাংলাদেশের অন্যতম আর্থ-সামাজিক সমস্যা। সন্ত্রাস মানুষের অন্তর্নিহিত দুষ্টবৃত্তির এক কদর্য অভিব্যক্তি। মানুষ আল্লাহ্‌র সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। আল্লাহ তা'আলা তাকে বিভিন্ন সম্মানে ভূষিত করেছেন। তিনি বলেন- وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ آدَمَ "অবশ্যই আমি আদম সন্তানকে মর্যাদাবান করেছি।"[৬৪]

তিনি মানুষকে জ্ঞান-বিবেক, বিচার-বুদ্ধি, সহানুভূতি, মহানুভবতা ও দয়াশীলতাসহ অসংখ্য গুণাবলীর অধিকারী বানিয়েছেন। এতদসত্ত্বেও মানুষ নিজের মাঝে লুকায়িত কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় নানাবিধ অপকর্ম ও গর্হিত কাজে লিপ্ত হয়, এমনকি সে নিজেকে দেশ, সমাজ, বিবেক ও মানবতা বিবর্জিত কাজে জড়িয়ে ফেলে। ফলে তার অনন্য মানবিক মর্যাদাই শুধু ভূলুণ্ঠিত হয় না, সমাজ ও রাষ্ট্রের অস্তিত্বও বহু ক্ষেত্রে বিপন্ন হয়ে পড়ে। এ কারণেই ব্যক্তি ও সমাজকে সন্ত্রাসমুক্ত করার লক্ষে যুগে যুগে ও দেশে দেশে জ্ঞানী-গুণী মণীষী, দার্শনিক, সমাজসংস্কারক ও মহাপুরুষগণ নানা পন্থা ও পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন, এমনকি সন্ত্রাসীর চরিত্র শোধনের জন্যও নানা প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সমাজকে সন্ত্রাসমুক্ত করা সম্ভব হচ্ছে না, বরং সন্ত্রাস দমনের জন্য যতো বেশি পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে সমাজে সন্ত্রাসীর সংখ্যা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই ব্যর্থতা শুধু তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলোর ক্ষেত্রেই নয়, বরং পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলোও চরমভাবে ব্যর্থ।

---

৬৩. ড. হাসান মোহাম্মদ, বাংলার সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন (ঢাকা: রিদম প্রকাশনী সংস্থা, ২০০৪ খ্রি.) পৃ. ১৬ - ৩৩।
৬৪. আল-কুরআন, সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত : ৭০।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ: ৪

সন্ত্রাসের প্রকারভেদ

উদ্দেশ্যগত দিক থেকে সন্ত্রাস মূলত একই প্রকৃতির। স্থান-কাল-পাত্রভেদে সন্ত্রাসকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করা যেতে পারে। নিম্নে সন্ত্রাসের শ্রেণিবিভাজন করা হলো-

(ক) রাজনৈতিক সন্ত্রাস: রাজনৈতিকভাবে ফায়দা হাসিলের জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল অনেক সময় সন্ত্রাসের আশ্রয় নেয়। সহিংস রাজনীতি কখনো কখনো সন্ত্রাসের রূপ ধারণ করে। ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করার জন্য, অথবা ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য রাজনৈতিকভাবে যেসব সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করা হয় তাই রাজনৈতিক সন্ত্রাস।

(খ) রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস: সরকার জনমতবিরোধী কোনো নীতি প্রয়োগ বা দলীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য বা রাষ্ট্র ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে সন্ত্রাসের আশ্রয় গ্রহণ করে বা সন্ত্রাসে মদদ দেয়। আন্তর্জাতিকভাবেও কোনো কোনো রাষ্ট্র ভিন্ন রাষ্ট্রের উপর সন্ত্রাসের মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

(গ) আঞ্চলিক বা জাতীয়বাদী সন্ত্রাস: নির্দিষ্ট অঞ্চলের বা জাতি-গোষ্ঠীর স্বতন্ত্র স্বার্থ বা স্বকীয়তার জন্য যে সন্ত্রাস। অবশ্য জাতীয়তাবাদী সন্ত্রাসকে কেউ কেউ অন্যভাবেও মূল্যায়ন করে থাকেন।

(ঘ) চরমপন্থী বা নৈরাজ্যবাদীদের সন্ত্রাস: অনেককে হতাশা বা নৈরাশ্যের শিকার হয়ে চরম পন্থা অবলম্বন করতে দেখা যায় । এরা জীবন সংগ্রামে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে উগ্র মানসিকতার কারণে সন্ত্রাসের পথ বেছে নেয়।

(ঙ) ধর্মীয় সন্ত্রাস: বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীগণ স্ব-স্ব ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে সন্ত্রাসের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলো সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসেও জড়িয়ে পড়ে।

Dhaka University Institutional Repository

(চ) তথ্য সন্ত্রাস: বিভিন্ন গণমাধ্যম কর্তৃক তথ্যের ধুম্রজাল সৃষ্টি করে সত্যকে মিথ্যায় পর্যবসিত করাই তথ্য সন্ত্রাস।

এছাড়াও অবস্থাভেদে সন্ত্রাস বিভিন্ন রকম হতে পারে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সন্ত্রাসের পরিচিতি, পরিধি এবং তার উপলব্ধিগত তারতম্য রয়েছে।[৬৫]

পরিচ্ছেদ: ৫

সন্ত্রাসের কারণ

সমাজজীবনে যেসব সন্ত্রাসী কর্ম সংঘটিত হচ্ছে তার অন্তর্নিহিত কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এর পশ্চাতে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, নৈতিক ও অন্যান্য আরও বহুবিধ কারণ বিদ্যমান রয়েছে।

১. অর্থনৈতিক কারণ

(ক) দারিদ্র: সমাজজীবনে চরম দারিদ্রের কারণে অনেকে সন্ত্রাসের পথ অবলম্বন করে। চাঁদাবাজি, অস্ত্র ঠেকিয়ে মালামাল লুট প্রভৃতি সন্ত্রাসীকর্ম বহুক্ষেত্রে দারিদ্র্যের কারণেই ঘটে থাকে।

(খ) বেকারত্ব: সমাজের বেকার জনগোষ্ঠীর অনেকেই হতাশাগ্রস্ত হয়ে খুন, রাহাজানি, ছিনতাই প্রভৃতি সন্ত্রাসী কাজে লিপ্ত হয়। বেকারদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত না করা গেলে সন্ত্রাসী তৎপরতা ক্রমেই বাড়তে থাকবে।

২. সামাজিক কারণ

৬৫. শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির, সন্ত্রাসবাদ, মাসিক পৃথিবী (ঢাকা: নভেম্বর ২০০৫ খ্রি), পৃ. ৪৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

(ক) সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ঃ সততা, ন্যায়-নিষ্ঠা, নিয়ম-শৃঙ্খলা, আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এসবকে অনেকে বোকামী (Law for fool) মনে করে। সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট করে সন্ত্রাসীরা ন্যাক্কারজনক কাজে জড়িয়ে পড়ে।

(খ) উচ্চাভিলাষঃ বৈষয়িক উন্নতি বা রাতারাতি কোটিপতি হওয়ার অভিলাষে অনেকে সন্ত্রাসী তৎপরতায় জড়িয়ে পড়ে।

৩. রাজনৈতিক কারণ

রাজনীতি যখন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বৈষয়িক স্বার্থের হাতিয়ারে পরিণত হয় তখনই দেখা দেয় রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত। অনেক সন্ত্রাসী আবার রাজনীতির ছত্রছায়ায় তাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে।

৪. বিচার ও শাস্তি বিধানের সীমাবদ্ধতা

সন্ত্রাসীদের বিচার প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রিতার কারণে অনেক সময় সন্ত্রাসীদের বিচার হয় না। বিলম্ব বিচার বা বিচার না হওয়ায় সন্ত্রাস অনেকাংশে বেড়ে যায়।

৫. প্রশাসনিক কারণ

প্রশাসনিক দুর্বলতার সুযোগে অনেকে সন্ত্রাসী কর্ম ঘটায়। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর জনবল বা অন্যবিধ সীমাবদ্ধতার কারণে ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ছে সন্ত্রাস।

৬. মনস্তাত্ত্বিক কারণ

কেউ কেউ নিজস্ব বিবেক ও বিচার-বুদ্ধি কাজে না লাগিয়ে মুহূর্তের মধ্যেই আবেগপ্রবণ হয়ে ভয়ংকর হয়ে ওঠে। এ ক্ষেত্রে 'দলগত মনস্তত্ত্ব' বেশি কাজ করে। হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে উত্তেজিত হয়ে পড়ে সন্ত্রাসীরা।

Dhaka University Institutional Repository

৭. ধর্মোন্মত্ততা

ধর্মের মহত্ব বা তাৎপর্য অনুধাবন করতে ব্যর্থ ক্ষুদ্র একটি ধর্মীয় গোষ্ঠী সন্ত্রাস করে। এদেরকে ধর্মের মুখোশধারী সন্ত্রাসীও বলা হয়।

৮. ধর্মীয় মূল্যবোধের অভাব

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সারা বিশ্বের শান্তিপ্রিয় মানুষ সোচ্চার। অনেক আইন ও বিধি-ব্যবস্থা গ্রহণের পরও তা ছড়িয়ে পড়ছে বিশ্বময়। একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, আল্লাহ, ইসলাম ও দীন-ধর্মহীন জীবনাচার এর অন্যতম কারণ। ইসলামের আদর্শ ছাড়া মানুষকে সন্ত্রাস তথা সকল প্রকার অন্যায়-অপরাধ থেকে বিরত রাখা সম্ভব নয়।[৬৬]

পরিচ্ছেদঃ ৬

সন্ত্রাস দমনে আল-কুরআনের ভূমিকা

আল-কুরআন পৃথিবীর সকল মানুষের সার্বিক দিক ও বিভাগের সমন্বিত একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। সন্ত্রাসমুক্ত বিশ্ব বিনির্মাণে কুরআন উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছে সকলকে। যেমন-

---

৬৬. মফিজুর রহমান, সন্ত্রাসঃ কারণ ও প্রতিকার (চট্টগ্রাম. ইউনিক লাইব্রেরী, ২০০৬ খ্রি), পৃ. ২০-২৬।

Dhaka University Institutional Repository

১. ইসলাম বিশ্বমানবতার ধর্ম। সর্বত্র শান্তি স্থাপনের লক্ষে ইসলাম তার অনুসারীদের নির্দেশ দিয়েছে এবং সন্ত্রাস বা জনগণের মধ্যে অশান্তি বিস্তারের পরিণতি সম্পর্কে ভয় দেখিয়েছে। সন্ত্রাসীদের লক্ষ করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَلاَ تُفْسِدُوْا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا.

"দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর তোমরা তাতে বিপর্যয় ছড়াবে না।"[৬৭]

২. সন্ত্রাসী ব্যক্তি সকলের নিকট ঘৃণিত। মহান আল্লাহও এদেরকে ঘৃণার চোখে দেখে তাদের উপর লা'নত করেছেন:

اَلَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِه وَيَقْطَعُوْنَ مَا أَمَرَ اللهُ بِه أَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الأَرْضِ أُولئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْءُ الدَّارِ.

"যারা আল্লাহ্‌র সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হবার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আল্লাহ্ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায় তাদের জন্য আছে লা'নত এবং মন্দ আবাস।"[৬৮]

৩. সন্ত্রাসের বিস্তৃতির কারণেই অধিকাংশ সময় মানুষের মধ্যে দুর্ভোগ ও অশান্তি নেমে আসে। এ কথার উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ظَهَرَ الفَسَادُ فِىْ البَرِّ وَالبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِىْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ.

---

৬৭. আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত : ৫৬।

৬৮. আল-কুরআন, সূরা আর-রা'দ, আয়াত : ২৫।

Dhaka University Institutional Repository

"মানুষের কৃতকর্মের দরুন সাগর-মহাসাগরে ও স্থলভাগে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে, যার ফলে তাদের কোনো কোনো কর্মের শাস্তি তাদের তিনি আস্বাদন করান; যাতে তারা ফিরে আসে।"[৬৯]

৪. সন্ত্রাসমুক্ত বিশ্বই মহান আল্লাহর কাম্য। মানবজাতির চিরশত্রু শয়তানের ফাঁদে পড়ে অনেকেই সন্ত্রাসী কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ে। সন্ত্রাসীদের সংক্ষিপ্ত একটি পরিচয় তুলে ধরে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ.

"যখন সে প্রস্থান করে তখন সে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টির এবং শস্যক্ষেত্র ও জীব-জন্তুর বংশ নিপাতের চেষ্টা করে। কিন্তু আল্লাহ্ অশান্তি (সন্ত্রাস) পছন্দ করেন না।"[৭০]

৫. সন্ত্রাসী আল্লাহ্র রহমত থেকে বঞ্চিত। সন্ত্রাসে লিপ্ত থাকার দরুন যারা আল্লাহর কোপানলে নিপতিত হয়েছে তাদের কথা উল্লেখ করে কুরআনে বলা হয়েছে–

فَأَكْثَرُوْا فِيْهَا الفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ.

"এবং তারা সেথায় অশান্তি বৃদ্ধি করেছিল। অতঃপর তোমার প্রতিপালক তাদের উপর শাস্তির কশাঘাত হানলেন।"[৭১]

৬. সন্ত্রাসের ভয়াবহতা সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

৬৯. আল-কুরআন, সূরা আর-রূম, আয়াত : ৪১।
৭০. আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ২০৫।
৭১. আল-কুরআন, সূরা আল-ফাজর, আয়াত : ১২ - ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ.

"ফিতনা নরহত্যা অপেক্ষা গুরুতর।"[৭২]

৭. সন্ত্রাস সর্বগ্রাসী, সন্ত্রাসের ভয়াল থাবা সকলকেই যন্ত্রণাক্লিষ্ট করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لاَّ تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَآصَّةً وَّاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ.

"তোমরা এমন ফিত্‌নাকে (সন্ত্রাস) ভয় করো যা বিশেষ করে তোমাদের মধ্যে যারা যালিম কেবল তাদেরকেই ক্লিষ্ট করবে না এবং জেনে রাখো যে, আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর।"[৭৩]

৮. সন্ত্রাসীরা সন্ত্রাসী কার্যকলাপ সংঘটিত করেও নিজেদেরকে সমাজে শান্তি স্থাপনকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এদের সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে–

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُوْا فِي الأَرْضِ قَالُوْا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ.

"তাদেরকে যখন বলা হয়, পৃথিবীতে অশান্তি (সন্ত্রাস) সৃষ্টি করো না; তারা বলে, আমরাই তো শান্তি স্থাপনকারী।"[৭৪]

৯. কুরআনে মুনাফিক চরিত্রের এমন কতক সন্ত্রাসীর কথা বলা হয়েছে যারা স্বীয় স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশে সাধারণ লোকদের সাথে মিষ্টি মধুর কথা বলে প্রতারণা করে এবং

---

৭২. আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ১৯১।
৭৩. আল-কুরআন, সূরা আল-আনফাল, আয়াত : ২৫।
৭৪. আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ১১।

Dhaka University Institutional Repository

তাদেরকে অশান্ত করে তোলে। জাহান্নামই এ সকল সন্ত্রাসীর আবাসস্থল হবে ঘোষণা দিয়ে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

وَإِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللهَ أَخَذَتْهُ العِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُه جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ المِهَادُ.

"যখন তাকে বলা হয়, তুমি আল্লাহকে ভয় করো, তখন তার আত্মাভিমান তাকে পাপানুষ্ঠানে লিপ্ত করে। সুতরাং জাহান্নামই তার জন্য যোগ্য। নিশ্চয়ই তা নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল।"[৭৫]

১০. মহান আল্লাহ্‌র হক আদায় এবং সৃষ্টিজীবের প্রতি যথাযথ হক আদায়ের উপরই বিশ্বের শান্তি ও স্থিতিশীলতা নির্ভরশীল। সন্ত্রাসের মাধ্যমে যারা অশান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টা চালায় তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত উল্লেখ করে কুরআনে বলা হয়েছে–

اَلَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِه وَيَقْطَعُوْنَ مَا أَمَرَ اللهُ بِه أَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْأَرْضِ أُولٰئِكَ هُمُ الخَاسِرُوْنَ.

"যারা আল্লাহ্‌র সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হবার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আল্লাহ্ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং দুনিয়ায় অশান্তি (সন্ত্রাস) সৃষ্টি করে বেড়ায়, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।"[৭৬]

১১. ওজনে কারচুপি করার ফলে অনেক সময় সমাজে সন্ত্রাস সৃষ্টি হতে পারে। এরূপ অবস্থার সৃষ্টি যাতে না হতে পারে সেজন্য নির্দেশ দিয়ে কুরআনে বলা হয়েছে-

وَيقَوْمِ أَوْفُوا المِكْيَالَ وَالمِيْزَانَ بِالقِسْطِ وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ.

---

৭৫. আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ২০৬।
৭৬. আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ২৭।

Dhaka University Institutional Repository

“হে আমার সম্প্রদায়! ন্যায়সংগতভাবে মাপবে ও ওজন করবে। লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিবে না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় (সন্ত্রাস) ঘটাবে না।”[৭৭]

অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন−

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ.

“তোমরা লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিও না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় (সন্ত্রাস) সৃষ্টি করো না।”[৭৮]

১২. পৃথিবীর বুকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিহার এবং অহঙ্কারীর মতো চলাফেরা করা থেকে যারা নিজেদেরকে বিরত রেখেছে তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَّالعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ.

“এটি আখিরাতের সেই আবাস যা আমি নির্ধারিত করি তাদের জন্য যারা এই পৃথিবীতে উদ্ধত হতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে প্রস্তুত নয়। শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য।”[৭৯]

১৩. হযরত লূত (আ)-এর সম্প্রদায় সমাজে নানা ধরনের অপকর্ম (সন্ত্রাস) করতো বলে মহান আল্লাহ্ তাদের উপর যে শাস্তি অবধারিত করেছিলেন তার উল্লেখ করে বলেন,

৭৭. আল-কুরআন, সূরা হূদ, আয়াত : ৮৫।
৭৮. আল-কুরআন, সূরা আর্-রূম, আয়াত : ১৮৩।
৭৯. আল-কুরআন, সূরা আল-কাসাস, আয়াত : ৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

إِنَّا مُنْزِلُوْنَ عَلٰى أَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزاً مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ.

"আমরা এই জনপদবাসীদের উপর আকাশ থেকে শাস্তি নাযিল করবো, কারণ তারা পাপচারে লিপ্ত ছিলো।"[৮০]

১৪. মহান আল্লাহ সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীদের ভয়াবহ শাস্তির কথা উল্লেখ করে আল- কুরআনে বলেছেন–

الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللهِ زِدْنَاهُمْ عَذَاباً فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يُفْسِدُوْنَ.

"আমি শাস্তির পর শাস্তি বৃদ্ধি করবো তাদের জন্য যারা কুফর অবলম্বন করেছে এবং আল্লাহ্‌র পথে বাধা সৃষ্টি করেছে; কারণ তারা বিপর্যয় (সন্ত্রাস) সৃষ্টি করতো।"[৮১]

১৫. মহান আল্লাহ পৃথিবীর বুকে অশান্তি (সন্ত্রাস) সৃষ্টিকারীদেরকে সীমালঙ্ঘনকারী গোষ্ঠীর সাথে তুলনা করেছেন। এদের অন্যায় আদেশ অমান্য করার নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَلَا تُطِيْعُوْا أَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ.

"এবং সীমালঙ্ঘনকারীদের (সন্ত্রাসীদের) কার্যকলাপের অনুসরণ কর না।"[৮২]

১৬. হযরত সালেহ (আ) সামূদ সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরিত হবার পর তাদের নিকট দীনের দাওয়াত পৌঁছালে কতক সন্ত্রাসী তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে গুপ্তহত্যার হীন চক্রান্তে

৮০. আল-কুরআন, সূরা আল-'আনকাবূত, আয়াত : ৩৪।
৮১. আল-কুরআন, সূরা আন- নাহল, আয়াত : ৮৮।
৮২. আল-কুরআন, সূরা আশ্-শু'আরা, আয়াত : ১৫১।

Dhaka University Institutional Repository

মেতে ওঠে এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখে। তাদের ভয়াবহ শাস্তির কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِيْنَ. فَتِلْكَ بُيُوْتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوْا إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ.

"অতএব দেখো, তাদের চক্রান্তের পরিণাম কী হয়েছে! আমি অবশ্যই তাদেরকে ও তাদের সম্প্রদায়ের সকলকে ধ্বংস করেছি। এই তো তাদের ঘরবাড়ি, সীমালঙ্ঘনহেতু যা জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে। এতে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই নির্দশন রয়েছে।"[৮৩]

১৭. দেশ ও সমাজে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশে মহান আল্লাহ মানুষকে পরোপকারের নির্দেশ দিয়েছেন এবং পৃথিবীর বুকে বিপর্যয় (সন্ত্রাস) সৃষ্টি না করার জন্য বলেছেন। ইরশাদ হয়েছে–

وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ.

"তোমরা পরোপকার করো যেমন আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় (সন্ত্রাস) সৃষ্টি করতে চেও না। আল্লাহ বিপর্যয় (সন্ত্রাস) সৃষ্টিকারীদের ভালবাসেন না।"[৮৪]

১৮. ইসলাম সর্বদা নিজ অনুসারীদেরকে ফাসাদ বা জনগণের মধ্যে অশান্তি বিস্তারের পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করেছে, ভয় দেখিয়েছে এবং বলেছে, যারা মানুষের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখে, আল্লাহ্‌র রহমত তাদের অতি নিকটে। কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে–

---

৮৩. আল-কুরআন, সূরা আন-নামল, আয়াত : ৫১ - ৫২।
৮৪. আল-কুরআন, সূরা আল-কাসাস, আয়াত : ৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

وَلاَ تُفْسِدُوْا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفاً وَّطَمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ.

"দুনিয়ায় শান্তি স্থাপিত হওয়ার পর তোমরা তাতে নৈরাজ্য (সন্ত্রাস) সৃষ্টি কর না, তাঁকে (আল্লাহকে) ভয় ও আশার সাথে ডাকো। আল্লাহ্র রহমত সৎকর্মপরায়ণদের নিকটবর্তী।"[৮৫]

১৯. কুরআনুল কারীমে উল্লেখিত মাদয়ান শহরে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পাওয়ায় আল্লাহ তাদের হিদায়াতের জন্য শুয়াইব (আ) কে প্রেরণ করেছিলেন। তারা তাঁর কথা অমান্য করায় মহান আল্লাহ ভূমিকম্প দ্বারা তাদের ধ্বংস করেছেন, তাদের বাসস্থানগুলোও ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِلى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الآخِرَ وَلا تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ. فَكَذَّبُوْهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جَاثِمِيْنَ.

"আমি মাদয়ানবাসীদের নিকট তাদের ভ্রাতা শুয়াইবকে পাঠিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত করো, শেষ দিবসের ভয় কর এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় (সন্ত্রাস) সৃষ্টি কর না। কিন্তু তারা তাঁর প্রতি মিথ্যা আরোপ করল; অতঃপর তারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হল। ফলে তারা নিজ নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় ধ্বংস হয়ে গেল।"[৮৬]

৮৫. আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত : ৫৬।
৮৬. আল-কুরআন, সূরা আল-'আনকাবূত, আয়াত : ৩৬-৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

সন্ত্রাসের করালগ্রাসে বিশ্ব আজ উৎকণ্ঠিত। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বিশ্ব-নেতৃবৃন্দ সোচ্চার। এতসবের পরও সন্ত্রাস দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বময়। প্রশ্ন হচ্ছে, সন্ত্রাস কেন নির্মূল করা যাচ্ছে না? কার পৃষ্ঠপোষকতায় সন্ত্রাসীরা সাদরে লালিত হচ্ছে? কেন বিশ্ববুকে সন্ত্রাস টিকে যাচ্ছে?

এতোসব প্রত্যক্ষ প্রশ্নের উত্তর হাতড়ানো ছাড়াই নির্দ্ধিধায় কলা যায় যে, ইসলাম-শূন্যতা ও আল্লাহ- বিমুখতা এ সবের একমাত্র কারণ। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা যিনি পেয়েছেন, সন্ত্রাস থেকে নিরাপদ দূরত্বে তাকে থাকতেই হবে– যদি বিবেক বলতে কিছু থেকে থাকে। অন্যথায় কোন দর্শনই তাকে পাপমুক্ত করতে পারে না। মূলত ইসলাম নির্দেশিত পন্থায় পরিচালিত আইন ব্যবস্থাই সন্ত্রাস নির্মূল করা সম্ভব হবে। পাপীকে বাধ্য হয়েই পাপাচার ও অন্যায়ের পথ পরিহার করতে হবে। কারণ ইসলামী শরী'আতের বিধানে সতত শান্তি ও নিরাপত্তার সুর ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। অন্যায়-অবিচার প্রশ্রয় পাওয়ার কিছুই তাতে নেই। স্থান-কাল-পাত্রভেদে অবশ্যই তাতে কঠোরতা বিদ্যমান। তাই সন্ত্রাস ও যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে ইসলামী শরীয়াত প্রতিবাদী ভূমিকায় সোচ্চার হয়ে আছে। কুরআন-হাদীসের কিছু উদ্ধৃতি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। নরহত্যা, রক্তপাত আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে-

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّى تَفِيْءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ.

Dhaka University Institutional Repository

"মু'মনিদের দুটি দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে। অতঃপর তাদের একদল অপর দলকে আক্রমণ করলে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে– যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশের দিকে ফিরে আসে।"[৮৭]

মীমাংসা ও আইনের আশ্রয় না নিয়ে সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে সন্ত্রাসবাদীরা যে নারকীয় তাণ্ডব সৃষ্টি করে কুরআন তাদের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে লড়াইয়ের কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছে। এ প্রসঙ্গের আল-কুরআনের নির্দেশনা হলো–

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَاؤُه جَهَنَّمُ خَالِداً فِيْهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيْمًا.

"কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম– সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং আল্লাহ তার প্রতি রুষ্ট হন, তাকে লা'নত (অভিসম্পাত) করেন এবং তার জন্য মহাশক্তি প্রস্তুত রেখেছেন ।"[৮৮]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। মহানবী (সা) বলেছেন,

مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَرَقَ الجَمَاعَةِ فَمَا تَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً .

"যে ব্যক্তি মিল্লাতে ইসলামের অনুসরণ করে না, বরং মুসলিম সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, সে যদি এ অবস্থায় মারা যায় তবে তার হবে জাহেলি যুগের মৃত্যু।"[৮৯]

হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মাসঊদ (রা) হতে বর্ণিত। মহানবী (সা) বলেছেন, "কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যে বিষয়ে বিচার করা হবে তা হলো খুন অর্থাৎ নরহত্যা অপরাধ।"[৯০]

---

৮৭. আল-কুরআন, সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত : ৯।
৮৮. আল-কুরআন, সূরা আন্- নিসা, আয়াত : ৯৩।
৮৯. সহীহ বুখারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪৯।
৯০. ইমাম তিরমিযী, জামে আত তিরমিযী (দিল্লী : মাকতাবাতু রশিদিয়া, তাবি), ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের অবস্থান সর্বদাই সন্ত্রাসের বিপক্ষে। তা সন্ত্রাসকে লালন-পালন, আশ্রয়-প্রশ্রয় দেয়নি কখনো। সন্ত্রাসমুক্ত বিশ্ব বিনির্মাণে ইসলাম যে ব্যবস্থা নির্ধারণ করে দিয়েছে তাতে মানুষের মর্যাদা নিরূপিত হয়েছে ব্যক্তির চরিত্র ও আচরণ অর্থাৎ গুণ ও কর্মের দ্বারা, বংশ গৌরব, ধনদৌলত, রাজনৈতিক ক্ষমতা বা পেশা দ্বারা নয়। ইসলাম সকলকে সন্ত্রাসের ঊর্ধে উঠে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হবার নির্দেশ দিয়েছে। বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে মহানবী (সা) ঘোষণা করেছেন, "সব মানুষই আদমের সন্তান এবং আদম মাটি থেকে সৃষ্ট। হে আদম সন্তান! আজকের এই দিন, এই মাস, এই নগরী যেমন তোমাদের নিকট মর্যাদাসম্পন্ন, ঠিক তেমনিভাবে তোমাদের রক্ত, তোমাদের ধনসম্পত্তিও মর্যাদাসম্পন্ন। মনে রেখ, আঁধার যুগের সকল নীতি, সকল আচরণ আজ আমি পদতলে দলিত করছি। অজ্ঞতার যুগের রক্তপাত এবং তার প্রতিশোধ স্পৃহা আজ থেকে বিস্মৃত হয়ে যাও। সর্বপ্রথম আমি আমার পিতৃব্য ভ্রাতা ইব্‌ন রাবিয়া বিন হারিসের খুনের দাবি প্রত্যাহার করছি।"[৯১]

এভাবেই মহানবী (সা) সর্বপ্রথম বিশ্ববাসীকে সন্ত্রাসমুক্ত বিশ্ব উপহার দিতে সাম্য, মৈত্রী, শান্তি-শৃঙ্খলা এবং নিরাপত্তার বাণী শুনিয়েছিলেন। ন্যায় ও সদয় ব্যবহারে তাঁর নিকট কখনো স্বধর্মী-বিধর্মী বিচার্য বিষয় ছিল না। তাঁর পিতৃব্য আবূ তালিব ইসলাম গ্রহণ করেননি কিন্তু মহানবী (সা) সব সময় তাঁর সাথে পরম সদ্ভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করেছেন। ইসলামের বড় শত্রুর জানাযায় যোগ দিয়েছেন। য়াহুদী ও খ্রীষ্টানের পানাহারের দাওয়াত গ্রহণ করেছেন। তাঁর মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে বিধর্মীরা ইসলাম গ্রহণ করেছে। তিনি সকলের সাথে সমভাবে মিলেমিশে সর্বপ্রকার দায়িত্ব পালন করেছেন। খন্দকের যুদ্ধে পরিখা খননের সময় সাহাবীদের সাথে তিনি মাটি কেটেছেন এবং মাটির বোঝা মাথায় তুলে বহন করেছেন। জনৈক সাহাবীকে তার ভৃত্যকে প্রহার করতে দেখে মহানবী তাকে বললেন, "সে তোমার ভাই, তুমি যা খাও তাই তাকে খেতে দিও। তুমি যা পরিধান কর তাই তাকে পরিধান করাও।"[৯২]

৯১. মাওলানা মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, ইসলামী আদর্শ ও বাস্তবায়ন (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ৪৫।
৯২. ইমাম তিরমিযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।

Dhaka University Institutional Repository

মদীনায় হিজরতের পর মহানবী (সা) মদীনার অধিবাসী আওস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যকার শতাব্দী কালের বিবাদ ভুলিয়ে দেন এবং তাদেরকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা আল-কুরআনে বলেন-

وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِه إِخْوَاناً.

“তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহকে তোমরা স্মরণ কর। তোমরা ছিলে পরস্পরের শত্রু এবং তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন, ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে।”[৯৩]

ব্যক্তির মান-সম্মান, পদমর্যাদা, চারিত্রিক উৎকর্ষ প্রভৃতি হ্রাস বা হানি করার মাধ্যমে সমাজে সন্ত্রাস বিস্তৃত হতে থাকে। তাই সন্ত্রাস সৃষ্টি হতে পারে এমন যত পন্থা আছে, যেমন অপপ্রচার, গুজব, নিন্দা, উপহাস, তিরস্কার, ভৎর্সনা, বিকৃত নামকরণ, মিথ্যা অপবাদ প্রভৃতি ইসলামে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে-

يأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسى أَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْراً مِّنْهُمْ وَلاَ نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسى أَنْ يَّكُنَّ خَيْراً مِّنْهُنَّ وَلاَ تَلْمِزُوْا أَنْفُسَكُمْ وَلاَ تَنَابَزُوْا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْإِيْمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ . يأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْراً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَّلاَ تَجَسَّسُوْا وَلاَ يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ أَخِيْهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوْهُ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ.

---

৯৩. আল-কুরআন, সূরা আল-ইমরান, আয়াত : ১০৩।

Dhaka University Institutional Repository

"হে মু'মিনগণ! কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে উপহাস না করে। কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোনো নারী অপর কোন নারীকেও যেন উপহাস না করে। কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না; ঈমানের পর মন্দ নামে ডাকা গর্হিত কাজ। যারা এ ধরনের আচরণ থেকে নিবৃত্ত না হয় তারাই যালিম। হে মু'মিনগণ! তোমরা বহুবিধ ধারণা-অনুমান হতে দূরে থাকো; কারণ অনুমান কোন কোন ক্ষেত্রে পাপ এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করতে চাইবে? তোমরা তো একে ঘৃণাই করো, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো; আল্লাহ তওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।"[৯৪]

ইসলাম সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে সকলের জন্য সমান অধিকার নিশ্চিত করে। ইসলামে সকল মানুষের ধন-প্রাণের নিরাপত্তা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আত্মবিকাশের সুযোগ-সুবিধা, শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন এবং মানুষের প্রকৃত কল্যাণের সুব্যবস্থা রয়েছে।

সিনাই পর্বতের নিকটবর্তী সেন্ট ক্যাথেরিন মঠের সাধু ও খ্রীষ্টান সম্প্রদায়কে মহানবী (সা) তাদের জীবন, ধর্ম ও সম্পত্তি রক্ষার যে সনদপত্র প্রদান করেন তা নিজ ধর্মের রাজাদের কাছ থেকেও তারা কখনো লাভ করতে পারে নি। সনদের মূলকথা ছিল, "তাদের (খৃস্টানদের) শত্রুকে প্রতিরোধ করা হবে। ধর্ম পরিবর্তনে তাদের বাধ্য করা হবে না– তাদের ধন-প্রাণ, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিষয়-সম্পত্তি সবই নিরাপদ থাকবে। তাদের স্থাবর-অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি তাদের অধিকারে থাকবে। তাদের পাদ্রী, পূজারী ও পুরোহিত কাউকেও স্বপদ থেকে বরখাস্ত করা হবে না এবং তাদের ক্রুশ ও যীশুর মূর্তি বিনষ্ট করা হবে না। তারা নিজেরাও অত্যাচার

৯৪. আল-কুরআন, সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত : ১১ - ১২।

Dhaka University Institutional Repository

করবে না এবং তাদের প্রতিও অত্যাচার করা হবে না। অজ্ঞতার যুগে রক্তের পরিবর্তে রক্ত নেয়ার যে প্রথা ছিল তা তারা পালন করতে পারবে না। তাদের নিকট থেকে ‘ওশর’ (কৃষি উৎপাদনের এক- দশমাংশ) গ্রহণ করা হবে না এবং তাদেরকে সৈন্যবাহিনীর রসদ যোগাতে হবে না।”[৯৫]

মহানবী (সা) শত্রুবাহিনীর এলাকায় প্রেরিত সৈনিকদের উদ্দেশে বলতেন, “আমাদের প্রতি কৃত ক্ষতির প্রতিশোধ নিতে গিয়ে গৃহাভ্যন্তরে ক্ষতিহীন বাসিন্দাদের গায়ে হাত দিও না, নারীদের অক্ষমতার সম্মান কর; দুগ্ধপোষ্য শিশু ও রোগশয্যার মানুষকে আঘাত করো না। যুদ্ধে শত্রুপক্ষীয়দের সহায়তা প্রদান করে না এমন অধিবাসীদের বাসগৃহ ভেঙ্গে দিও না; তাদের জীবন ধারণের উপকরণসমূহ ও ফলের গাছ নষ্ট করো না। খেজুর গাছের ক্ষতিসাধন করো না।”[৯৬] তিনি আরও বলতেন, “যে ব্যক্তি যিম্মীর প্রতি অন্যায় আচরণ করবে এবং সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা তার উপর চাপিয়ে দিবে আমি পরলোকে তার বিরুদ্ধে ফরিয়াদী হবো।”[৯৭] Encyclopaedia of Religion and Ethics গ্রন্থে বলা হয়েছে- “The recogition of rival religous systems as possessing a Divine revelation gave to Islam from the outset a theological basis for the toleration of non-Muslim”.

“আসমানী ওহীর অধিকারী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বী ধার্মিক ব্যবস্থাগুলির ও পুনর্গঠনের সূচনা থেকেই ইসলাম অমুসলিমদেরকে সহনশীলতার ধর্মতাত্ত্বিক ভিত্তি দিয়েছিল।”[৯৮]

মহানবী (সা) থেকে শুরু করে ইসলামের ধারক-বাহক সকলেই ছিলেন সন্ত্রাস বিরোধী। সন্ত্রাস বিরোধী ভূমিকায় হযরত আবু বকর (রা) মহানবীর (সা) অনুসরণে তাঁর সেনাপতিকে নির্দেশ দিয়েছেন, “হে যায়েদ! নিশ্চিত হয়ে যেনো তোমরা নিজেদের লোকদের

---

৯৫. সৈয়দ আমির আলী, দি স্পিরিট অব ইসলাম (অনুবাদ, মুহাম্মদ দরবেশ আলী খান) (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ১২৮।

৯৬. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।

৯৭. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।

৯৮. Encyclopedia of Religion and Ethics.

Dhaka University Institutional Repository

উপর উৎপীড়ন না করো, তাদের প্রতি অস্বস্তিও ঘটাবে না, বরং তোমরা সকল ব্যাপারে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করবে, আর যা ন্যায়সংগত ও বিচারসম্মত তা করতে যত্নবান হবে। কারণ যারা এর অন্যথা করে তাদের উন্নতি হবে না। যখন শত্রুর সম্মুখীন হবে তখন তোমরা মানুষের মতো নিজেদের পরিচয় দিবে, আর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। আর যদি তোমরা বিজয়ী হও, তাহেল শিশুদেরকে হত্যা করবে না, বৃদ্ধদেরকেও না, নারীদেরকেও না। খেজুর গাছ নষ্ট করবে না, শস্যক্ষেত পোড়াবে না। ফলের গাছ কাটবে না, শুধু খাদ্যের প্রয়োজনে যা তোমরা হত্যা করবে তার বাইরে গবাদি পশুর কোনো অনিষ্ট করবে না। যখন তোমরা সন্ধি বা চুক্তি করো তা পালন করবে এবং তোমাদের কথা রক্ষা করে চলবে। তোমরা চলার পথে দেখবে কতক সন্যাসী মঠের মধ্যে সংসারত্যাগী অবস্থায় বাস করছে। যারা এই প্রকার বৈরাগ্য সাধনায় নিমগ্ন তাদেরকে বিরক্ত করবে না, তাদেরকে হত্যা করবে না কিংবা তাদের মঠ ধ্বংস করবে না" ।[৯৯]

বাক-স্বাধীনতার পরিবেশ ক্ষুণ্ন হলে অনেকেই সন্ত্রাসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। তাই ইসলাম সকলকে বাক-স্বাধীনতার অধিকার দিয়েছে। হযরত আবূ বকর (রা) ও উমর (রা) সর্বদা জনসাধারণকে স্বাধীনভাবে তাদের মত প্রকাশের জন্য আহ্বান জানাতেন। তারা প্রায়শই বলতেন, "তোমাদের (জনসাধারণ) কোন কল্যাণই নেই– যদি তোমরা আমাদের দোষত্রুটি ধরিয়ে না দাও এবং আমাদের কল্যাণ নেই, যদি আমরা এর মূল্যায়ন না করি।[১০০] নির্বাচিত হবার পর যথারিতি খলিফাগণকে তাদের ভাষণে জনগণকে এ নিশ্চয়তা প্রদান করতে হতো যে, তিনি কুরআন এবং সুন্নাহ্‌র নির্দেশ মুতাবেক খিলাফতের দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি সেই নির্দেশ মোতাবেক চলবেন এবং সেমর্মে তিনি আইনের শাসনের নিশ্চয়তা দিবেন। খলীফার কর্মকাণ্ডের ত্রুটি-বিচ্যুতি নির্দেশ করার পূর্ণ স্বাধীনতা জনগণের আছে।"[১০১]

---

৯৯. সৈয়দ আমির আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০।

১০০. আহমদ মুল্লাজিউন, নূরুল আনওয়ার (ঢাকা: তাবি), পৃ. ৩১৬।

১০১. মুহাম্মদ হাদীসুর রহমান, আত- তারীখুল ইসলাম (ঢাকা: ১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ১৭৬- ৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ: ৭

সন্ত্রাস প্রতিরোধে মহানবী (সা)-এর ভূমিকা

মহানবী (সা) প্রেরিত হয়েছিলেন সারা জাহানের জন্য রহমত তথা দয়ার প্রতীক স্বরূপ। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ.

"আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি।"[১০২]

তাই ইহকালেও যেন সকল মানুষ সুখে শান্তিতে বাস করতে পারে, শান্ত-স্নিগ্ধ এ পৃথিবীতে বুক ভরে স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে পারে, গুটিকয়েক দুর্বৃত্ত-দুরাচারের জন্য সমাজের সকল শান্তিপ্রিয় মানুষের জীবন যাতে দুর্বিসহ না হতে পারে সেজন্য তিনি ছিলেন সদা সচেতন। এ ব্যাপারে তিনি বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে তিনি প্রয়োজনে কল্পনাতীতভাবে কঠোর হয়েছেন। দুনিয়া থেকে যতো অনাচার, অন্যায়, অত্যাচার, সন্ত্রাস সবই তিনি কঠোর থেকে কঠোরতরভাবে প্রতিরোধ করেছেন। নবুওয়াত প্রাপ্তির পরে তো বটেই, পূর্বেও তিনি সর্বোতভাবে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন সমাজবিরোধী অপতৎপরতা নির্মূল করতে। তাই আমরা দেখতে পাই, মাত্র ২০ বছর বয়সে তিনি 'হিলফুল ফুযুল' সংগঠন প্রতিষ্ঠায় তাঁর চাচাদের সাথে অংশগ্রহণ করে সন্ত্রাস প্রতিরোধের পদক্ষেপ নিয়েছেন। উক্ত সংগঠনের ১নং শর্তে বর্ণিত ছিল, "আল্লাহ্‌র কসম! মক্কা নগরীতে কারো উপর অত্যাচার হলে আমরা সবাই অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অত্যাচারিতকে ঐক্যবদ্ধভাবে সাহায্য করবো– সে উঁচু শ্রেণির হোক বা নীচু শ্রেণির, স্থানীয় হোক বা বিদেশী। অত্যাচারিতের প্রাপ্য যতক্ষণ পর্যন্ত না আদায় হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ভূমিকা পালন করতে থাকবো।" এভাবেই তিনি মক্কানগরী থেকে অন্যায়-অত্যাচার ও সন্ত্রাসের মূলোচ্ছেদে ভূমিকা রাখেন।[১০৩]

---

১০২. আল-কুরআন, সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত : ১০৭।

১০৩. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ১৯৮৭ খ্রি), পৃ. ২২৮।

Dhaka University Institutional Repository

কাফিরদের অত্যাচারে তিনি মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন। মদীনায় স্থায়ীভাবে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং সন্ত্রাস প্রতিরোধে মদীনায় বসবাসকারী ২২টি গোত্রসহ ইয়াহুদীদের সাথে তিনি এক শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেন যা ইতিহাসে মদীনা সনদ (Charter of Medina) নামে প্রসিদ্ধ। পঞ্চাশাধিক ধারা সম্বলিত এ সনদ সন্ত্রাস প্রতিরোধের এক অনন্য দলীল। যেমন এর একটি অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, ‘তাকওয়া অবলম্বনকারী ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের হাত সমবেতভাবে ঐসব ব্যক্তির বিরুদ্ধে উত্থিত হবে যারা বিদ্রোহী হবে অথবা ঈমানদারদের মধ্যে অন্যায়, পাপাচার, সীমালঙ্ঘন, বিদ্বেষ অথবা দুর্নীতি ও ফাসাদ ছড়িয়ে দিতে তৎপর হবে। তারা সকলে সমভাবে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে, যদিও সে তাদেরই কারো আপন পুত্রও হয়ে থাকে।”[১০৪]

আরেকটি ধারায় বলা হয়েছে, ‘যে ব্যক্তি কোনো ঈমানদার ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে এবং সাক্ষ্য-প্রমাণে তা সাব্যস্ত হবে তার বিরুদ্ধে কিসাস গ্রহণ করা হবে– হত্যার বদলে তাকে হত্যা করা হবে। তবে তার উত্তরাধিকারীরা যদি তাকে ‘দিয়াত’ নিয়ে ক্ষমা করে দেয় আর সমস্ত ঈমানদারের তাতে সায় থাকে তাহলে তা স্বতন্ত্র ব্যাপার। এ ছাড়া কোনো বিকল্প ব্যবস্থা নেই।’[১০৫]

এভাবে মদীনার জীবনে সন্ত্রাস প্রতিরোধের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ শুরু হয় । এছাড়া সন্ত্রাস প্রতিরোধে বাস্তবক্ষেত্রে তিনি সন্ত্রাসীদেরকে এমন কঠোর শাস্তি প্রদান করেছেন যা দেখে কোন মানুষের পক্ষেই সন্ত্রাসী তৎপরতার দিকে পা বাড়ানো মোটেই সম্ভবপর ছিলো না। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে তার কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হলো।

(এক) একবার ‘উক্‌ল ও ‘উরায়না গোত্রের আটজন লোক মহানবী (সা)-এর দরবারে এসে ইসলাম গ্রহণ করলো। মদীনার আবহাওয়া তাদের অনুকূল না হওয়ায় তারা অসুস্থ হয়ে পড়লো। তাদের পেট ফুলে গেলো এবং শরীর হলুদ বর্ণ ধারণ করল। মহানবী (সা)-কে

---

১০৪. সম্পাদনা পরিষদ, হযরত রাসূলে করীম (সা)-এর জীবন ও শিক্ষা (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ৩১৮।

১০৫. হযরত রাসূলে করীম (সা) জীবন ও শিক্ষা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৯।

Dhaka University Institutional Repository

তাদের অবস্থা জানানো হলে তিনি তাদেরকে যাকাতের উটের চারণভূমিতে গিয়ে উটের পেশাব ও দুধ পান করতে বললেন। সেখানে গিয়ে তারা উটের পেশাব ও দুধ পান করে সুস্থ হয়ে উঠলো। অতঃপর তারা উটের রাখাল মহানবী (সা)-এর মুক্তদাস 'ইয়াসার'-কে হত্যা করলো। এক বর্ণনামতে প্রথমেই তারা কাঁটা দিয়ে তাঁর চোখ নষ্ট করে দিয়েছিল। অতঃপর উটগুলো নিয়ে তারা পলায়ন করে। সকালের দিকে মহানবী (সা)-এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি তাদের পশ্চাদ্ধাবনে লোক পাঠালেন। ইমাম মুসলিমের এক বর্ণনামতে, এ সংবাদ যখন পৌঁছলো তখন তাঁর কাছে আনসারদের বিশজন যুবক অশ্বারোহী ছিলেন। মহানবী (সা) তাদেরকে পাঠিয়ে দিলেন এবং সাথে পদচিহ্ন বিশারদ এক লোককেও পাঠালেন। দুপুরের দিকে তারা তাদেরকে পাকড়াও করে নিয়ে এলেন। অতঃপর মহানবী (সা)-এর নির্দেশে তাদের হাত পা কেটে দেয়া হলো, চোখ উপড়ে ফেলা হলো এবং মরুভূমির তপ্ত রোদে ফেলে রাখা হলো। এ অবস্থায়ই তারা নিহত হলো। এ শাস্তির প্রচণ্ডতা এমন ছিল যে, তারা পানি চাচ্ছিল কিন্তু তাদেরকে পানি দেয়া হয়নি।[১০৬] এ ঘটনার প্রেক্ষিতেই নাযিল হয়-

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَه وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُّقَتَّلُوْا أَوْ يُصَلَّبُوْا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ.

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ (বিদ্রোহ) করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্য করে বেড়ায় তাদের শাস্তি এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক হতে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। দুনিয়ায় এই তাদের লাঞ্ছনা ও পরকালে তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে।"[১০৭]

---

১০৬. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল আল-বুখারী, সহীহ বুখারী, ২য় খন্ড (সৌদী আরবঃ রিয়াদ : বায়তুল আফকার আদ- দৌলিয়া, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ৫০২।

১০৭. আল-কুরআন, সূরা আল-মায়িদা, আয়াত : ৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

অনুরূপভাবে অভিশপ্ত য়াহূদী গোত্র বানু নাযীর মহানবী (সা) কে সন্ত্রাসী হামলার মাধ্যমে হত্যা করার ষড়যন্ত্র এঁটেছিল। মহানবী (সা) তাদেরকে তাদের ভিটেমাটি থেকে উৎখাত করে মদীনাকে সন্ত্রাসমুক্ত করেন। ঘটনার বিবরণ হলো- সাহাবী হযরত আম্‌র ইবন উমায়্যা আদ্-দামরী (রা) বানূ 'আমেরের দুজন লোককে ভুলবশত শত্রুপক্ষ মনে করে হত্যা করেন। প্রকৃত ব্যাপার হলো, বানূ 'আমেরের সাথে মহানবী (সা) এর মৈত্রীচুক্তি বিদ্যমান ছিল। ফলে মহানবী (সা) তাদেরকে 'দিয়াত' (হত্যাকারীর উপর ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণ, রক্তমূল্য) দিতে মনস্থ করেন। আর এ কাজে সহযোগিতা ও মধ্যস্থতা করার জন্য তিনি য়াহূদীদের সবচেয়ে বড় গোত্র বানূ নাযিরের নিকট যান। তাদের বসবাস ছিল মদীনা থেকে দুই মাইল দূরে কুবার উপকণ্ঠে। বানূ 'আমেরের সাথে বানূ নাযীরেরও মৈত্রীচুক্তি ছিল। বানূ নাযীরের লোকজন মহানবী (সা)-কে দেখে আনন্দ প্রকাশ করে, বরং তাঁর সাথে প্রথমত খুবই উত্তম ব্যবহার করে। তারা এ ব্যাপারে তাঁকে সহযোগিতার পূর্ণ আশ্বাস দেয়, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ষড়যন্ত্র পাকাতে থাকে। মহানবী (সা) তাদের একটি দেয়াল ঘেঁষে বসা ছিলেন, তাঁর সাথে আবূ বকর, উমর ও আলী (রা) প্রমুখ দশজন সাহাবীও উপস্থিত ছিলেন।

বানূ নাযীরের লোকজন নিজেদের মধ্যে সলা-পরামর্শ করতে লাগলো যে, এমন মোক্ষম সুযোগ আমরা আর কখনো পাবো না। আমাদের কেউ যদি ঘরের ছাদে উঠে তাঁর মাথার উপর একটি ভারী পাথর ছেড়ে দেয় তবে আমরা চিরতরে তার কবল থেকে নিষ্কৃতি পাব। আমর ইবনে জাহ্‌শ ইবন কা'ব নামীও তাদের এক লোক বললো, আমি এ কাজের জন্য প্রস্তুত। এই বলে সে ঠিকই মহানবী (সা)-এর উপর পাথর নিক্ষেপ করার জন্য সবার অলক্ষ্যে ঘরের ছাদে উঠে গেলো। তখনই মহান আল্লাহ তা'আলা মহানবী (সা) কে ওহী মারফত এ ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের কথা জানিয়ে দেন। সাথে সাথে তিনি সেখান থেকে উঠে পড়েন এবং কাউকেও কিছু না বলে সোজা মদীনায় চলে আসেন। তাঁর সঙ্গী সাহাবীগণও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে তাঁর সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। অতঃপর মদীনা থেকে আগত এক ব্যক্তিকে পেয়ে তারা তাকে মহানবী (সা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। লোকটি বললো, আমি তাঁকে মদীনায় প্রবেশ করতে

Dhaka University Institutional Repository

দেখেছি। অতঃপর তাঁরা মদীনায় ফিরে মহানবী (সা)-এর সাথে সাক্ষাত করলেন। তিনি তাদেরকে ইয়াহুদীদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার কথা জানালেন এবং সকলকে রণপ্রস্তুতি নিয়ে তাদেরকে অবরোধ করার জন্য রওয়ানা হবার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা)- কে মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে তিনি সেনা সমভিব্যহারে বানু নাযীরের বসতি এলাকায় পৌঁছেন। সেখানে তিনি তাদেরকে চতুর্দিক থেকে অবরোধ করেন। ছয়দিন অবরুদ্ধ করে রাখা এবং তাদের মনোবল ভেঙ্গে দেয়ার জন্য তাদের খেজুর গাছ কেটে ফেলার এবং বাগান জ্বালিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন। এতে তারা বিচলিত হয়ে বললো, হে মুহাম্মাদ! আপনি অন্যদেরকে বিশৃঙ্খল হতে নিষেধ করেন আর এখন আপনি নিজেই আমাদের খেজুর বাগানগুলো কেটে জ্বালিয়ে দিচ্ছেন। এটা কেমন কথা?[১০৮] তখন মহানবী (সা) এর সমর্থনে আয়াত নাযিল হয়-

مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُوْلِهَا فَبِإِذْنِ اللهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِيْنَ.

"তোমরা যে খেজুর বৃক্ষগুলো কর্তন করেছ এবং যেগুলো কাণ্ডের উপর স্থির রেখে দিয়েছ, তা তো আল্লাহ্‌রই অনুমতিক্রমে। তা এজন্য যে, আল্লাহ পাপাচারীদেরকে লাঞ্ছিত করবেন।"[১০৯]

মূলত সন্ত্রাস প্রতিরোধে যুদ্ধকৌশল হিসেবে এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন ছিল। অবশেষে বানু নাযীরের মনে মহান আল্লাহ্ ভীতি সঞ্চার করে দিলেন। তারা নিজেরাই প্রস্তাব দিয়ে দেশত্যাগ করে অন্যত্র প্রস্থান করার পথ বেছে নিলো। অন্যত্র গিয়ে যাতে তারা আবার সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হতে না পারে সেজন্য মহানবী (সা) তাদেরকে সাথে করে

---

১০৮. সহীহ বুখারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২৫।
১০৯. আল-কুরআন, সূরা হাশর, আয়াত : ৫।

Dhaka University Institutional Repository

তাদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যেতে দেননি। শুধুমাত্র নিজেদের উটের পিঠে করে যে পরিমাণ অস্থাবর মালপত্র নেয়া যায় সেই পরিমাণই নেয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। এ আদেশ এতো কঠোর ছিলো যে, তিল তিল করে গড়ে তোলা নিজেদের ঘরবাড়ি তাদের নিজেদের হাতেই ধ্বংস করতে হলো। আর যতটুকু পারা যায় ততটুকু সাথে নিয়ে অবশিষ্ট আসবাবপত্র ত্যাগ করে তাদের যেতে হলো। তাদের কতক খায়বার এলাকায় গিয়ে বসতি স্থাপন করে আর কতক চলে যায় সিরিয়ায়। ফলে মদীনা মুনাওয়ারা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল অভিশপ্ত ইয়াহুদীদের এ গোত্রটির কুটিল ষড়যন্ত্র ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড থেকে রেহাই পায়।[১১০]

মহানবী (সা) দয়ার সাগর হওয়া সত্ত্বেও সন্ত্রাস দমনে ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। উপরোক্ত ঘটনাবলী তারই প্রমাণ বহন করে।

পরিচ্ছেদ: ৮

সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ বিনির্মাণে ইসলামের বিধান

ইসলামী শরী'আত সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ উপহার দিতে গিয়ে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। ইসলামের বেসামরিক আইন সব মানুষের সাথে ন্যায়নীতি ও হকের ভিত্তিতে আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছে। ফৌজদারী আইনেও সকলের জন্য একই রকম শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে। যে অত্যাচার, সন্ত্রাস ও বাড়াবাড়ি করে তাকে শায়েস্তা করা হয়। হত্যাকারী জ্ঞানী হোক বা মূর্খ, নিহত ব্যক্তি ধনী বা গরীব হোক, মযলুম আরব হোক বা অনারব, প্রাচ্যবাসী হোক বা পাশ্চাত্যবাসী সবাই আইনের চোখে সমান।

---

১১০. সহীহ বুখারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২৫।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম জাতি, ধর্ম-বর্ণ তথা সাদা কালো, ধনী-দরিদ্রের ভেদাভেদকে স্বীকার করে না। তাই ইসলাম যেমন সর্বত্র আইনের স্বীকৃতি দিয়েছে তেমনি বিচার ব্যবস্থার নিরপেক্ষতাও প্রতিষ্ঠিত করেছে। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ اَنْ يَّكُنْ غَنِيا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُوا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا وَاَنْ تَلْوُوْا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاَنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا.

"হে মু'মিনগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহ্র সাক্ষীস্বরূপ; যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়; সে বিত্তবান হোক অথবা বিত্তহীনই হোক, আল্লাহ উভয়েরই যোগ্যতর অভিভাবক। সুতরাং তোমরা ন্যায়বিচার করতে কামনা-বাসনার অনুগামী হয়ো না। যদি তোমরা পেঁচালো কথা বলো অথবা পাশ কাটিয়ে যাও তবে জেনে রেখো যে, তোমরা যা কর আল্লাহ তার সম্যক খবর রাখেন।"[১১১]

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى أَلَّا تَعْدِلُوْا اِعْدِلُوْا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللهَ اِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ.

১১১. আল-কুরআন, সূরা আল-ইমরান, আয়াত : ১৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

"হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশে ন্যায় সাক্ষ্যদানে অবিচল থাকবে। কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনও সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। সুবিচার করবে, তা তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় করবে। তোমরা যা কর আল্লাহ তার সম্যক খবর রাখেন।"[১১২]

ন্যায়ানুগ বিচার ব্যবস্থার অনুপস্থিতিই মূলত সন্ত্রাস সৃষ্টির অন্যতম কারণ। সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গঠনে মহানবী (সা) ও তাঁর খলীফাগণ ছিলেন সদা তৎপর, আল্লাহ্‌র নির্দেশ বাস্তবায়নের মূর্ত প্রতীক। নিম্নোক্ত কয়েকটি ঘটনা থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

তুয়ায়মা ইবন উবায়রিক নামমাত্র একজন মুসলমান (প্রকৃতপক্ষে সে ছিল কপট) বর্ম চুরির অপরাধে অভিযুক্ত হওয়ায় আশঙ্কায় বর্মটি এক য়াহূদীর গোলাঘরে লুকিয়ে রাখে। য়াহূদীর বাড়ি থেকে তা উদ্ধার হলে ইয়াহূদী অভিযোগ অস্বীকার করে এবং তুয়ায়মাকে অভিযুক্ত করে। একজন মুসলমান হিসেবে সকল মুসলমানের সহানুভূতি ছিল তুয়ায়মার পক্ষে। মহানবী (সা) মামলাটি নিজ বিচারাধীনে নিলেন এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশ মুতাবিক বিচার করে য়াহূদীকে মুক্তি দান করলেন।[১১৩]

বানূ মাখযুম গোত্রের ফাতিমা নাম্নী এক মহিলা চুরি করে ধরা পড়লে মহানবী (সা) তার হাত কেটে ফেলার নির্দেশ দিলেন। কুরাইশদের জন্য ব্যাপারটা খুবই বিব্রতকর ছিল। তাই তারা নবীর (সা) প্রিয়পাত্র উসামা বিন যায়িদকে তাঁর নিকট পাঠালেন সুপারিশের জন্য। মহানবী (সা) তা প্রত্যাখ্যান করলেন এবং সবাইকে জমায়েত করে জনসমাবেশে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, "তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলোর ধ্বংসের প্রধান কারণ ছিল এই যে, তাদের দৃষ্টিতে যারা অভিজাত ছিল, তাদের কেউ অপরাধে করলে তাকে ছেড়ে দিত। আর দুর্বল শ্রেণিভুক্ত কেউ অপরাধ করলে তাকে শাস্তি দিত। আল্লাহ্‌র শপথ! চুরির অপরাধে ধৃত

১১২. আল-কুরআন, সূরা আল-মায়িদা, আয়াত : ৮।

১১৩. এডভোকেট মুজিবর রহমান, ইসলামের দৃষ্টিতে সার্বভৌ, শাশ্বত ভ্রাতৃত্ব (ঢাকা: (সৌদি আরব ভ্রাতৃ সমিতি, ১৯৯১ খ্রি.), পৃ. ১২২।

Dhaka University Institutional Repository

এই ফাতিমা যদি আমি মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমাও হত, তবে আমি তার হাতও না কেটে ছাড়তাম না।"[১১৪]

একবার উবাই ইবনে কা'ব (রা) আদালতে খলিফা উমরের (রা) বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করলেন। উমর (রা) আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য উপস্থিত। যায়েদ (রা) তাঁকে সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশে বিচারকের আসন থেকে উঠে দাঁড়ান এবং খলিফাকে আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। এতে খলীফা তাঁকে বললেন, "আদালতে আসামীর প্রতি এ সম্মান প্রদর্শন আপনার প্রথম অবিচার।" কথাটি বলে তিনি উবাই-এর পাশে উপবেশন করলেন। উমর (রা) অভিযোগ অস্বীকার করলেন। কিন্তু উবাই-এর হাতে কোন প্রমাণ না থাকায় তিনি উমরকে (রা) শপথ করার আহ্বান জানান। উমরের (রা) উচ্চ মর্যাদার কারণে বিচারক যায়িদ (রা) উবাইকে শপথের দাবি প্রত্যাহার করতে অনুরোধ করেন। উমর (রা) এই পক্ষপাতিত্বে রুষ্ট হয়ে যায়েদ (রা) কে বললেন, "আপনার চোখে যদি উমর আর সাধারণ লোক সমান না হয় তাহলে আপনি বিচারকের পদের জন্য উপযুক্ত নন।"

অন্য একটি ঘটনায় কাযীর বিচারে যথোপযুক্ত শাস্তি না হওয়ায় উমর (রা) তাঁর নিজের ছেলেকে দ্বিতীয়বারের মত বেত্রাঘাত করলেন। ছেলেটি মারা গেলো। মিসরের গভর্নর আমর বিন আসের (রা) পুত্র মুহাম্মাদ এক মিসরীয় কপটিক খৃস্টানকে প্রহার করলে উমর (রা) পিতা-পুত্র উভয়কে ডেকে পাঠালেন এবং মিসরীয়কে তার উপস্থিতিতে অনুরূপ প্রহার করার নির্দেশ দিলেন। আমরের পুত্রকে অনুরূপভাবে প্রহার করা হলো এবং গভর্নর আমর (রা) মিসরীয়টির ক্ষমার ফলে উমরের (রা) বেত্রাঘাত থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন।

আরবের গাসসান গোত্রের সামন্ত রাজ জাবালা বিন আয়হাম ইসলাম গ্রহণ করার পর সদলবলে খলীফা উমরের (রা) সাথে সাক্ষাত করেন। একদিন তিনি কা'বা ঘর তাওয়াফকালে তার পরণের চাদর তার দাসের দ্বারা পদদলিত হয়। তাতে তিনি তার দাসকে চপেটাঘাত করলেন। উমর (রা) বিচারে দাসকে তার মনিবকে চপেটাঘাত করার রায় দেন। জাবালা

---

১১৪. মুস্তফা আস্ সিবায়ী, অনুবাদ: আকরাম ফারুক, ইসলামী সভ্যতায় মানব প্রেম (ঢাকা: মাসিক পৃথিবী, মার্চ- ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ২৭

Dhaka University Institutional Repository

বললেন, আপনি কি রাজন্য ব্যক্তি আর তার দাসকে পার্থক্যের চোখে দেখেন না? উমর (রা) উত্তর দিলেন, মানুষ হিসাবে ইসলামে সবাই সমান। উমরের (রা) নিকট থেকে ২৪ ঘণ্টা সময় নিয়ে রাতে তিনি পালিয়ে গিয়ে কনষ্ট্যান্টিনোপলের সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করেন।[১১৫]

হযরত আলী (রা) তখন মুসলিম জাহানের খলিফা। একদা তিনি তাঁর লৌহ বর্মটি হারিয়ে ফেলেন। তা উদ্ধার করা হলো এক য়াহূদীর নিকট থেকে। আলী (রা) নিজ হাতে আইন তুলে না নিয়ে মামলাটি কাজীর দরবারে পেশ করলেন। বিচারক অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সংশয়ের কারণে নিষ্কৃতি দিলেন, যেহেতু আলী (রা) তাঁর পুত্র হাসান ও ভৃত্যকে সাক্ষী হিসেবে হাজির করেছিলেন। হযরত আলী (রা) মিসরের গভর্নর মালিক ইবন হারিস আল-আশতারকে লেখা একটি চিঠিতে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, বিচার বিভাগকে অবশ্যই সকল প্রকার প্রশাসনিক চাপ থেকে মুক্ত থাকতে হবে এবং ষড়যন্ত্র ও দুর্নীতির উর্ধে থেকে নির্ভয়ে ও কারো প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন না করে দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে।[১১৬]

উমাইয়া খলীফা আবদুল মালিকের পুত্র হিশামের বিরুদ্ধে এক খ্রীষ্টান উমর বিন আব্দুল আযীযের নিকট অভিযোগ উত্থাপন করলো। খলীফা হিশামের বিরুদ্ধে সমন জারি করেন। আদালতে হাজির হলে তাকে খ্রীষ্টানের সাথে একই সমতলে দাঁড় করানো হয়।[১১৭] শরীয়া আইনের চোখে খলীফা ও সাধারণ মানুষের মধ্যে কোনো পার্থক্যের প্রশ্রয় দেয়া হতো না। হিরা অঞ্চলের এক মুসলমান এক অমুসলিমকে খুন করে। তিনি মুসলিম খুনীকে বন্দী করে বিচারে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে তা কার্যকর করার জন্য তাকে বাদীর নিকট হস্তান্তর করলেন। ইসলামী আইন কিসাসের রীতি অনুযায়ী খুনীকে সমতার আইনে খুন করা হলো।[১১৮]

---

১১৫. Ahmad Gamil Muzzara, Islam, Democracy and Socialism, Islamic Review, April 1962 (Waking, England), p-8.

১১৬. হযরত আলীর (রা) প্রশাসনিক চিঠি, অনুবাদ : খুরশিদ আহম্মদ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ৭।

১১৭. মাওলানা এ.কে আযাদ, অনুবাদ: প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম, আদর্শ খেলাফতের নমুনা (ঢাকা: ইসলামিক কালচারাল সেন্টার), পৃ. ৩০২।

১১৮. মাওলানা এ. কে. আযাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০২।

Dhaka University Institutional Repository

কয়েকজন উট মালিকের অভিযোগের ঘটনায় মদীনার কাজীর আহ্বানে আব্বাসী খলীফা মানসুর সশরীরে উপস্থিত হলেন এবং কাযীর সামনে একজন সাধারণ বিবাদীর বেশে দাঁড়ালেন। কাযী খলীফাকে অভ্যর্থনা জানাতে, এমনকি তার আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন না। বাদীর পক্ষে মামলার রায় হলো। সঠিক ও উপযুক্ত বিচারের জন্য খলীফা আল-মনসূর পরবর্তীকালে কাযীকে উপঢৌকন দিয়ে তার স্বাধীনতা ও ন্যায়পরায়ণতার স্বীকৃতি দিলেন।[১১৯]

তিউনিসীও পরিব্রাজক ইবনে বতুতা তুঘলক রাজ-দরবারের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি ছিলেন এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। একদিন এক হিন্দু প্রজা আদালতে স্বয়ং সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে, সুলতান তার পুত্রকে অন্যায়ভাবে প্রহার করেছেন। বিচারক আসামী হিসেবে দিল্লীর সম্রাট মুহাম্মদ তুঘলককে আদালতে তলব করেন। বিচারে সম্রাটের অপরাধ প্রমাণিত হয়। অতঃপর অভিযোগকারীকে প্রতিশোধ গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়। সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক এ বিচার অবনত মস্তকে মেনে নেন।

সমাজ ও রাষ্ট্র বিধ্বংসী দুষ্টক্ষত সন্ত্রাসের মূলোৎপাটন ও প্রতিরোধে ইসলাম যে কার্যকরী ব্যবস্থা নির্দেশ করেছে তা আপাত দৃষ্টিতে কঠোর মনে হলেও তা সময়োপযোগী ও বাস্তবানুগ। ইসলামের সূচনালগ্নে ষড়যন্ত্রকারী ও সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করায় একদিকে যেমন অত্যাচারী ও সন্ত্রাসীরা নির্মূল হয়েছিল, তাদের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছিল সমাজ ও রাষ্ট, অপরদিকে তেমনি তাদের করুণ পরিণতি দর্শনে সমাজের অন্য কেউ এ দুষ্ট ও ঘৃণ্য পথে পা বাড়াবার সাহস করে নি। তাই বলা যায়, ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা জনসাধারণকে উপহার দিতে পারে একটি সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ, জাতি ও বিশ্ব।[১২০]

পরিচ্ছেদ: ৯

সন্ত্রাস ও ইসলামী মূল্যবোধ

১১৯. এডভোকেট মুজিবর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০।
১২০. মাওলানা মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের অবকাঠামোগত অনেক উন্নতি সাধিত হয়েছে, সাংস্কৃতিক অঙ্গনে অনেক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে, অনেক বিত্তহীন মানুষ ধনাঢ্য জীবনের স্বাদ পেয়েছে, কিন্তু তার সাথে সমাজ জীবনের সর্বত্রই যে অরাজকতা, জোর-জুলুম, অপশক্তির মহড়া, ছিনতাই-লুণ্ঠন, খুন-রাহাজানি, নারী নির্যাতন, বলাৎকার, ধর্ষণ, সন্ত্রাস সর্বগ্রাসী সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় ছড়িয়ে পড়েছে।

আল্লাহ্‌র এ বিশাল ভূখণ্ডে আজ শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হচ্ছে। গোটা বিশ্ব এক জরাগ্রস্তের ন্যায় হা-হুতাশ করছে। মানবিক মূল্যবোধের দলন-নিষ্পেষণ চলছে অহরহ।

মোটকথা, আজ মানব সমাজ পরস্পরিক সংঘাত, একে অন্যের অধিকার হরণ, কলহ-বিবাদ, রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা ও দাঙ্গা-হাঙ্গামায় নিমজ্জিত। সর্বোপরি বিশ্বের বৃহৎ শক্তিবলয়ের ক্ষমতা লাভের অদৃশ্য আগ্রহ, শক্তি বৃদ্ধির অসম প্রতিযোগিতা, পরিস্থিতিকে অধিকতর ঘোলাটে ও ভয়াবহ করে তুলেছে।

সুখ ও শান্তি অর্জনের লক্ষে এ দুনিয়ার প্রক্যেক আদম-সন্তান তার জীবনে দিবারাত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সে জীবন নামক যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে সবকিছু বিসর্জন দিচ্ছে, কেবল এই আশায় যেন সুখের পাখিটা তার মাথার উপর দিয়ে উড়ে যায়, যাতে তার ছায়ায় বসে সে তার অবশিষ্ট জীবন কাটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু নৈতিক অবক্ষয় ও সামাজিক বিশৃঙ্খলার সামনে শান্তির উপাদানসমূহ দুর্বল হয়ে পড়েছে। স্নেহ, মায়া-মমতা আর ভালোবাসা সন্ত্রাস ও লোভ-লালসার লেলিহান শিখায় দাউদাউ করে জ্বলেপুড়ে ছারখার হচ্ছে। লক্ষ করা যাচ্ছে- বস্তুগত লোভের উদগ্র বাসনা মানুষের কাঙ্ক্ষিত নৈতিক গুণাবলীর সমাধি রচনা করছে।

মানুষ লাগামহীন চাহিদা ও লালসার শিকার হয়ে নিজেকে পরিণত করেছে ভয়ংকর মিথ্যাচার, মুনাফিকী, জুলুম-নির্যাতন, স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা এবং হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাকার

Dhaka University Institutional Repository

হীন বৈশিষ্ট্য নরপশুতে। সামাজিক এসব দুর্যোগ, সংকট ও দুঃখ-দুর্দশা মানবীয় গুণাবলীর অধঃপতনের ফল বই কিছুই নয়। সমাজবিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীরা একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, উৎকৃষ্ট গুণাবলী ও আধ্যাত্মিক নির্দেশনা ছাড়া মানুষ আদর্শবান চরিত্রবান হতে পারে না। যে সমাজের লোক উন্নত আচার-আচরণের অধিকারী নয়, সে সমাজ কোন বিধি-বিধানের দ্বারা শাসিত হয় না। প্রকৃতপক্ষে তা মানব সমাজের বসবাসের উপযুক্ত নয়।

এজন্য পৃথিবীর পূর্ববর্তী শ্রেষ্ঠ সভ্যতাসমূহ তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুর্যোগের কারণে ধ্বংস হয়নি, বরং তাদের নৈতিক দেওলিয়াত্বের কারণেই ধ্বংস হয়েছে। মানব প্রণীত বিধিবিধান ও ব্যবস্থাসমূহ একদিকে যেমন অন্তরের গভীরে প্রবেশ করে না, তেমনিভাবে তা জাতি ও সমাজসমূহের পারস্পরিক গঠনমূলক সম্পর্কের নিশ্চয়তা বিধানেও সক্ষম নয়, যেভাবে আধ্যাত্মিক আচার-আচরণ ও ধর্মীয় ইবাদত অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে তা সম্ভব হতে পারে। বস্তুত আল্লাহ বিমুখতা, পরকাল বিস্মৃতি, ধর্মহীনতা ও ধর্মবিদ্বেষের কারণেই বর্তমানে সাংস্কৃতিক, পারিবারিক, সামাজিক, সাম্প্রদায়িক, ভৌগোলিক, আন্ত-দেশীয় রাজনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক সমস্ত কলহ-বিবাদ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি হচ্ছে এবং তা দাবানলের মতো সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে।

একথা অনস্বীকার্য যে, ধর্ম সেই মহান শক্তি যা সর্বপ্রকার অপকর্ম ও অপসংস্কৃতি নির্মূল করার ক্ষমতা রাখে। ধর্মের রাজত্ব চলে মানুষের মন-মস্তিষ্ক এবং হৃদয়ের উপর। যুগে যুগে প্রেরিত নবীদের মূল মিশন হলো সমাজে ছড়িয়ে থাকা অনাচারের মূলোৎপাটন এবং তৌহিদকে উজ্জীবিত করা এবং তাঁদের সবচেয়ে বড় জিহাদ হলো স্বার্থপরতার উৎখাত এবং মানবাধিকার সংরক্ষণ।

নবীগণের শিক্ষায় ছিল নারী-পুরুষ, ছোট-বড় এবং শাসক-শাসিত নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষকে একজন দায়িত্বশীল এবং জবাবদিহি সচেতন ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তোলা এবং তার মধ্যে দায়িত্ববোধের সুপ্ত আবেগ-অনুভূতিগুলোকে জাগ্রত করে তোলার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব

Dhaka University Institutional Repository

আরোপ করা। ইসলামে সন্ত্রাসের বিন্দুমাত্র স্থান নেই। ইসলাম শান্তির ধর্ম, সহমর্মিতার ধর্ম এবং সে কারণেই ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করে ইসলাম। সুতরাং ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, সন্ত্রাস এবং ফেতনা বা নৈরাজ্য সৃষ্টি সুস্পষ্টরূপেই হারাম।

সন্ত্রাসের মূল লক্ষ্য হচ্ছে স্বার্থ, এমনকি হীনতম স্বার্থ হাসিলের জন্য ও অন্যায়ভাবেও ঠাণ্ডা মাথায় মানুষ হত্যা করা হয়। আল্লাহ পাক তাঁর বান্দাদের মধ্যে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশে অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করাকে সর্বোতভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। মুসলমান এবং ভিন্ন ধর্মাবলম্বী নির্বিশেষে যে নাগরিক শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে আগ্রহী, তাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী তৎপরতার কোনো অভিযোগ উত্থাপনের অবকাশ ইসলামে নেই। এ সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে-

لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ.

"আল্লাহ তাদের (ঐসব ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর) সাথে তোমাদের সদ্ব্যবহার ও ন্যায়বিচার করতে বারণ করেননি, যারা তোমাদের সাথে তোমাদের দীন লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে উচ্ছেদ করেনি তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করতে তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। আল্লাহ তো ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালোবাসেন।"[১২১]

আল্লাহ তা'আলার 'ন্যয়বিচারক' সিফাতি নামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাঁর সৃষ্টজগতের শান্তি নিশ্চিত করা। তিনি বলেন,

وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُوْنَ. ذِكْرٰى وَمَا كُنَّا ظَالِمِيْنَ.

১২১. আল-কুরআন, সূরা আল-মুমতাহিনাহ, আয়াত : ৮।

Dhaka University Institutional Repository

"এমন কোন জনপদকে আমি নিপাত করিনি যেখানে কোনো সতর্ককারী আমি আগাম পাঠাইনি স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য। জুলুম করা তো আর আমার কাজ নয়।"[১২২]

ইসলামী জীবনব্যবস্থায় আক্রমণকারী হবার সুযোগ নেই। তবে প্রতিরোধকারী হবার গৌরব আছে। অশান্তি প্রতিরোধ করে মানুষের সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করাই ইসলামের নির্দেশ এবং ইসলাম অনুসারীদের মূল কাজ ও দায়িত্ব।

আমরা জানি, ইসলামের অগ্রগতির একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল নবী (সা)-এর পূর্ণাঙ্গ আচরণ। এই সত্য কালামে পাকে উল্লেখিত হয়েছে, যেখানে সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেন,

وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ.

"আপনি যদি কঠোর ও নির্মম হতেন, তাহলে তারা নিশ্চিতরূপে আপনার চতুর্দিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত।"[১২৩]

আল্লাহ্‌র নবী (সা) সকলের সাথে সমান ব্যবহার করতেন। তিনি বদ স্বভাবের লোকদের ঘৃণা করতেন। তিনি বারবার বলেছেন, "বদ স্বভাব হচ্ছে খারাপ এবং বদস্বভাবী লোক তোমাদের মধ্যে নিকৃষ্টতর।"

মানুষকে নৈতিক অধঃপতন ও দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা থেকে মুক্ত করার ব্যাপারে প্রত্যেক মানুষেরই অনুসরণযোগ্য সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতির ক্ষেত্রে একটা মতামত থাকে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে ফলপ্রসূ পন্থা হচ্ছে তাদের মধ্যকার মানবীয় অনুভূতি ও ভালোর প্রতি সাড়া দেয়ার

---

১২২. আল-কুরআন, সূরা আশ্- শু'আরা, আয়াত : ২০৮ - ২০৯।
১২৩. আল-কুরআন, সূরা আল-ইমরান, আয়াত : ১৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

মনোভাবকে জাগ্রত করা, সদিচ্ছার গুণাবলীকে উৎসাহিত করে মনের সম্পদসমূহকে সুখ লাভের পথে কার্যকরভাবে নিয়োজিত করা।

মানবাত্মার মধ্যে ন্যায়পরায়ণতার যে বীজ সুপ্ত রয়েছে তা সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় পন্থা অবলম্বন করে আমরা আমাদের ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হওয়া ও বিভ্রান্তির পেছনে ছুটে বেড়ানোর যে কারণসমূহ রয়েছে তা চিনতে পারি। আর এর মাধ্যমে আমাদের আত্মা ও বিবেক থেকে এ সবের মূলোৎপাটন করে আমরা আমাদের সীমাহীন চাহিদা ও লোভ-লালসার মুখে একটা শক্তিশালী রশি টেনে দিতে পারি।

পরিচ্ছন্ন মননশীলতা হচ্ছে একটা প্রাচুর্যপূর্ণ প্রস্রবণ, যা মানুষের বস্তুগত লাভের চেয়ে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট পরিমাণে মানুষকে এক বিশাল নতুন জগতের সাথে পরিচয় করে দেয় এবং তাকে অগ্রগতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

সুতরাং আমাদের জীবনকে দুঃখ-কষ্টের অব্যাহত যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি দিতেও আমাদের আত্মার উপর সৃষ্ট ময়লা আবরণ দূরীভূত করার জন্য ধর্মীয় অনুভূতিকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন এবং সৎ কাজের প্রতি আগ্রহ বাড়ানো প্রয়োজন। রাসূলাল্লাহ (সা) বলেন,

إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ.

"তোমার উত্তম কাজে তোমাকে আনন্দ দান করলে এবং তোমার নিকৃষ্ট কাজ তোমাকে অনুতপ্ত করলে তুমি ঈমানদার।" (তিরমিযী)

উক্ত হাদীসে মানুষকে বিবেকের আহ্বানে সাড়া দিতে উৎসাহিত করা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরাত্মায় আল্লাহ্‌র একটা নূর গচ্ছিত রাখা হয়েছে। সেই নূর তাকে অসৎ কাজে নিবৃত্ত করে এবং সৎ কাজে উদ্বুদ্ধ করে। সে আল্লাহ্‌ভীরু হোক বা ধর্মহীন নাস্তিক হোক, তাতে কোনো ব্যতিক্রম হয় না। এই অভ্যন্তরীণ শক্তিকেই ইসলামী

Dhaka University Institutional Repository

পরিভাষায় 'নফসে নাতিকা' (সবাক আত্মা) বা 'নফসে লাওয়ামা' (ভর্ৎসনাকারী আত্মা) বলা হয়।

এই শক্তিটি পৃথিবীর সকল মানুষের মধ্যে সদা বিদ্যমান থাকে– যদি পরিবেশের আবর্জনা তাকে একেবারে নিষ্ক্রিয় বা কলুষিত না করে। এই শক্তিকে মনোবিজ্ঞানের পরিভাষায় 'বিবেক' বলা হয়। এটা অসৎ কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে সদা আন্দোলনমুখর থাকে। এ অসৎ আবেগ-অনুভূতিসমূহ অন্য এক সন্ত্রাসী শক্তির লীলাখেলা। ইসলামী পরিভাষায় একে 'নফসে আম্মারা' বলা যেতে পারে, যা প্রকৃতপক্ষে 'পাশবিক প্রবৃত্তিসমূহের' ভাণ্ডার বা সমস্ত অপকর্মের উৎস।

বিবেক ও বিবেকহীনতা বা আধ্যাত্মিকতা ও পাশবিকতা পরস্পর বিরোধী দুটি শক্তি প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান থাকে। প্রথমটা গঠনমুখী, যা মানুষকে চরিত্র গঠন ও আত্মশুদ্ধির প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। আর দ্বিতীয়টা ধ্বংসাত্মক যা সচ্চরিত্র বিকৃতি ও অসৎ কাজে প্রলুব্ধ করতে থাকে। এ দুইয়ের মধ্যে সদা-সর্বদা কলহ-বিবাদ সংঘর্ষ-সংঘাত লেগেই থাকে।

যে সমাজ প্রথম শক্তি বা বিবেকের ডাকে সাড়া দেবে সে সফলতা-কৃতকার্যতা, শান্তি ও নিরাপত্তার বলয়ে প্রবেশ করবে। পক্ষান্তরে যে সমাজ নফসে আম্মারা তথা পাশবিকতা ও শয়তানীর পথ অবলম্বন করবে, পরিণামে সে সমাজ ধ্বংস, বিলুপ্তি এবং অধঃগতির তিমিরাচ্ছন্ন গর্তে নিপতিত হবে।

তবে একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না, কেবল নিজেকে কলুষমুক্ত করলেই সমাজ সংশোধন সম্ভব নয়, প্রয়োজন অন্যের নিকট এর দাওয়াত পৌঁছানো। আল্লাহ্‌র নবী (সা) ইরশাদ করেছেন– بَلِّغُوْا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

Dhaka University Institutional Repository

"আমার তরফ থেকে একটি কথা হলেও তোমরা তা অন্যের নিকট পৌঁছিয়ে দাও।"[১২৪]

বস্তুত আল্লাহ্র নবী (সা) আরবের তদানীন্তন বিকৃত ও রোগাক্রান্ত সমাজের সামনে দীনের দাওয়াত পৌঁছাতে গিয়ে, একটা সুখময় সামাজিক অবকাঠামো গড়তে গিয়ে, আমরণ নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন দাওয়াতের ময়দানে।

সামাজিক জীবনে প্রত্যেক মানুষই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব পালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। এই দায়িত্ববোধ সম্পর্কে মানুষদেরকে সজাগ ও সতর্ক করে তোলাই দীনী দাওয়াতের মূল উদ্দেশ্য। পবিত্র কালামে ইরশাদ হয়েছে–

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ.

"তোমরাই সর্বোৎকৃষ্ট উম্মত, তোমাদেরকে উত্থিত করা হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য। তোমরা সুকৃতির প্রসার ঘটাবে এবং দুষ্কৃতির প্রতিরোধ করবে।"[১২৫]

কুরআনুল কারীমের এ ঘোষণা থেকে একথা সুস্পষ্ট যে, উম্মতে মুহাম্মাদীর শ্রেষ্ঠত্বের মূলে রয়েছে, তারা গোটা মানবজাতির কল্যাণের জন্য চিন্তা-ফিকির ও মেহনত করবে। এটা উম্মতে মুহাম্মাদীর যিম্মাদারি। আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দানকারীর মর্যাদা সম্পর্কে পবিত্র কালামে ইরশাদ হয়েছে –

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ إِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

---

১২৪. ইমাম বাগবী, মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুল ইলম (দিল্লী : তাজ লাইব্রেরী, তাবি), পৃ. ১৪০।
১২৫. আল-কুরআন, সূরা আল-ইমরান, আয়াত : ১১০।

Dhaka University Institutional Repository

"কথায় কে উত্তম ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা যে আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষকে আহ্‌বান করে, সৎকর্ম করে এবং বলে, 'আমি তো আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত।"[১২৬]

অত্র আয়াত থেকে একথা স্পষ্ট যে, নিজেকে একজন মুসলমান হিসেবে পরিচয় দেয়ার পূর্বে উত্তম কাজ করতে হবে এবং মানুষদেরকে উত্তম কাজের দিকে তথা আল্লাহ্‌র দীনের দিকে আহ্বান জানাতে হবে। তবেই আল্লাহ্‌র যমীনে সুখ-শান্তি ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হবে। মানুষের মাঝে তখন আর পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ, লুণ্ঠন-ধর্ষণ স্বার্থ চরিতার্থের ঘৃণ্য আগ্রাসন ও সন্ত্রাসের হিংস্র থাবা প্রসারিত হবে না।

পরিচ্ছেদঃ ১০

ইসলামে সন্ত্রাসের কোন স্থান নেই

যারা ইসলামের নামে সন্ত্রাস করে তারা আসলে ধর্মেরও ভুল ব্যাখ্যা করে। এজন্য তারা যা করে তা হচ্ছে অন্যায়। এসব সন্ত্রাসীকে নিজ নিজ ধর্মের প্রতিনিধি মনে করা হবে মারাত্মক ভুল। একটি ধর্মকে বোঝতে হলে তার মূল উৎস থেকে জানতে হবে।

ইসলামের পবিত্র উৎস হলো আল- কুরআন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সুন্নাহ। এ পবিত্র উৎস দুটির শিক্ষার আলোকে গড়ে উঠেছে ঈমান-আকাইদ, ইবাদত, মুয়ামালাত, নৈতিকতা, ভালবাসা, সমবেদনা, বিনয়-নম্রতা, ত্যাগস্বীকার, ধৈর্য ও শান্তির কাঠামো। যে মুসলিম এসব নৈতিক উপদেশ মেনে চলে স্বভাবতই সে হয় ভদ্র, বিনয়ী, চিন্তায় সাবধানী, শালীন, ন্যায়বিচারক, আত্মবিশ্বাসী। মানুষ তাঁকে আপন ভাবতে পারে। সে-ই হলো মুসলমান যে ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও বেঁচে থাকার আনন্দ নিজের চারদিকে ছড়িয়ে দিয়ে সবার সাথে মিলেমিশে চলে।

---

১২৬. আল-কুরআন, সূরা হা-মীম- আস- সাজদাহ, আয়াত : ৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

বৃহত্তর অর্থে বলা যায়, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বেসামরিক মানুষদের উপর আক্রমণ চালানোই হলো সন্ত্রাস। অন্যভাবে বলা যায়, যে কোন নিরপরাধ মানুষকে আক্রমণ করাই হলো সন্ত্রাস। সন্ত্রাসীদের চোখে হামলার শিকার মানুষদের একমাত্র অপরাধ হলো, তারা অন্য মতের প্রতিনিধি। সন্ত্রাস হলো অসহায় মানুষের রক্ত ঝরানো, যা কোন যুক্তিতেই সমর্থন করা যায় না।

কুরআন মনুষের কাছে এসেছে সত্যের পথপ্রদর্শক হিসেবে। এই আসমানী কিতাবে আল্লাহ তা'আলা আমাদের আদেশ দিয়েছেন উন্নত নৈতিক আদর্শকে গ্রহণ করতে। আরবী যে শব্দ থেকে ইসলাম এসেছে তার অর্থ 'শান্তি, নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততা'। ইসলাম এসেছে শান্তির ইচ্ছা নিয়ে, যাতে আল্লাহ্‌র অনন্ত ক্ষমা, শান্তি ও সান্ত্বনার বার্তায় এই পৃথিবী প্লাবিত হয়। আল্লাহ সবাইকে ইসলামী মূল্যবোধ গ্রহণের আহ্বান জানান যাতে পৃথিবীর সবাই সহনশীলতা, ক্ষমা ও শান্তি উপভোগ করতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর, যিনি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্বে যারা অতীত হয়েছে তাদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার।"[১২৭]

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَّلاَ تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّه لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ.

"হে মু'মিনগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কর না। সে তো তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।"[১২৮]

---

১২৭. আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ২১ ।

Dhaka University Institutional Repository

এই আয়াতে স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে, ইসলামে পুরোপুরি প্রবেশ করলে তবেই শান্তি লাভ করা যাবে এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। এর মানে, কুরআন-সুন্নাহ্র মূল্যবোধের আলোকে আমাদের জীবন-জীবিকা নির্বাহ করতে হবে। কুরআন ও সুন্নাহ্র এই মূল্যবোধের জন্য একজন মুসলমানকে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের প্রতি দয়া দেখাতে হয়। তাদের সাথে ন্যায় আচরণ করতে হয়। অনিষ্ট বা অপকার হলো তাই যা নিরাপত্তা ও শান্তিকে বিঘ্নিত করে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لاَ يُحِبُّ الْفَسَادَ.

“আর যখন সে ফিরে যায় তখন সে চেষ্টা করে যাতে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করতে পারে এবং শস্যক্ষেত ও জীব-জন্তুর বংশ বিনাশ করতে পারে। আল্লাহ অশান্তি পছন্দ করেন না।”[১২৯]

অকারণে নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা অনিষ্ট সাধনের একটি বড় উদাহরণ। আল্লাহ তা’আলা বলেন,

مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيْراً مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ.

“কেউ কাউকে প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ কিংবা দুনিয়ায় ফাসাদ সৃষ্টি করার কারণ ছাড়া হত্যা করলে সে যেন দুনিয়ার সব মানুষকেই হত্যা করলো। আর যে কেউ কারো জীবন রক্ষা

---

১২৮. আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ২০৮।

১২৯. আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ২০৫।

Dhaka University Institutional Repository

করলে সে যেন সকল মানুষের জীবন রক্ষা করলো। তাদের কাছে তো এসেছিল আমার অনেক রাসূল স্পষ্ট প্রমাণ দিয়ে। কিন্তু এরপরও তাদের অনেকেই দুনিয়ায় সীমালঙ্ঘনকারীরই রয়ে গেলো।"[১৩০]

এই আয়াতে স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে, যে লোক অকারণে কাউকে হত্যা করেনি বা দুনিয়ায় অশান্তি সৃষ্টি করেনি, এমন একজন নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা মানেই হলো যেন দুনিয়ার সব মানুষকে হত্যা করা। এই যখন বিধান তখন সহজেই বোঝা যায়, বেপরোয়া হামলা ও নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড যা সন্ত্রাসীদের কাছে আত্মঘাতী হামলা নামে জনপ্রিয়, তা কতো গুরুতর পাপ। কেননা এতে অসংখ্য নিরীহ মানুষ প্রাণ হারায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ.

"অভিযোগ কেবল তাদের বিরুদ্ধে যারা মানুষকে অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে বেড়ায়। এরকম লোকদের জন্যই রয়েছে নির্মম শাস্তি।"[১৩১]

এসব কিছুতেই বোঝা যাচ্ছে যে, নিরপরাধ লোকজনের বিরুদ্ধে সংঘটিত সন্ত্রাস পুরোপুরি ইসলামের বিপরীত। আর এটা কখনো হতে পারে না যে, কোনো প্রকৃত মুসলিম এধরনের অপরাধ করবে। বরং বলা যায়, মুসলমানদের কর্তব্য হলো, এই ধরনের পাপীদের থামানো এবং পৃথিবীর বুক থেকে এ ধরনের অন্যায়কে নিশ্চিহ্ন করে পৃথিবীর মানুষের কাছে শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ পৌঁছে দেয়া। ইসলাম কখনো সন্ত্রাসের সাথে সম্পর্ক রাখতে পারে না। এর সম্পূর্ণ বিপরীতে বলা যায়, ইসলাম হলো সন্ত্রাস প্রতিরোধের পথ ও উপায়।

---

১৩০. আল-কুরআন, সূরা আল-মায়িদা, আয়াত : ৩২।
১৩১. আল-কুরআন, সূরা আশ্- শূরা, আয়াত : ৪২।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ মানুষকে আদেশ করেছেন কোন অন্যায় না করতে। যেমন অত্যাচার, নিষ্ঠুরতা, নরহত্যা ও রক্ত ঝরানো, এসব হল নিষিদ্ধ। আল্লাহ বলেছেন, এই আদেশ পালনে যে ব্যর্থ হয় সে যেন শয়তানের পথ অনুসরণ করলো। সে ব্যক্তি পাপের পথকে বেছে নিয়েছে যা স্পষ্টতই অন্যায় বলে কুরআনে বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে কুরআনের অসংখ্য আয়াতের মধ্যে কয়েকটি হলো:

وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِه وَيَقْطَعُوْنَ مَا أَمَرَ اللهُ بِه أَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِي الْأَرْضِ أُولئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْءُ الدَّارِ.

"আর যারা আল্লাহ্‌র সাথে দৃঢ় শপথ করার পরও তা লংঘন করে এবং যে সম্পর্ক বজায় রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে, আর পৃথিবীতে বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের জন্য রয়েছে অভিশাপ এবং তাদের জন্যই রয়েছে নিকৃষ্ট পরিণাম।"[১৩২]

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ اللهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ.

"তোমরা আল্লাহ্‌র দেয়া রিযিক থেকে পানাহার কর এবং পৃথিবীতে দাঙ্গা-হাঙ্গামা কর না।"[১৩৩]

وَلَا تُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ.

"পৃথিবীকে কুসংস্কারমুক্ত ও সংস্কার করার পর সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না। তাঁকে (আল্লাহকে) ডাকো ভয় ও আশা নিয়ে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র রহমত সৌন্দর্যময় সৎকর্মে নিবেদিতদের নিকটবর্তী।"[১৩৪]

---

১৩২. আল-কুরআন, সূরা আর্- রা'দ, আয়াত : ২৫।

১৩৩. আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ৬১।

Dhaka University Institutional Repository

যারা মনে করে যে, পাপাচার, বিপ্লব, অত্যাচার আর নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে সাফল্য লাভ করা যাবে তারা আসলে মারাত্মক ভুল করছে। আল্লাহ সব ধরনের অন্যায়কে নিষিদ্ধ করেছেন যার মধ্যে অবশ্যই সন্ত্রাস ও সংঘর্ষ অন্তর্ভুক্ত। যারা এ ধরনের কাজ করে আল্লাহ তাদের নিন্দা করে বলেন-

إِنَّ اللهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ.

"আল্লাহ তো অশান্তি সৃষ্টিকারীদের কাজ সুষ্ঠুভাবে সমাধা হতে দেন না।"[১৩৫]

বর্তমান সময়ে সন্ত্রাস ও বেপরোয়া গণহত্যা হত্যাকাণ্ড পুরো পৃথিবী জুড়েই চলছে। নিরপরাধ মানুষদের নিষ্ঠুরভাবে খুন করা হচ্ছে আর দেশে দেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পরস্পরের মধ্যে কৃত্রিমভাবে ঘৃণার জন্ম দিয়ে রক্তের স্রোতে তাদেরকে ডুবানো হচ্ছে। এ ধরনের তীব্র ঘৃণা সৃষ্টির কারণ ও পটভূমি একটি দেশের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও সামাজিক কাঠামো ভেদেও আলাদা হয়ে থাকে।

ধর্মীয় নীতিকথা আমাদের শেখায় ভালবাসা, শ্রদ্ধা আর সহনশীলতা। কিন্তু এটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, এ নৈতিকতা আমাদের মধ্য থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। ধর্মীয় চেতনার অভাবে এমন এক গোষ্ঠীর জন্ম হচ্ছে যারা আল্লাহকে ভয় পায় না এবং বিশ্বাস করে যে, পরকালে তাদের কোনো কাজের জন্য জবাবদিহিতা নেই। যেহেতু তারা এটাই বিশ্বাস করে যে, একমাত্র পার্থিব জীবনই তাদের জীবন, এখানেই তারা আমরা মরে ও বাঁচে এবং তারা পুনর্জীবিত হয়ে ওঠবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اِنْ هِىَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ.

---

১৩৪. আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত : ৫৬।

১৩৫. আল-কুরআন, সূরা ইউনুস, আয়াত : ৮১।

Dhaka University Institutional Repository

"একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, (এখানেই) আমরা মরি ও বাঁচি। কালের প্রবাহই আমাদের ধ্বংস করে।"[১৩৬]

সেহেতু তারা মনে করে যে, তাদেরকে কারো কাছেই তাদের কোনো কাজের জন্য দায়ী হতে হবে না। তাই তারা খুব সহজেই অন্যের জন্য কোন দুঃখবোধ ছাড়াই নৈতিকতা আর ভাল-মন্দ বিচার না করেই কাজ করতে পারে। আল্লাহ ও ধর্মের নাম ব্যবহার করে ভণ্ড ব্যক্তিরা নিজেদের অস্তিত্ব আমাদের সামনে প্রকাশ করে, কিন্তু আসলে তারা সেসব পাপাচারে লিপ্ত থাকে যেগুলোর আল্লাহ নিন্দা করেছেন। এ ধরনের ঘটনার প্রতি নির্দেশ করে পবিত্র কুরআনে দুষ্কর্মপরায়ণ নয়জন নেতা সম্পর্কে বলা হয়েছে যারা শুআইব (আ) কে সপরিবারে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল এবং সেটা করেছিল আল্লাহর নামে শপথ করে। আল-কুরআনে বলা হয়েছে-

وَكَانَ فِي الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُّفْسِدُوْنَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ. قَالُوْا تَقَاسَمُوْا بِاللهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُوْلَنَّ لِوَلِيِّه مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِه وَإِنَّا لَصَادِقُوْنَ. وَمَكَرُوْا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ.

"আর সেই জনপদে এমন নয় ব্যক্তি ছিল, যারা দেশময় বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়াত এবং শান্তি স্থাপন করতো না। তারা বললো, তোমরা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করো, আমরা রাতের বেলা নবীকে ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের অবশ্যই হত্যা করবো। তারপর তার অভিভাবককে অবশ্যই বলে দেব যে, আমরা তার পরিবারবর্গের হত্যাকাণ্ড প্রতক্ষ করিনি, আর আমরা তো সত্যবাদী। তারা এক গোপন ষড়যন্ত্র কারলো এবং আমিও তাদের ষরযন্ত্র নস্যাতের) এক কৌশল অবলম্বন করলাম, কিন্তু তারা তা টেরই পেলো না।"[১৩৭]

সেই হলো মুসলমান যে আল্লাহ একং তাঁর রাসূলের আদেশের প্রতি অনুগত, কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আদেশের প্রতি অত্যন্ত সতর্ক ও যত্নবান হয়ে জীবন কাটায়, শান্তি ও ঐক্যের প্রতি

১৩৬. আল-কুরআন, সূরা আল-জাছিয়া, আয়াত : ২৪।
১৩৭. আল-কুরআন, সূরা আন্-নামল, আয়াত : ৪৮ - ৫০।

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষ রাখে যা পৃথিবীকে আরো সুন্দর করে তোলে ও উন্নতির দিকে নিয়ে যায়। তার লক্ষ্য হলো মানুষকে সুন্দর আর কল্যাণের পথে নিয়ে যাওয়া। কুরআনে বলা হয়েছে-

وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ .

"এবং তুমি অনুগ্রহ করো যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অশান্তি সৃষ্টিকারীদের ভালবাসেন না।"[১৩৮]

وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَاناً وَّبِذِي الْقُرْبى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ اِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا.

"আর ভালো ব্যবহার করো পিতা-মাতার সাথে, আত্মীয়-স্বজনের সাথে, ইয়াতীমদের সাথে, মিসকীনদের সাথে, নিকট-প্রতিবেশীদের সাথে, দূর প্রতিবেশীদের সাথে, সঙ্গী-সাথী ও পথচারীর সাথে এবং তোমাদের অধিকারে থাকা দাস-দাসীদের সাথে। নিশ্চয়ই আল্লাহ দাম্ভিক-অহংকারী ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না"।[১৩৯]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيْدُ العِقَابِ.

---

১৩৮. আল-কুরআন, সূরা আল-কাসাস, আয়াত : ৭৭।

১৩৯. আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা, আয়াত : ৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

"তোমরা একে অন্যকে নেক কাজে এবং আত্মসংযমে সহযোগিতা করবে, কিন্তু পাপ কাজ ও সীমালঙ্ঘনে একে অন্যকে সহযোগিতা করবে না। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর।"[১৪০]

এসব আয়াত থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, আল্লাহ চান যারা ঈমান এনেছে তারা অবশ্যই মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করবে; একে অন্যকে কল্যাণের পথে সহযোগিতা করবে আর পাপ কাজকে এড়িয়ে চলবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَه عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُجْزى إِلاَّ مِثْلَهَا وَهُمْ لاَ يُظْلَمُوْنَ.

"যে ব্যক্তি একটি নেক কাজ করবে সে তার দশ গুণ পাবে এবং যে একটি মন্দ কাজ করবে তাকে শুধু সেই কাজের প্রতিফল দেয়া হবে আর তাদের উপর জুলুম করা হবে না।"[১৪১]

যে মুসলমান (আল্লাহ্র ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণকারী), সে অবশ্যই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে নিজের সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে সংগ্রাম করবে।

একজন মুসলমান তার চারপাশে কি ঘটছে সে ব্যাপারে নির্বিকার থাকতে পারে না। একই সাথে তার এ ধরনের মনোভাবও থাকতে পারে না যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার কোন ক্ষতি হচ্ছে না, ততক্ষণ কোন কিছুতেই কিছু যায় আসে না। কারণ সে নিজেকে আল্লাহ্র কাছে সমর্পণ করেছে। সে হচ্ছে আল্লাহ্র প্রতিনিধি, কল্যাণের পথের অগ্রদূত। তাই এ কারণে সে নিষ্ঠুরতা ও সন্ত্রাসের চেহারা দেখে চুপ করে থাকতে পারে না।

---

১৪০. আল-কুরআন, সূরা আল-মায়িদা, আয়াত : ২।

১৪১. আল-কুরআন, সূরা আল-আন'আম, আয়াত : ১৬০।

Dhaka University Institutional Repository

যে সন্ত্রাসী নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে, মুসলমানরা হলো সেই সন্ত্রাসীর সবচেয়ে বড় শত্রু। ইসলাম সব ধরনের সন্ত্রাসী তৎপরতার বিরোধী। শুরু থেকেই তাই ইসলাম সন্ত্রাসকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছে। ইসলাম মানুষের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার দাবি জানায় এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে। ইসলাম মানুষকে আদেশ করে মতভেদ, সংঘাত আর পাপ থেকে দূরে থাকতে।

আল্লাহ কুরআনে মানুষকে আদেশ দিয়েছেন ন্যায় আচরণ করতে, মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য না করতে এবং মানুষের অধিকার রক্ষা করতে। একজন মুসলমান কোন অবস্থাতেই অত্যাচার করবে না, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অত্যাচারিতের পক্ষ অবলম্বন করবে এবং অসহায়কে সাহায্য করবে।

কোন মতভেদ দূর করতে যখন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, তখন একটি ঘটনার সব দিক বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে যে, কোন পক্ষপাত বা বিদ্বেষকে দূরে রেখে বস্তুনিষ্ঠতা, অকপটতা, ধৈর্য, ক্ষমাশীলতা ও দয়ার পরিচয় দিয়ে দুই পক্ষেরই অধিকার রক্ষা করতে হবে। এটাই ন্যায়বিচারের দাবি। ন্যায়বিচারককে ব্যক্তিগত আবেগ ও মতামতকে একপাশে সরিয়ে রাখতে হবে। তাকে সব পক্ষের সাথে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করতে হবে। বিচার করার সময় যে কোন পরিস্থিতিতে যার দাবি ন্যায়সঙ্গত তার পক্ষাবলম্বন করতে হবে। কোন অবস্থাতেই সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া যাবে না।

একজন মানুষকে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র মূল্যবোধকে এমনভাবে আত্মস্থ করতে হবে, যাতে ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধে উঠে তিনি অন্য পক্ষের স্বার্থ রক্ষা করতে পারেন এবং ন্যায়বিচার করতে পারেন। এতে তাঁর নিজের স্বার্থের ক্ষতিও যদি হয় তো হোক। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا وَاِنْ تَلْوُوْا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا.

Dhaka University Institutional Repository

"হে মু'মিনগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে, আল্লাহ্‌র সাক্ষীস্বরূপ; যদিও এটা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতার এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে যায়। সে বিত্তবান হোক অথবা বিত্তহীনই হোক আল্লাহ উভয়েরই যোগ্যতর অভিভাবক। সুতরাং তোমরা ন্যায়বিচার করতে কামনার অনুগামী হয়ো না। যদি তোমার পেঁচালো কথা বলো অথবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে জেনে রেখো যে, তোমরা যা কর আল্লাহ তার সম্যক খবর রাখেন।"[১৪২]

ইসলাম ধর্ম স্বাধীন চিন্তা-ভাবনা আর মুক্ত জীবনের নিশ্চয়তা দেয়। মানুষকে মানসিক চাপ, ঝগড়া, অপবাদ, এমনকি নেতিবাচক চিন্তা থেকেও রক্ষা করে। তাই ইসলাম এ সম্পর্কে দিক-নির্দেশনাও দিয়েছে।

ইসলাম সন্ত্রাস ও সব ধরনের সংঘর্ষপূর্ণ কাজের বিরোধী। ইসলাম মানুষের উপর জোর করে কোন আদর্শ বা ধারণাকে চাপিয়ে দিতে নিষেধ করে। কারো উপর সামান্যতম জোর খাটানো যাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغَيِّ.

"দীনের (গ্রহণের) ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নেই। নিশ্চয়ই সঠিক পথ সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে ভুল পথ থেকে।"[১৪৩]

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ . لَّسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ.

"অতএব আপনি উপদেশ দিতে থাকুন, আপনি তো একজন উপদেশদাতা। আপনি ওদের নিয়ন্ত্রক নন।"[১৪৪]

---

১৪২. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা, আয়াত : ১৩৫।
১৪৩. আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ২৫৬।
১৪৪. আল-কুরআন, সূরা আল-গাশিয়া, আয়াত : ২১-২২।

Dhaka University Institutional Repository

মানুষকে জোর করে ধর্মে বিশ্বাস করানো ইসলামের মূল চেতনা ও নির্যাসের বিরোধী। কেননা ইসলামে বলা হয়েছে, সত্যিকারের বিশ্বাস আসে স্বাধীন চিন্তা ও ভাল-মন্দ বিচার করার ক্ষমতা থেকে।

অবশ্যই মুসলমানরা উপদেশ দিবে এবং অন্যকে সমর্থন জোগাবে ইসলামের নীতিমালার ব্যাপারে। ঈমানদার মাত্রেরই দায়িত্ব হলো সুন্দরভাবে কুরআনের বাণী জানানো, রাসূলের বাণী পৌঁছানো। তারা ধর্মের সৌন্দর্যকে ব্যাখ্যা করবে কুরআনের আয়াতের আলোকে। যেমন-

أُدْعُ إِلى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ.

"তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহবান কর হিকমত (প্রজ্ঞা, বিজ্ঞতা, বিচক্ষণতা) ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে আলোচনা কর সদ্ভাবে।"[১৪৫]

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَـكِنَّ اللهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ.

"তাদের সৎপথে আনার বাধ্যবাধকতা আপনার নয়, বরং আল্লাহ্ যাকে চান সৎপথে পরিচালিত করেন।"[১৪৬]

তারা কখনো কোন রকম জোর-জবরদস্তি, শারীরিক বা মানসিক চাপ প্রয়োগ ইত্যাদি কৌশল অবলম্বন করবে না। শুধু বৈষয়িক কৌশল অবলম্বন করবে না। শুধু বৈষয়িক লোভ দেখিয়ে কাউকে ধর্মের পথে টানার চেষ্টাও করবে না। যদি কেউ নেতিবাচক উত্তর দেয় তাহলে মুসলমান কুরআনের আয়াতের আলোকে বলবে- لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ "তোমাদের ধর্ম তোমাদের কাছে, আমার ধর্ম আমার কাছে।"[১৪৭]

---

১৪৫. আল-কুরআন, সূরা আন-নাহল, আয়াত : ১২৫।

১৪৬. আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ২৭২।

১৪৭. আল-কুরআন, সূরা কাফিরূন, আয়াত : ৬।

Dhaka University Institutional Repository

আমরা এমন পৃথিবীতে বাস করি যেখানে সব বিশ্বাসের মানুষেরাই বাস করে। যেমন খৃষ্টান, য়াহুদী, বৌদ্ধ, হিন্দু, স্রষ্টায় অবিশ্বাসী, স্রষ্টায় বিশ্বাসী কিন্তু আসমানী কিতাবে অবিশ্বাসী, স্থানীয় মানুষ যারা হয়ত কোন ধর্মেই বিশ্বাসী নয় অথবা নিজস্ব কোনো ধর্মীয় ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাস করে। মুসলমানরা এমন এক পৃথিবীতে বাস করার সময় অবশ্যই সব ধর্মের প্রতি সহনশীল হবে। ধর্মবিশ্বাস যাদের যেমনই থাক তাদের সাথে ক্ষমাশীল, ন্যায়সঙ্গত ও মানসিক আচরণ করবে। ঈমানদারগণের দায়িত্ব হলো ধর্মের সৌন্দর্যের দিকে মানুষকে দাওয়াত দেয়া। আল্লাহ্র পথে মানুষকে আহ্বান করতে হবে ধৈর্য সহকারে ও শান্তিপূর্ণভাবে। এ বিশ্বাসকে গ্রহণ করা হবে কিনা, এ ধর্মবিশ্বাসকে নিজের জীবনে প্রয়োগ করবে কিনা, সেই সিদ্ধান্ত নেবে অন্য পক্ষ। কোন মানুষকে ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস করতে বাধ্য করা যাবে না, তার উপর জোর খাটানো যাবে না। কেননা এটা কুরআনোর নীতিমালা ভঙ্গ করে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বিশ্বাসীদের মনে করিয়ে দিয়েছেন-

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعاً أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ.

"আর তোমার রব যদি চাইতেন তবে পৃথিবীতে যারা আছে তারা সবাই সমবেতভাবে ঈমান আনতো। তবে কি তুমি মানুষের উপর জবরদস্তি করবে, যাতে তারা মু'মিন হয়ে যায়!"[১৪৮]

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ.

১৪৮. আল-কুরআন, সূরা ইউনুস, আয়াত : ৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

"তারা যা বলে তা আমি খুব পরিজ্ঞাত। আর তুমি তাদের ওপর বল প্রয়োগকারী নও। অতএব তুমি কুরআনের সাহায্যে উপদেশ দিতে থাকো তাকে যে আমার আযাবকে ভয় করে।"[১৪৯]

যারা মনে করে, সুবিচারও হবে না এবং শাস্তিও পেতে হবে না, তারা কখনো সফলকাম হবে না। কেননা একদিন আল্লাহ্র উপস্থিতিতে অবশ্যই তাদেরকে সব অপকর্মের জন্য দায়ী হতে হবে। এ কারণে যারা ঈমানদার, যারা জানে যে, মৃত্যুর পরে একদিন সব কাজের জন্য দায়ী হতে হবে, তারা আল্লাহর দেয়া সীমারেখা মেনে চলতে অত্যধিক যত্নবান হয়।

পবিত্র কুরআনে ইসলামের নীতিমালা তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ. أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ . وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ. عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ.

"তদুপরি অন্তর্ভুক্ত হওয়া মু'মিনদের এবং তাদের যারা পরস্পরকে উপদেশ দেয় ধৈর্য ধারণের ও দয়া দাক্ষিণ্যের; এরাই সৌভাগ্যশালী। এবং যারা নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করেছে তারাই হতভাগা। তারা হবে অগ্নি-পরিবেষ্টিত।"[১৫০]

আয়াত দুটিতে বলা হয়েছে, কোন্ গুনাহের বদৌলতে কিয়ামতের দিন একজন ঈমানদার নিজেকে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করতে পারবে এবং জান্নাত লাভের যোগ্যতা অর্জন করবে। এরা হচ্ছে তারাই যারা পরস্পরকে উপদেশ দেয় ধৈর্যধারণের এবং উপদেশ দেয় দয়ামায়া প্রদর্শনের।

---

১৪৯. আল-কুরআন, সূরা কাফ, আয়াত : ৪৫।

১৫০. আল-কুরআন, সূরা আল-বালাদ, আয়াত : ১৭-১৮।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসা থেকেই অন্য মানুষের প্রতি সহানুভূতি জাগে। স্রষ্টার প্রতি ভালবাসা সৃষ্টিকে বেশি করে ভালবাসতে শেখায়। যে ব্যক্তি স্রষ্টাকে ভালবাসে সে স্রষ্টার সৃষ্টির সাথে সরাসরি যোগাযোগ ও গভীর নৈকট্য অনুভব করে। এ দৃঢ় ভালবাসা ও নৈকট্য যা সে নিজের মনের গভীরে লালন করে স্রষ্টার প্রতি, যিনি তাকে ও পুরো মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন। এ অনুভূতি তাকে সুন্দর নৈতিক আচরণে উদ্বুদ্ধ করে, যার আদেশ কুরআনে দেয়া হয়েছে। এ নৈতিক মূল্যবোধের মধ্যে বাস করায় তার পক্ষে সম্ভব হয় মানুষের প্রতি সত্যিকারের সহানুভূতিশীল হওয়া। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا.

“তোমরা আল্লাহ্‌র ‘ইবাদত করবে, কোন কিছুকে তাঁর শরীক করবে না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বাজন, য়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, পথচারী এবং তোমাদর অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন না দাম্ভিক, অহংকারীকে।”[১৫১]

এসব আয়াতে কারীমায় দেখা যায়, মুসলমানরা সবচেয়ে বেশি করুণা ও সহানুভূতিশীল চরিত্রের অধিকারী। এ নৈতিক গুণাবলী যার মধ্যে নেই তার পক্ষেই সম্ভব অসহায় ও নিরপরাধ মানুষের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা। সন্ত্রাসীদের চরিত্র হলো কুরআনে উক্ত

---

১৫১. আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা, আয়াত : ৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

নৈতিক চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত। সন্ত্রাসী হলো নিষ্ঠুর ও নির্মম চরিত্রের যে পৃথিবীর দিকে তাকায় ঘৃণা নিয়ে এবং চায় হত্যা, ধ্বংস ও রক্তপাত।

একজন মুসলিম যে ইসলামের আদর্শে বড় হয়েছে সে মানুষের কাছে যায় সেই ভালবাসা নিয়ে। ভিন্ন মতকে সে সম্মান করে। যেখানে মতভেদ, বিবাদ, উত্তেজনা সেখানে সে ধৈর্য ও সংযমের সাথে সবার মধ্যে ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করে । এ ধরনের ঈমানদারদের নিয়ে যে সমাজ গড়ে উঠবে, সেটি আরো অনেক উন্নত সভ্যতার দিকে এগিয়ে যাবে। তাদের সমাজে উন্নত নৈতিকতা, ঐক্য ও ন্যায়বিচার দেখা যাবে। আল্লাহ ক্ষমাপ্রদর্শন ও ধৈর্যধারণের আদেশ দিয়ে বলেছেন-

خُذِ العَفْوَ وَأْمُرْ بِالعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجَاهِلِيْنَ.

"তুমি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন কর, সৎকার্যের নির্দেশ দাও এবং অজ্ঞদেরকে উপেক্ষা কর।"[১৫২]

ধৈর্যধারণ ও ক্ষমাপ্রদর্শণ এ আদেশটি হলো ইসলামের অন্যতম মূলনীতি। ইসলামের এ গুরুত্বপূর্ণ নীতি মুসলমানরা যে তাদের জীবনে মেনে চলছে তা ইতিহাসের দিকে তাকালেই স্পষ্ট বোঝা যায়। মুসলমানরা যখন যেখানে গিয়েছিল, সাথে করে নিয়ে গিয়েছিল মুক্তির বার্তা ও সহনশীলতার আদর্শ।

মুসলমানরা শুধু নিজ ধর্মের অনুসারীদের জন্যই নয়, বরং অন্য ধর্মমত, ভাষা, এলাকা নির্বিশেষে সবার কাছে ইসলামের আদর্শের বাণী পৌঁছে দিয়েছিল। ফলে মুসলিম শাসকদের সময় বিভিন্ন মতের মানুষেরা শান্তিতে মিলেমিশে একসাথে বসবাস করতে পেরেছিল।

সহনশীলতা তখনই পৃথিবীতে শান্তি আনতে পারবে যখন কুরআনের আদর্শ তাতে প্রতিফলিত হবে। এ সত্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে কুরআনে বলা হয়েছে, "ভাল ও মন্দ

---

১৫২. আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত : ১৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

সমান হতে পারে না। যা ভাল তা দিয়ে মন্দকে প্রতিহত করো, ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে সে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত হয়ে যাবে।” [১৫৩]

ইসলাম মানুষকে বলে পৃথিবীতে শান্তি, ঐক্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে। ইসলামের এই নীতি ও নির্দেশনাই কুরআনের আয়াতগুলোতে প্রকাশ পেয়েছে। বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা যা এখন সন্ত্রাস নামে পরিচিত তা পৃথিবীর মানুষের সব মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে। এ সন্ত্রাস হলো অজ্ঞ ও ধর্মের নামে অতি উৎসাহী কিছু মানুষের পাগলামি, যা কুরআন-সুন্নাহ্র আদর্শ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।

এসব ব্যক্তির সাথে আসলে প্রকৃত ধর্মের কোনই সম্পর্ক নেই। ধর্মের মুখোশ পরে কিছু সন্ত্রাসী ও তাদের দল বর্বরতা চালাচ্ছে। এর সমাধান হলো ইসলামের প্রকৃত আদর্শ সবাইকে শেখানো। অন্যভাবে বলা যায়, এখন বিশ্বাব্যাপী সব জাতির মধ্যে সন্ত্রাসের যে উৎপাত, ইসলাম ও কুরআনের আদর্শের মধ্যেই রয়েছে তার সমাধান।

পরিচ্ছেদ: ১১

সন্ত্রাস নির্মূলে মহানবী (সা)-এর দিকনির্দেশনা

সন্ত্রাসবিস্তৃত আজকের পৃথিবীতে সন্ত্রাসের মোকাবেলার জন্য কতো যে প্রচেষ্টা চলছে। পাশ্চাত্যের বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়, সমরবিদ্যা কেন্দ্র, সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে, প্রাচ্যের ছোট ছোট শহরের পুলিশ ‘কন্ট্রোল রুম’ পর্যন্ত সন্ত্রাস মোকাবেলার জন্য কি করা যায়, তা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত, গবেষণা, চিন্তা ও নীতি নির্ধারণী বৈঠক চলছে।

অথচ আজকে বর্তমান বিশ্বের বৃহত্তর সমরশক্তির সবচেয়ে সুরক্ষিত সমরপ্রস্তুতি কেন্দ্ররূপ পেন্টাগণ থেকে নিয়ে, শান্তির দ্বীপ বালির বিশ্রামস্থলরূপ সমুদ্রসৈকত– কোন জায়গাই সন্ত্রাসী আক্রমণ ও ধ্বংসযজ্ঞ থেকে নিরাপদ নেই। বোঝাই যাচ্ছে সকল আধুনিক সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ পরিকল্পনাই (Counter terrorist strategy) বিফল।

---

১৫৩. আল-কুরআন, সূরা হা-মীম আস-সাজদা, আয়াত : ৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

মহানবী (সা) যেসব লোককে তাঁর অনুপম আদর্শে উজ্জীবিত করে আলোকিত (الراشدون) মানুষ করেছিলেন তারা এক সময় ছিল দাগী সন্ত্রাসী ও জঘন্য অপরাধী। নিজ নিজ কন্যা শিশুদের তারা নিজ হাতে জ্যান্ত কবর দিতো, তারা লুণ্ঠন করেই জীবিকা নির্বাহ করত, খুন আর ব্যভিচার ছিল তাদের নিত্য নৈমিত্তিক সাধারণ ব্যাপার।

সমাজে যদি বিচারপ্রার্থীকে নাজেহাল হতে না হয়, মজলুমের হক যদি ফিরে পাবার ব্যবস্থা হয়, উৎকোচের মাধ্যমে যদি নিরপেক্ষতা বিঘ্নিত না হয়, সর্বোপরি কারো ন্যায্য অধিকার যদি অধিকারের নিজস্ব শক্তিতেই প্রতিষ্ঠা পায় তাহলে পেশী শক্তির প্রদর্শনী বন্ধ হয়ে যাবে।

নবীজী (সা) যেভাবে বেকার সাহায্যপ্রার্থীকে তার কম্বল বিক্রিবাবদ প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে কুড়াল কিনে নিজ হাতে তাতে হাতল লাগিয়ে দিয়েছিলেন, সেভাবে যদি নিজের কিছু পুঁজি আর সরকারী সহায়তায় আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্পের আওতায় যুব সমাজকে কাজে লাগানো যেতে পারে তাহলে সন্ত্রাসের প্রকোপ আপনা আপনিই হ্রাস পাবে।

আমাদের যুব সমাজের মধ্যে হাতাশা দূর করে বিশ্বাসের আলো জ্বালাতে হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ.

"তোমরা হীনবল হয়ো না এবং হতাশ হয়ো না; তোমরাই বিজয়ী যদি তোমরা মু'মিন হও।"[১৫৪]

ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে কাজ করে যেতে হবে সবাইকে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى.

"আরও এই যে, মানুষ তাই পায় যা সে করে।[১৫৫]

---

১৫৪. আল- কুরআন, সূরা আল-ইমরান, আয়াত: ১৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ মানুষের কর্তব্য হচ্ছে চেষ্টা-সাধনা করা, প্রতিদান প্রদানের দায়িত্ব আল্লাহ্‌র।

তাই আমাদের কাজ করে যেতে হবে। সন্ত্রাস কোন কাজ নয়, এটা হচ্ছে একটা গুরুতর পাপাচার। রোষান্বিত হয়ে শক্তি প্রদর্শন করা কোনো বীরত্ব নয়। মহানবী (সা) বলেছেন,

ليس الشديد بالصرعة انما الشديد الذى يملك نفشه عندالغضب.

"ঐ ব্যক্তি শক্তিশালী নহে, যে প্রতিপক্ষকে মোকাবিলায় পরাভূত করে ফেলে, বস্তুত সে ব্যক্তি প্রকৃত বীর, যে ক্রোধের সময় নিজকে আয়ত্তে রাখতে পারে"।[১৫৬]

তিনি আরো বলেন-

من سلم المسلمون من لسانه ويده .

"মুসলিম তো সে-ই, যার হাত (কাজ) ও মুখ (কথা) থেকে অপর মুসলমানরা নিরাপদ থাকে।"[১৫৭]

একজন মুসলমান যদি প্রকৃতই তাঁর নবীর অনুসারী হয়, তাহলে অন্যায়ভাবে সে কোনো মানুষ, এমন কি পশু-পাখিরও ক্ষতিসাধন করতে পারে না।

পরিচ্ছেদঃ ১২

সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গঠনে ইসলাম

সন্ত্রাস শব্দটির সাথে আমরা পরিচিত। এর শব্দগত ও তত্ত্বগত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সন্ত্রাস ব্যাপারটি বিশ্বের সকল দেশেই কমবেশি বিদ্যমান, উন্নত, অনুন্নত নির্বিশেষে সকল দেশেই কমবেশি সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটে। তাই ইচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায়, প্রত্যেক

১৫৫. আল- কুরআন, সূরা আন-নাজম, আয়াত: ৩৯।

১৫৬. ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম, কিতাবুল বির ওয়াস সিলাহ (রিয়াদঃ আল- কুতুবুস সিত্তাহ, ২০০০ খ্রি.), পৃ. ১১৩৩।

১৫৭. সহীহ বুখারী, কিতাবুল ঈমান, বাবঃ মান সালিমাল মুসলিমুনা মিন লিসানিহি ওয়া ইয়াদিহি (রিয়াদঃ কুতুবুস সিত্তাহ, ২০০০ খ্রি.), পৃ. ০৩।

Dhaka University Institutional Repository

বোধসম্পন্ন মানুষকেই আজ এর রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় নিয়ে ভাবতে হবে। পৃথিবীর বুকে মর্যাদাশীল জাতি হিসেবে যদি আমরা টিকে থাকতে চাই, তবে আমাদেরকে অবিলম্বে এর একটা উপায় উদ্ভাবন করে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সমাজে যখন সন্ত্রাস ভয়াবহ রূপ ধারণ করে তখন শান্তিপ্রিয় নিরীহ সাধারণ মানুষ মহান স্রষ্টা আল্লাহ্‌র প্রতি বুকভরা কষ্ট নিয়ে আশা করে থাকে, একমাত্র তিনিই যদি এর কোনো বিহিত ব্যবস্থা করে দেন।

সন্ত্রাস নামক এ ভয়াবহ সামাজিক রোগটি নির্মূলের ক্ষেত্রে বর্তমান বা অতীতে বিশ্বের কে কোথায় কতটুকু সফল হয়েছে তা জানা আমাদের খুবই প্রয়োজন। কারণ আজ বিশ্ব যে অবস্থায় উপনীত হয়েছে তাতে আমাদের অবশ্যই এমন একটা কার্যকর ব্যবস্থা খোঁজ করতে হবে যা অবলম্বন করে এ সর্বগ্রাসী ভয়াবহ অবস্থা থেকে আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি।

বর্তমান পুঁজিবাদী বিশ্বের প্রতিটি দেশেই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সেসব দেশের নিজস্ব চিন্তা-চেতনা অনুযায়ী বিধিব্যবস্থা এবং প্রশাসনিক তৎপরতা আছে, এমনকি তাদের কতক নেতা সন্ত্রাস ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধও ঘোষণা করেছিলেন। তবুও অভিজ্ঞতার আলোকে বলতেই হয়, কোনো সমাজই এ ব্যাধির আক্রমণ থেকে মুক্ত হতে পারেনি, কমবেশি নিয়ন্ত্রণ করে রাখতে পেয়েছে মাত্র। তা-ও খুবই সীমিত সময়ের জন্য।

৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে আল্লাহ্‌র রাসূল হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা) যখন জগতে আসেন, সে সময় আরবদেশ তো বটেই, পৃথিবীর অপরাপর দেশের সামাজিক অবস্থাও ছিলো খুবই শোচনীয়। সেটা ছিল সমগ্র পৃথিবীর জন্য অন্ধকার যুগ। সন্ত্রাস তখন সারা পৃথিবীকে গ্রাস করেছিল। তখন সন্ত্রাসই ছিল সমাজ ও রাষ্ট্রের নিয়ামক, সন্ত্রাস করা ছিল বীরত্ব ও গৌরবের। মানবতা তখন পৃথিবীময় কেবল গুমরে গুমরে কেঁদেছে।

সেই দুঃসহ অবস্থার সঠিক উপলব্ধি এখন সম্ভব নয়; কেবল কল্পনাই করা যায়। দুর্বল ও অসহায় মানবতা কোন দিন কোন উপায়ে আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে, সন্ত্রাস-

Dhaka University Institutional Repository

নির্যাতনের বিরুদ্ধে পারবে প্রতিকার চাইতে, এ ধারণাটাই জগতের বুক থেকে মুছে গিয়েছিল। তৎকালীন শক্তিশালী দুটি সাম্রাজ্য রোম (বায়যান্টাইন) ও পারস্যসহ গোটা আরবের অবস্থা ছিল প্রায় অভিন্ন।

মক্কী জীবনে নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বেই হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর মধ্যে এ ব্যাপারটি তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। প্রতিনিয়ত ডাকাতি, রাহাজানি, সন্ত্রাস, দুর্বলের প্রতি সবালের অত্যাচার তাঁর মনে তীব্র আঘাত হানতে থাকে। প্রতিনিয়ত ডাকাতি, রাহাজানি, সন্ত্রাস, দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার-নির্যাতন দেখে এমনিতেই তাঁর মাঝে অস্থিরতা বিরাজ করছিল। এ সময় আরবের বিখ্যাত মেলায় জুয়া ও ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যার ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী এক ব্যাপক যুদ্ধ:হারবুল ফিজার। পাঁচ বছর ধরে এ যুদ্ধ চলতে থাকে। বহু লোক এ অর্থহীন যুদ্ধে প্রাণ হারায়। এ অন্যায় প্রাণহানি রহমাতুল্লিল আলামীনকে অত্যন্ত ব্যথিত ও বিচলিত করে তোলে।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে সূরা বাকারার ২৭ এবং ২০৪ থেকে ২০৬ আয়াতে, সূরা আ'রাফের ৫৬ ও ১০৩ আয়াতে, সূরা রা'দের ২৫ আয়াতে, সূরা হাশরের ৫ আয়াতে, সূরা রূমের ৪১ আয়াতে, সূরা ইউনুসের ৪০ ও ৯১ আয়াতে এবং সূরা হূদের ৮৫ আয়াতে সন্ত্রাসের ভয়াবহ জাগতিক পরিণাম এবং আখেরাতে এর ভয়ঙ্কর শাস্তি সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করেছেন এবং জীবনে সততা ও ন্যায়নিষ্ঠার জন্য দুনিয়ার শান্তিপূর্ণ জীবন এবং আখেরাতে অফুরন্ত পুরস্কার দান করার নিশ্চয়তা ঘোষণা করেছেন।[১৫৮] সেই সাথে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) তাঁর অনেক হাদীসে অন্যায়, যুলুম ও সন্ত্রাস সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করেছেন। ন্যায় ও শান্তির সমাজ নির্মাণের সুনির্দিষ্ট নীতি ও পথনির্দেশ দিয়েছেন। মানুষ তাতে দুনিয়ায় শান্তি এবং অনন্ত জীবনে পরম সুখ ও সাফল্য লাভের একটা সুস্পষ্ট রূপরেখা ও দিকনির্দেশনা লাভ করলো।

চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, ঘুষ, দুর্নীতি, নরহত্যা, যেনা-ব্যভিচার এগুলো পাপ, জাগতিক আইনে এবং আল্লাহর বিধানেও। এ কথা মোটামুটি ছোট-বড়, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত

---

১৫৮. বিস্তারিত, আল-কুরআন।

Dhaka University Institutional Repository

সকলেই জানে। অতীতেও কমবেশি সকলে জানত, এখনও জানে, কিন্তু মানে না। এর একটা যৌক্তিক কারণ আছে। মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা হলো, যেদিকে লাভ দেখে সেদিকেই সে ছুটে যায়। চুরি, ডাকাতি, ঘুষ, দুর্নীতি ইত্যাদিতে অল্প আয়াসে লাভ হয়। যুলুম-অত্যাচারে অহম তৃপ্ত হয়। ধর্ষণ-ব্যভিচারে প্রবৃত্তি চরিতার্থ হয়, এর উত্তেজনা নির্বাপিত হয়। শুধু যদি পার পেয়ে যাওয়ার সুবিধা থাকে, তবে এগুলো করতে স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের আপত্তি হবে কেনো? একটি জনগোষ্ঠীর সকল বা অধিকাংশ মানুষের এই যদি হয় ভাবনা-চিন্তা, তবে নীতিকথা সেখান অচল অসার। বর্তমানে পৃথিবীর সর্বত্রই প্রায় এরকম দুরভিসন্ধিমূলক চিন্তা-চেতনা অধিকাংশ মানুষের মাঝে বিরাজ করছে। অন্তত বর্তমান ক্রিয়াকর্ম দেখে এর ভিন্ন কিছু ভাবা যায় না।

কারও হাতের কাছে একটা প্রতিষ্ঠানের অর্থকড়ি আছে, একটু কৌশল খাটিয়ে তুলে নিলেই হয়। হাতের নাগালে পাপের হাতছানি, শুধু সময় সুযোগ বুঝে হাত বাড়ালেই হয়। যারা স্থূল, ভোগবাদী তাদের ধারণাও অন্যায়- অবৈধ পথ থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখে জীবনকে পবিত্র ও পঙ্কিলতামুক্ত করায় লাভ কি? কেন? কি উদ্দেশ্যে সে তা করবে? সেই লাভ ও উদ্দেশ্যটি কি জীবনের এই আপাতত ভোগের চেয়ে বড়ো মূল্যবান কিছু? এ প্রশ্নের উত্তরের মাঝেই সমস্যাটির সমাধান নিহিত।

সকল প্রাণীই বেঁচে থাকতে চায়, ভোগ করতে চায়। প্রাণী হিসেবে মানুষও তা চায়, বরং সবচেয়ে বেশি চায়। মানুষ যেহেতু প্রাণী হিসেবে বুদ্ধিমান, সেই সাথে অন্য সব প্রাণীর চেয়ে শক্তিমান এবং কৌশলীও বটে; তাই তার ভোগের চাহিদাও বিস্তৃত। বিশেষ করে জীবনকে কেবলমাত্র ভোগ করাই হচ্ছে সার্থক জীবন, এ ধারণা যদি তার চিন্তা-চেতনায় বিরাজ করে তবে এরকম মানুষের বেলায় উপদেশ, নীতিকথা অর্থহীন। উপদেশ ও সমাজচিন্তা তার কাছে মূল্যহীন।

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়টিকে আরও পরিষ্কার করে বলতে হয়, মানুষের জীবনের সামনে স্থূল ভোগ-লালসা ব্যতীত যদি উন্নত কোনো লক্ষ্য না থাকে বা মানব জীবনের যে অতি বড় ও সুমহান লক্ষ্য আছে এ সম্পর্কে যদি তার চেতনা, জ্ঞান ও বিশ্বাস না থাকে তবে সে জীবন মাঝি-মাল্লাহীন তরীর ন্যায়, স্রোতের টানে ভেসে যাবে, সঠিক মনযিলে কখনও তা পৌঁছবে না।

আমরা দেখি, নবুওয়াত-পূর্ব যুগে বিশ্বের সকল জনগোষ্ঠীকে কেবল ভোগের লিপ্সাই পরিচালিত করেছে। এ স্থূল ভোগলিপ্সা চরিতার্থ করতে ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়বোধ তাদের কাছে বোকামী বলে বোধ হয়েছে। যে পথে ভোগকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে চরিতার্থ করা যায় সেটাই তাদের জন্য অনুসরণীয় পথ ছিল। এজন্য কার অধিকার পদদলিত হলো, কার্ কলিজার খুন ঝরলো, কোন্ অসহায় মানুষটি ধুকে ধুকে চোখের পানিতে ভেসে গেলো, শেষ হয়ে গেলো, এ ভাবনা ছিল তাদের কাছে সম্পূর্ণ অবান্তর।

আল্লাহ্র রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা) সব জুলুম-নির্যাতন, অন্যায়-অবিচার, শোষণ-সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কেবল উপদেশই দেননি, আল্লাহ্র শাস্তির ঘোষণাই কেবল প্রচার করেননি, মানুষের মাঝ থেকে সন্ত্রাসের মূল উৎসকেই উপড়ে ফেলেছিলেন, নির্মূল করেছিলেন। এটাই ছিল এ ব্যাপারে তাঁর বীরত্বপূর্ণ সাফল্য।

প্রাণীমাত্রই ভোগ ভালোবাসে। প্রাণী হিসেবে সাধারণ মানুষও এর ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু ক্ষণস্থায়ী এ স্থূল ভোগের চেয়ে উন্নততর ও মহত্তর কোনো লক্ষ্য যদি মানুষের চেতনা ও বিশ্বাসে প্রতিভাত হয় তখন মানুষের স্বার্থ-বুদ্ধিই উন্নততর লক্ষ্যের দিকে তাকে টেনে নিয়ে যাবে।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য এই যে ষড়রিপু, এগুলো মানুষের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ্র রাসূল (সা) মানুষের এসব প্রবণতার দিকটি বদলে দিয়েছেন। তাকে এ মানবীয় প্রবণতাগুলোই মানুষকে সমূহ কল্যাণের দিকে নিয়ে গেছে। ব্যক্তি

Dhaka University Institutional Repository

ও সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়েছে। দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। ক্রোধ ষড়রিপুর অন্যতম। মানুষের মাঝ থেকে এর উচ্ছেদ সম্ভব নয়। যদি তা সম্ভব হয়ও তবে মানুষ আর মানুষ থাকে না। তাহলে কি করতে হবে? ক্রোধ নামক রিপুটির লক্ষ্য ও দিক বদলে দিতে হবে। এর লক্ষ্য কল্যাণের দিকে করে দিতে হবে। তা হলে এ ক্রোধই তাকে সফল ও উন্নত মানুষে পরিণত করবে। সমাজের তাতে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হবে।

আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) ইরশাদ করেছেন,

اَلنَّاسُ مَعَا دِنُ كَمَعَادِنِ الذَّ هِبِ وَالفِضَّةِ خِيَارُ هُمْ فِى الجَاهِلِيَّةِ خِيَارهُمْ فِى الاسْلَامِ اِذَا فِقِهُوْا.

“মানুষ সোনা-রূপার খনির মত। যারা জাহেলিয়া যুগে উত্তম ছিল, তারা ইসলামী যুগেও উত্তম, যদি তারা দীনের জ্ঞান লাভ করে।”[১৫৯] হযরত উমর (রা) প্রথম জীবনে অত্যন্ত তেজস্বী এবং ক্রোধউম্মত্ত ছিলেন। এ ক্রোধের কারণেই অন্য কেউ সাহস না করলেও তিনি নাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)-কে হত্যা করতে রওয়ানা হন। কিন্তু কী থেকে কী হয়ে গেলো! সেই উমরই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পদতলে নাঙ্গা তলোয়ার সমর্পণ করে সত্যের অনুসারী হয়ে যান। অতঃপর শ্রেষ্ঠ মুসলমানে পরিণত হন। ক্রোধ কি তাঁর স্বভাব থেকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হয়েছিলো? না, বরং তাঁর যে ক্রোধ কুফর ও মিথ্যার পক্ষে নিয়োজিত ছিল তা-ই সত্যের লক্ষ্যে চালিত হলো। ইসলাম গ্রহণের পরপরই তিনি সাথীদের নিয়ে প্রকাশ্যভাবে শত শত কাফিরের সামনে কা‘বাঘরে গিয়ে নামায আদায় করলেন। এর আগে এ দুঃসাহস আর কেউ দেখাতে পারে নি। সকলেই হিজরত করেছিলেন গোপনে। উমর (রা) তখন সত্যের সহায়, মিথ্যা ও পাপের বিরুদ্ধে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর। দুর্বৃত্ত ও সন্ত্রাসীর জন্য আতংক। তাঁর যে ক্রোধ মিথ্যার বেসাতি করতো, তাই আজ সত্য ও সন্দুরের পথে উত্তাল। ফলে ইসলাম ও

১৫৯. মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-খতীব আত্‌তিবরিযী, মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুল ইলম, আল ফাসলুল আউয়াল (বৈরূত: আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৯৮৫ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৭০।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বের ইতিহাসে সেই উমর (রা) সত্য ও সুন্দরের পথে উত্তাল। ফলে ইসলাম ও বিশ্বের ইতিহাসে সেউ উমর (রা) সত্য সুন্দরের এমন কালজয়ী ইতিহাস রচন্া করে যেতে পারলেন যা আজও মানব ইতিহাসের এক বিস্ময়কর অধ্যায়।

যুদ্ধক্ষেত্রে এক য়াহুদীর সাথে হযরত আলী (রা) তরবারি চালনায় লিপ্ত হয়ে পড়লেন। য়াহুদীকে মাটিতে আছড়ে ফেলে তিনি তার বুকে উঠে বসলেন। লোকটি যখন বোঝতে পারল শক্তিতে আর কোনোভাবেই তাঁর সাথে এঁটে ওঠা সম্ভব নয়, তখন সে হযরত আলী (রা) এর মুখে থুথু নিক্ষেপ করলো। সাথে সাথে আলী (রা) তাকে ছেড়ে দিলেন। য়াহুদী অবাক হয়ে গেলো। জিজ্ঞেস করলো, ব্যাপার কি! শত্রুকে কাবু করে হত্যা করার সুযোগ পেয়েও ছেড়ে দিলে যে? আলী (রা) বললেন, এতক্ষণ তোমার সঙ্গে লড়ছিলাম আল্লাহ্র জন্য, ইসলামের জন্য। যেই মুহূর্তে তুমি আমার মুখে থুথু নিক্ষেপ করলে তখনই আমার ব্যক্তিসত্তায় ক্রোধ জেগে ওঠলো। এ অবস্থায় যদি আমি তোমাকে হত্যা করি তবে তা হবে নিছক প্রতিহিংসাবশত মানুষ হত্যা, ন্যায় ও সত্যের জন্য আর তা রইল না। তাই তোমাকে এবারের মতো ছেড়ে দিলাম। কী উন্নত চিন্তা, সত্যের প্রতি কী অপূর্ব নিষ্ঠা।[১৬০]

মক্কায় হযরত আবু বকর (রা) একদিন খবর পেলেন, আল্লাহর রাসূল (সা)-কে কাফিররা কা'বার পাশে ঘেরাও করে নির্যাতন করতে উদ্যত হয়েছে। তৎক্ষণাৎ আবু বকর (রা) ছুটে গেলেন তাঁর সাহায্যার্থে। আল্লাহ্র রাসূলকে রক্ষা করতে গিয়ে নিজে গুরুতর আহত হয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। আত্মীয়-স্বজনরা তাঁকে বহন করে বাড়ি নিয়ে এলো, তিন দিন এভাবে বেহুঁশ হয়ে পড়ে রইলেন তিনি। চতুর্থ দিন যখন তাঁর হুঁশ এলো। চারপাশে ব্যাকুল দৃষ্টি ফিরালেন। তাঁর মা এক গ্লাস দুধ তাঁর মুখে ধরলেন। তিনি হাত দিয়ে দুধটুকু ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, মা! তোমরা কি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খবর জানো, তিনি কেমন আছেন?

---

১৬০. নূরুল ইসলাম মানিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০।

Dhaka University Institutional Repository

এ কথা শুনে তাঁর বৃদ্ধ পিতা আবু কুহাফা রেগে অগ্নিবৎ হয়ে গেলেন। যে হতভাগার জন্য তোর এ অবস্থা, তিন দিন পর জ্ঞান ফিরে পেয়ে ওর কথাই তোর আগে মনে পড়লো! নিজের অবস্থা একবারও ভেবে দেখলি না? রাগ করে পিতা উঠে চলে গেলেন। আবু বকুর (রা) মাকে বললেন, মা! পাশের বাড়ির উম্মে আয়মান আল্লাহ্‌র রাসূলের খবর রাখেন। তাঁর কাছ থেকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খবর এনে দাও। জানতে পেরে উম্মে আয়মান নিজেই এলেন, বললেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) ভালো আছেন। পাহাড়ের পাদদেশে হযরত আরকাম ইবনে আবুল আরকামের বাড়িতে তিনি অবস্থান করছেন। আবু বকর (রা) বললেন, আপনারা দুজন আমাকে একটু সাহায্য করুন। রাসূলুল্লাহ (সা)-কে একবার নিজের চোখে দেখবো আমি।

শেষ পর্যন্ত এই দুই মহিলার কাঁধে ভর দিয়ে পা হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে আরকাম (রা)-এর বাড়িতে তিনি পৌঁছলেন। আবু বকর (রা) কে দেখে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) দুহাত বাড়িয়ে বুকে টেনে নিলেন এবং কল্যাণ লাভের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করলেন। কুরবানীকৃত জীবনে পরজগতে এর চেয়ে মহত্তর প্রাপ্তি আর কিছুই হতে পারে না।

এ প্রেম ও মহব্বত আবু বকর (রা)-কে সমগ্র জগতে শ্রেষ্ঠ মর্যাদার আসন পাইয়ে দিলো। সত্যের অনুসারীদের জন্য তিনি চিরআদর্শ হয়ে রইলেন। হযরত উমর, উসমান, আলী, তালহা, জোবায়ের, আবদুর রহমান ইবন আওফ, বিলাল, আম্মার, ইয়াসির (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) যে মহান ইতিহাস রচনা করলেন, এর মূলে রয়েছে এই প্রেম ও মহব্বত।

এই প্রেম ও মহব্বতই এ জগতের মাটির মানুষকে পৌছে দেয় রাব্বুল আলামীন আহকামুল হাকিমীন আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সন্নিধানে, অর্জিত হয় মানবীয় জীবনের চরমতম সাফল্য।

সহীহ মুসলিম শরীফে আছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খেদমতে এসে নিবেদন করলো, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি যেনা করেছি, আমাকে শাস্তি দিন।

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলুল্লাহ (সা) তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। লোকটি সেদিকে গিয়ে আবার বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যেনা করেছি। আমাকে শাস্তি দিন। রাসূলুল্লাহ (সা) আবারও তার দিকে থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। লোকটি আবার সে কথাই বলতে লাগলো। তিনি (সা) অগত্যা বললেন, তুমি হয় তো ভুল করেছ। সে বললো না, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সত্যি সত্যি আমি যেনা করেছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হয়ত কোনো কারণে তোমার মাথা বিগড়ে গেছে। সে বললো, আমি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও সুস্থ্য আছি। আমাকে দয়া করে শাস্তি দিন।[১৬১]

চিন্তা করা উচিত, কোন মহৎ ও বৃহত্তর লক্ষ্য অর্জনের জন্য এ ব্যক্তি একটি অপবাদের বোঝা থেকে নিষ্কৃতি পেতে প্রকাশ্য স্বীকারোক্তি দিয়ে মৃত্যুদণ্ড মাথা পেতে নিতে উদগ্রীব হয়েছিল।

জীবনের পরম সত্য যাদের সামনে উন্মোচিত হয়, জীবনকে পবিত্র ও অমলিন রাখতে যে কোনো ত্যাগস্বীকারে যারা ইতস্তত করে না তারাই জগতের বুকে আল্লাহ্‌র খলিফা।

মদীনার রাষ্ট্রীয় কোষাগার তখন ধনরত্নে পূর্ণ। খলিফা আবু বকর (রা)-এর পত্নী স্বামীর কাছে একটু মিষ্টি খাবার ব্যবস্থা করতে বায়না ধরলেন। খলিফা তাঁকে বোঝালেন, দেখো, মিষ্টির আয়োজন করতে যে অর্থের প্রয়োজন তা তোমার স্বামীর কাছে এখন নেই। খলিফা পত্নী পরিবারের দৈনিক বরাদ্দ থেকে কিছু কিছু সাশ্রয় করে একদিন মিষ্টি তৈরি করলেন এবং তা খলিফার সামনেও পরিবেশন করলেন। খলিফা বললেন, মিষ্টির ব্যবস্থা কিভাবে হলো? খলিফা পত্নী সব খুলে বললেন।

---

১৬১. ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০০।

Dhaka University Institutional Repository

খলিফা বললেন, এতে প্রমাণ হলো, যে পরিমাণ তুমি সাশ্রয় করেছো সে পরিমাণ বরাদ্দ আমি বায়তুল মাল থেকে অতিরিক্ত নিচ্ছি। আজ থেকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সে পরিমাণ আমার বরাদ্দ থেকে কমিয়ে দেয়া হবে।[১৬২]

আজকের ভোগবাদী সমাজ হয়ত এতো সতর্কতাকে কেঠোরতা ভাবতে পারে। কিন্তু জীবনের মহান লক্ষ্যের সন্ধানপ্রাপ্ত, সত্য ও ন্যায়ের প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ সর্বোচ্চ নৈতিক মানসম্পন্ন মহান পুরুষ, যিনি ছিলেন আল্লাহ্র রাসূলের সার্বক্ষণিক শিক্ষা ও সান্নিধ্যে ধন্য তাঁর ক্ষেত্রে এটাই ছিল স্বাভাবিক। মানবজীবনের পরম সাফল্য লাভে ব্যাকুল এক পবিত্র মানুষের জন্য এটাই পরম কাঙ্ক্ষিত জীবন।

ইন্তিকালের পর খলিফা-তনয়া উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) মরহুম খলিফার পূর্ব-নির্দেশে তাঁর ব্যবহৃত কিছু কাপড়, সামান্য অর্থকড়ি পরবর্তী নব মনোনীত খলিফা উমর (রা) এর কাছে বায়তুল মালে জমা করার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। এ সামান্য মালামাল রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা নিতে গিয়ে উমর (রা) কেঁদে ফেললেন। আর বললেন, আমার জন্য খিলাফত পরিচালনা বড়োই কঠিন করে দিয়ে গেলেন হে আমিরুল মু'মিননীন!

কেন মহৎ জীবন ও সাফল্যের আশায় হাতের মুঠোয় পাওয়া ভোগের সব আয়োজনকে পদদলিত করেছিলেন তাঁরা, মানুষ হিসেবে তা জানতে ও অর্জন করতে আমাদের আগ্রহী হওয়ার কথা।

হযরত আদী ইবন হাতিম (রা) বলেন, আমি নিজ চোখে দেখেছি, ইরাকের সুদূর কুফা নগরী থেকে বহুমূল্যবান অলংকারে ভূষিত সুন্দরী নারী শত শত মাইল সফর করে মক্কায় আসতো, ওদের অর্থ-সম্পদ এবং মান-ইজ্জতের দিকে হাত বাড়ানোর মতো দুঃসাহসী কোন দুর্বৃত্ত তখন বিশাল মুসলিম খেলাফতে একটিও ছিলো না।[১৬৩]

---

১৬২. নূরুল ইসলাম মানিক, সন্ত্রাস প্রতিরোধে ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩।
১৬৩. ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০৫।

Dhaka University Institutional Repository

কী অপূর্ব শিক্ষা ও আদর্শ কায়েম করেছিলেন সায়্যিদুল মুরসালিন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যার সামনে জগতের সমস্ত ধন-রত্বের লোভ আর ভোগের অনায়াস প্রাপ্তি নিতান্ত তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল।

মুসলমানদের হাতে পারস্য সাম্রাজ্যের রাজধানী মাদায়েন তখন বিজিত হলো। হাজার বছরের প্রাচীন পারস্য সম্রাটের বিপুল ধনরাশি একত্র করে মদীনায় পাঠিয়ে দেয়া হল। সেসব ধন-রত্ন মসজিদে নববীর সামনে স্তূপীকৃত করা হলো। তা ছিলো এমন বিশাল স্তূপ, মসজিদে নববী যার আড়ালে পড়ে যায়।

পারস্য সম্রাটের যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত বহুমূল্য হীরা-জহরতসহ রত্ন-খচিত রাজ-মুকুটটিও তাতে ছিলো। হযরত উমর (রা) সে বিপুল ধনরাশির স্তূপে হাত বুলিয়ে কেঁদে ফেললেন। বললেন, ধন্যবাদ দেই আমার সেইসব হাজার হাজার মুসলিম ভাইদের যাদের কারও মাঝে এর একটি কানাকড়িরও লোভ জাগেনি।

রাসূলুল্লাহ (সা) সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্‌র মন-মানস থেকে লোভ নামক রিপুটিকে নির্মূল করে ফেলেন। তিনি নির্মূল করেছিলেন অন্যায়, দুর্নীতি, নরহত্যা, রাহাজানি ইত্যাদি যাবতীয় সন্ত্রাসী তৎপরতাকে, লোভের গতিকে তিনি ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন কল্যাণ ও সাফল্যের দিকে।

তিনি তাদের মাঝে উন্নত ও শান্তিপূর্ণ মানবীয় জীবন, মহোত্তম চরিত্র-মাধুর্য সবোর্পরি খালিক ও মালিক আহকামুল হাকিমীন রাব্বুল আলামীনের সুমধুর সান্নিধ্য লাভের অপূর্ণ দীপ জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর সামনে মানুষের মাঝ থেকে চরিত্রগত সকল পঙ্কিলতা এবং তুচ্ছ জাগতিক ভোগলিপ্সা ম্লান হয়ে গিয়েছিল। এ মহান কাজটি সুসম্পন্ন করতে রাসূলুল্লাহ (সা) দুটি পন্থা অবলম্বন করেন।

প্রথমত: মানুষের কাছে জীবনের চরম লক্ষ্য ও সাফল্য কোনটি তা উন্মোচন করে দেখান। এ সাফল্য অর্জনের সহজ-সরল পথটি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ বুঝিয়ে দেন।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয়ত: নিজ জীবনের অনুশীলন ও আচরণ দ্বারা সাফল্যময় জীবনের বাস্তব চিত্র তিনি মানুষের সামনে তুলে ধরেন। ফলে মানুষ ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় তাঁর প্রতি এতোই অনুরক্ত হয়ে পড়ে যে, আজ সুদীর্ঘ প্রায় দেড় হাজার বছর পরও মানুষের সেই ভালবাসা ও শ্রদ্ধা অমলিন রয়ে গেছে। তাই ঐ সাফল্য লাভের জন্য মানুষ যেমন উদ্ধুদ্ধ হয়েছে, তেমনি তা সহজও হয়ে পড়েছে। ভালবাসা ও শ্রদ্ধা শত কাঠিন্যকেও সহজ করে দেয়।

আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জগতের সমস্ত ধনভাণ্ডারের চাবি প্রদান করেছিলেন, যার পুরোটাই তিনি পার্থিব ধন্যভাণ্ডারে প্রত্যর্পণ করে গরীবিকেই বরণ করে নিয়েছিলেন। যাঁর ইশারায় শুষ্ক মরুর বুক ফুটে সুশীতল পানির ঝর্ণা প্রবাহিত হয়, আকাশের চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়, যাঁর সাহায্যে আল্লাহ্র ফিরিশতারা মাটির জগতে নেমে আসে, তাঁর গরীবী থাকার কথা নয়। মানুষের সামনে ত্যাগের মহিমা ও মাধুর্য তুলে ধরার জন্য তিনি দারিদ্রের জীবন স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছিলেন।

একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে। আল্লাহ্র রাসূলের ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে হযরত বেলাল (রা) কাজ করতেন। মসজিদে নববীর বারান্দা ছিল তার থাকার জায়গা। পাশেই ছিলো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হুজরা শরীফ। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পারিবারিক সকল দায়-দায়িত্ব পালনের জন্য বেলাল (রা) সর্বদা কাছাকাছি থাকতেন এবং সব দায়িত্ব সুচারুরূপে আঞ্জাম দিতেন।

একবার রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পারিবারিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য বিলাল (রা) এক য়াহুদীর কাছ থেকে কিছু ঋণ গ্রহণ করেন। য়াহুদী বিশেষ মতলবে তাঁকে ধার দিয়েছিল। হঠাৎ করে লোকটি নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই কর্জের তাগাদায় এলো। হযরত বিলালের হাতে তখন কর্জ পরিশোধ করার মতো কোনো অর্থই ছিলো না। আল্লাহ্র রাসূলের হাতেও ছিলো না।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত বিলাল রাসূলুল্লাহ (সা) কে বললেন, ঐ য়াহুদী আসছেই, সম্ভবত টাকা চাইতে। আমি সরে পড়ছি। আমাকে না পেলে আর টাকার তাগাদা দিতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ (সা) মৃদু হাসলেন। কিছুক্ষণ পরেই প্রচুর ধনসম্পদ বোঝাই কয়েকটি উট রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খেদমতে এল। তিনি বেলাল (রা) কে ডেকে পাঠালেন। বললেন, দেখো তো বেলাল, এবার তোমার কর্জ আদায় হয় কি না?

অবাক হয়ে হযরত বেলাল (রা) বললেন, কর্জ আদায় হবে, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! এ যে বিপুল ধন-সম্পদ। শেষ পর্যন্ত এ সব রাখি কোথায়। বেলাল (রা) ইয়াহুদীর কর্জ পরিশোধ করে দিলেন। বাকী ধন-সম্পদ মসজিদের কোণে স্তুপিকৃত হয়ে পড়ে রইল। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, বেলাল! এসব দরিদ্রদের মধ্যে বিলাতে থাকো। বেলাল (রা)-এর আর কোনো কাজ করবার উপায় রইলো না, এ সব বিলাতে শুরু করলেন। এশার পর রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বিলিয়ে দেয়া শেষ হলো বেলাল? বেলাল (রা) বললেন, না, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এখনও প্রচুর রয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তবে আর আমি ঘরে গেলাম না। এই বলে তিনি মসজিদেই শুয়ে রাত কাটিয়ে দিলেন। পরের রাতেও এশার পর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, বিলাল তোমার কাজ শেষ হলো কি? বিলাল জানালেন, তখনও শেষ হয়নি। এ রাতও রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদেই কাটালেন। ঘরে গেলেন না। এভাবে পরপর তিন রাত তিনি মসজিদে কাটালেন। সবকিছু দরিদ্রদের বিলিয়ে দেয়ার পর তিনি ঘরে গিয়ে রাত যাপন করলেন। আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করলেন।

অনেক শিক্ষা ও জ্ঞান এ ঘটনায় নিহিত আছে। আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) নিদ্রা যাবেন আর তাঁর ঘরে সঞ্চিত থাকবে দুনিয়ার তুচ্ছ মাল-সামান, এটা তাঁর শান ও মান উপযোগী নয়। আল্লাহ্‌র ভাণ্ডারই রাসূলুল্লাহ্‌র ভাণ্ডার। এভাবেই তিনি জীবন যাপন করা ভালোবাসতেন।

দুনিয়ার হাতে গোনা কয়েকটি দিন মহান ও অনন্ত মানবীয় জীবনের লক্ষ্য ও মাধুর্য ভুলে তুচ্ছ ভোগে গা ভাসিয়ে দেয়া এর চেয়ে বড় সর্বনাশ মানুষের জন্য আর কিছুই হতে পারে

Dhaka University Institutional Repository

না? আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) এমন একটি বিছানায় শুইতেন যাকে কিছুতেই আরামের শোয়া বলা যায় না। এক ফালি শক্ত কম্বল, এটাই ছিল দীন দুনিয়ার সরদারের বিছানা।

একদিন এক আনসার মহিলা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ঘরে এসে বিছানাটি দেখলেন। আয়েশা (রা) কে জিজ্ঞেস করলেন, এতেই কি রাসূলুল্লাহ (সা) শয়ন করেন। আয়েশা (রা) বললেন, হাঁ, এটাই তাঁর বিছানা। আনসার মহিলা অন্তরে বড়ো দুঃখ পেলেন। বাড়িতে ফিরে গিয়ে পাখির পালক ভর্তি একটা মোলায়েম সুন্দর তোষক তিনি হযরত আয়েশা (রা)-এর ঘরে পাঠিয়ে বলে দিলেন, এটি আল্লাহ্‌র রাসূল (রা) ব্যবহার করলে তিনি কৃতার্থ হবেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ঘরে এসে বিছানাটি দেখলেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশাকে জিজ্ঞেস করলেন, এটি কার? হযরত আয়েশা (রা) ঘটনা খুলে বললেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আয়েশা! এটি ফেরত পাঠিয়ে দাও। হযরত আয়েশা (রা)-এর মন খারাপ হলো। তিনি চাইছিলেন আরামদায়ক এ সুন্দর বিছানাটি আল্লাহ্‌র রাসূলের (সা) জন্য থাক। তিনি কিছু না বলে চুপ থাকলেন। কিছুক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ (সা) একটু কড়া ভাষায় বললেন, আয়েশা! এটির আমার প্রয়োজন নেই। তুমি ফেরত পাঠাও। অনন্যোপায় হয়ে হযরত আয়েশা (রা) বিছানাটি ফেরত পাঠিয়ে দিলেন।[১৬৪]

এভাবেই রাসূলুল্লাহ (সা) নির্লোভ, ত্যাগ ও পবিত্র জীবনাচার দিয়ে মানুষের সামনে অনন্ত সাফল্যময় জীবনের পথ রচনা করে গিয়েছেন। সেজন্যই আল্লাহ পাকের ঘোষণা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র জীবনই হলো মানবজাতির কল্যাণ ও মুক্তির সর্বোত্তম আদর্শ।[১৬৫]

---

১৬৪. নূরুল ইসলাম মানিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬।

১৬৫. Prof. M. Raihan Sharif, Islamic Social Farame work, (Lahor : Ories Talia Publishers, 1954), p. 13.

Dhaka University Institutional Repository

সেই মহান ও পবিত্র জীবনের স্পর্শে তুচ্ছ ভোগের নেশায় পাগল মানুষগুলো অতুচ্ছ মানবীয় লক্ষ্য ও পবিত্র জীবন খুঁজে পেয়েছিলেন। মহান মানবীয় জীবনে তাদের উত্তরণ ঘটেছিল, নির্মিত হয়ছিল চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, ধর্ষণ, হত্যা ও সন্ত্রাসমুক্ত এক আলোকোদ্ভাসিত বিশ্বসমাজ।[১৬৬]

পরিচ্ছেদঃ ১৩

ইসলাম ও সন্ত্রাসবাদ সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী বিষয়

ইসলাম ও সন্ত্রাসের মধ্যে কোনো ধরনের সম্পর্ক নেই। এ দুটি ভিন্ন দুই মেরু। কাজেই ইসলামের সাথে সন্ত্রাসকে গুলিয়ে ফেলা অমার্জনীয় অপরাধ। ইসলাম আক্ষরিক অর্থে আল্লাহ্‌র নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণকে বুঝায়, এর মূল ধাতুগত অর্থ হলো শান্তি। সুতরাং একজন সত্যিকার মুসলিমের নিকট সকল মানুষ সর্ববিচারে নিরাপদ।

ইসলামের অন্যতম সামাজিক মূল্যবোধ 'আসসালামু আলাইকুম' বলে একে অপরকে শুভেচ্ছা জানানো হয়। যার অর্থ 'আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক"। ব্যাপক অর্থে, আপনারা শান্তিতে ও নিরাপদে থাকুন। আমার পক্ষ থেকে আপনাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা নেই। প্রত্যেক কাজ শুরু করার পূর্বে 'পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি' বলার তাগিদ দেওয়া হয়েছে। কুরআনুল কারীমের প্রথম সূরা 'আল-ফাতিহা' তে আল্লাহ দয়ালু ও ক্ষমাশীল এই প্রার্থনা করা হয়েছে। প্রতিটি কাজেই এভাবে দয়া কামনা করে প্রার্থনা করতে হয়। এসব কিছুই ইসলামের পরমত সহিষ্ণুতা নির্দেশ করে। আদম (আ) থেকে মহানবী (সা) পর্যন্ত সকল নবী-রাসূল ও তাঁদের অনুসারীরা ছিলেন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আপোষহীন। আবু বকর (রা) তাঁর প্রেরিত সেনাদলকে নির্দেশ দিয়েছেন:

---

১৬৬. Khwaja Kamal Uddin, Islam to East and West, (England: The Working Muslim Mission, 1942), p. 133.

Dhaka University Institutional Repository

أوصيكم بتقوى الله اغزوا فى سبيل الله قاتلوا من كفر بالله فإن الله ناصر دينه ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تجبنوا ولا تفسدوا فى الارض ولا تعصوا ما تؤمرون فاذا لقيتم العدو من المشركين ان شاء الله فادعوهم الى ثلاث فان هم اجابوكم فاقبلوا منهم وكفوا عنهم وادعوهم الى الاسلام فان هم اجابوكم فاقبلوا منهم وكفوا عنهم ثم ادعوهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين فان هم فعلوا فأخبرو هم ان لهم مثل ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين وان هم دخلوا فى الاسلام واختاروا دارهم على دار المهاجرين فاخبروهم انهم كاعراب المسلمين يجرى عليهم حكم الله الذى فرض على المؤمنين وليس لهم فى الفيء والغنائم شيئ حتى يجاهدوا مع المسلمين فان هم ابوا ان يدخلوا فى الاسلام فادعوهم الى الجزية فان هم فعلوا فاقبلوا منهم وكفواعنهم وان هم ابوا فاستعينوا بالله عليهم فقاتلوهم ان شاء الله ولا تغرقن نخلا ولا تحرقنها ولا تعقروا بهيمة ولا شجرة تثمر ولا تهدموا بيعة ولا تقتلوا الولدان ولا الشيوخ ولا النساء وستجدون اقواما حبسوا انفسهم فى الصوامع فدعوهم وما حبسوا انفسهم له وستجدون اخرين اتخذوا للشيطان فى اوساط رؤوسهم افحاصا فاذا وجدتم اولئك فاضربوا اعناقهم ان شاء الله.

"আমি তোমাদেরকে আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দিচ্ছি। তোমরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় অভিযান চালাও এবং আল্লাহকে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাঁর দীনের সাহায্যকারী। তোমরা বাড়াবাড়ি করো না, তোমরা আত্মসাৎ করো না, তোমরা বিশ্বাসঘাতকতা করো না, তোমরা কাপুরুষতা প্রদর্শন করো না, তোমরা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না এবং তোমরা আদিষ্ট বিষয়ে অবাধ্য হয়ো না। যখন তোমরা মুশরিক শত্রুদের সম্মুখীন হবে, আল্লাহ চাহে তো তখন তোমরা তাদেরকে তিনটি বিষয়ের প্রতি আহ্বান করবে। অতঃপর তারা তোমাদের আহ্বানে সাড়া দিলে তা তোমরা তাদের পক্ষ থেকে গ্রহণ করবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকবে। তোমরা তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান করবে। তারা তোমাদের আহ্বানে সাড়া দিলে তাদের পক্ষ থেকে তা গ্রহণ করবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকবে। অতঃপর তোমরা তাদেরকে আহ্বান করবে তাদের দেশ থেকে মুহাজিরদের দেশে চলে আসতে। যদি তারা তা করে তাহলে তাদেরকে

Dhaka University Institutional Repository

জানিয়ে দিবে যে, তাদের জন্যও তেমন (সুযোগ-সুবিধা) রয়েছে যেমন মুহাজিরদের জন্য রয়েছে এবং তাদের উপরও তেমন দায়দায়িত্ব রয়েছে যেমন মুহাজিরদের উপর রয়েছে। যদি তারা ইসলামে প্রবেশ করে এবং তারা তাদের দেশকে মুহাজিরদের দেশের উপর প্রাধান্য দেয় তবে তাদেরকে জানিয়ে দিবে যে, তারাও মুসলিম আরবদের (বেদুঈনদের) মতো। তাদের উপর প্রয়োগ হবে আল্লাহ্‌র সেসব বিধান যা মু'মিনদের উপর ফরয করা হয়েছে। ফায় ও গণিমতের সম্পদে তাদের কোন অংশ নেই, যতক্ষণ না তারা মুসলিম বাহিনীর সাথে মিলে যুদ্ধ করবে। যদি তারা ইসলামে প্রবেশ করতে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে তাদেরকে জিযয়া প্রদানের আহ্বান জানাবে। তারা তা করলে তাদের থেকে তা গ্রহণ করবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকবে। আর যদি তারা অস্বীকার করে তাহলে তোমরা তাদের বিষয়ে আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে। অতঃপর আল্লাহ চাহে তো তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। তোমরা খেজুর বৃক্ষ উপড়ে ফেলবে না এবং সেগুলো জ্বালিয়ে দিবে না, তোমরা চতুষ্পদ জন্তু বধ করবে না, কোনো ফলবান বৃক্ষ কাটবে না। তোমরা কোনো উপাসনালয় ধ্বংস করবে না। তোমরা শিশু, বৃদ্ধ ও নারীদেরকে হত্যা করবে না। তোমরা অচিরেই এমন কিছু কওমের সাক্ষাত পাবে যারা নিজেদেরকে আশ্রমে আবদ্ধ করে রেখেছে। তখন তোমরা তাদেরকে এবং সেগুলোকেও ছেড়ে দিবে, যাতে তারা নিজেদেরকে আবদ্ধ রেখেছে। তোমরা অচিরেই অপর একদলকে পাবে যারা শয়তানকে প্রতীক স্বরূপ তাদের মাথার মাঝখানে রাখবে, তোমরা তাদেরকে পেলে আল্লাহ চাহে তো তাদের ঘাড়ে আঘাত করবে।" [১৬৭]

বর্তমান বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশ সন্ত্রাস নির্মূলের লক্ষে নিজস্ব চিন্তা-চেতনা অনুযায়ী বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন এবং প্রশাসনিক তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। কিন্তু একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, তারা এক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জন করতে পারেনি। ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মাদ (সা) যখন পৃথিবীতে আসেন, সে সময় আরবদেশ তো বটেই, অন্যান্য দেশের

১৬৭ . আলী আল-মুত্তাকী, *কানযুল উম্মাল ফী সুনানিল আকওয়াল ওয়াল আফয়াল*, কিতাবুল জিহাদ, বাব: আহকামুল জিহাদ, বৈরূত, মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৯ খ্রি. / ১৪০৯ হি.), খ. ৪, পৃ. ৪৭২-৪৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক অবস্থাও ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। তা ছিল জাহেলিয়া যুগ হিসেবে পরিচিত। বিশ্বময় মানবতা তখন কেবল গুমরে গুমরে আর্তনাদ করছিল।

বলা যায়, সেই দুঃসহ অবস্থার পরিবর্তিত রূপই বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা। সেসময় দুর্বল ও অসহায় মানবতা কোনো দিন আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে পারবে প্রতিকার চাইতে, এ ধারণাই জগতের বুক থেকে মুছে গিয়েছিল। তৎকালীন শক্তিশালী দুটি সাম্রাজ্য রোম ও পারস্যসহ গোটা আরবের অবস্থা ছিল প্রায় অভিন্ন। নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বেই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর মাঝে এ বিষয়টি গভীরভাবে রেখাপাত করে। প্রতিনিয়ত ডাকাতি, রাহাজানি, সন্ত্রাস, দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার-নির্যাতন দেখে এমনিতেই তাঁর মাঝে ভাবান্তর সৃষ্টি হয়েছিল। এ সময় আরবের বিখ্যাত মেলায় জুয়া ও ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা নিয়ে শুরু হয় ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী এক ব্যাপক যুদ্ধ-হারবুল ফিজার। পাঁচ বছর ব্যাপী এ যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। বহু লোক এ যুদ্ধে প্রাণ হারায়। এ অন্যায় প্রাণহানি রহমাতুল্লিল 'আলামীনকে অত্যন্ত ব্যথিত করে তোলে।

কিছু সুহৃদ ব্যক্তি শান্তি সংঘ-(হিলফুল ফুযুল) গঠন করেন। মহানবী (সা) তাঁর চাচাদের সাথে এ সংঘের কার্যক্রমে যোগদান করেন। এ সংঘের ঘোষণা ছিল–

১. দেশের অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা বিদূরিত করার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।
২. দরিদ্র, অসহায়দের রক্ষা করবো এবং
৩. আগন্তুক বিদেশীদের ধন-মাল রক্ষার যথাসাধ্য চেষ্টা করবো- ইত্যাদি ধারায় তাদের শপথ নেয়া হয়। এই সেবাসংঘ পৃথিবীর ইতিহাসে সন্ত্রাস দমনে প্রথম প্রয়াস বলে অভিহিত হয়। এভাবেই তিনি জনগণের অতি বিশ্বস্ত ও প্রিয় মানুষ আল- আমীন হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন।

এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে, সমবেত লোকেরা আল্লাহর নামে শপথ করে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন যে, তারা উৎপীড়িত ও অত্যাচারিত পক্ষকে সমর্থন করবেন এবং অত্যাচারীর নিকট থেকে লোকের স্বত্বাধিকার আদায় না করে ক্ষান্ত হবেন না। যতদিন সমুদ্রে একটি পশম সিক্ত

Dhaka University Institutional Repository

করার মতো পানি অবশিষ্ট থাকবে এবং হেরা ও ছাবীর পাহাড় স্ব-স্ব স্থানে বিদ্যমান থাকবে ততদিন পর্যন্ত এই প্রতিজ্ঞা বলবৎ থাকবে।[১৬৮]

এরপর হাজরে আসওয়াদ স্থাপন নিয়ে মক্কায় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের উপক্রম হলে তাঁর মাধ্যমে যখন এ ঘটনার শান্তিপূর্ণ সমাধান হয় তখন তিনি অবিসংবাদিত শান্তিবাদী ব্যক্তিত্ব রূপে প্রতিষ্ঠা পান। তাঁর মীমাংসা সবাই সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেয়।

মদীনায় হিজরতের পর সেখানকার অধিবাসীদের মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) 'মদীনা সনদ' রচনা করেন। ইসলাম যে শান্তি ও সম্প্রীতির জীবনব্যবস্থা তার উজ্জ্বল দলিল এই সনদ। শান্তি ও সম্প্রীতি সংশ্লিষ্ট এ সনদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা হচ্ছে :

১. সনদে স্বাক্ষরকারী সকল মুসলিম, য়াহুদী, খ্রিষ্টান এবং পৌত্তলিক সম্প্রদায় সমান নাগরিক অধিকার ভোগ করবে এবং একটি সাধারণ জাতি (উম্মাহ) গঠন করবে।

২. মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলে স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে, কেউ কারো ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না।

৩. কোনো সম্প্রদ্রায়-ই কুরাইশদের কিংবা বাইরের শত্রুর সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে পারবে না।

৪. মদীনা শহরকে পবিত্র বলে ঘোষণা করা হলো এবং সেখানে নরহত্যা এবং অন্যায়-অনাচার নিষিদ্ধ করা হলো।

৫. অপরাধীকে উপযুক্ত শাস্তিভোগ করতে হবে এবং সকল অপরাধীকে ঘৃণার চোখে দেখা হবে।

৬. য়াহুদীদের মিত্ররাও সমান নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা ভোগ করবে।

---

১৬৮. আবুল কাসেম আব্দুর রহমান ইবন আব্দুল্লাহ ইবন আহমাদ আস-সুহায়লী, *আর-রাওদুল উনুফশী শারহিস সীরাতিন নাবাবিয়্যাহ লিইবন হিশাম* (বৈরূত: দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরাবী , ২০০০ খ্রি./ ১৪২১ হি.), *আল- মাকতাবাতুশ শামেলা*, খ. ২, পৃ. ৪৫-৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

৭. দুর্বল ও অসহায়কে রক্ষা করতে হবে।

৮. মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর পূর্বানুমতি ছাড়া কেউ কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারবে না।[১৬৯]

উল্লেখ্য যে, হুদায়বিয়ার সন্ধিতে বাহ্যত মুসলিম স্বার্থবিরোধী কয়েকটি শর্ত থাকলেও সুদূরপ্রসারী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষে রাসূলুল্লাহ (সা) তা মেনে নিয়েই সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করেন।

মক্কা বিজয়ের পর পরাজিত মক্কাবাসীদের ক্ষেত্রে মহানবী (সা) যে পরম ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন তা বিশ্ব ইতিহাসে বিরল। তাই পৌত্তলিকরা হযরত মুহাম্মাদ (সা) এর এই মহানুভবতার প্রশংসা না করে পারেনি । ফলে তারা স্বেচ্ছায় দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করে। শুধু মক্কা বিজয়ের সময়ই নয়, বরং হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর সময়ে সব যুদ্ধেই অসহায় ও নিরপরাধ মানুষদের অধিকার রক্ষা করা হতো। এ ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা হতো। যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষের সাথে তাঁর আচরণও অন্যদের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসাবে কাজ করে।

ইসলামে সন্ত্রাসের বিন্দুমাত্র স্থান নেই। ইসলাম সর্ববিচারে শান্তি ও সহমর্মিতার ধর্ম। এর ফলে ইসলাম ধর্ম, বর্ণ, ভাষা নির্বিশেষে সকলের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করে। সুতরাং কোনো অবস্থায় ইসলামে সন্ত্রাস এবং ফেতনার সুযোগ নেই।

ইসলামের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যেহেতু মানুষের শান্তি ও কল্যাণ নিশ্চিত করা, তাই ইসলামে সাধারণভাবে যুদ্ধ-বিগ্রহের অনুমতি নেই। তবে ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা, ধর্মীয় ব্যাপারে নির্যাতন দমন এবং সকল মানুষের বিশ্বাসের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণের জন্য যুদ্ধের অনুমতি রয়েছে। কিন্তু যুদ্ধ চলাকালে নিরস্ত্র, বৃদ্ধ পুরুষ-মহিলা, গৃহে অবস্থানরত নর-নারী,

---

১৬৯. সফিউর রহমান মুবারকপুরী, *আর-রাহীকুল মাখতুম* (রিয়াদ: মাকতাবা দারুস সালাম, ১৪১৪ হি./ ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ১৯২-১৯৩; ড. মাহদী রিযকুল্লাহ আহমাদ, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ ফী যুউল মাসাদিরিল আসলিয়াহ* (রিয়াদ: মারকাযুল মালিক ফয়সাল, ১৪১২ হি./ ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ৩০৭।

Dhaka University Institutional Repository

শিশু-কিশোর, মন্দির, গীর্জা ইত্যাদিতে আক্রমণ নিষিদ্ধ। এছাড়া পোড়ামাটি নীতি অর্থাৎ বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ এমনকি বৃক্ষ কর্তনও নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

এভাবে ভারসাম্যপূর্ণ পন্থা, উদারতা, মানবিকতা, পরমত সহিষ্ণুতা, ন্যায়পরায়ণতার মধ্যেই রয়েছে মহানবী (সা)-এর আদর্শের বিশ্বজনীনতা। আর তা আছে বলেই ইসলাম এতো প্রাণবন্ত, এতো গতিশীল।

ইসলামের আলোকে সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ বিনির্মাণে কতিপয় করণীয় বিষয় নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

- পারস্পরিক মানবীয় সম্পর্ক বিনির্মাণের নীতিমালা নির্ধারণ;
- মানব জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;
- গোঁড়ামি পরিহার করে উদার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে যাওয়া;
- অপরাধ প্রবণতা দমন;
- মাদক দ্রব্য নিষিদ্ধকরণ;
- দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা;
- ইসলামী আইন ও বিচারব্যবস্থার প্রবর্তন;
- ইসলামী শিক্ষার প্রসার;
- তাক্ওয়া বা আল্লাহভীতি মানুষের হৃদয়ে জাগ্রত করা;
- আখিরাতে বিশ্বাস ও জবাবদিহির ভয়;
- ভারসাম্যপূর্ণ জীবন গঠন;
- ক্ষমা ও ধৈর্যের বৈশিষ্ট্য অর্জন;
- দয়া ও পারস্পরিক সহযোগিতা;
- মুসলিম জাতিসত্তার ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং
- প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেকট্রনিক মিডিয়া, সভা-সেমিনার, বক্তৃতা, লেখনি ইত্যাদির মাধ্যমে সন্ত্রাসের উৎস, কুফল ও প্রতিকার সম্পর্কে জাতিকে সচেতন করা।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদঃ ১৪

জীবনের নিরাপত্তার অধিকার

ইসলাম মানব জীবনকে একান্তই সম্মানের বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং একটি মানুষের জীবন সংহারকে সমগ্র মানব গোষ্ঠীর হত্যার সমতুল্য সাব্যস্ত করে জীবনের নিরাপত্তার গুরুত্বের প্রতি যতটা জোর দিয়েছে তার নজির পৃথিবীর কোন ধর্মীয় , নৈতিক কিংবা আইনশাস্ত্রীয় সাহিত্যে কোথাও মিলে না। এ মর্মে আল- কুরআনের স্পষ্ট নির্দেশনা হলঃ

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

"নরহত্যা অথবা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্য করা হেতু ব্যতীত কেউ কাউকেও হত্যা করলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষকেই হত্যা করল, আর কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করল।"[১৭০]

আল্লাহ তা'আয়ালা কেবল অপরকে হত্যা করাই নিষিদ্ধ করেন নি, বরং মানুষকে নিজের জীবন ধ্বংস না করারও নির্দেশ দিয়েছেন এবং এভাবে আত্মহত্যার পথও বন্ধ করে দিয়েছেন। তিনি পবিত্র আল-কুরআনে বলেন,

وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ

"তোমরা নিজেদেরকে হত্যা কর না।"[১৭১]

জীবনের মর্যাদা সম্পর্কে কুরআনের এসব সুস্পষ্ট বিধানের পর এখন নবী করীম (সা) এর বাণী ও তার কল্যাণময় যুগের কতিপয় ঘটনা লক্ষণীয়।

কেবল মুসলমানের জীবনই সম্মানিত নয়; আল্লাহ্র প্রত্যেক বান্দার জীবনই সম্মানিত। কোন মুসলমানের হাতে অন্যায়ভাবে কোন অমুসলিম নিহত হলে সেই মুসলমানের জন্য জান্নাত হারাম।

একবার কোন এক যুদ্ধে মুশরিকদের কতিপয় শিশু আক্রমণের পাল্লায় নিহত হয়। এতে মহানবী (সা) অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে বলেনঃ

---

১৭০ .সূরা আল্- মায়িদা, আয়াত : ৩২।
১৭১. সূরা আন্- নিসা, আয়াত : ২৯।

Dhaka University Institutional Repository

لَا تَقْتُلُوا الذُّرِّيَّةَ فِىْ الْحَرَبِ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ اَوَلَيْسَ هُمْ أَوْلاَدُ الْمُشْرِكِيْنُ ؟ قَالَ أَوَلَيْس خِيَارَكُم الْمُشْرِكِيْن !

"সাবধান! তোমরা শিশুদের হত্যা কর না। তখন সাহাবারা বললেন : হে আল্লাহ্র রাসূল ! এরা তো মুশরিক সন্তান। তিনি বলেন, মুশরিক শিশুরা তোমাদের চেয়ে উত্তম।"[১৭২]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে,

قُتَلَ بِالْمَدِيْنَة قَتِيْلٌ عَلى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَمْ يُعْلَمْ مَنْ قَتَلَهُ فَصَعِدَ النَّبِىُّ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ الْمِنْبَرَ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ ! يُقْتَلُ قَتِيْلٌ وَأَنَا فِيْكُمْ وَلَا يُعلَمْ مَنْ قَتَلَهُ . لَوْ اِجْتَمَعَ اَهْلُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ عَلى قِتْلِ امْرِئ لَعَذَّبَهِمُ اللهُ إِلَّا اَنْ يَفْعَلَ مَا يَشَاءُ .

"নববী যুগে এক ব্যক্তির মৃতদেহ পাওয়া গেল, কিন্তু হত্যাকারীর সন্ধান পাওয়া গেল না। মহানবী (সা) চরম অসন্তোষ অবস্থায় ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন: হে লোকসকল! ব্যাপার কী ? আমি তোমাদের মাঝে থাকতে মানুষ নিহত হচ্ছে এবং তার হত্যাকারীর পরিচয় মিলছে না! একজন মানুষকে হত্যা করার জন্য আসমান জমীনের সমগ্র সৃষ্টি যদি একত্র হয়ে যায় তবুও আল্লাহ এদের সকলকে শাস্তি না দিয়ে ছাড়বেন না।"[১৭৩]

জীবনের নিরাপত্তা প্রসংগে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে: কখন থেকে এর প্রয়োগ হবে? পৃথিবীর সাধারণ আইনে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে প্রাণের নিরাপত্তার অধিকার কার্যকর হয়। কিন্তু আল্লাহ্র আইনে মাতৃগর্ভ সঞ্চার হবার পর থেকেই প্রাণের মর্যাদার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে । এ কারণে মহানবী (সা) গামিদ গোত্রের এক নারীকে তার ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার সুস্পষ্ট স্বীকারোক্তি থাকা সত্ত্বেও মৃত্যুদণ্ডের রায় প্রদান করেননি। কেননা সে তার জবানবন্দিতে নিজেকে গর্ভবতী বলে ব্যক্ত করে। অতঃপর তাকে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি দেয়া হয়েছিল। তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তি কার্যকর করলে অন্যায়ভাবে সন্তানের প্রাণনাশের আশংকা ছিল। এ মর্মে ইমাম আবু দাউদ হযরত আব্দুল্লাহ ইবন বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণনা করেন,

---

১৭২. শাওকানী : নাইলুল আওতার, باب الكف عن قصد النساء والصبيان (কায়রো, দারুত্ তুরাস আল-আরবী), ৭ম খণ্ড, পৃ.২৪৭।

১৭৩. বায়হাকী: شعب الايمان(বৈরূত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১ম সং., হি. ১৪০১, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৪৭, হাদীস নং ৫৩৫১।

Dhaka University Institutional Repository

اِنَّ اِمْرَأَةً يَعْنِى مِنْ غَامِدٍ أَتَتِ النَّبِىَّ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَالَتْ إِنِّى قَدْ فَجَرْتُ . فَقَالَ اِرْجِعِىْ فَلَمَّا أَنْ كَانَ الغَدُ أَتَتْهُ فَقَالَتْ لَعَلَّكَ تَرُدُّ نِىْ كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ , فَوَاللهِ ! إِنِّى الْحُبْلَى , فَقَالُ : اِرْجِعْى , فَرَجَعَتْ , فَلما كَانَ الغَدُ أَتَتْهُ , فَقَالَ لَهَا : اِرجِعْى حَتَّى تَلِدِىْ , فَرَجَعَتْ , فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّبِىَ , فَقَالَتْ : هَذَا قَدْ وَلَدْتُهُ , فَقَالَ : اِرْجِعِىْ فَارْضِعِيْهِ حَتُّى تَفْطِمِيْه , فَجَاءَتْ بِهِ وَقَدْ فَطِمَتْهُ وَفِى يَدِهِ شَىْءٌ يَأكُلُهُ فَأَمَرَ بَالصَّبِىِّ فَدَفَعَ إِلى رَجُلٍ مِنْ المُسْلِمِيْنُ , فَأَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا , وَأمِرَ بِهَا فَرُجِمَتْ , وَكَانَ خَالِدٌ فِيْمِنْ يَرْجِمُهَا , فَرَجَمَهَا بِحَجَرِ فَوَقَعُتْ قَطرَةٌ مِنْ دَمِهَا عَلَى وَجْنَتَهِ فَسَبَّهَا , فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : مَهْلًا يَا خُالِدُ فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَقَدَ تَابَتْ تَوْبَةٌ لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مُكسٍ لَغُفِرَ لَهُ , وَامَرَبِهَا فَصَلىَّ عَلَيْهَا فَدُفِنَتْ .

"গামিদ গোত্রীয় জনৈক মহিলা এসে রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলল: আমি অপকর্ম (ব্যাভিচার) করেছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন: তুমি ফিরে যাও (মহিলা ফিরে গেল)। পরের দিন এসে বলল: ইয়া রাসূলাল্লাহ! সম্ভবত আপনি আমাকে ফিরিয়ে দেবেন যেমনিভাবে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন মায়িয বিন মালিককে। আল্লাহ্‌র কসম! আমি অন্তঃসত্তা। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন: তুমি ফিরে যাও। সন্তান প্রসব না করা পর্যন্ত তুমি আসবে না। অনন্তর সে সন্তান প্রসব করে শিশুটিকে সাথে নিয়ে আসল এবং বলল: আমি এই শিশুটিকে প্রসব করেছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন: আবার চলে যাও। শিশুটিকে দুধপান করাও, যতদিন সে দুধ না ছাড়বে ততদিন আর আসবে না। অতঃপর যখন শিশুটি দুধপান ছেড়ে দিল তখন আবার ফিরে আসল। শিশুটির হাতে তখন কিছু খাদ্য ছিল সে তা খাচ্ছিল। রাসূলে কারীম (সা) জনৈক মুসলমানকে শিশুটির ভরণ- পোষণের দায়িত্ব দিলেন। তারপর মহিলাকে (তার অপরাদের দণ্ডস্বরূপ) গর্তের মধ্যে স্থাপন করে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যার নির্দেশ দিলেন। যারা তাকে পাথর নিক্ষেপ করছিলেন তাদের মধ্যে খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা)ও ছিলেন। তিনি একটি প্রস্তাব নিক্ষেপ করলে মহিলার শরীরের এক ফোটা রক্ত ছিটে এসে তার ললাটে পড়ে। তাতে তিনি ভীষণ বিরক্তিবোধ করে মহিলা সম্পর্কে কটু বাক্য উচ্চারণ করেন। তখন রাসূলে কারীম (সা) বলেন: হে খালেদ! শান্ত হও। যার হস্তে আমার জীবন তাঁর কসম করে বলছি! এই মহিলা এমন নির্ভেজাল তওবা

Dhaka University Institutional Repository

করেছে যে, তা যদি কোন শুল্ক আদায়কারীও করত তাহলে তাকে আল্লাহ ক্ষমা করে দিতেন। অতঃপর তিনি (সা) তার জানাযা পড়েন এবং দাফনের নির্দেশ প্রদান করেন।”[১৭৪]

কিয়ামতের দিন যালেম ব্যক্তির যুলুমের সমপরিমাণ নেকী, নেকী না থাকলে প্রতিপক্ষের গুনাহ থেকে সমপরিমাণ যালেমের হিসাবের খাতায় অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া হবে। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করলেন:

مَا الْمُفْلِسُ ؟ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِيْنَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ فَقَالَ فَقَالَ إِنَّ الْمُفَلِسَ مِنْ أُمَّتِىْ مَنْ يَأْتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاهٍ , وَيَأْتِىْ قَدْ شَتَمَ هَذَا وقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذِ مِنْ خَطَا يَاهَا ثُمَّ طُرِحَ فِىْ النَّار -

“তোমরা কি জান কোন ব্যক্তি নিঃস্ব-গরীব? সাহাবাগণ বললেন: আমাদের মধ্যে গরীব হচ্ছে যার কোন অর্থ-সম্পদ নেই। তিনি বলেন: আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে নিঃস্ব-গরীব ব্যক্তি হবে, যে কিয়ামতের দিন নামায-রোযা-যাকাত ইত্যাদি যাবতীয় ইবাদতসহ আবির্ভূত হবে। কিন্তু সে কাউকে গালি গিয়েছে, কাউকে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, কারো সম্পদ আত্মসাৎ করেছে, কারো রক্ত প্রবাহিত করেছে এবং কাউকে মেরেছে (সে এসব গুনাহ সাথে করে নিয়ে আসবে)। এদেরকে তার নেক আমলগুলো দিয়ে দেয়া হবে। উল্লেখিত দাবিসমূহ পূরণ করার পূর্বেই যদি তার নেক আমল শেষ হয়ে যায় তবে দাবিদারদের গুনাহসমূহ তার ঘাড়ে চাপানো হবে, অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।”[১৭৫]

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত,

أن إمرأة يهودية أتت النبى صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجىء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك فقالت : أردت أن أقتلك فقال : ما كان الله ليسلطك على ذلك . قال : فقالو : ألا نقتلها ؟ قال : لا.

---

১৭৪. আবূ দাউদ: كتب الحدود . بلب فى المرأة التى أمر النبى برجمها من جهينة (বৈরূত: দারুল ফিকির, ১৯৯৫ খ্রি.), ১২তম খণ্ড, পৃ. ৯৬, হাদীস নং ৪৪৩৩।

১৭৫. ইমাম মুসলিম: كتاب البر والصلة. باب تحريم الظلم (কায়রো: দারুল হাদিস, ৩য় সং., ১৯৯৮ খ্রি., শরহে নববীর সাথে মুদ্রিত), ৮ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৭-৭৮, হাদীস নং ৫৯/২৫৮১।

Dhaka University Institutional Repository

“জনৈক ইয়াহুদী নারী আল্লাহ্‌র নবীকে বিষ মিশ্রিত ছাগলের গোশত এনে দিলে তিনি তা ভক্ষণ করেন। অনন্তর মহিলাকে রাসূলের সামনে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হাজির করা হলে সে বলে: আপনাকে হত্যা করাই আমার অভিপ্রায় ছিল। রাসূলে কারীম (সা) বললেন: তোমার এ মনোবাসনা আল্লাহ কখনোই পূর্ণ করতে দিবেন না। সাহাবীগণ আরয করলেন: আমরা মহিলাকে হত্যা করি? রাসূলে কারীম বললেন: না”। (এভাবে তিনি প্রাণের দুশমনকে ক্ষমা করে মানবেতিহাসে মহানুভবতার শ্রেষ্ঠ নজীর স্থাপন করেন)।[১৭৬]

হযরত আয়শা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

اَلدَّوَاوِيْنُ ثَلاَثَةٌ : فَدِيُوأَنٌ لَايَغْفِرُ اللهُ مِنْهُ شَيْئًا . وَدِيْوَانٌ لا يَعْبَأُ اللهُ بِهِ شَيْئًا . وَدْيُوانٌ لَا يَتْرُكُ اللهُ مِنْه سَيْئًا . فَأَمَّا الَدِيْوَانُ الَّذِىْ لَا يَغْفِرُ اللهُ مِنْهُ شَيْئًا فَالْإِشْرَاكُ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ : إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ . وَأَمَّا الدِّيْوَانُ الَّذِىْ لَّا يَعْبَأُ اللهُ مِنْهُ شَيَّئًا قَطُّ . فَظَلْمُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ فِيْمَا بَيْنَ رَبِّه . وَأَمَّا الدِيْوَانُ الَّذِىْ لَا يَتْرُكُ اللهُ مِنْهُ شَيْئًا , فَمَظَالِمُ الْعِبَادِ بَيْنَهُمْ الْقَصَاصُ لَا مُحَالَةَ .

“কিয়ামতের দিন আমলনামার তিনটি বিভাগ হবে। একাংশের কোন কিছুই আল্লাহ মাফ করবেন না। দ্বিতীয় অংশের বিচারে তিনি কোন পরোয়া করবেন না। তৃতীয় অংশের হিসাব আল্লাহ কড়ায়-গণ্ডায় নেবেন, কিছুই বাদ দিবেন না। যে অংশের তিল পরিমাণও তিনি ক্ষমা করবেন না তা হচ্ছে শিরক (পৌত্তলিকতা)। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন: “নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না, তা ব্যতীত সব কিছু যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন”। যে অংশের বিচার তিনি কোন পরোয়া করবেন না তা হচ্ছে: যুলুম, যা মানুষ নিজের উপর করেছে এবং যা স্বয়ং সেই বান্দা ও তার প্রতিপালকের মধ্যেকার বিষয় (যেমন- সে নামায পড়েনি, রোযা রাখেনি ইত্যাদি। আল্লাহ ইচ্ছা করলে কারও এ ধরনের অপরাধ ক্ষমাও করতে পারেন)। কিন্তু যে অংশের একটি ক্ষুদ্রতম অংশও বাদ দেয়া হবে না তা হচ্ছে: যুলুমের

১৭৬. সহীহ বুখারী: كتاب الهبة. باب قبول الهدية من المشركين (কায়রো: দার-আস-সালাফিয়্যাহ, ৩য় সং., ১৪০৭ হি.), ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৭২, হাদীস নং ২৬১৭।

Dhaka University Institutional Repository

অপরাধ, যা এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির উপর করেছে। বিশেষ করে কিসাসের বিষয়টি। (নির্যাতিত ব্যক্তি যতক্ষণ ক্ষমা না করবে আল্লাহ তা'আলা ততক্ষণ তা ক্ষমা করবেন না)।[১৭৭]

পরিচ্ছেদ: ১৫

প্রতিশোধ গ্রহণে ইসলামী নীতির উৎকর্ষতা

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি যদি তার লজ্ঘিত অধিকারের প্রতিশোধ নিতে চায় সেক্ষেত্রেও তাকে অবশ্যই ইসলামের সুবিচারের নীতি অনুসরণ করতে হবে। কোন প্রকার হিংস্রতা, বাড়াবাড়ি, সীমালজ্ঘন কিংবা পোড়ামাটি নীতি অবলম্বনের মাধ্যমে নৈরাজ্য সৃষ্টির কোন অবকাশ তাকে দেয়া হবে না। সেক্ষেত্রে অপরাধী ব্যক্তি বা সমষ্টি যেই হোক না কেন। অপরাধ অনুপাতে হবে শাস্তি কিংবা প্রতিশোধ। তার চেয়ে বেশী হতে পারবে না। অন্যথায় তা যুলুম হিসাবে গণ্য হবে। এ প্রসঙ্গে কুরআনের নির্দেশনা অত্যন্ত সুস্পষ্ট:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ .وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ .إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الحَقِّ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُمُورِ .

"মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ এবং যে ক্ষমা করে দেয় ও আপোষনিষ্পত্তি করে তার পুরস্কার আল্লাহ্‌র নিকট আছে। আল্লাহ যালিমদেরকে পছন্দ করেন না। তবে অত্যাচারিত হবার পর যারা প্রতিবিধান করে তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না। কেবল তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে যারা মানুষের উপর যুলুম করে এবং ভূপৃষ্ঠে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাত্মক আচরণ করে বেড়ায়, তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। অবশ্য যে ধৈর্যধারণ করে এবং ক্ষমা করে দেয় তা তো হবে দৃঢ় সংকল্পের কাজ।"[১৭৮]

---

১৭৭. আল-হাকিম: আল-মুসতাদরাক আলাস সাহীহাইন : كتاب الاحوال (বৈরূত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ ১ম সং., ১৯৯০ খ্রি.), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬১৯, হাদীস নং ৮৭১৭।

১৭৮. আল-কুরআন, সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ৪০-৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

এ আয়াতে ন্যায়বিচারের জন্য "যেমন কর্ম তেমন ফল" এর খাঁটি নীতিমালা পেশ করার সাথে সাথে মযলুমকে তার প্রতিশোধের বেলায় অন্যায় আচরণ থেকে বিরত থাকার এবং ক্ষমা করে দেয়ার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। অর্থাৎ সে যদি তার ক্ষতির সমপরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করে তাবে তা হবে প্রকৃত ন্যায়বিচার। তবে ক্ষতির চেয়ে বেশী পরিমাণ প্রতিশোধ নিলে তা যুলুম হিসাবে গণ্য হবে। আর আল্লাহ তো যালেমদের আদৌ পছন্দ করেন না। যদি অত্যাচারিত ব্যক্তি ক্ষমা ও উদারতার পথ অবলম্বন করে তবে তা হবে তার জন্য উন্নত মানসিকতা ও উদারতার পরিচায়ক, সর্বোপরি আল্লাহর কাছে অত্যন্ত প্রিয় কাজ।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

"যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে ঠিক ততখানি করবে, যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে। তবে তোমরা ধৈর্যধারণ করলে ধৈর্যশীলদের জন্য তা তো উত্তম।"[১৭৯]

ইসলাম সর্বপ্রকার পক্ষপাতিত্বের উর্ধ্বে উঠে গোটা মনবতাকেই সম্প্রীতি-সৌহার্দ্য, মাহাত্ম ও মহানুভবতা দিয়ে প্লাবিত করতে চায়। আর এজন্যই তো তার আগমন। এখানে থাকবে না কোন হিংসা-বিদ্বেষ, মারামারি-হানাহানি, কলহ-সংঘর্ষ, নৈরাজ্য-অরাজকতা। থাকবে শুধু সদ্ভাব ও মানবিকতায় সমৃদ্ধ ভাবধারা। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত,

بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِىْ حَنِيْفَةَ يُقَالُهُ : ثُمَا مَةُ بْنُ أُثَالٍ سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ فَرَبَطُوْهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ فَخَرُجَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ فَقَالَ : مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ ؟ قَالَ : خَيْرًا يَا مُحَمَّدُ إِنْ تَقْتُلْ تَقْتَلْ ذَا دَمٍ وَإِنْ تُنْعَمْ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَاشِئْتَ فَتَرَكَهُ رَسُوْلَ اللهِ حَتَّى إِذَا كَانَ الْغَدُ ثُمَّ قَالَ لَهُ مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ ؟ فَأَعَادَ مِثْلَ هَذَا الْكِلَامِ فَتَرَكِهُ رَسُوْلُ اللهُ حَتَّى إِذَا كِانَ تَعْدِ فَذَكِرَ مِثْلَ هَذَا فَقَلَ رَسُوْلُ اللهِ أَطْلِقُوْا ثُمَامَةَ فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيْبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ مِنْهُ ثُمَّ دخَلَ الْمِسْجِدَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ .

---

১৭৯. আল-কুরআন, সূরা আন-নাহল, আয়াত: ১২৬।

Dhaka University Institutional Repository

"রাসূলে কারীম (সা) নাজদের অভিমুখে একটি ক্ষুদ্র সেনাদল প্রেরণ করেন। তারা ইয়ামামাবাসীদের সর্দার, বনু হানীফার সুমামা বিন আসাল নামে এক ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে আসে এবং মসজিদের একটি খুঁটির সাথে বেঁধে রাখে। অতঃপর রাসূলে কারীম (সা) তাকে দেখতে যান এবং জিজ্ঞেস করেন: সুমামা! তোমার খবর কি? সে বলে: মুহাম্মাদ! এক প্রকার ভালোই। যদি আমাকে হত্যা করেন, তাহলে রক্ত-মাংসের একটি মূল্যবান মানুষ হত্যা করলেন, আর যদি অনুগ্রহ করে ছেড়ে দেন, তাহলে একজন কৃতজ্ঞপরায়ণকেই অনুগ্রহ করলেন। আর যদি অর্থই আপনার উদ্দেশ্য হয়, তাহলে আপনি যা চান তাই দিব। পরের দিনও রাসূলে কারীম (সা) তাকে দেখতে গেলে সে একই কথা বলে। তৃতীয় দিনও সে একই কথা বলে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন। তোমরা সুমামাকে ছেড়ে দাও। অতঃপর সুমামা নিকটস্থ একটি খেজুর বাগানে গিয়ে গোসল করে পুনরায় মসজিদে আসে এবং বলে: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহ্র রাসূল ও বান্দা।"[১৮০]

মক্কা বিজয়ের পর মুসলিম বাহিনী কাফির জনগোষ্ঠীর সাথে যে অভাবিত পূর্ব মহৎ আচরণ করেছিল, মানবতার সেই গর্বিত ইতিহাস কালের পাতায় স্থায়ীভাবে লিপিবদ্ধ আছে। যারা তেরোটি বছর ধরে মুসলমানদেরকে তিলে তিলে যন্ত্রণা দিয়েছিল প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ পেয়েও তাদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হল। সেদিন মহানবী (সা) বলেছিলেন:

ক) হারাম এলাকার সীমানায় রক্তপাত করা যাবে না;

খ) যে তরবারি নিয়ে মোকাবেলা করতে আসে শুধু তারই মোকাবিলা করা যাবে;

গ) যে ব্যক্তি পালিয়ে যাবে তার পশ্চাদ্ধাবন করা যাবে না;

ঘ) আহত ও কয়েদীদের হত্যা করা যাবে না;

ঙ) যে অস্ত্র সমর্পণ করবে তাকে আঘাত করা যাবে না;

চ) যে নিজ গৃহে দরজা বন্ধ করে অবস্থান করবে তাকে সন্ত্রস্ত করা হবে না।[১৮১]

সন্ত্রাস ও যুদ্ধ মানবতার জন্য লাঞ্ছনা। তাতে নারী-শিশু, বৃদ্ধ, সন্নাসীসহ সামরিক, বেসামরিক নির্বিচারে বনী আদমকে হত্যা করা হয়। জনপদকে ধ্বংস করা হয়। ক্ষেত-খামার ও গাছপালা লণ্ডভণ্ড করা হয়। কিন্তু ইসলামী জিহাদের প্রক্রিয়া ভিন্নতর। তা সভ্য ও মহৎ। মানবতার

---

১৮০. আবু দাউদ: كتاب الجهاد باب فى الامير يوثق প্রাগুপ্ত, ৭ম খণ্ড পৃ. ২৭২-৭৪, হাদীস নং ২৬৭৬।
১৮১. আবূ উবাইদ: كتاب الاموال (কায়রো: দারুল ফিকর, ৩য় সং., ১৯৮১ খ্রি.), পৃ. ২৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

লাঞ্ছনা সেখানে নেই। ইসলাম মানুষের যুদ্ধ করার স্বভাবজাত প্রবৃত্তিকে সংস্কার ও সুসভ্য করেছে। সশস্ত্র জিহাদে মহানবীর শিক্ষা হল নিম্নরূপঃ

- اطلقوا بإسم لله وعلى ملة رسول لله -আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে, রাসূলের আদর্শ ধারণ করে যুদ্ধ যাত্রা কর;
- لا تقتلوا شيخا فانيا - বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিকে হত্যা কর না;
- ولا طفلا صغيرا - ছোট শিশুকে হত্যা কর না;
- ولا امرأة - নারীকে হত্যা কর না;
- ولا تغلوا - গনীমতের মাল আত্মসাৎ কর না;
- ولا تغدروا - বিশ্বাসঘাতকতা কর না;
- ولا تمثلوا - অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে বিকৃত কর না;
- واحسنوا , ان الله يحب المحسنين সদয় ব্যবহার কর, আল্লাহ সদয় আচরণকারীদের পছন্দ করেন;
- ولا تقتلوا المكفوفين - অন্ধদের হত্যা কর না;
- ولا تهدموا المنازل - ঘর-বাড়ি ধ্বংস করে দিও না;
- ولا اصحب الصوامع - গির্জা-মঠের লোকদের হত্যা কর না;
- ولا تقطعوا الاشجار - গাছপালা কেটে ফেল না;
- واستوصوا بالاسرى خيرا - কয়েদীদের সাথে সদয় আচরণ কর।

হযরত আবু বকর (রা)- এর উপদেশবাণীও এ পর্যায়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য-

- ولا تقطعوا نخلا ولا تحرقوا ولا تقطعوا شجرة مثمرة - খেজুর গাছ কাটবে না, জ্বালাবে না, ফলবতী গাছ কাটবে না।
- ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا الا لمأ كلة - খাবার প্রয়োজন ছাড়া ছাগল, গরু ও উট জবেহ্ করবে না।[১৮২]

পরিচ্ছেদঃ ১৬

ইসলামে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা

---

১৮২. শাওকানীঃ নাইলুল আওতার, باب الكف عن قصد النساء والصبيان والرهبان ... وباب الكف عن المثلة والتحريق (কায়রোঃ দারুত তুরাস আল-আরাবী), ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৪৬-৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

জিহাদ কোন অর্থেই সন্ত্রাস নয়। নয় জোরপূর্বক কাউকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করার কৌশল। বরং জিহাদ নিতান্তই রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা। ইসলামী শরী'আহ্র মূল লক্ষ্য হল পাঁচটি। এ সবগুলোই মূলত প্রতিরক্ষামূলক। যেমন, ধর্ম রক্ষা (حفظ الدين); জীবন রক্ষা (حفظ النفس); সম্পদ রক্ষা (حفظ المال); বোধ বুদ্ধি রক্ষা (حفظ العقل); বংশধারা রক্ষা (حفظ النسل)। কারো কারো মতে: মান-সম্মান রক্ষা (حفظ العرض)। যেন মানুষ জীবনের সর্বক্ষেত্রে সার্বিক শান্তি-সমৃদ্ধি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার আবহ লাভ করতে পারে। মূলত শান্তিই হচ্ছে মানবীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিতে মূল অবস্থা ও সাধারণ নীতি।[১৮৩]

আর সশস্ত্র যুদ্ধ হচ্ছে একটি ব্যতিক্রমধর্মী সাময়িক ব্যবস্থা যা বিশেষ পরিস্থিতিতেই সংঘটিত হতে পারে। আর তা হচ্ছে প্রতিরক্ষার অবস্থা। অর্থাৎ শান্তির যাবতীয় প্রক্রিয়া যখন নিস্ফল হয়ে যায়, যুদ্ধ ছাড়া আর অন্য কোন বিকল্প Option অবশিষ্ট থাকে না, ইসলাম তখনই কেবল অস্ত্রধারণ করার অনুমতি প্রদান করে। রাসূলে কারীম (সা) হযরত 'মুয়াযকে সেনাপতি হিসাবে ইয়েমেন অভিযানে প্রেরণের প্রাক্কালে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তার মধ্যে এ নীতিই পরিস্ফুটিত হয়েছিল–

لَا تُقَاتِلُوْ هُمْ حَتَى تَدْعُوْ هُمْ فَانْ اَبَوا فَلَا تُقَاتِلُوْهُمْ حَتَى يَبْدَءُوْكُمْ فَاِنْ بَدَءُوْكُمْ فَلَا تُقَاتِلُو هُمْ حَتَى يُقْتَلُوْهُمْ حَتَى يُقَا تَلُوْا مِنْكُمْ قَتِيْلَا , ثُمَّ اَرَوْهُمْ ذَامِكَ وُقُوْلُوْا لَهُمْ : هَلْ اِلَى خَيْرٍ مِنْ هَذَا سَبِيْلٍ ؟ فَلَأَنْ يَهْدِى اللهُ عَلَى يَدَيْكَ رَجُلَا وَاحِدً خَيْىٌ مِمَّ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْس وَغَرَبَتْ .

"যতক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহবান প্রতি আহ্বান না জানাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে না। তোমাদের আহ্বান প্রত্যাখান করলেও যুদ্ধ করবে না যতক্ষণ না তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সূচনা করে। তারা যুদ্ধের সূচনা করলেও তোমরা যুদ্ধ করবে না যতক্ষণ না তারা তোমাদের কাউকে হত্যা করে। অতঃপর তাদেরকে তা দেখিয়ে বলবে: এর চেয়ে কি উত্তম কোন পথ নেই? (মনে রেখ) তোমার দ্বারা যদি একটি লোক

১৮৩. আবূ যাহরা: نظرية الحرب فى الاسلام (কায়রো, প্রকাশনা: المجلس الاعلى للشئون الاسلامية , ধর্ম মন্ত্রণালয়, খ্রি. ১৯৬১), পৃ. ৪৫-৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

হিদায়াতের সন্ধান পায়, তা সূর্য যার উপর উদয় ও অস্ত যায় (অর্থাৎ দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে) তার চেয়ে অনেক কল্যাণকর।"[১৮৪]

অন্য একটি হাদীসে রয়েছে:

يَايَّهَا النَّاس ! لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ العَدُّوِ وَاسْئَلُوا اللهَ العَافِيَةَ فَإِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوْا وَاعْلَمُوْا أَنَّ الجَنَّةَ تَحْتُ ظِلَالِ السُّيُوْفِ .

"হে লোকসকল! শত্রুর সাথে লড়াই করার আকাঙ্ক্ষা করো না। আল্লাহ্‌র কাছে নিরাপত্তা কামনা কর। তবে (যুদ্ধ ছাড়া যদি কোন গতান্তর না থাকে এবং) শত্রুর সাথে যদি লড়াই শুরু হয়েই যায় তাহলে অবিচলতার সাথে লড়বে। জেনে রাখ, তরবারির ছায়াতলেই জান্নাত।"[১৮৫]

ইসলামী আইনবিজ্ঞানীদের সুস্পষ্ট অভিমত হল: প্রতিরক্ষামূলক দু'টো অবস্থায় শুধু সশস্ত্র যুদ্ধের অনুমোদন দিয়েছে ইসলাম।

১. الدفاع عن النفس والعرض والمال والوطن عند الاعتداء তথা জান-মাল, ইজ্জত-আব্রু ও জন্মভূমির প্রতিরক্ষা।
২. الدفاع عن الدعوة الى الله তথা ইসলাম প্রচারের বাধা অতিক্রম।

ইসলাম গ্রহণ করা বা না করার ক্ষেত্রে অন্যদের স্বাধীনতা থাকলেও বিশ্বময় ইসলামের শাশ্বত বাণী প্রচার করা মুসলমানদের দায়িত্ব। এ দায়িত্বে কোন প্রকার অবহেলা করার অনুমতি নেই। তাহলে বিশেষ প্রয়োজনে তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব বর্তাবে মুসলমানদের উপর। এর অর্থ: কারো উপর ইসলামকে জোর করে চাপিয়ে দেয়া নয়। বরং ইসলামী দাওয়াতের পথকে কণ্টকমুক্ত করা। ইসলাম ধর্ম গ্রহণে যেমন স্বাধীনতায় বিশ্বাসী, তেমনিভাবে সকলের জন্য স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম চর্চার অধিকারেও বিশ্বাসী। এ অধিকার ক্ষুণ্ন বা খর্ব করার অধিকার কারো নেই।

---

১৮৪. আবু যাহরা: العلاقة فى الاسلام , প্রাগুপ্ত, পৃ. ৯৫।
১৮৫. মুসলিম: প্রাগুপ্ত, كتاب الجهاد. باب كراهية تمنى لقاء العدو , ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৮৮-৮৯, হাদীস নং ২০/১৭৪২।

Dhaka University Institutional Repository

শুধুমাত্র প্রতিরক্ষার জন্যই যে ইসলামে সশস্ত্র জিহাদ-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে তা নিম্নোক্ত যুক্তির আলোকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। [১৮৬]

প্রথমত: মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ .الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللهُ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

"যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করতে সম্যক সক্ষম; তাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কৃত করা হয়েছে শুধু এ কারণে যে, তারা বলে, 'আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ।' আল্লাহ যদি মানব জাতির এক দলকে আরেক দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে (খৃষ্টানদের) নির্জন গীর্জা, য়াহুদীদের উপাসনালয় (সিনাগগ) এবং মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত, যেগুলোতে আল্লাহ্‌র নাম অধিক স্মরণ করা হয়। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করেন যে তাঁকে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাশক্তিধর, পরাক্রমশালী।"[১৮৭]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ . وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ . فَإِنْ انتَهَوْا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ . وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انتَهَوْا فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ .

"যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহ্‌র পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; কিন্তু সীমালজ্ঘন কর না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালজ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না। (যুদ্ধ ক্ষেত্রের)

---

১৮৬. সায়্যিদ সাবিক: ফিক্‌হুস সুন্নাহ (কায়রো: আল-ফাত্‌হ প্রকাশনী, ১৯৯৭ খ্রি.), ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৭।
১৮৭. আল-কুরআন, সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত: ৩৯-৪০।

Dhaka University Institutional Repository

যেখানেই তাদেরকে পাবে হত্যা করবে এবং যে স্থান থেকে তারা তোমাদেরকে বহিষ্কৃত করেছে তোমরাও সে স্থান হতে তাদেরকে বহিষ্কার করবে। ফিতনা (দাঙ্গা, বিশৃঙ্খলা, গৃহযুদ্ধ) নরহত্যা অপেক্ষাও গুরুতর। মসজিদুল হারাম এলাকায় তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না। যে পর্যন্ত না তারা সেখানে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। যদি তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তবে তোমরা তাদেরকে হত্যা করবে। এটাই কাফিরদের পরিণাম। আর তারা যদি বিরত থাকে তাহলে আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যে পর্যন্ত না ফিতনার অবসান ঘটে এবং আল্লাহ্‌র দীন প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর তারা যদি বিরত হয় তবে জালিমদের ব্যতীত আর কাউকেও আক্রমণ করা চলবে না।"[১৮৮]

তিনি আরো বলেন,

وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

"তোমাদের কি হল যে, তোমরা সংগ্রাম করবে না আল্লাহ্‌র পথে এবং অসহায় নরনারী এবং শিশুদের উদ্ধারের জন্য– যারা বলে, 'হে আমাদের পালনকর্তা!' জালিমদের এ জনপদ-থেকে আমাদের অন্যত্র নিয়ে যাও; তোমার নিকট থেকে কাউকেও আমাদের অভিভাবক নিযুক্ত কর এবং তোমার নিকট থেকে কাউকেও আমাদের সাহায্যকারী পাঠাও।"[১৮৯]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

لاَ يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ . إِنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ

"দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে উচ্ছেদ করেনি তাদের প্রতি মহানুভবতা ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না।

১৮৮. আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৯০-১৯৩।
১৮৯. আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

নিশ্চইয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালোবাসেন। আল্লাহ কেবল তাদের বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে উচ্ছেদ করেছে এবং তোমাদের বহিষ্করণে সহযোগিতা করেছে। যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে তারা তো যালিম।"[১৯০]

উপরোক্ত আয়াতগুলোর একটি অভিন্ন প্রতিপাদ্য বিষয় হলো: সশস্ত্র সংগ্রাম তাদের বিরুদ্ধে-

- যারা অন্যায়ভাবে যুদ্ধ-সংঘাতে ইন্ধন যোগায় এবং প্রথমে শত্রুতামূলক আক্রমণ চালায়;
- যারা জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে;
- যারা ফিতনা-ফাসাদ, যুদ্ধ-সংঘাত, নৈরাজ্য-অরাজকতার উস্কানি দিয়ে সম্প্রীতির পরিবর্তে পারস্পরিক শত্রুতার বীজ বপণ করে;
- নিপীড়ন-নিবর্তনমূলক আচরণের দ্বারা যারা মানুষের ধর্ম, জান-মাল, ইজ্জত-আব্রু তথা বেঁচে থাকার মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ন করে;
- বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় নিয়ে যারা নিরপরাধ মানুষের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করতে চায়।

আর এসব অবস্থায় যুদ্ধ পরিচালনা মূলতই প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ। যার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো: মানবতাকে তার মৌলিক অধিকার পৌঁছয়ে দেয়া। সব অন্যায়-অবিচার, অনাচার-পাপাচারের মূলোৎপাটন করে পৃথিবীময় সার্বজনীন সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। এ সুবিচারই হচ্ছে- মানুষে মানুষে সদ্ভাব গড়ে তোলার অন্যতম ভিত্তি।

১৯০. আল-কুরআন, সূরা আল-মুমতাহিনা, আয়াত: ৮-৯।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

দুর্নীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গঠনে ইসলামের ভূমিকা

ইসলামের মর্মবাণী হলো বিশ্বমানবতার শান্তি, সুখ-সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা। শান্তস্নিগ্ধ পৃথিবীর মানুষগুলো বুকভরে স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে চায়। কিন্তু মানবরূপী কতিপয় অপরাধী, সন্ত্রাসী, দুর্বৃত্ত-দুরাচারীর দুষ্কর্মের কারণে বিনষ্ট হয় বৃহত্তর সমাজের শান্তি; বিঘ্নিত হয় নিরীহ ও সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা। প্রশান্ত পৃথিবীর পবিত্র অঙ্গন হয়ে ওঠে অশান্ত। ভিন্নতর কোন অপরাধের দরুন এসব অনাচার সৃষ্টি হয় না, বরং তা সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠ মানবজাতিরই কিছু বিচ্যুত আচরণের ফল। মানব সমাজের সূচনা থেকে অদ্যাবধি অপরাধ প্রবণতা নিয়ত বিদ্যমান। অপরাধের প্রতিকার নিয়ে মানবজাতি অনেক আইন, নিয়ম-পদ্ধতি প্রস্তাব-প্রণয়ন করে থাকে, যা সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছতে পারে না। এক্ষেত্রে একমাত্র ইসলামই অপরাধ প্রবণতার মূলোৎপাটনের কার্যকরী প্রতিরোধ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। ইসলাম বিভিন্ন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা প্রবর্তন করে মানুষের অপরাধ স্পৃহা অবদমিত করেছে। মহান আল্লাহ তা'আলা অপরাধবৃত্তি নিরোধে প্রাত্যহিক জীবনে যে কর্মসূচী ও কর্মপন্থা নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা শুধু ব্যক্তিকে অপরাধমুক্তই রাখে না, বরং ব্যক্তির ইহ-পারলৌকিক যাবতীয় সফলতার দ্বারও উন্মুক্ত করে। নিম্নে দুর্নীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গঠনে ইসলামের কতিপয় কার্যকর ব্যবস্থা আলোচনা করা হলো।

পরিচ্ছেদঃ ১

দুর্নীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গঠনে ইসলামের মৌলিক ব্যবস্থাসমূহ

(ক) আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান আনয়ন

বিশ্ব-জাহানের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের প্রতি ঈমান (الايمان) আনা সমাজ জীবনে সর্বপ্রকার পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত হওয়ার এক মোক্ষম উপায়। ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি

Dhaka University Institutional Repository

ও পূর্ণতা ব্যক্তির অপরাধ-প্রবণতার ভিত্তিতে নিরোপিত হয়। আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে বলেন, وَزِدْنَاهُمْ هُدًى "আমি তাদের হিদায়াত (সুপথ প্রাপ্তি) বাড়িয়ে দিয়েছিলাম।"[১]

তিনি আরও বলেন,

وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ امَنُوْا اِيْمَانًا"এবং যাতে মু'মিনদের ঈমান আরো বেড়ে যায়।"[২]

ইমাম বুখারী (র) বলেন, **فَإِذَا تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الْكَمَالِ فَهُوَ نَاقِصٌ** "পূর্ণ জিনিস থেকে কিছু বাদ দেয়া হলে তা অসম্পূর্ণ হয়।"[৩] ঈমানহ্রাস পেয়ে শূন্যের কোঠায়ও চলে আসে, তখন ব্যক্তি যে কোন অপরাধে লিপ্ত হয়ে পড়তে পারে। যেমন নবী (সা) বলেন,

لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولايسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس اليه فيها ابصارهم حين ينتهبها وهومؤمن ولا يغل احدكم حين يغل وهو مؤمن فاياكم واياكم.

"ব্যভিচার করার মুহূর্তে ব্যভিচারী ঈমানদার থাকে না, দিবালোকে শরাব পানের মুহূর্তে শরাবখোর ঈমানদার থাকে না, চুরি করার মুহূর্তে চোর ঈমানদার থাকে না, প্রকাশ্যে দিবালোকে জনসমক্ষে ছিনতাই করার মুহূর্তে ছিনতাইকারী ঈমানদার থাকে না, খিয়ানত করার মুহূর্তে খিয়ানতকারী ঈমানদার থাকে না। অতএব সাবধান, সাবধান! এসব গুনাহ থেকে দূরে থাক।"[৪]

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, ঈমান ও অপরাধ দুটো বিপরীতধর্মী বিষয়, যার পাশাপাশি অবস্থান অসঙ্গত ও সাংঘর্ষিক।

---

১. আল-কুরআন, সুরা ক্বাফ, আয়াত : ১৩।
২. আল-কুরআন, সুরা আল-মুদ্দাস্‌সির, আয়াত : ৩১।
৩. সহীহ বুখারী (ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, তাবি), ১ম খণ্ড, পৃ. ৯।
৪. সহীহ বুখারী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০০২।

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং ঈমান বিদ্যমান থাকা অবস্থায় কোন ব্যক্তি অপরাধে লিপ্ত হতে পারে না। ঈমান ব্যক্তিকে যাবতীয় অন্যায়-অপরাধ থেকে মুক্ত ও পবিত্র রাখার রক্ষাকবচ।

ঈমান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এক নে'আমত। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে এ সম্পর্কে সবিস্তারে আলোকপাত করা হয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক মূলনীতি হলো ঈমান।[৫]

ঈমান হলো ইসলামের পূর্ণাঙ্গ প্রাসাদের মূল ভিত্তি। এ ভিত্তির সাথে জড়িয়ে আছে অনেকগুলো বিশ্বাস। প্রথমত মহান আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব ও তাঁর কুদরত অর্থাৎ এই বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তা'আলা চিরস্থায়ী, ক্ষমতাশীল, মহাপ্রতাপশালী। কোনরূপ ক্লান্তি, অবসন্নতা-অবসাদ, অসতর্কতা, নিদ্রা ও ক্ষয় তাকে স্পর্শ করতে পারে না। তিনি চিরঞ্জীব। আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব তাঁরই। আধিপত্য, সম্মান, শক্তিমত্তা, সৃষ্টি ও হুকুম তাঁরই। সকল সৃষ্টিজগত তাঁর করায়ত্ত। সৃষ্টিকর্ম ও এর বিকাশে তিনিই একক। তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষ, তার রিযিক ও তার কর্মকাণ্ডকে করে দিয়েছেন নির্দিষ্ট। তাঁর কুদরত অসংখ্য ও অগণিত। কোনো কিছুই তাঁর কুদরতের বাইরে নয়।[৬]

আল্লাহ তা'আলা সবকিছুই জানেন। সকল গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় তিনি অবগত। আকাশ ও পৃথিবীর কোন অণু-পরমাণু, সমুদ্রের তলদেশের কোন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তু, বাতাসে ভাসমান ধূলিকণা, অন্তরের কুমন্ত্রণা, খটকা ও গোপন রহস্য কোন কিছুই তাঁর জানার বাইরে নয়। তাঁর ইলম নিত্য ও অনন্ত।

আল্লাহ্‌র প্রতি এ বিশ্বাস করতে হবে যে, তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই হয়। তাঁর তাওফীক ও দয়া ছাড়া বান্দার জন্য সৎ কাজ করা এবং নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকার কোন উপায় নেই। তিনি সর্বদ্রষ্টা ও সর্বশ্রোতা। তাঁর পবিত্র সত্তা সৃষ্টির সত্তার অনুরূপ নয়, তাঁর গুণাবলী সৃষ্টির গুণাবলীর অনুরূপ নয়। তিনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জিনিসও দেখেন। আকাশমণ্ডলী ও

---

৫. Muhammad Nurul Islam, A Manual of Islam (Dhaka : P. A. Printers, 2000Ad.), p. 4.
৬. আবু হামদ মুহাম্মদ আল-ইমাম আল- গাযালী, অনু. মোঃ মজিবুর রহমান, এহইয়া উলূমিদ্দীন (ঢাকা : মীনা বুক হাউস, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ১১২।

Dhaka University Institutional Repository

ভূমণ্ডলের সকল জড়-অজড় বস্তুকে তিনিই নাস্তি থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন। সকল কৃপা, অনুগ্রহ, নে'আমত তাঁরই দান। মানুষের উপর তাঁর আনুগত্য প্রাপ্য রয়েছে। আনুগত্যের বিনিময়ে সওয়াব দানের ওয়াদা দিয়েছেন। আনুগত্য হীনতায় শাস্তির সতর্কবাণীও দিয়েছেন। তার প্রেরিত নবী-রাসূলগণের দ্বারা তিনি আদেশ, নিষেধ, অঙ্গীকার, শান্তি ও শাস্তিবাণী মানুষের নিকট পৌঁছিয়েছেন। তাই রাসূলদের আনীত বিধি-বিধানসমূহের প্রতি ঈমান আনা অর্থাৎ একে সত্যজ্ঞান করা এবং এসব বিধি-বিধান মেনে চলা সকল মানুষের আবশ্যিক কর্তব্য।

পরকালের ঈমান মানুষকে সকল প্রকার গুনাহ বা অপরাধ-অপকর্ম থেকে বিরত রাখে। মৃত্যু পরবর্তী জীবনে মানুষের কবরের আযাব এক সুনিশ্চিত সত্য। ঈমান ও সৎকাজ এ শাস্তি থেকে রক্ষার উপায় হবে। মীযান অর্থাৎ ওজনদণ্ড দ্বারা মানুষের ন্যায়-অন্যায় পরিমাপ করা হবে। পুলসিরাত, হিসাব-নিকাশ, হাওযে কাওসার, শাফা'আত বা সুপারিশ ইত্যাদি বিষয়গুলোর প্রতি ঈমান ব্যক্তির অন্তর্নিহিত কুপ্রবৃত্তিকে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে দেয় না। উপরোক্ত বিশ্বাস্য বিষয়গুলো পবিত্র হাদীসেও বিস্তারিতভাবে উদ্ধৃত হয়েছে।[৭]

ফেরেশতা, আসমানী কিতাব, রাসূলগণ, তাকদীর, পুনরুত্থান ইত্যাদি বিষয়গুলোর প্রতি বিশ্বাস ঈমানের পরিপূর্ণতা আনয়ন করে। এসব বিষয়ে ঈমান আনা তখনই পরিপূর্ণ হবে যখন এ ভিত্তিতে ব্যক্তির কর্মসমূহ (العمل) পরিচালিত হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ.

৭. আব্দুল কাদির জিলানী, অনু: এ.কে.এম ফজলুল রহমান মুন্সী, গুনিয়াতুত তালেবীন (ঢাকা : বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী লি., ২০০৬ খ্রি), পৃ. ৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

"মানুষ কি মনে করে যে, তারা একথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? আমি তাদেরকেও পরীক্ষা করেছি, যারা তাদের পূর্বে ছিল। আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা সত্যবাদী এবং কারা মিথ্যাবাদী।"[৮]

ঈমান আনয়ন করার পর তাতে অবিচল (إستقامة) থেকে জীবন ও কর্ম পরিচালনা না করে শুধু মৌখিকভাবে ঈমান আনার মধ্যে কোন স্বার্থকতা নেই। এ ধরনের ঈমান বরং মারাত্মক পরিণতি বয়ে আনে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

كَيْفَ يَهْدِي اللهُ قَوْماً كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْا اَنَّ الرَّسُوْلَ حَق وجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ. أُولٰئِكَ جَزَآؤُهُمْ اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ. خَالِدِيْنَ فِيْهَا لاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنظَرُوْنَ. إِلا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَأَصْلَحُوْا فَإِنَّ الله غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

"কেমন করে আল্লাহ এমন জাতিকে হেদায়াত দান করবেন, যারা ঈমান আনার পর এবং রাসূলকে সত্য বলে সাক্ষ্য দেয়ার পর এবং তাদের নিকট এসে যাওয়ার পরও কুফরী করেছে। আর আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে হেদায়াত দান করেন না। এমন লোকের শাস্তি হলো, তার ওপর আল্লাহ, ফেরেশতাগণ এবং মানুষ সকলেরই অভিসম্পাত। সর্বক্ষণই তারা তাতে থাকবে। তাদের শাস্তি হালকাও হবে না এবং তারা এতে অবকাশও পাবে না। কিন্তু যারা অতঃপর তওবা করবে এবং সৎকাজ করবে তারা ব্যতীত, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৯]

ঈমান আনার পর যারা এর দাবিসমূহ পূরণ করে অর্থাৎ সদা সৎকর্মে তৎপর থাকে তাদের জন্য মহান আল্লাহ তা'আলা অফুরন্ত নে'আমতের ঘোষণা করেছেন-

---

৮. আল-কুরআন, সূরা আল-'আনকাবুত, আয়াত : ২ - ৩।
৯. আল-কুরআন, সূরা আল-ইমরান, আয়াত : ৮৬-৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ.

"নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের দাখিল করবেন উদ্যানসমূহে, যার তলদেশে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত। তাদেরকে তথায় স্বর্ণ, কঙ্কন ও মুক্তা দ্বারা সুসজ্জিত করা হবে এবং তথায় তাদের পোশাক হবে রেশমের।"[১০]

ঈমানদার ব্যক্তির অভিভাবক আল্লাহ নিজেই। কাজেই ঈমানদার ব্যক্তির বিপদ-আপদও তিনিই দূর করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ثُمَّ نُنَجِّيْ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كَذٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِيْنَ.

"অতঃপর আমি নাজাত দেই আমার রাসূলগণকে এবং তাদেরকে যারা ঈমান এনেছে। এমনিভাবে ঈমানদারদের নাজাত দেয়া আমার দায়িত্বও বটে।"[১১]

যারা অপরাধ ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে মু'মিনদের নির্যাতন করবে এবং অযথা কষ্ট দিবে তাদেরকে আল্লাহ ভয়াবহ শাস্তি দান করবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ.

"যারা মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীকে নিপীড়ন করেছে, অতঃপর তওবা করেনি, তাদের জন্য আছে জাহান্নামের শাস্তি, আর আছে দহন যন্ত্রণা।"[১২]

ঈমান আনয়ন করা অন্তরের ব্যাপার। আন্তরিকভাবে ঈমান না আনলে শুধু বাহ্যিকভাবে ইসলামের বিধিনিষেধ মেনে চলার মাধ্যমে ফায়দা হাসিল করা সম্ভব নয়।

---

১০. আল-কুরআন, সূরা আল- হাজ্জ, আয়াত : ২৩।
১১. আল-কুরআন, সূরা ইউনুস, আয়াত : ১০৩
১২. আল-কুরআন, সূরা আল-বুরূজ, আয়াত : ১০- ১১।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের প্রাথমিক যুগে যেসব লোক ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করেছিল কিন্তু আন্তরিকভাবে ঈমান আনেনি তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

"মরুবাসী বেদুইনরা বলেছে, আমরা ঈমান এনেছি। তুমি ওদের বল, তোমরা (এখনো) ঈমান আননি, বরং বল, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি (অর্থাৎ ইসলামের অধীনতা মেনে নিয়েছি)। তোমাদের অন্তরে ঈমান এখনো প্রবেশ করেনি। আর তোমরা যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর তাহলে তিনি তোমাদের কর্মের শুভফল প্রদানে কোন কমতি করবেন না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, অতীব দয়ালু।"[১৩]

ইসলামী রাষ্টের আনুগত্য আল্লাহ্র প্রতি ঈমান ও আনুগত্যের সমতুল্য হতে পারে না। বর্তমান সময়ে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা সমাজে কায়েম নেই। শুধু মুসলিম রীতি-নীতি ও কিছু আনুষ্ঠানিক আচার-অনুষ্ঠান সমাজ জীবনে বর্তমান। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ইসলামের আইন-কানুন বলবৎ নেই। এমতাবস্থায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান ও আনুগত্য অতীব জরুরী হয়ে পড়েছে। আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা,

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

"মু'মিনদের উক্তি তো এই, যখন তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয়, তখন তারা বলে, 'আমরা শ্রবণ করলাম ও মান্য করলাম'। আর তারাই তো সফলকাম।"[১৪]

---

১৩. আল-কুরআন, সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত : ১৪।
১৪. আল-কুরআন, সূরা আন- নূর, আয়াত : ৫১।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ্র প্রতি নিরঙ্কুশ ও শর্তহীন ঈমান ও আনুগত্য একটি সমাজের আমূল পরিবর্তন এনে দিতে পারে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيْمٍ. تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

"হে মু'মিনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসায়ের পথ দেখাব যা তোমাদের পীড়াদায়ক আযাব থেকে রক্ষা করবে? তা হচ্ছে, তোমরা ঈমান আনবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি, আর আল্লাহ্র পথে জিহাদ করবে তোমাদের জান-মাল দ্বারা। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে।"[১৫]

প্রাক-ইসলামী যুগের বর্বর লোকেরা যারা নৈতিক শক্তি হারিয়ে পশুত্বের নিম্নস্তরে নেমে গিয়েছিল, ঈমান গ্রহণের ফলে তারাই উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হয়ে যায়। যারা পরের সম্পদকে নিজের সম্পদ মনে করত তারাই নিজের সম্পদকে পরের জন্য অকাতরে বিলিয়ে দিতে লাগল। উটের পানি পানের পালাক্রমে অগ্রাধিকার প্রশ্নে যাদের মধ্যে দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলছিল, তারাই যুদ্ধাহত অবস্থায় অন্যকে পানি পানের অগ্রাধিকার দিয়ে নিজে তৃষ্ণার্ত মৃত্যুবরণকে পছন্দ করতে লাগল।[১৬]

ঈমান মানুষের ব্যক্তি জীবন ও দৈনন্দিন জীবনে তথা সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, পারিবারিক সামগ্রিক ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিল। মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার একক ও অদ্বিতীয় সত্তার প্রতি ঈমান মানুষকে একই মন্ত্রে উজ্জীবিত করে। তাওহীদের দৃপ্ত ঘোষণা সমাজ জীবন থেকে সকল ভেদাভেদ হানাহানি দূর করে একে মহা কল্যাণময় সমাজে পরিণত করে।

১৫. আল-কুরআন, সূরা আছছফ, আয়াত : ১০-১১।
১৬. সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী, অনুঃ আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, সন্ত্রাস প্রতিরোধে ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

Dhaka University Institutional Repository

(খ) সালাত বা নামায

সালাত হচ্ছে আল্লাহ্র প্রতি বান্দার দাসত্বের সর্বোত্তম বহিঃপ্রকাশ। আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে গভীর ও তাঁর বান্দার নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সালাতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। মানবদেহের প্রায় সবকটি অঙ্গ-প্রতঙ্গ সহযোগে মানব মনের গভীর অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটে সালাতের মাধ্যমে। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের মাধ্যমে স্রষ্টার সাথে বান্দার সম্পর্ক স্থায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। সারাদিনের অবিরাম কর্মব্যস্ততার ভীড়ে নিজেকে বাতিলের স্রোতে ভাসিয়ে না দিয়ে মহান রবের সাথে গভীর সেতুবন্ধন তৈরীর এক আসমানী ব্যবস্থাই হলো সালাত। ফজর, যুহর, আসর, মাগরিব ও এশা এ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের মাধ্যমে মহান স্রষ্টাকে এক মুহূর্তের জন্যও ভুলে না থাকার প্রহরী। আল্লাহ্র স্মরণ সার্বক্ষণিকভাবে আমাদের মনিকোঠায় জাগরুক থাকার দরুন অপরাধজনক কাজে সম্পৃক্ত হওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই থাকে না। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ.

"নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে অশ্লীল ও মন্দ কার্য থেকে বিরত রাখে।"[১৭]

সালাতের বরকতে স্বীয় স্বভাবজাত অস্থিরতা ও হতাশা থেকে মানুষ মুক্তি পায়। অপরাধ প্রবণ মানুষগুলো সাধারণত বেশী অস্থিরচিত্ত হয়ে থাকে। কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعاً. إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعاً. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعاً. إِلَّا الْمُصَلِّيْنَ. الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَائِمُوْنَ.

"মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে অস্থিরচিত্ত করে। যখন বিপদ তাকে স্পর্শ করে সে তখন হা-হুতাশ করে। আর যখন কল্যাণ তাকে স্পর্শ করে, তখন সে অতি কৃপণ হয়ে যায়। তবে তারা স্বতন্ত্র, যারা নামায আদায়কারী। যারা তাদের নামাযে সার্বক্ষণিক কায়েম থাকে।"[১৮]

---

১৭. আল-কুরআন, সূরা আল-'আনকাবূত, আয়াত : ৪৫।
১৮. আল-কুরআন, সূরা আল-মা'আরিজ, আয়াত : ১৯-২৩।

Dhaka University Institutional Repository

দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্মের মাঝে কেউ অবচেতন মনে কোন ছোটখাট অন্যায় অপরাধ করে ফেললেও সালাতের মাধ্যমে তা মার্জিত হয়ে যায়। নবী করীম (সা) এ প্রসঙ্গে বলেন,

أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا.

"তোমরা কি মনে করো তোমাদের কারো ঘরের সম্মুখ দিয়ে প্রবাহিত ঝর্নায় সে যদি প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে, তবে তার দেহে কোনরূপ মলিনতা অবশিষ্ট থাকবে কি? সাহাবীগণ বললেন, না। তিনি বললেন, ঠিক এমনিভাবেই পাঁচবারের সালাত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা বান্দাহ্র যাবতীয় ভুল-ভ্রান্তি ও দোষ-ক্রটি নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে থাকেন।"[১৯]

সালাত মানুষের অভ্যন্তরে এমন এক প্রতিরক্ষা ব্যূহ রচনা করে যা অতিক্রম করে কোন অন্যায়, অপরাধ, সন্ত্রাস, অশ্লীলতা তাকে বিপথগামী করতে পারে না। তবে এক্ষেত্রে নামাযে শুধু বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন দ্বারাই তার যথাযথ সফলতা লাভ করা যায় না। এক্ষেত্রে নিষ্ঠা, একাগ্রতা, আন্তরিকতা, তাকওয়া ইত্যাদিতে মনোনিবেশ করা শর্ত। অন্যথায় শুধু লোক দেখান, অভ্যাসগত সালাত ব্যক্তিকে কাঙ্ক্ষিত মানে উন্নীত করতে সক্ষম হবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّيْنَ. الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ. الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاؤُوْنَ. وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ.

"আর দুর্ভোগ সেসব সালাত আদায়কারীদের, যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন, যারা তার লোক দেখানোর জন্য করে এবং গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় ছোটখাট সাহায্য দানে বিরত থাকে।"[২০]

১৯. মুহাম্মদ ইবন জারীর আত-তাবারী, জামি'উল বায়ান ফী তাবিলি আয়িল কুরআন (বৈরূত : মুয়াসসাসাতু'র রিসালাহ, ২০০০ খ্রি.), ১৫ খণ্ড, পৃ. ৫১৫।
২০. আল-কুরআন, সূরা আল-মা'উন, আয়াত : ৪-৭।

Dhaka University Institutional Repository

অন্য আয়াতে এ ধরনের নামাযীদের স্বরূপ উন্মোচন করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِذَا قَامُوْا إِلَى الصلاةِ قَامُوْا كُسَالَى يُرَاءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللهَ إِلَّا قَلِيْلاً.

"আর তারা (মুনাফিকরা) যখন সালাতে দাঁড়ায় তখন শৈথিল্যের সাথে দাঁড়ায়, কেবল লোক দেখানোর জন্য এবং আল্লাহকে তারা অল্পই স্মরণ করে।"[২১]

সালাতের হকসমূহ যথাযথ আদায় না করা এক দুর্ভাগ্যের কারণ। সালাত বান্দার প্রতি আল্লাহর এক মহা অনুগ্রহ, যখন তা আন্তরিকতার সাথে আদায় করা হয়।

সালাত আদায়ে যাবতীয় অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে রক্ষা করে বিধায় এর সাহায্য গ্রহণ করতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصلاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصابِرِيْنَ.

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।"[২২]

ইসলাম বান্দার উপর সালাত কায়েম করাকে অতি আবশ্যিক করে দিয়েছে। কাজেই এ ফরয ত্যাগকারীকে কুফর (অবাধ্যাচার) হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। নবী করীম (সা) বলেন,

بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصلاةِ.

"মুমিন বান্দা ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হলো সালাত পরিত্যাগ করা।"[২৩]

তিনি অন্যত্র বলেন,

---

২১. আল-কুরআন, সূরা আন- নিসা, আয়াত : ১৪২।

২২. আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ১৫৩।

২৩. হাফিজ ইবন আহমদ ইবন আলী আল-হাকামী, মা'আরিজুল কুলূব ফী শারহিল ইলমিল উসূল (দাম্মাম : দারু ইবনুল কায়্যিম, ১৯৯০ খ্রি.), পৃ. ৬২৮।

Dhaka University Institutional Repository

إِنَّ الْعَهْدَ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.

"আমাদের (মুসলমানদের) ও তাদের (কাফিরদের) মধ্যে দায়িত্বের পার্থক্য হলো সালাত। অতএব যে (মুসলমান) ব্যক্তি তা ত্যাগ করে সে কুফরি করে।"[২৪]

সালাত নিয়মিত আদায় না করলে যে কোন ব্যক্তি সহজেই বিপথগামী হতে পারে। নবী করীম (সা) বলেন,

لَيَنْتَهِينَّ أقوام عن ودْعِهِم الجُمعاتِ أو ليخْتِمَنَّ الله على قلوبهم ثم ليكونَنَّ من الغافلين.

"লোকজন জুম'আর সালাত পরিত্যাগ করা থেকে বিরত থাকবে, অন্যথায় আল্লাহ তাদের অন্তকরণে মোহর মেরে দেবেন, অতঃপর তারা গাফিলদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"[২৫]

ইসলাম সমাজ জীবনে যে নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কল্যাণ সাধন করেছে তার অধিকাংশই সম্ভব হয়েছে সালাতের মাধ্যমে। যে আরব সমাজে ন্যায়নীতির এক মহাসংকটকালে লোকেরা বন্য, অসভ্য, বর্বর হিসেবে পরিচিত ছিল, সালাতের প্রভাবে তারা স্বল্প কালের ব্যবধানে সভ্যতা-সংস্কৃতির শীর্ষে উন্নীত হয়েছিল।

আজও সমাজ জীবনে সালাতকে যথাযথভাবে কায়েম করতে পারলে সার্বিক সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করা যাবে। জামা'আতবদ্ধভাবে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত তার যথাযথ হকসহ আদায় করা হলে সমাজ জীবনে যাবতীয় অপরাধ ও হানাহানি, সন্ত্রাস, দুর্নীতিসহ নানাবিধ সামাজিক অনাচার দূরীভূত হয়ে সমাজ কাঙ্ক্ষিত সাফল্যের উচ্চ শিখরে আরোহণ করতে সক্ষম হবে।

(গ) সাওম বা রোযা

---

২৪. হাফিজ ইবন আহমদ ইবন আলী আল- হাকামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২৫।
২৫. মুসলিম বিন ইবন হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, সহীহ মুসলিম (বৈরূত : দারুল জিল, তাবি), পৃ.১০।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের মূল পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে রমযান মাসের ‘সিয়াম’ পালন অন্যতম। সমাজ জীবনকে পূত-পবিত্র এবং সুষ্ঠু সুন্দর করে গড়ে তোলার একটি কার্যকরী উপায় হলো সিয়াম। সমাজ জীবনে খুন, সন্ত্রাস, ঘুষ, দুর্নীতি, কালোবাজারি, চোরাকারবারি, হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি ইত্যাকার অপরাধমূলক কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ এবং এর মূল প্রবৃত্তি নির্মূলের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে সাওম পালনের মধ্যে। সামাজিক মূল্যবোধ, শান্তি-শৃঙ্খলা, নীতি-নৈতিকতা, মায়া-মমতা সাম্য-ভ্রাতৃত্ব, মানবতাবোধ, দেশাত্মবোধ ইত্যাদির অনুশীলন ও প্রশিক্ষণমূলক ইবাদত হল সিয়াম।

শয়তান, কুপ্রবৃত্তি, খোদাদ্রোহী সমাজ ব্যবস্থা মানুষের চিরশত্রু। এরা মানব সৃষ্টির সূচনা থেকেই নিরন্তর অপপ্রয়াস চালিয়ে মানবীয় গুণাবলীর বিনাশ সাধন করে তাকে পঙ্কিলতার অন্ধকার গহ্বরে নিমজ্জিত করে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাৎষর্য, হিংসা, ঘৃণা, মিথ্যাচার, পরচর্চা, পরনিন্দা, গীবত প্রভৃতি রিপুর তাড়না থেকে আত্মরক্ষার এক বলিষ্ঠ ঐশী ব্যবস্থার নাম সিয়াম। রমজান মাসে দীর্ঘ ৩০ দিনের (৭২০ ঘণ্টা) এ কঠোর সিয়াম সাধনা ও প্রশিক্ষণ মানুষের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের এক উত্তম, বাস্তব ও প্রায়োগিক ব্যবস্থা।

মানুষ আল্লাহ তা‘আলার প্রতিনিধি হিসেবে সাময়িকভাবে পানাহার, কামাচার প্রভৃতি থেকে বিরত থেকে আল্লাহ্‌র গুণে গুণান্বিত হওয়ার প্রয়াস পায়। ব্যক্তি তাকওয়া, সংযম, ধৈর্য, সহনশীলতা, শৃঙ্খলাবোধ, সত্যবাদিতা, কর্মব্যস্ততা প্রভৃতি গুণাবলী অর্জন করতে সক্ষম হয় সিয়াম সাধনার মাধ্যমে যা একটি অপরাধমুক্ত আদর্শ সমাজের অনন্য বৈশিষ্ট্য।

সিয়াম সাধনা বান্দার উপর ফরয করার মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে একটি সুবিমল সমাজ প্রতিষ্ঠার উপযোগী বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন লোক তৈরী করা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

Dhaka University Institutional Repository

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর (রমযান মাসের) সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যাতে তোমরা তাকওয়া (খোদাভীতির গুণ) অর্জন করতে পার।"[২৬]

অপরাধমুক্ত সমাজ মানেই হচ্ছে তাকওয়াভিত্তিক সমাজ। আদর্শ সমাজ বলতে অপরাধ ও সন্ত্রাসমুক্ত শান্তিময় সমাজকে বুঝায়।

সিয়াম সাধনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, এটি সমাজকে যাবতীয় নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত রাখে। সমাজ বিরোধী কাজ থেকে আত্মরক্ষার হাতিয়ারস্বরূপ সিয়াম। নবী করীম (সা) বলেন,

الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلاَ يَجْهَلْ وَلاَ يَرْفُثْ فَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ

"সিয়াম (রোযা) ঢালস্বরূপ। যখন কেউ রোযা রাখবে সে যেন মূর্খতাসুলভ আচরণ এবং পাপাচারে লিপ্ত না হয়। যদি কেউ তার সাথে বিবাদে লিপ্ত হয় অথবা তাকে গালি দেয় তাহলে সে যেন বলে, আমি রোযাদার, আমি রোযাদার।"[২৭]

সমাজ জীবনে যে কতগুলো কারণে অপরাধের মত জঘন্য ঘটনা ঘটে তার একটি কারণ হলো অবাধ যৌনাচার। সমাজে ব্যভিচার, সমকামিতা, ধর্ষণ, অপহরণ, নারীকে উত্ত্যক্তকরণ প্রভৃতি অবাধ যৌনাচারের কারণে ঘটে থাকে। সিয়াম যৌন প্রবৃত্তিকে সংযত করার ফলে এ ধরনের অপরাধে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা কমে যায়। বর্তমান আধুনিক সভ্যতায় নারী-পুরুষের অবাধ যৌনাচার অপরাধের কলেবরকে বহু গুণে বৃদ্ধি করেছে। ইসলামের নিয়ন্ত্রিত জীবনাচার অপরাধের মাত্রা বহুলাংশে হ্রাস করে।

---

২৬. আল- কুরআন, সূরা আল-বাকারা, অয়াত : ১৮৩।
২৭. ইমাম বুখারী, সহীহ আল-বুখারী (ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, তাবি), পৃ. ২৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম ব্যক্তির ব্যবহারিক ও বাস্তব জীবনে যাবতীয় অশ্লীল ও বাজে কথা, কাজ, অর্থহীন আচরণ থেকে বিরত রাখে। মানুষ সিয়াম সাধনার মাধ্যমে বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসব অপরাধ প্রতিরোধে উদ্যোগী হয়ে থাকে। রাসূলে করীম (সা) বলেছেন,

مَن لم يَدَعْ قولَ الزُّور والعمَلَ بهِ فَليسَ للهِ حاجة فِي أن يَدَعَ طعَامَهُ وشَرَابَهُ.

"যে লোক মিথ্যা কথা ও মিথ্যা আমল ত্যাগ করে না, তার খাদ্য-পানীয় পরিত্যাগ করায় আল্লাহ্‌র কোন প্রয়োজন নেই।"[২৮]

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إلا الْجُوعُ وَالعطش.

"এমন কত রোযাদার, যাদের রোযার ক্ষুধা ও পিপাসার কষ্ট সহ্য করা ছাড়া আর কিছুই লাভ হয় না।"[২৯]

সিয়াম ব্যক্তিকে ধৈর্যশীল হিসেবে গড়ে তোলে সারাদিন ক্ষুৎ-পিপাসা নিবারণে কোনপ্রকার খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ না করে আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনার্থে ধৈর্যধারণ করে। অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির ধৈর্যচ্যুতিই প্রধানত দায়ী। ধৈর্য মানুষের এক দুর্লভ অলংকার। কারো দ্বারা নির্যাতনের শিকার হয়েও রোযা অবস্থায় প্রতিশোধপরায়ণ হওয়া যাবে না। প্রতিপক্ষের গালি-গালাজ বা অশালীন আচরণে রাগান্বিত না হয়ে ধৈর্যধারণ করার শিক্ষা দেয় সিয়াম সাধনা। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

إنما يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

---

২৮. সহীহ বুখারী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৫।
২৯. আহমদ ইবন হাম্বল, মুসনাদু আহমদ (বৈরূত : আলামুল কুতুব, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ৪৪১।

Dhaka University Institutional Repository

"ধৈর্যশীলদেরকে তো অপরিমিত পুরস্কার দেয়া হবে।"[৩০]

দীর্ঘ এক মাসের কঠোর অনুশীলন, সিয়ামুন নাহার (صيام النهار) তথা দিনের বেলা রোযা এবং ক্বিয়ামুল লাইল (قيام الليل) তথা নৈশ ইবাদত, সাহরী (سحرى), ইফতার (افطار), তারাবীহ (التراويح) ইত্যাদি আমলসমূহ একসাথে জামা'আতবদ্ধভাবে করার ফলে পরস্পরের মধ্যে আন্তরিকতা, নিষ্ঠা, পরোপকারিতা, সদ্ভাব, সম্প্রীতি, শৃঙ্খলাবোধ, সামাজিক মূল্যবোধ ইত্যাদি অভ্যাসগুলো গড়ে উঠে, যা কল্যাণময় সমাজ প্রতিষ্ঠার অপরিহার্য গুণাবলী।

রোযা পানাহারে পরিমিতিবোধ শিক্ষা দেয়। ফলে অতিরিক্ত পানাহারের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে সহজেই রক্ষা পাওয়া যায়। সিয়াম পালনের মাধ্যমে জটিল রোগ-ব্যাধি প্রতিরোধ করে সুস্থদেহ লাভ করা যায়। অন্যদিকে এ ইবাদতের মধ্যে 'রিয়া' অর্থাৎ প্রদর্শনেচ্ছার মনোভাব অনুপস্থিত থাকায় মনের পরিশুদ্ধিও অর্জিত হয়।

সিয়াম মানুষের পাশবিক কুপ্রবৃত্তি দমন করে। কুপ্রবৃত্তির এমন একটি স্বভাব যার কারণে অরণ্যের পশু আর লোকালয়ের মানুষের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকে না। এই কুস্বভাব দমনের মাধ্যমে মানুষ স্থান করে নেয় নূরের ফেরেশতাদের ঊর্ধ্বে। সিয়াম সাধনা মানুষকে তার পাশবিক ইচ্ছা ও জৈবিক চাহিদার লাগাম টেনে ধরে এবং মানবিক দাসমূহের মধ্যে সাম্য ও পরিমিতিবোধ প্রতিষ্ঠা করে। রোযাদার ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান হয়ে 'আখলাকে ইলাহী' অর্জন করতে সক্ষম হয়। যুগে যুগে বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মানুষ সিয়াম পালনের মাধ্যমে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভ করেছে।

দ্বিতীয় হিজরীতে 'সিয়ামে রামাদান' ফরয হয়েছে। মুসলিম উম্মাহ রোযার ধারাবাহিক সাধনার মাধ্যমে এক আধ্যাত্মিক ও রূহানী শক্তি অর্জন করে তাতে মানুষ প্রবৃত্তির গোলামী থেকে মুক্ত হয়ে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার কাছে আত্মনিবেদন করতে সক্ষম হয়। রোযার

---

৩০. আল-কুরআন, সূরা আয্-যুমার, আয়াত : ১০।

Dhaka University Institutional Repository

অনুশীলন যুগযুগ ধরে কলহ-বিবাদে লিপ্ত, পরস্পর বিভক্ত, যুদ্ধপ্রিয়, দুর্ধর্ষ উচ্ছৃঙ্খল জাতিকে সুসংহত, কর্মমুখী, সুশৃঙ্খল, সৎ, সুখ-সমৃদ্ধিশালী, আদর্শ জাতিতে পরিবর্তিত করতে সক্ষম হয়। সিয়াম সাধনার মাধ্যমে অপরাধমুক্ত শান্তিময় কল্যাণময় সমাজ বিনির্মাণে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

(ঘ) হজ্জ

ইসলামের পাঁচটি মূল ভিত্তির মধ্যে হজ্জ একটি। প্রেমাস্পদ বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার রহমতের বারিধারায় সিক্ত মক্কা মুকাররামায় ছুটে আসে প্রতি বছর লাখো আদম সন্তান। সামর্থ্যবান মুসলিম ব্যক্তির উপর হজ্জ ফরয করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً. وَمَنْ كَفَرَ فَإِن لله غَنِي عَنِ العَالَمِيْنَ.

"আল্লাহ্র উদ্দেশে বায়তুল্লাহ্র হজ্জ করা ঐসব লোকের উপর ফরয যাদের সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে। কেউ কুফরি করলে (হজ্জ না করলে) সে জেনে রাখুক, আল্লাহ বিশ্বজগতের মুখাপেক্ষী নন।"[৩১]

সাহাবায়ে কিরাম (রা) বলেন,

خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلى لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُّهَا النَاسُ قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمْ الحَجَّ فَحُجُّوْا فَقَالَ رَجُلٌ أَكُل عَامٍ يَا رَسُولَ للهِ. فَسَكَتَ حَتى قَالَهَا ثَلاثًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَما اسْتَطَعْتُمْ.

৩১. আল- কুরআন, সূরা আল-ইমরান, আয়াত : ৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

"রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের উদ্দেশে বক্তৃতা দিলেন এবং বললেন, হে লোকসকল! তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা হজ্জ কর। এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল! তা কি প্রতি বছর? রাসূলুল্লাহ (সা) নীরব থাকলেন। এরূপ সে তিনবার বললে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, "যদি আমি হাঁ বলতাম তবে (প্রতি বছরের জন্য) ওয়াজিব হয়ে যেত, যা আদায় করার সামর্থ্য তোমাদের হতো না।"[৩২]

হজ্জ একমাত্র ইবাদত যা শারীরিক, আত্মিক ও অর্থনৈতিক কসরতের সমন্বয়ে প্রতিপালিত হয়। এক আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষেই বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অগণিত মুসলমান তালবিয়া ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করে। আমীর, ফকির, রাজা, প্রজা, 'আরব-আজম, সাদা-কালো ভেদাভেদ ভুলে সকল মানুষ এক আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণ করে সাম্যের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। সেখান থেকে তারা আধ্যাত্মিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে স্বস্ব অবস্থানে ফিরে আসে এবং বাকী জীবনে যে কোনো প্রকার অন্যায়, অপরাধ, পাপ বা গুনাহর কাজ থেকে বিরত থাকার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে। নবী করীম (সা) বলেন,

مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

"যে ব্যক্তি এই ঘরের হজ্জ করলো এবং তাতে সে স্ত্রী-সঙ্গম করেনি, কোনরূপ পাপাচারেও লিপ্ত হয়নি, সে ফিরে এলো মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিনের মতই নিষ্পাপ হয়ে।"[৩৩]

হজ্জব্রত পালনের মাধ্যমে হাজীগণ এ শিক্ষা অর্জন করেন যে, সমাজ জীবনে সবাই সমান। মানুষের গর্ব-অহংকার সব চুরমার করে দেয় যখন সে সেলাইবিহীন একজোড়া সাদা কাপড় পরে। রূপচর্চা, সুগন্ধি ব্যবহার বর্জন করে, এক রকম কাপড় পরে, মুণ্ডিত মস্তকে আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভের আশায় হজ্জের কার্যাবলী সম্পন্ন করে। হজ্জের আধ্যাত্মিক শিক্ষা সমাজ জীবনে সকল প্রকার ভেদাভেদ মিটিয়ে দেয়।

---

৩২. মুসলিম বিন হাজ্জাজ আল- কুশায়রী, সহীহ মুসলিম (ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, তাবি), ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩২।
৩৩. সহীহ বুখারী,, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০৬।

Dhaka University Institutional Repository

হজ্জ সকল প্রকার অন্যায় অপরাধ থেকে বিরত থাকতে শেখায়। যেমন হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা পালনের সময় কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়। এর মাধ্যমে এ শিক্ষাই দেয়া হয় যে, কোন ব্যক্তি যখন যেখানে যে অবস্থায় থাকুক, সে যেন কখনো অন্যায়-অপকর্মে লিপ্ত না হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اَلحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الحَج فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوْقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللهُ وَتَزَودُوْا فَإِن خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى وَاتَّقُوْنِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ.

"হজ্জের মাসসমূহ সুবিদিত। অতঃপর যে কেউ এ মাসগুলোতে হজ্জ করা স্থির করবে তার জন্য হজ্জের সময় স্ত্রী সম্ভোগ, অন্যায় আচরণ ও কলহ-বিবাদ বিধেয় নয়। তোমরা উত্তম কাজের যা কিছু করো আল্লাহ তা জানেন এবং তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা কর। নিশ্চয়ই সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে আল্লাহভীতি। হে বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! তোমরা আমাকে ভয় কর।"[৩৪]

এমনিভাবে বাকী জীবন এ শিক্ষা অনুযায়ী পরিচালনা করতে হবে এবং সবসময় আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَد ذِكْراً.

"তারপর তোমরা যখন হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সমাপ্ত করবে তখন আল্লাহকে এমনভাবে স্মরণ করবে যেমন তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষকে স্মরণ করতে অথবা তদপেক্ষা বেশী অভিনিবেশ সহকারে।"[৩৫]

হজ্জ অত্যন্ত তাৎপর্যমণ্ডিত একটি ইবাদত। পরকালীন জীবনের পাথেয় সংগ্রহের এ সফরে হজ্জ পালনরত ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ইশ্‌ক ও মহব্বতের পরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। একজোড়া শ্বেত বসনে আবৃত হয়ে ব্যক্তি পৃথিবীর সকল প্রকার অনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার

৩৪. আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ১৯৭।
৩৫. আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ২০০।

Dhaka University Institutional Repository

দৃষ্টান্ত পেশ করে। কা'বাঘর, হাজরে আসওয়াদ, সাফা-মারওয়ার দৌড়ঝাপ রাসূলের (সা) রওযা মুবারক, হেরাগুহা, সাফা-মারওয়া, যমযম কূপসহ অসংখ্য নিদর্শন স্বচক্ষে অবলোকন করে হাজীগণ অভিভূত হয়ে যান। জীবন গঠনের এ মহান ইবাদতে মশগুল ব্যক্তি তার পরিবার, প্রতিবেশী ও সমাজে আদর্শ ও নৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটান। গোটা মুসলিম সমাজে এক পবিত্র ধর্মীয় ভাবধারা জাগ্রত করেন। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, কৃষ্টি ইত্যাদির পার্থক্য দূর করে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহ, বিবাদ-বিসম্বাদ, ঝগড়া, লড়াইয়ের পরিবর্তে ভালবাসা, বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ববোধের অনুপম শিক্ষা সমাজে ছড়িয়ে দেন। হজ্জ এবম্বিধ বহু কল্যাণ বয়ে আনে যা অপরাধ ও সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গঠনে অনন্য ভূমিকা পালন করে।

(ঙ) যাকাত

যাকাত ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মৌলিক ভিত্তিসমূহের একটি। বস্তুত যাকাত হচ্ছে সম্পদশালীদের সম্পদে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত একটি ফরয অংশ যা ধন-সম্পদ ও আত্মিক পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা অর্জন, সম্পদের ক্রমবৃদ্ধিসাধন, সর্বোপরি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও তাঁর রহমতের আশায় নির্ধারিত খাতে বণ্টন করা হয়।[৩৬]

বর্তমান বিশ্বের সামাজিক অপরাধ ও সন্ত্রাসের অন্তর্নিহিত কারণসমূহ অনুসন্ধান করে যা জানা যায় তা হচ্ছে- সমাজ জীবনে সম্পদের অসম বণ্টন ব্যবস্থা, এটি একটি প্রধান কারণ। প্রচলিত অর্থব্যবস্থার অশুভ পরিণতিতে সামাজিক নিরাপত্তা জটিল রূপ ধারণ করেছে। সীমিত সংখ্যক ব্যক্তির হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়ে যাওয়ার কারণে অর্থনৈতিক রক্তক্ষরণ চলছে। বিপুল সংখ্যক মানুষ ব্যাপক অভাব-অনটনে জর্জরিত। সামাজিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়ে আইন শৃঙ্খলার অবনতি ও নৈতিক অধঃপতন দেখা দিয়েছে। ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে সামাজিক অপরাধ ও সন্ত্রাস। এসব জটিল সামাজিক সমস্যা থেকে মানবজাতিকে রক্ষার জন্য চৌদ্দশ বছর পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থা দান করেছেন। পুঞ্জীভূত

৩৬. সম্পাদনা পরিষদ, দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ৩১৮।

Dhaka University Institutional Repository

সম্পদের পাহাড় ভেঙ্গে দিয়ে অর্থনীতির চাকাকে গতিশীল করার জন্য ইসলামী অর্থব্যবস্থা তথা যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থা একটি কার্যকর পদক্ষেপ।

ধনীদের সম্পদে গরীবদের হক (অধিকার) নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। এটি গরীবদের প্রতি ধনীদের করুণা বা অনুগ্রহ নয়, বরং তা তাদের আল্লাহ প্রদত্ত অধিকার এবং সম্পদশালীদের দায়বদ্ধতা।

সমাজকে অর্থনৈতিক শোষণমুক্ত করার জন্য যে যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থা ইসলাম প্রদান করেছে তার পরিবর্তে যারা বস্তুবাদী দর্শনে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার কল্যাণে সম্পদকে পুঞ্জীভূত করছে তাদের প্রতি কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِه هُوَ خَيْراً لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِه يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ.

“এবং আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে যা তোমাদের দিয়েছেন তাতে যারা কৃপণতা করে, তাদের জন্য তা কল্যাণকর এটা যেনো তারা কিছুতেই মনে না করে। না, এটা তাদের জন্য ক্ষতিকর। যাতে তারা কৃপণতা করবে কিয়ামতের দিন তা-ই তাদের গলার বেড়ি হবে। আসমান ও জমিনের স্বত্বাধিকারী একমাত্র আল্লাহ। তোমরা যা করো তা আল্লাহ বিশেষভাবে অবহিত।”[৩৭]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা অবৈধ উপায়ে সম্পদ পুঞ্জীভূত করার ব্যপারে কঠোর শাস্তির কথা ঘোষণা করেছেন-

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ. يَوْمَ يُحْمى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ.

---

৩৭. আল-কুরআন, সূরা আল-ইমরান, আয়াত ঃ ১৮০।

Dhaka University Institutional Repository

"যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও। যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হবে সেদিন বলা হবে, এগুলো তা যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করেছিলে।"[৩৮]

যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থা সম্পদের অবাধ মালিকানার অবসান ঘটিয়ে অনুমোদিত ব্যক্তি মালিকানা চালু করে। সম্পদ আয় ও উপার্জন এবং ব্যয় ও বণ্টন ব্যবস্থায় সুষম নীতি চালু করে। সুদ ব্যবস্থার চির অবসান ঘটায়, যা মানুষকে শোষণের সবচেয়ে বড়ো হাতিয়ার। অপব্যয় ও অপচয়, অবৈধ ভোগ-বিলাস, আরাম-আয়েশের পথ চিরতরে বন্ধ হয়। ফলে হারাম উপায়ে উপার্জন বন্ধ হয়। জবরদখল, ঘুষ, আত্মসাৎ, চৌর্যবৃত্তি, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, জুয়া, লটারী, মুনাফাখোরি, দুর্নীতি ইত্যাকার অর্থনৈতিক অপরাধসমূহ যাকাতভিত্তিক অর্থনীতি বাস্তবায়িত হলে সমাজ থেকে সহজেই বিলুপ্ত হবে। ন্যায়সঙ্গত ও জীবনমুখী ইসলামী অর্থনীতি একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানব কল্যাণমূলক ব্যবস্থা।

পরিচ্ছেদঃ ২

দুর্নীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গঠনে কতিপয় নৈতিক আদর্শের অনুশীলন

(ক) তাকওয়া

সকল ইবাদতের মূল প্রাণসত্তা হচ্ছে তাকওয়া (التقوى)। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত এসব মৌলিক ইবাদতসহ আনুষঙ্গিক অন্যান্য ইবাদতকারী লোকের সংখ্যা সমাজে নেহায়েত কম নয়। তদুপরি সমাজ জীবনে অপরাধ প্রবণতা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। এর মূল কারণ

৩৮. আল-কুরআন, সূরা আত্-তাওবা, আয়াত ঃ ৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

হচ্ছে আনুষ্ঠানিক ইবাদতমমূহ প্রাণশক্তিশূন্য অসাড় জড়বস্তুর ন্যায় হয়ে পড়েছে। ইবাদত শুধু আনুষ্ঠানিকতা সর্বস্ব কিছু নিয়মে পরিণত হয়ে পড়েছে। আল্লাহভীতি মানব মনে যতটুকু থাকলে ইবাদত প্রাণশক্তি লাভ করবে ততটুকু নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ.

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো যেমনিভাবে ভয় করা উচিত। আর তোমরা প্রকৃত মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ কর না।"[৩৯]

আল্লাহ্‌র নিকট শুধু তাকওয়াই একমাত্র গ্রহণযোগ্য আমল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ.

"আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছে না ওগুলোর (কুরবানীর) গোশত ও রক্ত, বরং পৌঁছে কেবল তোমাদের তাকওয়া।"[৪০]

তাকওয়া কতগুলো পর্যায়ক্রমিক বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল। প্রথমত সত্যানুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সত্যাসত্যের পার্থক্য অনুধাবন করতে হবে। তারপর সত্যকে গ্রহণ ও মিথ্যাকে পরিহার করতে হবে। অতঃপর لسقامة على الحق বা সত্যের উপর অবিচল থেকে خوف الهى তথা আল্লাহর প্রতি প্রেমমাখা ভীতি ও জবাবদিহির তীব্র অনুভূতি জাগ্রত করতে হবে। এভাবে ব্যক্তি, পরিবার, রাষ্ট্র, সমাজ তথা জীবনের সর্বস্তরে দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহির মনোভাব নিয়ে আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথে তাঁর সন্তুষ্টি মোতাবেক চলাই তাকওয়া।

তাকওয়ার মূল ভিত্তি হচ্ছে ঈমান। আল্লাহ্‌র প্রতি সুদৃঢ় ঈমানের ভিত্তিতেই তাকওয়া গড়ে ওঠে। মহান আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে বলেন,

---

৩৯. আল-কুরআন, সূরা আল-ইমরান, আয়াত : ১০২।
৪০. আল-কুরআন, সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত: ৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُوْرَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ.

"পার্থিব জীবন তো কেবল খেল-তামাসার ব্যাপার, যদি তোমরা ঈমানদার হও এবং (তদনুযায়ী) তাকওয়া অলম্বন কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদের শুভ কর্মফল দান করবেন এবং তিনি তোমাদের কাছে ধন-সম্পদ চান না।"[৪১]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَآمِنُوْا بِرَسُوْلِهِ.

"হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন।"[৪২]

তাকওয়া অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত ব্যক্তি অনৈতিক কাজে লিপ্ত হতে পারে না। মুত্তাকী ব্যক্তি প্রতিটি কাজের পূর্বেই বিচার-বিচেনা করে দেখে তাতে আল্লাহ্‌র হুকুম বা সন্তুষ্টি আছে কিনা। আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি রয়েছে এমন কাজ তারা পরিহার করেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"[৪৩]

---

৪১. আল-কুরআন, সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ৩৬।
৪২. আল-কুরআন, সূরা আল-হাদীদ, আয়াত: ২৮।
৪৩ আল-কুরআন, সূরা আল-ইমরান, আয়াত: ১৩০।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহভীতি ও অপরাধ প্রবণতা একসাথে থাকতে পারে না, কেননা অপরাধের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে কঠোর শাস্তির ঘোষণা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাসূলে করীম (সা)-এর বাণী প্রণিধানযোগ্য।

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا عَائِشَةُ إِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوْبِ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ طَالِبًا.

"হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, হে আয়েশা! ছোটখাটো গুনাহের ব্যাপারেও সতর্ক হও। কেননা এ জন্যও মহামহিম আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহি করতে হবে।"[৪৪]

অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই তার পিছনের কারণগুলো তাকওয়া রহিত করে দেয়। এটিই ইসলামের অপরাধ প্রতিরোধে সফলতার সবচেয়ে বড় উপায়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার বাণী প্রণিধানযোগ্য-

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوْفاً. وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِيْنَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ إِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْراً.

"হে নবী পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও। যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তবে পুরুষদের সাথে তোমরা আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না, ফলে সেই ব্যক্তি কুবাসনা করে, যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। তোমরা সঙ্গত কথা বলবে। তোমরা নিজেদের গৃহে স্থিরভাবে অবস্থান করবে, অন্ধকার যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না, নামায কায়েম করবে,

---

৪৪ আহমদ ইবন হাম্বল, মুসনাদু আহমদ (কায়রো : মুআসসাসাতুল কুরতুবী, তাবি), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৭০।

Dhaka University Institutional Repository

যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে। আল্লাহ তো চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র রাখতে।"[৪৫]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ.

"আপনি মু'মিনদেরকে বলুন, তারা যেনো তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য খুবই পবিত্রতা আছে। নিশ্চই তারা যা করে আল্লাহ তা অবগত।"[৪৬]

মুত্তাকী ব্যক্তি সৎকর্মপরায়ণ হয়ে থাকে। সকল প্রকার মন্দ আচরণ থেকে বিরত থেকে আমলে সালিহ অর্থাৎ সৎকর্মপরায়ণ হয়ে থাকে। তাকওয়া ও সৎকর্ম পরস্পর পরিপূরক। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُحْسِنُوْنَ.

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের সাথে আছেন যারা আল্লাহভীরু ও সৎকর্মপরায়ণ।"[৪৭]

সমাজ জীবনে ব্যক্তিদের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ, হানাহানি দেখা দিলেও তাকওয়াভিত্তিক নসীহত শুনে তা মিটে যায়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ.

৪৫. আল-কুরআন, সূরা আল-আহযাব, আয়াতঃ ৩২-৩৩।
৪৬. আল-কুরআন, সূরা আন-নূর, আয়াতঃ ৩০।
৪৭. আল-কুরআন, সূরা আন- নাহল, আয়াতঃ ১২৮।

Dhaka University Institutional Repository

"মু'মিনরা তো পরস্পর ভাইভাই। অতএব তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে মীমাংসা করবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে, যাতে তোমরা (আল্লাহ্‌র) অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও।"[৪৮]

মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে অফুরন্ত নে'আমত দান করেছেন। সর্বদা আমরা তাঁর নে'আমত ভোগ করছি। এত অনুগ্রহরাজি লাভ করেও তাঁর নাফরমানি করা নিশ্চয়ই অন্যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَمَاءِ وَالْأَرضِ أَمنْ يَّمْلِكُ السمْعَ والْأَبصَارَ وَمَنْ يُّخْرِجُ الْحَي مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللهُ فَقُلْ أَفَلا تَتَّقُوْنَ.

"আপনি তাদের জিজ্ঞেস করুন, আসমান ও জমিন থেকে তোমাদেরকে কে রিযিক দান করেন, এই শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কার ইখতিয়ারাধীন? এবং কে নিষ্প্রাণ-নির্জীব থেকে সজীব-জীবন্তকে ও সজীব-জীবন্ত থেকে নিষ্প্রাণ-নির্জীবকে বের করেন? এ বিশ্ব ব্যবস্থাপনা কে পরিচালনা করছেন? তারা জওয়াবে অবশ্যই বলবে, আল্লাহ! তাহলে আপনি বলুন, তোমরা কেনো তাকওয়া (আল্লাহভীতি) অবলম্বন করছ না?"[৪৯]

আল্লাহ তা'আলা মানুষের কল্যাণের জন্যই তাদেরকে তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ তাকওয়ার মধ্যেই মানবতার কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আল্লাহ কোন মানুষের ক্ষতি বা অকল্যাণ চান না। তাই তিনি সবাইকে আল্লাহভীতি অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন-

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدمَتْ لِغَدٍ واتَّقُوا اللهَ إِن اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ.

---

৪৮. আল-কুরআন, সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১০।
৪৯. আল-কুরআন, সূরা ইউনুস, আয়াত: ৩১।

Dhaka University Institutional Repository

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যেনো লক্ষ করে যে, সে আগামী দিনের জন্য কি সামগ্রীর ব্যবস্থা করে রেখেছে। তোমরা আল্লাহকেই ভয় করতে থাক। আল্লাহ নিশ্চয়ই তোমাদের আমল সম্পর্কে অবহিত যা তোমরা করছো।"[৫০]

তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সুসংবাদের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعْدَ اللهِ لَا يُخْلِفُ اللهُ الْمِيْعَادَ.

"তবে যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের জন্য আছে বহু প্রাসাদ, যার উপর নির্মিত আরও প্রাসাদ। যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন; আল্লাহ প্রতিশ্রুতি ভংগ করেন না।"[৫১]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

بَلٰى مَنْ أَوْفٰى بِعَهْدِهِ وَاتَّقٰى فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ.

"হাঁ, কেউ তার অংগীকার পূর্ণ করলে এবং তাকওয়া অবলম্বন করলে তো আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে ভালবাসেন।"[৫২]

যেসব মুত্তাকী পার্থিব সুখ-শান্তি পরিত্যাগ করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য তাঁর যাবতীয় নাফরমানি থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পেরেছে তাদের জন্য পরকালীন সাফল্য অপেক্ষা করছে। আল্লাহ এসব মুত্তাকীকে অফুরন্ত নে'আমত দান করবেন। আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে বলেন,

---

৫০. আল-কুরআন, সূরা আল-হাশর, আয়াত: ১৮।
৫১. আল-কুরআন, সূরা আয্- যুমার, আয়াত: ২০।
৫২. আল-কুরআন, সূরা আল-ইমরান, আয়াত: ৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

وَنَجَّيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ.

"এবং আমি উদ্ধার করলাম তাদেরকে যারা ঈমান এনেছিল এবং যারা তাকওয়া অবলম্বন করত।"[৫৩]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

"পার্থিব জীবন কাফিরদের জন্য সুশোভিত ও মনোমুগ্ধকর হয়েছে। আর তারা ঈমানদারদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। পক্ষান্তরে যারা তাকওয়া অবলম্বন করে কিয়ামতের দিন তারা এদের ঊর্ধ্বে অবস্থান করবে। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান করেন।"[৫৪]

আখেরাতের সফলতাই সবচেয়ে বড় সফলতা, এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا. حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا. وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا. وَكَأْسًا دِهَاقًا.

"মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে সাফল্য। (জান্নাতে তাদের জন্য রয়েছে) উদ্যান, আঙ্গুর, সমবয়স্কা উদ্ভিন্ন যৌবনা তরুণী এবং পূর্ণ পানপাত্র।"[৫৫]

তাকওয়া মানুষকে দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মান ও মর্যাদায় ভূষিত করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقَاكُمْ.

"তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র কাছে সে-ই সর্বাপেক্ষা বেশী সম্মানিত যে অধিক মুত্তাকী।"[৫৬]

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

---

৫৩. আল-কুরআন, সূরা হা-মীম-সাজদা, আয়াতঃ ১৮।
৫৪. আল-কুরআন, সূরা আল- বাকারা, আয়াতঃ ২১২।
৫৫. আল-কুরআন, সূরা আন-নাবা, আয়াতঃ ৩১-৩৪।
৫৬. আল-কুরআন, সূরা আল- হুজুরাত, আয়াতঃ ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ.

"আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, যারা মুত্তাকী আল্লাহ্ তাদের সাথে আছেন।"[৫৭]

তাকওয়ার নীতি সমাজে অবৈধ উপার্জনের বিভিন্ন পন্থার উচ্ছেদ করে হালাল উপার্জন নিশ্চিত এবং প্রশস্ত করে। এ প্রসঙ্গে নবী করীম (সা) বলেন,

إِنَّهُ لا تَمُوتُ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا وَإِنْ أَبْطَأَ عَلَيْهَا فَاتَّقُوا اللهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ . وَلا يَحْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَنْ تَأْخُذُوهُ بِمَعْصِيَةِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ لا يُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلا بِطَاعَتِهِ.

"আল্লাহ্‌র নির্ধারিত রিযিক পুরোপুরি লাভ না করা পর্যন্ত কেউ মারা যাবে না, যদিও তা কিছুটা বিলম্বে হয়। কাজেই তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং উত্তম পন্থায় আয় উপার্জনের চেষ্টা কর। রিযিক প্রাপ্তিতে বিলম্ব যেনো তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র অবাধ্যতায় প্ররোচিত না করে। কেননা আল্লাহ্‌র কাছে যা কিছু রয়েছে তা কেবল আনুগত্যের মাধ্যমে লাভ করা যায়।"[৫৮]

বর্তমান হাজারো সমস্যাপীড়িত এ দুর্বিষহ সমাজ জীবনে তাকওয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাকওয়া অবলম্বন করা অতীব জরুরী। সমাজের প্রতিটি স্তরে তাকওয়ার নীতি অনুসরণ করা হলে আল্লাহ তাঁর বান্দার জন্য কল্যাণের দ্বার উন্মুক্ত করে দিবেন। আর আল্লাহ বান্দাকে এমন উৎস থেকে রিযিক দিবেন যার সে কল্পনাও করে পারবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.

---

৫৭. আল-কুরআন, সূরা আল- বাকারা, আয়াতঃ ১৯৪।

৫৮. আল-হায়সামী: মাজমাউয যাওয়ায়িদ ওয়া মাম্বাউল ফাওয়ায়িদ (বৈরূত: দারুল কিতাব আল- ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৮ খ্রি. / ১৪০৮ হি.), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭১।

Dhaka University Institutional Repository

"যারা আল্লাহকে ভয় করে তাকওয়ার জীবন অবলম্বন করে, আল্লাহ তাদেরকে সকল জটিলতা থেকে মুক্তি লাভের উপায় বের করে দেন এবং তাদের জন্য তাদের ধারণাতীত উৎস থেকে জীবনোপকরণের ব্যবস্থা করে দেন।"[৫৯]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.

"লোকালয়ের অধিবাসীরা যদি ঈমান আনত এবং সংযমী হত (তাকওয়া অবলম্বর করত) তবে আমি তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর প্রাচুর্য অবশ্যই উন্মুক্ত করে দিতাম কিন্তু তারা (নবীগণকে) প্রত্যাখ্যান করেছে। সুতরাং আমি তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি।"[৬০]

অতএব সামাজিক অপরাধ, সন্ত্রাস, বিভিন্ন প্রকার পাপ-পঙ্কিলতা, অশান্তি, বিশৃঙ্খলা, যেনা-ব্যভিচার, মদ্যপান, জুয়া ইত্যাকার দুরাচারের মূলোচ্ছেদে সমাজে তাকওয়ার অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে।

(খ) আল্লাহ্‌র যিকির

জীবন চলার পথে প্রতিনিয়ত অসংখ্য কাজের মাঝে মানুষ অনেক সময় আল্লাহকে বিস্মৃত হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে নিজেকে আল্লাহ্‌র স্মরণ করিয়ে দেয়ার নামই যিকির।

আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ

৫৯. আল-কুরআন, সূরা আত- তালাক, আয়াত: ২-৩।
৬০. আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

"যখন তুমি ভুলে যাও তখন তোমার পালনকর্তাকে স্মরণ কর।"[৬১]

মানুষের মন আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে উদাসীন হলে অন্তরাত্মায় যে অস্থিরতা দেখা দেয় তা থেকেই তার পদস্খলন ঘটতে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ.

"সাবধান! একমাত্র যিকিরেই অন্তরাত্মাসমূহ প্রশান্তি লাভ করে।"[৬২]

আল্লাহ্‌র স্মরণের মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজ এক মহাকল্যাণ লাভ করতে সক্ষম হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ.

"তোমরা (আল্লাহ্‌র) যিকির করো, কেননা আল্লাহ্‌র যিকিরই মু'মিনদের উপকার করে।"[৬৩]

দৈনন্দিন কর্মব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকেও আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করতে হবে। মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের স্বরণ করিয়ে দিচ্ছেন:

দৈনন্দিন কর্মব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করতে হবে। মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের স্বরণ করিয়ে দিচ্ছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلاَةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ
وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

"নামায পড়া শেষ হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো, আল্লাহ্‌র অফুরন্ত অনুগ্রহ অনুসন্ধান কর এবং আল্লাহ্‌কে বেশি বেশি স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"[৬৪]

এরূপ অনেক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যিকিরের সামাজিক কল্যাণের কথা ঘোষণা করেছেন।

---

৬১. আল-কুরআন, সূরা আল-কাহফ, আয়াত: ২৪।
৬২. আল-কুরআন, সূরা আর-রা'দ, আয়াত : ২৮।
৬৩. আল-কুরআন, সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত : ৫৫।
৬৪. আল-কুরআন, সূরা আল-জুমু'আহ, আয়াত : ১০।

Dhaka University Institutional Repository

সুষ্ঠু সমাজের চিরশত্রু শয়তান সর্বদা অপরাধ ও সন্ত্রাস ছড়িয়ে দেয়ার হীন অপচেষ্টায় লিপ্ত আছে। মানুষের কুপ্রবৃত্তিকে উস্কে দিয়ে তাদেরকে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করার হীন তৎপরতা চালায়। কিন্তু মানুষ আল্লাহ্‌র স্মরণে রত থাকলে শয়তান সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়। নবী করীম (সা) বলেন,

الشَّيْطَانُ جَاثِمٌ عَلى قَلْبِ ابْنِ اٰدَمَ . فَإِذَا ذَكَرَ اللهَ خَنَسَ وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ.

"শয়তান আদম সন্তানের অন্তরে হাঁটু গেড়ে বসে থাকে। অতঃপর যখন মানুষ আল্লাহ্‌র যিকির করে তখন শয়তান পলায়ন করে। আর মানুষ আল্লাহ্‌র যিকির থেকে উদাসীন হলেই শয়তান তাকে কুপ্ররোচনা দিতে থাকে।"[৬৫]

আল্লাহ বিস্মৃত মৃতবত অন্তরসমূহে অপবিত্র শয়তান কুমন্ত্রণা দিয়ে মানুষকে আল্লাহ্‌র ভয়াবহ আযাবের দিকে ঠেলে দেয়। এভাবে সে আল্লাহ বিস্মৃত সমাজ জীবনে ধ্বংস ডেকে আনে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَإِنَّ لَه مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى.

"যে ব্যক্তি আমার স্মরণ থেকে বিমুখ হলো, তার জীবন-জীবিকা অবশ্যই সংকীর্ণ হয়ে যাবে এবং আমি কিয়ামত দিবসে তাকে অন্ধ করে ওঠাবো।"[৬৬]

সার্বক্ষণিক যিকিরের মাধ্যমে কালিমালিপ্ত হৃদয়ের যাবতীয় অন্ধকার দূর করে স্রষ্টার সাথে গভীর ও নিবিড় সম্পর্ক রচনার ভিত্তিতে একটি আদর্শ ও অপরাধমুক্ত সমাজ বিনির্মাণ সহজতর হতে পারে।

(গ) কৃতজ্ঞতাবোধ (শোকর)

৬৫. আবু বকর আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ আল-কুফী, মাসান্নাফু ইবনে আবী শাইবা (দিল্লী: দারুস সালাফিয়া, তাবী), ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩২৯।

৬৬. আল-কুরআন, সূরা ত্ব-হা, আয়াত : ২৮।

Dhaka University Institutional Repository

বান্দার প্রতি আল্লাহ্‌র অফুরন্ত অনুগ্রহ ও নে'আমতের জন্য কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ একটি ফযীলতপূর্ণ ইবাদত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ.

"তোমরা আল্লাহ্‌র নে'আমতের শোকর আদায় করো, যদি তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত কর।"[৬৭]

আল্লাহ্‌র নি'আমতের শুকরিয়া প্রকাশ না করা মারাত্মক ধরনের অপরাধ। এ অপরাধের জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কঠোর শাস্তির ঘোষণা রয়েছে-

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ.

"তোমরা যদি শোকর কর, অবশ্যই আমি তোমাদের (নি'আমত) আরো বাড়িয়ে দেব। আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো তবে জেনে রেখো, আমার শাস্তি বড়ই কঠোর।"[৬৮]

কৃতজ্ঞাবোধ না থাকা অপরাধ প্রবণতারই নামান্তর। অপরাধ ব্যতীত কাউকে আল্লাহ শাস্তির হুঁশিয়ারি দেননি। সামাজিক জীবনে অকৃতজ্ঞতা মারাত্মক বিরূপ প্রভাব ফেলে, যার ফলে জন্ম নেয় অপরাধবোধ। নবী করীম (সা) এ প্রসঙ্গে বলেন,

مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللهَ.

"যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ নয়, সে আল্লাহ্‌র প্রতিও কৃতজ্ঞ নয়।"[৬৯]

শোকর বা কৃতজ্ঞতাবোধ হানাহানিমুক্ত, পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ সমাজের ভিত গড়ে তোলে। তাই আল্লাহ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য বান্দাদের নির্দেশ দিয়েছেন।

(ঘ) সত্যবাদিতা

---

৬৭. আল-কুরআন, সূরা আন-নাহল, আয়াতঃ ১৪৪।
৬৮. আল-কুরআন, সূরা ইবরাহীম, আয়াতঃ ৭।
৬৯. ইমাম তিরমিযী, জামিউত তিরমিযী (বৈরূতঃ দারু ইহয়াইততুরাসিল আরাবী, তাবি), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭০৯।

Dhaka University Institutional Repository

সত্যবাদিতা ও সদাচার এবং মিথ্যাবাদিতা ও মিথ্যাচার দ্বন্দ্ব সমাজ জীবনে প্রতিনিয়ত দ্বন্দ্ব-সংঘাত, আস্থাহীনতা ও বিশ্বাসহীনতার উদ্ভব ঘটায়। যখন সত্যকে ধামাচাপা দেয়া হয় তখনই সমাজে অস্থিতিশীলতা দেখা দেয়। মিথ্যাচার মানুষকে অপরাধী হতে শিখায়। মূলত মিথ্যাই সকল অপরাধের সূচনা করে। মিথ্যাকে গুরুতর অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ٱنظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ اِثْماً مُّبِيْنًا.

"দেখ, তারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে কিরূপ মিথ্যা আরোপ করে! আর প্রকাশ্য পাপ হিসেবে এটাই যথেষ্ট।"[৭০]

মিথ্যা ও ঈমান কখনো একত্র হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে বলেন,

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيَاتِ اللهِ وَأُولٰـئِكَ هُمُ الْكَاذِبُوْنَ.

"যারা আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহে ঈমান আনে না তারা কেবল মিথ্যা উদ্ভাবন করে এবং তারাই মিথ্যাবাদী।"[৭১]

সমাজে ন্যায়নিষ্ঠা ও সততা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হলে অপরাধমুক্ত সমাজ গড়া সম্ভব। এজন্য মিথ্যাচার সম্পূর্ণরূপে পরিহার করতে হবে।

(ঙ) সবর বা ধৈর্যধারণ

অপরাধমুক্ত সমাজ গঠনে সবর বা ধৈর্য ধারণে ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তি যখন ধৈর্যচ্যুত হয় তখনই সামাজিক বিপত্তি ঘটে। বিভিন্ন বিপদ-আপদ, বালা-মসিবত, অন্যায়-অত্যাচার, দুঃখ-কষ্ট, রোগ-শোক, ক্ষুধা-তৃষ্ণা প্রভৃতি অস্বাভাবিক অবস্থার মোকাবিলায় ধৈর্য

---

৭০. আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৫০।
৭১. আল-কুরআন, সূরা আন-নাহল, আয়াত: ১০৫।

Dhaka University Institutional Repository

একটি অপরিহার্য গুণ। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকেই ধৈর্যশীল হতে হবে। সমাজের নানাবিধ অনাচার প্রতিরোধে সকলকেই ধৈর্যের সাথে কাজ করতে হবে। সর্বোচ্চ কল্যাণ নিশ্চিত করতে হলে ধৈর্যের বিকল্প নেই। মহানবী (সা) বলেন,

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلا لِلْمُؤْمِنِ. إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ.

"মু'মিন বান্দার বিষয়টিই আশ্চর্যজনক, তার সমস্ত কাজই কল্যাণকর, মু'মিন ছাড়া অন্যদের ক্ষেত্রে এরূপ নয়। তার জন্য আনন্দের কিছু হলে সে আল্লাহ্র শোকর আদায় করে, তাতে তার কল্যাণ হয়। আবার ক্ষতিকর কিছু হলে সে ধৈর্যধারণ করে। এটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়।"[৭২]

এরূপ অনেক হাদীসে আদর্শ সমাজ গঠনে ধৈর্য ধারণে কার্যকরী ভূমিকার কথা বর্ণিত হয়েছে। ধৈর্যশীলদের সাথে যেমন আল্লাহ রয়েছেন, তেমনি এর মধ্যে রয়েছে ব্যাপক সামাজিক সাফল্য। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্যধারণ কর এবং ধৈর্যের প্রতিযোগিতা কর, এবং সদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাক; আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"[৭৩]

ধৈর্যধারণ অত্যন্ত কষ্টকর হলেও সমাজ জীবনে এটি অতীব প্রয়োজনীয় একটি গুণ। এর পার্থিব সুফল যেমন রয়েছে তেমনি পারলৌকিক ব্যাপক সফলতাও রয়েছে।

---

৭২. ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭।
৭৩. আল-কুরআন, সূরা আল-ইমরান, আয়াত : ২০০।

Dhaka University Institutional Repository

(চ) ইহসান

ইহসান শব্দের অর্থ সৌন্দর্যপূর্ণ আচরণ, উত্তম কর্ম সম্পাদন, সাহায্য-সহযোগিতা করা, সদ্ব্যবহার করা, সৌজন্যমূলক আচরণ করা, সৃষ্টির প্রতি দয়া করা ইত্যাদি। পরিভাষায় স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টির প্রতি যে সকল দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে সেগুলো স্রষ্টার মর্জি মোতাবেক সর্বোত্তমরূপে সম্পন্ন করার নামই ইহসান। সমাজ জীবনে ইহসানের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। শান্তিময় সমাজ গঠনে ইহসানের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ.

"তোমার উপর আল্লাহ যেমন অনুগ্রহ করেছেন তদ্রূপ তুমিও (সৃষ্টির প্রতি) অনুগ্রহ করো।"[৭৪]
রাসূলে করীম (সা) বলেন,

اِرْحَمُوْا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ.

"তোমরা পৃথিবীবাসীদের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর, তাহলে আকাশের অধিবাসী (আল্লাহ) তোমাদের প্রতি দয়াপরবশ হবেন।"[৭৫]

আল্লাহ তা'আলা তাঁর গোটা সৃষ্টিজগতকে তাঁর পরিবারভুক্ত করেছেন। আল্লাহ এ পরিবারে পরস্পরের প্রতি যথাযথ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের মাধ্যমে শান্তিময় সমাজ উপহার দেয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ.

"নিশ্চয়ই আল্লাহ আদেশ করেন ন্যায়পরায়ণতা ও সদাচরণের।"[৭৬]

(ছ) তাওবা

৭৪. আল-কুরআন, সূরা আল-ক্বাসাস, আয়াত : ৭।
৭৫. ইমাম তিরমিযী, সুনানুত তিরমিযী (বৈরূত : দারু ইহ্ইয়াইত তুরাসিল আরাবী, তাবি), পৃ. ৩২৩।
৭৬. আল-কুরআন, সূরা আন-নাহল, আয়াত : ৯০।

Dhaka University Institutional Repository

তাওবার মাধ্যমে অপরাধী আন্তরিকভাবে তার সমস্ত পাপাচার ও ঘৃণ্য কর্ম থেকে বিরত থাকার, পুনরায় ঘৃণ্যকর্মে লিপ্ত না হওয়ার প্রতিজ্ঞা করে। কুপ্রবৃত্তির প্ররোচনায় পড়ে ব্যক্তি অপরাধ বা গুনাহ্‌র কাজ করার পর অনুতপ্ত হৃদয়ে মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট মাফ চাইলে আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

"হে মু'মিনগণ! তোমরা সকলেই আল্লাহ্‌র কাছে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"[৭৭]

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لا ذَنْبَ لَهُ.

"পাপাচার থেকে তওবাকারী এমন যেনো তার কোন পাপ নেই।"[৭৮]

যথাসময়ে তাওবা না করে আজীবন অপরাধ জগতে ডুবে থেকে মুমূর্ষু অবস্থায় তাওবা করলে তা আল্লাহ কবুল করেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّئَاتِ حَتى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّيْ تُبْتُ الْانَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا.

"তাওবা তাদের জন্য নয় যারা আজীবন মন্দ কাজ করে এবং তাদের মৃত্যু উপস্থিত হলে সে বলে, আমি এখন তাওবা করছি এবং তাওবা তাদের জন্যও নয়, যারা মারা যায় কাফির অবস্থায়। এরাই তারা যাদের জন্য আমি মর্মন্তুদ শাস্তির ব্যবস্থা করেছি।"[৭৯]

তাওবার দরজা উন্মুক্ত রেখে আল্লাহ মানুষকে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে অপরাধ থেকে নিবৃত্ত হওয়ার সুযোগ দান করেছেন।

---

৭৭. আল-কুরআন, সূরা আন-নূর, আয়াত : ৩১।
৭৮. ইবন মাজাহ: আস-সুনান, অধ্যায়: আয্ যুহুদ, অনুচ্ছেদ: যিকরুত তাওবাহ (রিয়াদ: দারুস সালাম, ২০০০ খ্রি.), পৃ. ২৭৩৫।
৭৯. আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা, আয়াত : ১৮।

Dhaka University Institutional Repository

(জ) আল্লাহ্‌র প্রতি তাওয়াক্কুল (ভরসা)

তাওয়াক্কুল হচ্ছে সর্বাবস্থায় এবং সার্বিক বিষয়ে মু'মিন ব্যক্তির আল্লাহ্‌র উপর ভরসা কর, নির্ভরশীল হওয়া। তাওয়াক্কুল বা ভরসা আল্লাহ্‌র প্রতি না হয়ে পৃথিবীর কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি হওয়া নেহায়েত অন্যায়। কারণ পৃথিবীর কোনো শক্তি তার প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম নয়। চলমান জীবনে সবকিছুই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সংঘটিত হয়ে থাকে। আল্লাহই আমাদের একমাত্র ভরসাস্থল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ.

"আর তোমরা কেবল আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করো, যদি তোমরা মু'মিন হও।"[৮০]

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

"আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ওপর তাওয়াক্কুল করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।"[৮১]

সৃষ্টির প্রতি মুখাপেক্ষিতা মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাত বৃদ্ধি করে। মানুষ তার চাওয়া পাওয়ার মধ্যে সমন্বয় না হলে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। ফলে দেখা দেয় অপরাধ প্রবণতা। কিন্তু আল্লাহ্‌র প্রতি পরিপূর্ণ তাওয়াক্কুল মানুষকে কারো প্রতি মুখাপেক্ষী হতে দেয় না।

(ঝ) আখলাকে হাসানা

ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে আখলাকে হাসানা বা সচ্চরিত্রের গুরুত্ব সমধিক। আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে সমাজ জীবনে মানুষের অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। সামাজিক দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে তার সচ্চরিত্রের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী। অন্যথায় ব্যক্তিগত, পারিবারিক,

---

৮০. আল-কুরআন, সূরা আল-মায়িদা, আয়াত : ২৩।
৮১. আল-কুরআন, সূরা আত-তালাক, আয়াত : ৩।

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তথা সব ক্ষেত্রেই অনিয়ম ও অপরাধ প্রবণতা দেখা দিবে। এ প্রসঙ্গে মহানবী (সা) বলেছেন,

إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا.

"তোমাদের মাঝে সেই ব্যক্তিই উত্তম যার চরিত্র বা আখলাক সর্বোৎকৃষ্ট।"[৮২]

আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে সচ্চরিত্রের অধিকারী হওয়ার জন্য নবী করীম (সা)-কে অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে প্রেরণ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ.

"আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।"[৮৩]

সচ্চরিত্রবান ব্যক্তি ছাড়া অপরাধ ও সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ কল্পনাও করা যায় না।

(ঞ) আদল ও ইনসাফ

আদল (عدل) আরবী শব্দ। এর অর্থ ভারসাম্য, ইনসাফ, সুবিচার, ন্যায়নিষ্ঠা, মধ্যপন্থা অবলম্বন করা। ইসলামের পরিভাষায় আদল হচ্ছে, আল্লাহ্র নির্দেশিত বিধান অনুযায়ী সমাজের সকলের পারস্পরিক হক বা অধিকার সুষ্ঠু নীতিমালা ও সুব্যবস্থার মাধ্যমে আদায় করা। আদল বা ন্যায় বিচার সমাজ জীবনে যাবতীয় অন্যায়-অবিচার দূর করে। সমাজের সকল মানুষের অধিকার নিশ্চিত করে। ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত না হলে সমাজ জীবনে অশান্তি, বিশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তাহীনতা দেখা দেয়। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা সামাজিক সুবিচারের নির্দেশ প্রদান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

৮২. সহীহ বুখারী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫২৮।
৮৩. আল-কুরআন, সূরা আল-ক্বালাম, আয়াত : ৪।

Dhaka University Institutional Repository

اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى.

"তোমরা সুবিচার করবে, তা তাকওয়ার অধিক নিকটতর।"[৮৪]

وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ.

"তোমরা যখন মানুষের মাঝে বিচার ফয়সালা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে।"[৮৫]

(ট) ইনসাফ

ইনসাফ বা সুবিচার একটি শান্তিময় সমাজের মূল নিয়ামক। ইনসাফ প্রতিষ্ঠা হলে সমাজের ছোট-বড়, ধনী-নির্ধন, বর্ণ-ভাষা, কৃষ্টি নির্বিশেষে সকলের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ইনসাফের ভিত্তিতে সমাজ পরিচালিত না হলে সমাজে অশান্তি নেমে আসে। বহু জাতি এ কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে। ইনসাফ পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ধনী-গরিব, রাজা-প্রজার মধ্যে কোন পার্থক্য করে না। ন্যায়ের দণ্ড এখানে সদা সক্রিয়। আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে বলেন,

فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ.

"আর যখন তুমি বিচার করবে তখন লোকদের মাঝে ন্যায়বিচার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচারকারীদের পছন্দ করেন।"[৮৬]

আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন,

وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ ٱللَّهِ

"এবং আল্লাহ্র বিধান কার্যকরীকরণে তাদের প্রতি দয়া যেনো তোমাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে।"[৮৭]

---

৮৪. আল-কুরআন, সূরা আল- মায়িদা, আয়াত : ৮।
৮৫. আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা, আয়াত : ৫৮।
৮৬. আল-কুরআন, সূরা আল- মায়িদা, আয়াত : ৪২।

Dhaka University Institutional Repository

(ঠ) আমানতদারি (বিশ্বস্ততা)

সামাজিক শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য আমানতদারি একটি অপরিহার্য উপাদান। কথা, কাজ, বস্তু বা কোনো বিষয়ে আমানতদারি না থাকলে সমাজ জীবনে আস্থার সংকট দেখা দেয়, ফলে নানাবিধ সমস্যার উদ্ভব হয়। আল্লাহ্ তা'আলা এ প্রসঙ্গে বলেন,

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ.

"এবং যারা নিজেদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে।"[৮৮]

এখানে প্রকৃত ঈমানদার ব্যক্তির পরিচয় ও গুণাবলির কথা বলা হয়েছে। নবী করিম (সা) বলেন,

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ.

"যার মধ্যে আমানতদারি (বিশ্বস্ততা) নেই তার ঈমান নেই এবং যে অঙ্গীকার রক্ষা করে না তার ধর্ম নেই।"[৮৯]

আমানতদারি না থাকলে 'মুনাফিকী' (কপটতা, দ্বিমুখী চরিত্র) চরিত্র চলে আসে, যা একটি সমাজের জন্য খুবই ক্ষতিকর।

(ড) ক্ষমা ও উদারতা

সমাজ জীবনে ক্ষমা ও উদারতা একটি মহৎ গুণ। এগুলো মহান আল্লাহ্র অন্যতম গুণ। 'আরবীতে عفو ('আফউ) শব্দের অর্থ ক্ষমা করা, উপেক্ষা করা, দেখেও না দেখা (overlook), উদার হওয়া।' প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও প্রতিপক্ষকে ক্ষমা করে দেয়া। ক্ষমা ও উদারতা না থাকলে প্রতিহিংসা, ঈর্ষা সমাজকে গ্রাস করে ফেলে। আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাকে ভালবাসেন এবং সকলকে ক্ষমার নির্দেশ দিয়ে বলেন-

---

৮৭. আল-কুরআন, সূরা আন- নূর, আয়াত : ২।
৮৮. আল-কুরআন, সূরা আল-মু'মিনূন, আয়াত : ২।
৮৯. আহমাদ ইবনে হাম্বল, মুসনাদু আহমদ ইবনে হাম্বল (কায়রো: মুআসসাতুল কুরতুবী, তাবি), ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ.

"আপনি ক্ষমা করুন, সৎ কাজের নির্দেশ দিন এবং অজ্ঞদেরকে এড়িয়ে চলুন।"[৯০]

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ.

"অতএব আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করুন।"[৯১]

মানুষ ভুলের উর্ধে নয়। ছোটখাট ত্রুটি-বিচ্যুতি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এসব ক্ষমা করে দেয়াই মহত্ত্বের লক্ষণ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَسَارِعُوْا إِلى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوٰتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ. اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ.

"তোমরা তোমাদের রবের ক্ষমা ও সেই জান্নাতের দিকে ধাববান হও, যার প্রশস্ততা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমতুল্য। তা প্রস্তুত রাখা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য। তারা সচ্ছল ও অসচ্ছল উভয় অবস্থায় (আল্লাহ্‌র পথে সম্পদ) ব্যয় করে এবং ক্রোধ সংবরণকারী, আর মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল। আল্লাহ নেককার লোকদের ভালোবাসেন।"[৯২]

সামান্য কোনো বিষয়কে কেন্দ্র করে অনেক বড়ো ধরনের অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটে যায়, যদি তা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখা না হয়। বৃহত্তর সামাজিক শান্তির কথা চিন্তা করে সবার মধ্যেই ক্ষমার গুণগুলো থাকা বা অর্জন করা উচিত।

(ঢ়) দানশীলতা, বদান্যতা

যাকাত আদায় ছাড়াও সাধারণ দান-সাদকা সমাজে ভুখা-নাঙ্গা, এতিম-অসহায়, গরিব-দুঃখী মানুষের প্রয়োজন পূরণে সহায়ক ভূমিকা রাখে। জীবনে নানা টানাপোড়েন,

৯০. আল-কুরআন, সূরা আল-'আরাফ, আয়াত : ১৯৯।
৯১. আল-কুরআন, সূরা আল-ইমরান, আয়াত : ১৫৯।
৯২. আল-কুরআন, সূরা আল-ইমরান, আয়াত : ১৩৩-১৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

অভাব-অনটনের কারণে মানুষের মনে বিভিন্ন অপরাধবোধ জাগ্রত হয়। বেশিবেশি দান সাদকা চালু থাকলে সমাজের লোকদের পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব জাগ্রত হয়। ফলে চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি, অন্যায়-অনৈতিকতা হ্রাস পায়। অন্যদিকে দান করার কারণে সম্পদ হ্রাস না পেয়ে আরো বেড়ে যায়।

মহান আল্লাহ বলেন,

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَ اللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَ اللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ.

"যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে, তাদের উপমা একটি শস্যবীজ যা সাতটি শীষ উৎপাদন করে, প্রতিটি শীষে রয়েছে একশত শস্যদানা। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহু গুণে বৃদ্ধি করে দেন, আল্লাহ প্রাচুর্যময়, মহাজ্ঞানী।"[৯৩]

নিঃস্বার্থপূর্ণ দান-খয়রাত অহংকার, সংকীর্ণতা, কৃপণতা, ধনমত্ততা, ভোগ-সম্ভোগ প্রভৃতি নীতিহীন কর্ম থেকে রক্ষা করে। দান আর্থ-সামাজিক ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সমাজ জীবন থেকে অপরাধ বহুলাংশে দূরীভূত করে। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে দান-সাদাকার প্রতি বিশেষ তাকীদ রয়েছে। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا أَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ.

৯৩. আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ২৬১।

Dhaka University Institutional Repository

"হে মু'মিনগণ! তোমরা যা উপার্জন করো এবং আমি যা ভূমি থেকে তোমাদের জন্য উৎপাদন করে দেই তন্মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় করো; এবং এর নিকৃষ্ট অংশ ব্যয় করার সংকল্প করো না; অথচ তোমরা তা গ্রহণ করো না; যদি না তোমরা চক্ষু বন্ধ করে থাক এবং যেনে রাখ যে, আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।"[৯৪]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَنْ تَنَالُوا الْبِر حَتى تُنْفِقُوْا مِما تُحِبوْنَ.

"তোমরা যা ভালবাস তা ব্যয় না করা পর্যন্ত কখনো পুণ্য লাভ করতে পারবে না।"[৯৫]
ব্যাপকভাবে দান করার জন্য মহান আল্লাহ বলেন,

وَيَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلْ الْعَفْوَ.

"লোকে তোমাকে জিজ্ঞেস করে, কী তারা ব্যয় করবে? বলুন, যা উদ্বৃত্ত (তা ব্যয় করবে)।"[৯৬]

(ঢ) লজ্জাশীলতা

সমাজ জীবনে লজ্জাশীলতা একটি গুরুত্বপূর্ণ মহৎ গুণ। এই মহৎ গুণ মানুষকে অনৈতিক কাজ থেকে বিরত রাখে। রাসূলে কারীম (সা) বলেন,

إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَاشِئْتَ.

"লজ্জা-শরম না থাকলে তুমি যা ইচ্ছা করতে পারবে।"[৯৭]

লজ্জাশীলতা সমাজে কল্যাণ বয়ে আনে। লজ্জাশীলতাকে ঈমানের একটি বিশেষ শাখা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

---

৯৪. আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ২৬৭।
৯৫. আল-কুরআন, সূরা আল-ইমরান, আয়াত : ৯২।
৯৬. আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ২১৯।
৯৭. সহীহ বুখারী, কিতাবুল আদাব, (৭৮) বাব: ইযা লাম তাসতাহি..., নং ৬১২০।

Dhaka University Institutional Repository

(ঢ়) বীরত্ব ও সাহসিকতা

সামাজিক অপরাধ ও সন্ত্রাস প্রতিরোধে নাগরিকদের সৎসাহস একটি অপরিহার্য গুণ। সমাজে চলার পথে নানা বাধা-বিপত্তি, আপদ-বিপদ, দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অনটন, জুলুম-অত্যাচার, শত্রুতা, নির্যাতনসহ বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়। সৎসাহস এক্ষেত্রে অতীব প্রয়োজনীয় একটি গুণ। অন্যথায় অপরাধ ও সন্ত্রাস সমাজে প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ পায়। হযরত আনাস (রা) বলেন,

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس.

"রাসূলুল্লাহ (সা) ছিলেন মানুষের মধ্যে সর্বাধিক বীর সাহসী।"[৯৮]

পরিচ্ছেদঃ ৩

দুর্নীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গঠনে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির রূপায়ণ

(ক) ইসলামী শিক্ষা

'শিক্ষা' (تعليم) একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। এর অর্থ জানা, বোঝা বা হৃদয়ঙ্গম করা। অশেখাকে শেখা, অজানাকে জানা, অবোধ্যকে বোধগম্য করা।[৯৯] শিক্ষা হলো মানুষের শরীর, মন ও আত্মার সমন্বিত উন্নয়ন (Education is the harmonious development of body, mind and soul) যা মানুষকে নীতিবান হিসেবে গড়ে তোলে।[১০০] পৃথিবীতে মানুষকে সুষ্ঠু জীবন যাপনের জন্য নানাবিধ কাজ সম্পন্ন করতে হয়। এসব কাজ যথাযথভাবে

৯৮. সুলতান ইবনে আবু দাউদ বিন যারুদ, মুসনাদে আবু দাউদ আত-তায়ালিসি (বৈরূতঃ ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ২৩।
৯৯. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৬ খ্রি.), পৃ.২৩।
১০০. কর্ণেল মোঃ আব্দুল হক, শান্তির সন্ধানে (ঢাকাঃ খোশরোজ কিতাবমহল, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ২১।

Dhaka University Institutional Repository

সমাধা করার জন্য সঠিক কর্মনীতি, নির্ভুল কর্মপন্থা, প্রক্রিয়া-প্রণালী ও ধরন-ধারণ সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগতি লাভ করা মানুষের জন্য একান্ত অপরিহার্য। অন্যথায় অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ানো ছাড়া কোনো উপায় থাকে না।

শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য শুধু জাগতিক উন্নয়ন নয়। তাই ইসলাম ইহ-পারলৌকিক উন্নয়ন সম্বনিত শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। এ শিক্ষাব্যবস্থা মানবজাতির সামগ্রিক উন্নয়নকে নিশ্চিত করে। বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা ধর্মনিরপেক্ষতা বা ধর্মহীনতার আদলে গড়ে উঠেছে। আমাদের সমাজে প্রচলিত তথাকথিত আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার নামে যে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে তা ধর্মনিরপেক্ষ ভাবধারা সমন্বিত, যা বৃটিশ শাসনামলে লর্ড মেকলে কর্তৃক উদ্ভাবিত। যে শিক্ষাদর্শনের উদ্দেশ্য ছিলঃ India in blood and colour but English in taste, in opinion in intellect. অর্থ রক্ত ও বর্ণে ভারতীয় কিন্তু রুচিবোধ, মনোবৃত্তি ও বুদ্ধিমত্তায় ইংরেজ। এ শিক্ষা তাদের ভাবতে শিখিয়েছে আল্লাহ, রাসূল, ঈমান, পরকাল ইত্যাদির পরিবর্তে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, নাস্তিক্যবাদ, খোদাদ্রোহীতা ইত্যাদি। ফলে তাদের চিন্তা ও মননে, জীবনে, চেতনা ও চরিত্রের মানদণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে শিক্ষা। রাজনীতিতে অস্থিরতা, মারামারি, সন্ত্রাস, রাহাজানি, অর্থনীতিতে জুলুম-শোষণ, সুদ- ঘুষ, দুর্নীতি, চাঁদাবাজি, ছিনতাই, লুটতরাজ, সমাজ জীবনে সহ-শিক্ষা, অবাধ মেলা-মেশা, মাদকাসক্তি, ব্যভিচার ইত্যাদি এ ধর্মহীন শিক্ষারই বিষময় ফল।

ক্ষত-বিক্ষত মুসলিম উম্মাহ্‌র এ দেউলিয়াত্ব থেকে উত্তরণের একটিই পথ, আর তা হচ্ছে ইসলামী শিক্ষাদর্শনকে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় কার্যকর করা। ইসলামী বিশ্বর্দশন, মানবদর্শন, সমাজদর্শন ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে পরিশুদ্ধি আনয়ন এবং সমাজের আমূল পরিবর্তন একটি কার্যকরী ব্যবস্থা। ইসলামী শিক্ষা মানুষের জ্ঞানের দৈন্যতাকে দূরীভূত করে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ কাঠামো গড়ে তোলে। অস্ত্র-তরবারি নয় জ্ঞানের তরবারি দিয়ে মুসলমানগণ বিশ্বজয় করেছে। আধুনিক ইউরোপের যাত্রা শুরু হয়েছিল স্পেনের কর্ডোভা নগরী থেকে। মুসলমানগণ জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে অসভ্য ও মূর্খ জাতিসমূহকে উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিয়েছিলেন। আরবের বেদুঈন জাতি যারা ছিল অশিক্ষিত, অসভ্য, জাহেলিয়াতের ঘোর

Dhaka University Institutional Repository

অন্ধকারে নিমজ্জিত, মিথ্যা, জুলুম, অন্যায়, নিপীড়নসহ সব ধরনের পাপাচারে লিপ্ত, সেই জাতিকে ইসলামের শিক্ষায় শিক্ষিত করে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত করা হয়েছিল। আজকের আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রায় সকল দিক ও বিভাগেই মুসলমান পণ্ডিত, বিজ্ঞানীগণ অকল্পনীয় অবদান রেখেছিলেন। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী জাতি আজ জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা থেকে শত যোজন দূরে। ইসলাম চিরন্তন জীবন বিধান হিসেবে এ শিক্ষার আবেদন শাশ্বত। ইসলামে মূর্খতা বা অজ্ঞতা কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। জ্ঞানার্জনকে ইসলাম আব্যশিক (ফরয) করে দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

طَلَبُ العِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

"জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয।"[১০১]

রাসূলুল্লাহ (সা) আরো বলেন,

تعلموا العلم وعلموه الناس

"তোমরা ইলম (জ্ঞান-বিজ্ঞান) শিক্ষা করো এবং মানুষকে শিক্ষা দাও।"[১০২]

আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে বলেন,

يُؤتِي الحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً.

"তিনি যাকে ইচ্ছা হিকমত দান করেন এবং যাকে হিকমত দান করা হয় তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়।"[১০৩]

১০১. ইমাম ইবনু মাজাহ, সুনানে ইবনে মাযাহ, মুকাদ্দিমা, ১৭-বাবঃ ফাদলিল উলামা..., নং ২২৪, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১।
১০২. ইমাম আলী ইবন ওমর, সুনানু আদ-দারা কুতনী, তাবি, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৪৪।
১০৩. আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ২৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ.

"বল, 'যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি এক সমান?' বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।"[১০৪]

এরূপ বহু আয়াতে শিক্ষার্জনের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

ইসলামী শরী'আত তাওহীদভিত্তিক ও ওহীভিত্তিক অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক পরকালমুখী, 'ইবাদতমূলক, নৈতিক ভাবধারাপুষ্ট, গতিশীল, নির্ভুল, সমন্বিত, পূর্ণাঙ্গ ও সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করতে চায়। পাশ্চাত্যের খৃস্টান শক্তি মুসলিম বিশ্বে আধিপত্য বিস্তারের আগ পর্যন্ত অনুরূপ ভাবধারাপুষ্ট শিক্ষাব্যবস্থাই মুসলিম উম্মাহ্র মধ্যে কার্যকর ছিল। এই শিক্ষাব্যবস্থ ছিল সম্পূর্ণ অবৈতনিক।

খ. ইসলামী সংস্কৃতি

সংস্কৃতি মানব জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা জীবনের যাবতীয় বিষয়কে সম্পৃক্ত করে। ইসলামী সংস্কৃতির মূল কথা হলো আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত জীবনব্যবস্থা যা আদম (আ) থেকে শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা) পর্যন্ত যে সব আসমানী কিতাব নাযিল হয়েছে তার যথাযথ অনুসরণ। অধুনা ধর্মনিরপেক্ষা চিন্তাধারায় পুষ্ট জৈবিক যেসব বিষয়কে সংস্কৃতি বলে মনে করা হচ্ছে তা আসলে ইসলামী সংস্কৃতির সাথে মোটেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। যেমন, নৃত্য-সঙ্গীত, চলচ্চিত্র, নাট্যাভিনয়, অশ্লীল অভিনয় ইত্যাদিকে সংস্কৃতি বলা হলেও ইসলামী শরী'আতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

ইসলাম একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। ইসলামে সংস্কৃতি আছে এটুকু বললেই কথা শেষ হবে না বরং ইসলাম সংস্কৃতির 'অপ' অর্থাৎ অশ্লীল ও জৈবিক উপসর্গটি সংস্কৃতি থেকে দূর করতে চায়। ইসলাম শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, চলচ্চিত্র, স্থাপত্য, শিল্পকলা প্রভৃতিকে নিজস্ব ভাবধারায় গড়ে তোলতে চায়। বেমানান, অশালীন, নির্লজ্জ বিষয়াদি পরিহার করে ঈমান ও

১০৪. আল-কুরআন, সূরা আয-যুমার, আয়াত : ৯।

Dhaka University Institutional Repository

তাওহীদভিত্তিক মার্জিত পরিশীলিত, উন্নত, পূত-পবিত্র এবং ঈমানী অন্তরে প্রশান্তি আনয়নকারী সংস্কৃতির কথা বলে। ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য সুস্থ, মার্জিত, সাবলীল, ভদ্র, আদর্শবান, রুচিশীল ও চরিত্রবান মানুষ গড়ে তোলা। অশ্লীলতার মূলোচ্ছোদই ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য। যারা মুসলিম সমাজে অশ্লীলতার বিস্তার ঘটায় তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ.

“যারা ঈমানদারগণের সমাজে প্রকাশ্যে বেহায়াপনা ও নির্লজ্জতা ছড়িয়ে পড়া পছন্দ করে তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে রয়েছে মর্মান্তিক শাস্তি। আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।” ১০৫

সংস্কৃত শব্দটি ‘সংস্কার’ শব্দ থেকে গঠিত। মার্জিত ও পরিশীলিত মানসিকতাই সংস্কৃতি। মানবতার কল্যাণ ও উৎকর্ষ সাধনই ইসলামের লক্ষ। বাংলা ভাষায় সংস্কৃতি বলতে যা বুঝায়, ইংরেজীতে তা-ই কালচার (Culture) এবং আরবীতে তাই হলো ছাক্বাফাত (ثقافة)। আরবী তাহযীব (تهذيب) শব্দটিও এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। ছাক্বাফাত-এর শাব্দিক অর্থ হলোঃ চতুর, তীব্র সচেতন, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ও সতেজ সক্রিয় মেধাশীল হওয়া। আরবী ‘ছাক্বাফা’ অর্থ সোজা করা, সুসভ্য করা ও শিক্ষা দেয়া। আর আস-ছাক্বাফ বলতে বুঝায় তাকে যে বল্লম সোজাভাবে ধারণ করে। আরবী হাযযাবা (هذب) শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো ‘গাছের শাখা-প্রশাখা কেটে ঠিকঠাক করা, পবিত্র-পরিচ্ছন্ন করে তোলা, পরিশুদ্ধ ও সংশোধন করা। আর ইংরেজী Culture মানে কৃষিকাজ করা, ভূমি কর্ষণ করা ও লালন পালন করা। এর আর একটি অর্থ হলোঃ Intellectual Development Improvement by

১০৫. আল-কুরআন, সূরা আন-নূর, আয়াত : ১৯।

Dhaka University Institutional Repository

(mental or physical) Traning: অর্থাৎ (মানসিক বা দৈহিক) প্রশিক্ষণের সাহায্যে মানবিক উন্নয়ন ও উৎকর্ষ সাধন।[১০৬]

একটি সমাজ ব্যবস্থায় মানব সম্পদ উন্নয়নে সাংস্কৃতিক উন্নয়ন মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। কারণ সংস্কৃতির মূল বৈশিষ্ট্য হলো রূপান্তরশীলতা ও সৃষ্টিশীলতা। সংস্কৃতি হলো গতিসম্পন্ন। সুস্থ সংস্কৃতির চর্চা অব্যাহত না থাকলে মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ গড়ে তোলা সম্ভব নয়।

সাংস্কৃতিক উন্নয়নের সাথে একটি দেশের মানব সম্পদ উন্নয়নের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। জাতির সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের সাথে সুপরিচিত মানবগোষ্ঠীই জাতীয় উন্নয়ন কর্মমাণ্ডের সাথে জড়িত হতে অনুপ্রাণিত বোধ করে। সংস্কৃতির মাধ্যমে একটি জাতির ইতিহাস, সভ্যতা এবং জাতীয় চরিত্র ও পরিচিতি প্রতিফলিত হয়। সংস্কৃতি বিকাশের পরিচয় পাওয়া যায় সাংস্কৃতিক অবকাঠামো ও কর্মকাণ্ড দ্বারা।[১০৭]

সংস্কৃতি হচ্ছে জীবন সত্তার অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গের সামগ্রিক রূপ। শিল্প, সাহিত্য ইত্যাদির মধ্য দিয়ে জীবন ও জগত সম্পর্কে একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। বিভিন্ন মতাদর্শের প্রভাব সাংস্কৃতিক বিভিন্নতার সৃষ্টি হয়। ইসলাম একটি পরিপূর্ণ মতাদর্শ বা জীবন দর্শন। ব্যক্তি বা সামষ্টিক জীবনের বিভিন্ন স্তরে ইসলামী জীবনবোধের যে প্রভাব পরিলক্ষিত তা-ই হলো ইসলামী সংস্কৃতি বা তমদ্দুন। যদি ইসলামকে পার্থিক জগত থেকে বিভিন্ন দর্শন বলে আখ্যায়িত করা হয় তাহলে ভীষণ ভুল হবে। কারণ ইসলাম বস্তুকে অস্বীকার করে না বরং পার্থিক জীবন সুষ্ঠুভাবে স্বীকৃতি দিতে গিয়ে যদি মানুষ নিজেকে বস্তুর কীটে পরিণত করে ফেলে এবং নিজের সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য বিস্মৃত হয়ে যায়, তাহলে তার সঙ্গে ইসলামের আপোষ নাই। বৈষয়িক স্বাচ্ছন্দের জন্য ইসলাম কোন দিনই আত্মাকে নিষ্পিষ্ট

---

১০৬. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি (খায়রুন প্রকাশনী: ঢাকা, ২য় প্রকাশ, ১৪২৩ হি., ২০০২ খ্রি.),
পৃ. ২৫২; Hanswehr: A Dictionary of Modern Writting Arabic (Maedonald Events London) 1980, p. 104.
১০৭. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৩, পৃ. ১২৪।

Dhaka University Institutional Repository

করতে পারে না। আত্মিক ও বৈষয়িক উভয় দিকের কল্যাণই ইসলামের লক্ষ। চরম বস্তুবাদ তাই ইসলামে দৃষ্টিতে অপরাধ।[১০৮]

পরিচ্ছেদ:৪

ইসলামের দণ্ডবিধি

ইসলামের আধ্যাত্মিক সংশোধন বা প্রতিরোধ ব্যবস্থা এবং বাহ্যিক সংশোধন বা প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা পরস্পর পরিপূরক। প্রতিকারমূলক আইনের বাস্তব প্রয়োগ না করে তা শুধু কিতাবী আইনে সীমাবদ্ধ রাখলে মন-মানসিকতার পরিশুদ্ধি যেমন সম্ভব করে তদ্রূপ পরিপূর্ণ সফলতা অর্জন সম্ভব নয়। ইসলাম এ উভয়বিধ প্রক্রিয়ায় ভারসাম্যপূর্ণ সুবিচার নিশ্চিত করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ.

"নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সংগে দিয়েছি কিতাব ও ন্যায়-নীতি, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে।"[১০৯]

ইসলামী শরী'আত অপরাধ ও দণ্ডকে তিনভাগে বিভক্ত করেছে: (১) মানব জীবন ও দেহের বিরুদ্ধে অপরাধ। এর শাস্তিকে বলে কিসাস (সমান প্রতিশোধ গ্রহণ); (২) হদ্দ: সুনির্দিষ্ট কতিপয় অপরাধ। যেমন চুরি, ডাকাতি, যেনা, সশস্ত্র বিদ্রোহ, মদ্যপান, ইসলাম ধর্মত্যাগ; (৩) তা'যীর: শব্দিটির অর্থ বাধাদান, প্রতিরোধ ইত্যাদি। উপরোক্ত দুই ধরনের অপরাধ ব্যতীত

---

১০৮. মোহাম্মদ শামসুজ্জোহা, সাংস্কৃতিক রূপরেখা (ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা), খ্রি. ১৯৬৬, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় সংখ্যা।
১০৯. আল-কুরআন, সূরা আল-হাদীদ, আয়াত : ২৫।

Dhaka University Institutional Repository

আর সব অপরাধের শাস্তিকে তা'যীর বলে। এই শাস্তির প্রয়োগ বিচারকের সুবিবেচনার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

দণ্ড-এর আরবি শব্দ حد ব.ব. حدود অর্থ সীমা, সীমানা, চৌহদ্দি। পরিভাষা হিসেবে শব্দটি যুগপৎভাবে সুনির্দিষ্ট কয়েকটি অপরাধ এবং এসবের জন্য স্থিরীকৃত শাস্তিকে বোঝায়। প্রশাসনিক সুবিচার নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্রশক্তির মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বের প্রয়োগ অনিবার্য। প্রথমোক্ত ব্যবস্থায় আত্মসমালোচনার মাধ্যমে ব্যক্তি নিজেই নিজ প্রশাসক হিসেবে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে। এটি একটি অতীব উন্নত ব্যবস্থা। এ স্তরে পৌঁছাতে যে প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয় তা হচ্ছে, অপরাধ প্রবণতাকে সংযত করার জন্যই ইসলাম অতীব কার্যকরী ব্যবস্থা হিসেবে অপরাধের শাস্তির বিধান প্রণয়ন করেছে।

অপরাধ: শরী'আত যে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছে তা বর্জন করা এবং যে কাজ করতে বারণ করেছে তাতে লিপ্ত হওয়াকে অপরাধ বলে। অপরাধের প্রতিশব্দ আল-জারীমাহ (الجريمة), এর ব.ব. আল- জারাইম (الجرائم)।

শাস্তির 'আরবী প্রতিশব্দ হচ্ছে ইকাব (العقاب), এর বহুবচন হচ্ছে উকূবাত (العقوبات)। শাস্তি হচ্ছে- الجزاء ينال الانسان على فعل الشر "অপরাধকর্মে লিপ্ত হওয়ার কারণে অপরাধীকে যে কষ্টভোগ করতে হয় তাকে শাস্তি বলে। ব্যক্তির মন্দকর্মের প্রতিদানকে শাস্তি বলে।[১১০] অপরাধ সংঘটনের পর অপরাধীকে প্রতিদান হিসেবে দুনিয়া বা আখিরাতে যে কষ্টভোগ করতে হবে তাকে শাস্তি বলে। ইসলামের শাস্তি পার্থিব শাস্তি যা ইসলামের বিচার বিভাগ কর্তৃক কার্যকর হয় তাই এখানে আলোচনা করব। ইসলামের শাস্তি হদ্দ, কিসাস, দিয়াত (অর্থদণ্ড) ও তা'যীর এ কটি প্রক্রিয়ায় কার্যকর করা হয়। ইসলামী রাষ্ট্র কর্তৃক এ বিচার প্রক্রিয়া

---

১১০. ড. মুহাম্মদ রাওয়াস, মু'জামু লুগাতিল কুফাহা (করাচী: তাবি), পৃ. ৩১৬।

Dhaka University Institutional Repository

সম্পাদিত হবে। সন্দেহাতীতভাবে অপরাধ প্রমাণিত হলেই কেবল অপরাধীর শাস্তি কার্যকর হবে। এ প্রসঙ্গে নবী করীম (সা) বলেন,

ادرءوا الحدود بالشبهات.

"সন্দেহের ক্ষেত্রে হদ্দ রহিত কর।"[১১১]

হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন,

لان أعطل الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات.

"সন্দেহ বিদ্যমান থাকা অবস্থায় হদ্দ কার্যকর করার চাইতে সন্দেহবশত তা বাতিল করে দেয়াই আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়।"[১১২]

কুরআন হাদীসের অকাট্য দলীল বা নস (النص) দ্বারা প্রমাণিত শারী'আতের দণ্ডবিধি প্রবর্তিত হয়েছে। তদ্রূপ অপরাধীর অপরাধ ও সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হতে হবে যাতে কোন নিরপরাধ ব্যক্তি শাস্তি না পায়।

বর্তমান সামাজিক জীবনে কিছু আনুষ্ঠানিকতা ও ধর্মীয় বিধি-নিষেধ অনুসৃত হতে দেখা যায়, কিন্তু শরী'আতের দণ্ডবিধি অনুসরণের বিন্দুমাত্র আগ্রহ সমাজ জীবনে অনেকের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয় না। অথচ অপরিহার্যরূপে অনুসরণীয় আইনসমূহ লঙ্ঘন করা হলে ভয়াবহ শাস্তি ভোগ করতে হবে। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

تِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ وَمَنْ يُّطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَه يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ. وَمَنْ يَّعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَه وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَه يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَلَه عَذَابٌ مُّهِيْنٌ.

---

১১১. সুনান আদ-দারা কুতনী, কিতাবুল হুদদূত থেকে; আব্দুল কাদের আওদাহ- এর আত-তাশরীউল জিনাইল ইসলামী (বৈরূত: দার ইহয়ায়িত তুরাছিল ইসলামী, ১৯৮৩খ্রি.), পৃ. ২০৮।
১১২. কামালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আবদিল ওয়াহিদ, ফাতহুল কাদীর, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩২।

Dhaka University Institutional Repository

“এগুলো আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা। যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশমত চলে, তিনি তাকে জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন, যেগুলোর তলদেশে স্রোতস্বিনী প্রবাহিত। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। এ হলো বিরাট সাফল্য। আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হয় এবং সীমা (হদ্দ) লংঘন করে, তিনি তাকে দোযখে প্রবেশ করাবেন। সে সেখানেই চিরকাল থাকবে। তার জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।”[১১৩]

আল্লাহ্‌র আইনের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হলে বা সজ্ঞানে তা এড়িয়ে চললে তার জন্য ভয়াবহ শাস্তির হুঁশিয়ারি রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

حَدٌّ يُعْمَلُ بِهِ فِيْ الاَرْضِ خَيْرٌ لِاَ هْلِ الاَ رْضِ مِنْ اَنْ يُّمْطَرُوْا اَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا.

“কোন দেশে একটি হদ্দ কার্যকর করা সেই দেশে চল্লিশ দিন বৃষ্টিপাত হওয়ার তুলনায় উত্তম।”[১১৪]

ইসলামের দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন সমাজ জীবনে ব্যক্তিগতভাবে পুরোপুরি মেনে চলা সম্ভব না হলেও রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামী আইন লংঘনের দায়ও এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। রাষ্ট্রের বাসিন্দা হিসেবে প্রত্যেকেই এর অংশীদার।

ইসলামের অপরাধ আইন বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ তা'আলারই আইন। যে আইন মুহাম্মাদ (সা) মদীনা রাষ্ট্রে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বের অধীনে কার্যকর করেছিলেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ পেরিয়ে পরবর্তী যুগসমূহেও অনেক সময় (মুসলিম রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পতনের পূর্ব পর্যন্ত প্রায় ১২শত বছর) পর্যন্ত তা সমহিমায় বলবৎ ছিল। কালক্রমে মুসলিম শাসকগণ ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা না করে একে খণ্ডিতভাবে উপস্থাপন করার

১১৩. আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা, আয়াত : ১৩-১৪।
১১৪. সুনান ইবনে মাজাহ: কিতাবুল হুদুদ, ৩-বাব ইকামাতিল হুদুদ, নং- ২৫৩৭; সুনান আন-নাসাঈ, কিতাবুল কাতইস সারিক, ৭-আত-তারগীব ফী ইকামাতিল হাদ্দ, নং ৪৯০৮; মুসনাদ আহ্‌মাদ: ২.খ., পৃ. ৩৬২, নং ৮৭২৩।

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়াস পান। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক কর্মকাণ্ডকে ধর্মীয় বিধি-বিধানের বাইরে রাখার ফলে ইসলামের অপরাধ দণ্ডবিধির গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য হারায়।

ইসলামের পূর্ণাঙ্গ দণ্ডবিধি সমাজ জীবনে কার্যকর না থাকার ফলে অপরাধ মাথাচারা দিয়ে উঠেছে। সমাজে সার্বক্ষণিকভাবেই কোন না কোন অপরাধের ঘটনা ঘটছে। ইসলামের দণ্ডবিধি সমাজে চালু থাকলে এই প্রবণতা হ্রাস পেতো। মহানবী (সা) বলেছেন,

رحم الله امرا علق سوطه بحيث يراه اهله

"যে ব্যক্তি তার ঘরের এমন জায়গায় চাবুক ঝুলিয়ে রাখে যেখান থেকে তা তার পরিবারের লোকদের নজরে পড়ে, আল্লাহ তাকে অনুগ্রহ করুন।"[১১৫]

তিনি আরো বলেন,

لا ترفع عصاك عن اهلك

"তোমার পরিবার থেকে লাঠি তুলে রেখো না।"[১১৬]

উপরোক্ত হাদীস দু'টো থেকে প্রতিয়মান হয় যে, (যদিও হাদীস দু'টো পারিবারিক শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে তথাপি) তা বৃহত্তর সমাজ জীবনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সমাজ জীবনে অপরাধ দণ্ডবিধি কার্যকর থাকলে শাস্তির ভয়ে অপরাধীরা সতর্ক থাকে এবং অপরাধকর্ম থেকে বিরত থাকে।

সমাজে বসবাসকারী মানুষের ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রাপ্তি নিশ্চিত করে ইসলামের দণ্ডবিধি। ফৌজদারী অপরাধের দণ্ডবিধান ন্যায়বিচারের বুনিয়াদ রচনা করে। দণ্ডবিধি কার্যকর করা ছাড়া ইনসাফ বা ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় বা মানবরচিত সমাজব্যবস্থায় ও শাস্তি প্রয়োগ বা কার্যকর করার ব্যাপারে একই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ

---

১১৫. আবু বকর আহমদ ইবন মারওয়ান, আল-মাজলিসাতু ওয়া জাওয়াহিরুল ইলম (বৈরূত : দারু ইবনু হামাম, ১৪১৯হি.), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৬৭।

১১৬. আবু বকর আহমদ ইবন মারওয়ান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

করা হয়। ব্যবধান হলো শাস্তির তারতম্যের ক্ষেত্রে এবং অপরাধ হিসেবে গণ্য হওয়ার ক্ষেত্রে ইসলামের দণ্ডবিধি মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বিশ্বের সকল দেশের সকল মানুষের জন্য একই শাস্তির বিধান প্রযোজ্য এবং তা ইনসাফ বা ন্যায়বিচারের ভিত্তি।

অপরাধী তার অপরাধকর্ম থেকে তখনই নিবৃত্ত থাকে যখন এ ধরনের অপরাধের শাস্তি সমাজে কার্যকর হতে দেখে। আর সেই শাস্তিটা যদি হয় দৃষ্টান্তমূলক বা শিক্ষামূলক তবে তা থেকে সাধারণ অপরাধীরা উপদেশ গ্রহণ করবে। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন,

نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ.

"এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি।"[১১৭]

দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি সমাজে অপরাধ হ্রাসে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। শাস্তির নমনীয়তা বা অকর্যকারিতা সমাজে অপরাধের মাত্রাকে বৃদ্ধি করে। বৃহত্তর সমাজ সভ্যতার স্বার্থে ইসলামের শাস্তি বিধান আল্লাহ তা'আলার এক বিরাট অনুগ্রহ। সমাজে অপরাধ প্রবণতার হার নিম্নতম মাত্রায় নামিয়ে আনয়নে এ দৃষ্টান্তমূলক দণ্ডবিধির কোন বিকল্প নেই। অপরাধ প্রতিরোধে ইসলামের এ দণ্ডবিধির কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

সমাজ জীবনে ইসলামের দণ্ডবিধির কার্যকারিতা থাকলে তা অপরাধীকে মনস্তাত্ত্বিকভাবে অবদমিত করে। অপরাধীর মনে একটা তীব্র ভীতি কাজ করে যে, এ অপরাধটা করার সাথে সাথেই তাকে এই মারাত্মক শাস্তি ভোগ করতে হবে। আইনের কার্যকরী প্রয়োগ না থাকলে শুধু ঘোষিত বিধিবলে অপরাধ দমন সম্ভব নয়। এর কার্যকারিতা বা প্রায়োগিক অবস্থার ভিত্তিতে সমাজে অপরাধ প্রতিরোধ সম্ভব হবে।

১১৭. আল-কুরআন, সূরা আল- মায়িদা, আয়াত : ২৬।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানে প্রচলিত আইনে শাস্তিগুলো হচ্ছে ফাঁসি, জেল বা জরিমানা। ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা নেহায়েত কম নয়, আঁৎকে ওঠার মতো। প্রতিবছর অনেক অপরাধীর ফাঁসিও কার্যকর করা হচ্ছে। কারাদণ্ড ও জরিমানার পরিসংখ্যান তো রীতিমত উদ্বেগজনক। নতুন নতুন কারাগার নির্মাণ করা সত্ত্বেও তিল ধারণের ঠাঁই নেই। এসব শাস্তি প্রয়োগ করেও অপরাধ প্রবণতা আশানুরূপ প্রতিরোধ করা যাচ্ছে না, বরং তা দিন দিন বেড়েই চলছে। এর অন্তর্নিহিত কারণ হচ্ছে, এসব শাস্তি প্রয়োগ অপরাধীর মধ্যে কোন মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারছে না। শাস্তির ভীতি মানুষের অপরাধ প্রবণতা প্রতিরোধ করে। অপরাধের শাস্তি ভীতিপ্রদ ও আতঙ্ক সৃষ্টিকারী হলে তা অপরাধ থেকে বিরত রাখবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। আধুনিক সভ্যতাগর্বী সমাজকর্মী, আইন বিশারদ, মানবাধিকার কর্মীরা ইসলামের উক্ত শাস্তি বিধানকে অসভ্য, বর্বর, মধ্যযুগীয় দণ্ড বলে অভিহিত করেন। অথচ তাদের অপরাধের কারণে যারা নির্যাতিত, অত্যাচারিত, স্বর্বস্বহারা, স্বদেশ থেকে উচ্ছেদ বা হত্যাকাণ্ডের শিকার হলো তাদের প্রতি কোন দরদ তাদের উদ্রেক হয় না। তারা মনে করে যাকে ক্ষতিগ্রস্ত বা হত্যা করা হলো, সেতো চলেই গেলো, তার জন্য আরেকটা জীবন নষ্ট করার কী দরকার? সেতো আর ফিরে আসবে না। অপরাধীর প্রতি এরূপ নমনীয়তা অপরাধ প্রবণতাকে আরো উস্কে দেয়। দানিয়েল ওয়বেষ্টার বলেন, Every unpunished murder takes away something from the security of every man’s life. “প্রতিটি নরহত্যা যার দণ্ড বিধান করা হয় না তা প্রত্যেক মানুষের জীবনের নিরাপত্তা হরণ করে।” ইসলামের دية (দিয়াত)[১১৮] শাস্তিবিধির নমনীয়তার বহিঃপ্রকাশ নয়। পবিত্র কুরআনুল কারিমের আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ

১১৮. الدية (দিয়াত) শব্দটির প্রতিশব্দ عقل (আকল)। ইসলাম আইনের পরিভাষায় দিয়াত হল: المال الواجب بالجناية على النفس أو ما فى حكمها. “মানুষের জীবন বা জীবনের আওতায় পড়ে এমন কিছুর বিরুদ্ধে কৃত অপরাধের জন্য আর্থিক দণ্ড।” (সূত্র: আলাউদ্দিন আল-হাসকাফী, আদ-দুররুল মুখতার, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১সং, ১৪১৫ হি., খ. ৫, পৃ. ৪০৬)।

Dhaka University Institutional Repository

فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

"হে ঈমানদারগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের[১১৯] বিধান দেয়া হলো। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস এবং নারীর বদলে নারী। তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে যথাযথ বিধির (চুক্তির) অনুরসণ করতে হবে এবং সততার সাথে দেয় রক্তমূল্য পরিশোধ করতে হবে। এটা তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য ভার লাঘব ও অনুগ্রহ। এরপরও যে কেউ সীমালজ্ঞ্যন করে তার জন্য রয়েছে হৃদয়বিদারক শাস্তি। হে বুদ্ধিবিবেকসম্পন্ন লোকেরা! তোমাদের জন্য কিসাসের মধ্যে রয়েছে জীবন। আশা করা যায় তোমরা (এই বিধানের বিরুদ্ধাচরণ থেকে) সাবধান হবে।"[১২০]

প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় বা মানবরচিত বিধিব্যবস্থায় অপরাধ চিহ্নিতকরণে ব্যর্থতা এবং সে অপরাধের শাস্তি বিধানে নমনীয়তাই আদালতের অপরাধ মামলার জট উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে।

ইসলাম অপরাধীদের শাস্তি নিশ্চিত করার মাধ্যমে সমাজ থেকে অপরাধ প্রবণতা নির্মূল করতে চায়। দণ্ডবিধি সহজতর করার ফলে পেশীশক্তি প্রচণ্ড প্রতিপত্তি বিস্তার করছে। Might is right বা পেশীশক্তি আইনকে নিজের হাতে তুলে নিতে প্ররোচিত করে। প্রতিশোধ স্পৃহা

---

১১৯. কিসাস শব্দটি (قصاص) শব্দ থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। এর অর্থ কর্তন করা, সমতা, অভিন্নতা, সমান, অনুরূপ প্রতিশোধ। অর্থাৎ নরহত্যার শাস্তির বেলায় ধনী-নির্ধন, শাসক-শাসিত, মনিব-ভৃত্ত, অভিজাত-সাধারণ, নারী-পুরুষ কোন পার্থক্য নেই। আদালতে সাক্ষী-প্রমাণের ভিত্তিতে অপরাধ প্রমাণিত হলে মৃত্যুদণ্ড অনিবার্য। তবে নিহতের ওয়ারিসগণ অপরাধীকে ক্ষমা করতে পারে, এমনকি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত। এ ব্যাপারে কোর্ট এমনকি রাষ্টের বাধা দেয়ার অধিকার নেই। ওয়ারিসগণ বিনিময় গ্রহণ করে অথবা নিঃস্বার্থভাবে এই ক্ষমা ঘোষণা করতে পারে। (সূত্রঃ ইবনে মানযূর, লিসানুল আরব (বৈরূত, মাতবাআ আলামিয়্যাহ), খ. ৮, পৃ. ৩৪১; আল-মু'জামুল ওয়াসিত (তুরস্কঃ দারুদ দাওয়াহ, খ্রি. ১৯৮৯), পৃ. ৭৪০: মাওলানা মুহাম্মদ মূসা, আল কুরআনের বাংলা অনুবাদ, আহসান পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০১৩ খ্রি., পৃ. ৫৯)।

১২০. আল-কুরআন, সূরা আল- বাকারা, আয়াত : ১৭৮-৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

আইন লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে মানুষকে বেপরোয়া করে তোলে। সমাজের এই দুষ্ট প্রবৃত্তি ইসলামের আদর্শ দণ্ডবিধির মাধ্যমেই নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব।

সমাজ জীবনে অপরাধীর শাস্তি নিশ্চিত করা না হলে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের (Victim) মধ্যে আস্তে আস্তে প্রতিশোধ স্পৃহা চরম আকার ধারণ বরে। বর্তমানে প্রচলিত আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় অপরাধের শাস্তিদান পদ্ধতি বা শাস্তিদানের ব্যর্থতা নির্যাতিতদের প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসামূলক প্রবণতা প্রশমিত না করে আরো বৃদ্ধিই করছে। ফলে একটি অপরাধের ঘটনা আরো কয়েকটি অপরাধের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক্ষেত্রে ইসলামের শাস্তিদান পদ্ধতি এবং তা দ্রুত কার্যকর করার মাধ্যমে সমাজে অপরাধ প্রবণতা কল্পনাতীতভাবে হ্রাস পেতে থাকে।

নির্ধারিত অপরাধের জন্য নির্ধারিত শাস্তি ইসলামে পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কোনো অবস্থাতেই তাতে কোনো রদ-বদল সম্ভব নয়। অপরাধী যদি মনে করতে পারে যে, এ অপরাধ করে তার শাস্তিকে লঘুতর পর্যায়ে পরিবর্তন করা সম্ভব, তবে তারা গুরুতর অপরাধ করতে দ্বিধাবোধ করবে না। ইসলামের দণ্ডবিধি এতোই যুক্তিগ্রাহ্য যে তার বিন্দু পরিমাণ পরিবর্তন বা রহিতকরণ কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। সমাজের সকল নাগরিকের মনে অপরাধের শাস্তি সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা থাকে। যার ফলে নির্দিষ্ট শাস্তি এড়িয়ে চলার জন্য অপরাধীরা নির্দিষ্ট অপরাধ থেকে বিরত থাকে।

ইসলামের দণ্ডবিধি আহকামুল হাকিমীন মহান আল্লাহ তা'আলার বিজ্ঞচিত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ ফয়সালা দ্বারা সুনির্দিষ্ট। সুশৃঙ্খল জনগোষ্ঠী এবং শান্তিময় মানব সমাজ গড়ে তোলার লক্ষে মহান স্রষ্টার তা এক কার্যকরী বিধান। বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট অপরাধীর প্রতি কোনরূপ প্রতিশোধ গ্রহণ নয়, বরং অপরাধীর মন-মানসিকতার পরিশুদ্ধি আনয়ন করে সকল প্রকার অপরাধ প্রবণতাকে মূলোৎপাটন করাই ইসলামের দণ্ডবিধির মূল দর্শন।

বল প্রয়োগ করে মানুষকে আইন প্রতিপালনে বাধ্য করা যায় না। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সরকার অপরাধ দমনের জন্য বিভিন্ন ধরনের আইন, ধারা, উপধারা প্রণয়ন, সংশোধন,

Dhaka University Institutional Repository

পরিবর্তন, সংযোজন ও পরিবর্ধন করেও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হচ্ছে। পক্ষান্তরে ইসলামী দণ্ডবিধির কঠোর প্রয়োগের মাধ্যমে সবাইকে স্বতস্ফুর্তভাবে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলে। বাহ্যত ইসলামের দণ্ডবিধি বাহ্যত কঠোর মনে হলেও এ কঠোর আইনের মুখোমুখি খুব কম অপরাধীরাই হয়ে থাকে। হুদূদ-এর আওতাভুক্ত অপরাধ প্রমাণ করার ক্ষেত্রে যেসব শর্তারোপ করা হয়েছে কোন কোন ক্ষেত্রে তার অপ্রতুলতার কারণে পরিপূর্ণ শাস্তি আরোপ করা সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে অপরাধী নির্দিষ্ট শাস্তির ভয়ে অপরাধকর্ম থেকে স্বতস্ফূর্তভাবেই বিরত থাকে।

ইসলামী শরী'আতের বিধান আল্লাহ ও পরকালমুখী জীবন গঠন করে। পার্থিব শাস্তির পাশাপাশি আল্লাহ্‌র ভয়, আখেরাতের 'আযাবের ভয়, সকল অপরাধকর্মের জবাবদিহির ভয় সৃষ্টি করে ব্যক্তিকে তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত করে। ইসলামের দণ্ডবিধি ব্যক্তিকে অপরাধ প্রবণতার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে তা বর্জনের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জনে উদ্বুদ্ধ করে। সকল প্রকার পাপ-পঙ্কিলতা পরিহার করে ব্যক্তির মন-মানসিকতায় পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধি আনয়ন করে। ক্ষতিকর কর্ম থেকে বিরত থাকতে ব্যক্তি অনুপ্রাণিত হয়। প্রচলিত সাধারণ আইন তা যতো কৌশলপূর্ণ ও কঠোরই হোক না কেন এর দ্বারা ব্যক্তির নৈতিক ভিত্তি রচিত হয় না।

ইসলাম নিছক কোন উদ্দেশ্যে অপরাধীকে এ কঠোর শাস্তির মুখোমুখি করে না। অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত বা প্রতিশোধ গ্রহণ এ শাস্তিদানের মূল লক্ষ্য নয়, বরং সর্বসাধারণকে পাপের প্রতি নিরাসক্ত করাই আসল উদ্দেশ্য।

ইসলামের শাস্তি প্রদানের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে, অপরাধীর মনস্তাত্ত্বিক পরিশুদ্ধি সাধন করে ব্যক্তির আত্ম-উন্নয়ন করা। সাময়িক পদস্খলনের কারণে যে শাস্তি প্রয়োগ করা হয় তা বৃহত্তর সামাজিক ব্যবস্থাকে পতন থেকে রক্ষা করে। অপরাধীও তার এ ঘৃণ্য কর্মের শাস্তিভোগ করে নিজের পূতপবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা অর্জন করে সুনাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজের সকল মানুষের মধ্যে গভীর ও নিবিড় সম্পর্ককে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করে ইসলামের দণ্ডবিধি। সমাজ থেকে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি, সহিংসতা ইত্যাদি দূর করে ইসলামী দণ্ডবিধি কার্যকর হওয়ার মাধ্যমে এবং সমাজকে একটি উচ্চতর কল্যাণ লাভের দিকে ধাবিত করে। জনগণ স্বাধীনতা, নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার, অর্থনৈতিক অধিকারসহ যাবতীয় ন্যায্য অধিকারসমূহ ভোগ করতে সক্ষম হয়। ফলে সমাজে অপরাধ সংঘটনের অবকাশ খুব একটা থাকে না।

মানুষের দীন, মানব বংশ, বিবেক-বুদ্ধি, জান-মাল, ইজ্জত-আব্রু এ পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সহ সর্বপ্রকার মানবাধিকার সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করা ইসলামের দণ্ডবিধির লক্ষ্য। চুরি-ডাকাতির শাস্তি প্রদান করা হয়েছে মানুষের জান-মাল হেফাযতের জন্য। মাদক গ্রহণের শাস্তি নির্ধারিত করা হয়েছে মানুষের বিবেক-বুদ্ধির সুস্থতা রক্ষার লক্ষ্যে। ব্যভিচারের শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে মানব বংশধারা নির্মল ও পবিত্রসূত্রে গেঁথে রাখার জন্য এবং ইজ্জত-আব্রু হেফাজতের উদ্দেশ্যে। এমনিভাবে কিসাসের শাস্তি প্রদান করে মানবদেহ ও মানবজীবনের নিরাপত্তা বিধান করা হয়েছে। হুদূদ ও কিসাস ছাড়াও তা'যীর পর্যায়ে ইসলামের যে বিশাল আইনের ভাণ্ডার রয়েছে তা সমাজ জীবন থেকে অপরাধ ও সন্ত্রাস নির্মূলে আদর্শস্থানীয় বিধি হিসেবে ভাস্বর হয়ে রয়েছে। এ সমাজের সর্বপ্রকার অনিষ্ট প্রতিরোধ এবং মানব কল্যাণ করাই এর লক্ষ্য।[১২১]

ইসলামের দণ্ডবিধি বিশ্বমানবতার প্রতি আল্লাহ তা'আলার এক বিশেষ অনুগ্রহ। আল্লাহ তা'আলার এ শাস্তির ভীতি মানব সমাজে অকল্যাণ রোধ করে শান্তির বাতায়ন উম্মুক্ত করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَه إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوْرًا.

---

১২১. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭।

Dhaka University Institutional Repository

"তারা তাঁর রহমতের আশা করে এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করে। নিশ্চয়ই আপনার পালনকর্তার শাস্তি ভয়াবহ।"[১২২]

হুদূদ ও কিসাস সংক্রান্ত বিধান বর্ণনা করার সময় আল্লাহ তা'আলা غفور (ক্ষমাশীল) ও رحيم (দয়াবান) ইত্যাদি গুণের উল্লেখ করেছেন।

সমাজ জীবনে অশান্তি সৃষ্টিকারী চিহ্নিত অপরাধী ও সন্ত্রাসীর সংখ্যা খুব বেশী নয়। কিন্তু এদেরে অপকর্ম সমাজ জীবনে এত প্রভাব বিস্তার করে যে, গোটা সমাজই আক্রান্ত হয়ে যায়। মুষ্টিমেয় অপরাধীর প্রতি দয়া প্রদর্শন করে শাস্তি প্রয়োগ না করা হলে গোটা সমাজের প্রতিই জুলুম করা হবে। লাঞ্ছিত, অপমানিত করা হবে মানবতাকে। পক্ষান্তরে অল্প কয়েকজনকে (যারা অপরাধকর্মে লিপ্ত হবে) শাস্তির মুখোমুখি করে বৃহত্তর সমাজ সমষ্টির শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই ইসলামের লক্ষ্য। এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র) বলেন,

وَالعُقُوبَاتُ الشَّرْعِيَّةُ إِنَّمَا شُرِعَتْ رَحْمَةً مِنْ اللهِ تَعَالَى بِعِبَادِهِ فَهِيَ صَادِرَةٌ عَنْ رَحْمَةِ الخَلْقِ وَإِرَادَةِ الإِحْسَانِ إِلَيْهِمْ وَلِهَذَا يَنْبَغِي لِمَنْ يُعَاقِبُ النَّاسَ عَلَى ذُنُوبِهِمْ أَنْ يَقْصِدَ بِذَلِكَ الإِحْسَانَ إِلَيْهِمْ وَالرَّحْمَةَ لَهُمْ كَمَا يَقْصِدُ الوَالِدُ تَأْدِيبَ وَلَدِهِ وَكَمَا يَقْصِدُ الطَّبِيبُ مُعَالَجَةَ المَرِيضِ.

"শরী'আতের শাস্তি বিধিবদ্ধ হয়েছে আল্লাহ্‌র দিক থেকে তাঁর বান্দাদের প্রতি অসীম রহমতস্বরূপ। তা সৃষ্টিলোক-মানুষের প্রতি দয়া-অনুকম্পা, তাদের কল্যাণ সাধন ও তাদের প্রতি অনুগ্রহ হিসেবেই উৎসারিত। ঠিক যেমন পিতা তার সন্তানকে সুশিক্ষা দানের লক্ষে কিছুটা শাস্তির ব্যবস্থা করেন এবং ঠিক যেমন চিকিৎসক তার চিকিৎসাধীন রোগীর পূর্ণ নিরাময় চান, এ-ও ঠিক তেমনি।"[১২৩]

---

১২২. আল-কুরআন, সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত : ৫৭।
১২৩. ইমাম ইবন তাইমিয়্যা, আল ইখতিয়ারাত (কায়রো : আর- রিসালাতুল বালাবাক্কী, তাবি), পৃ. ২২৭।

Dhaka University Institutional Repository

শাস্তি প্রয়োগের মাধ্যমে যেমন অপরাধীকে শারীরিক ও মানসিকভাবে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করে গড়ে তোলা হয়। তেমনি তা তার জন্য কাফ্ফারা হিসেবে পরকালীন শাস্তিকেও রহিত করে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

مَنْ أَصَابَ حَدا فَعُجِّلَ عُقُوْبَتُهُ فِى اَلدُّنْيَا فَاللهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُّثَنِّيَ عَلٰى عَبْدِهِ الْعُقُوْبَةَ فِى الاٰخِرَةِ وَمَنْ أَصَابَ حَدا فَسَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَفَا عَنْهُ فَاللهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَّعُوْدَ فِىْ شَىْءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ.

"কোন লোক শাস্তিযোগ্য অপরাধ করলে এবং দুনিয়াতেই তার উপর শাস্তি কার্যকর হলে, আল্লাহ তার বান্দাকে পরকালে পুনরায় শাস্তিদানের ব্যাপারে অবশ্যই ন্যায়বিচারক। আর কোন ব্যক্তি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করলে আল্লাহ তার অপরাধ গোপন রাখলে এবং ক্ষমা করলে তিনি তাকে ক্ষমা করার পর পুনরায় শাস্তিদানের ব্যাপারে অবশ্যই অধিক দয়াপরবশ।"[১২৪]

শাস্তিবিধান সমাজের সকলের জন্যই মহা কল্যাণকর। এক সন্ত্রাসীর কারণে সমাজের দশজনের শান্তি নষ্ট হতে দেওয়া একটি মারাত্মক জুলুম। ইসলাম অপরাধের শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এবং সুস্থ ও সুষ্ঠু সমাজ কায়েম করে রহমতের বারিধারা বর্ষণ করে।

পরিচ্ছেদ: ৫

দুর্নীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গঠনে ইসলামী সমাজব্যবস্থা

---

১২৪. ইমাম তিরমিযী, সুনানে তিরমিযী, كباب الايمان , باب لايزنى الزانى وهو مؤ من (রিয়াদ: দারুস সালাম, ২০০০ খ্রি.), পৃ. ১৯১৬।

Dhaka University Institutional Repository

যে বিশেষ রীতি-নীতি, আইন-কানুন ও কাঠামো দ্বারা সমাজ পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে সমাজ ব্যবস্থা বলে।[১২৫] ইসলামী রীতি-নীতি, আইন-কাঠামো ও বিধি-বিধান দ্বারা যে সমাজ পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে ইসলামী সমাজব্যবস্থা বলে।[১২৬] ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় প্রত্যেক মানুষের অধিকার, চাহিদা ও দায়-দায়িত্ব ইসলামের অনুশাসন দ্বারা নির্ধারিত হয়। ইসলামী সমাজে মানুষের সকল কর্মকাণ্ড ইসলামী শরী'আতের বিধান অনুসারে পরিচালিত হয়। ইসলামী সমাজের প্রত্যেক সদস্যের অঙ্গীকার হলো-

قُلْ إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

"বল, আমার সালাত, আমার ইবাদত, আমার জীবন ও আমার মরণ জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র উদ্দেশে নিবেদিত।"[১২৭]

দুর্নীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গঠনে ইসলামী সমাজব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা এরূপ সমাজ ব্যবস্থায় সুখ-শান্তি ও কল্যাণ এবং অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানসহ যাবতীয় মৌলিক অধিকার পূরণের নিশ্চয়তা রয়েছে। এরূপ সমাজে মানুষকে অযথা নির্যাতন, নিপীড়ন করার সুযোগ নেই। প্রত্যেকেই অপরের ক্ষতি না স্বাধীনভাবে সুখ-শান্তিতে বসবাস করতে পারে।

সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তি তার জীবনের নিরাপত্তা কামনা করে। ইসলামী সমাজব্যবস্থায় যে কোন ব্যক্তি তার জীবনের পূর্ণ নিরাপত্তা পেয়ে থাকে। অন্যায়ভাবে কেউ কাউকে হত্যা করে না। যেমন কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে,

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَمَ اللّٰهُ إِلَّا بِالْحَقِّ.

"আল্লাহ যাকে হত্যা করা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা কর না।"[১২৮]

---

১২৫. আমির হোসেন সরকার, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা (গাজীপুর : বাংলাদেশ উমুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ১৬২।
১২৬. আমির হোসেন সরকার, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২।
১২৭. আল-কুরআন, সূরা আল-'আনআম, আয়াত : ১৬২।
১২৮. আল-কুরআন, সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত : ৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

শরী'আহসম্মত সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ শান্তিতে সহাবস্থান করতে পারে। কেউ কাউকে উৎপীড়ন ও নিপীড়ন করে না এবং কষ্ট দেয় না। কেননা মহানবী (সা) বলেছেন,

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ.

"যার উৎপীড়ন থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়, সে বেহেশতে প্রবেশ করবে না।"[১২৯]

সমাজে নানা কারণে দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের উদ্ভব হয়। নিরাপত্তাহীন বাসস্থান, অবিচার, মান-সম্মানের হানি, মতামত প্রকাশ ও ধর্মীয় স্বাধীনতার অভাবের কারণে অনেক সময় মানুষ সন্ত্রাসী ও দুর্নীতিপরায়ণ হয়। রাসূলে পাক (সা)-এর আদর্শ সমাজ ব্যবস্থায় এগুলোর কোন স্থান নেই।

একমাত্র ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা মানুষকে সর্বপ্রকার নৈতিক অধঃপতন, অবক্ষয়, পাপ, পঙ্কিলতা হতে নিষ্কলুষ ও পবিত্র রাখে। সে কারণে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় মদ্যপানকে হারাম করা হয়েছে। চুরি, ডাকাতি, জুয়া, মিথ্যাচার, নরহত্যা, নির্যাতনকে অপরাধ ও কঠিন পাপ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। সুতরাং দুর্নীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গঠন করতে হবে রাসূলে পাক (সা)-এর আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের মাধ্যমে।

পরিচ্ছেদ:৬

দুর্নীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গঠনে মসজিদের ইমাম, আলিমগণের ভূমিকা

নামাযের জন্য বিশেষভাবে নির্মিত 'ইবাদতগৃহকে মসজিদ বলা হয়।[১৩০] মসজিদকে بيت الله (আল্লাহ্‌র ঘর) বলা হয়। কেননা মসজিদের নিরঙ্কুশভাবে এক আল্লাহ্‌র

১২৯. ইমাম মুসলিম, সহীহ আল মুসলিম, প্রাগুক্ত।

১৩০. Ruquiyah Waris Moqsood, A Basic Dictionary of Islam (New Delhi: Good word Books, pvl. Lid. 2002 Ad), p. 138.

Dhaka University Institutional Repository

‘ইবাদত এবং ইবাদতের সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী এবং কুরআন- হাদীসের শিক্ষাদান ছাড়া অন্য কিছু করা জায়েয নয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا.

“নিশ্চয়ই মসজিদসমূহ আল্লাহ্‌র। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য কাউকে ডেকো না।”[১৩১]

ইসলামী শরী‘আতভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় মসজিদের গুরুত্ব বহুমাত্রিক। বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রস্থল ও নানা সমস্যা সমাধানের স্থান হলো মসজিদ। ইমাম হলেন মসজিদের প্রধান ব্যক্তি। তিনি মসজিদকেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থার নেতৃত্ব প্রদান করেন। সমাজকে দুর্নীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত করতে ইমামের ভূমিকা অপরিসীম। ইমাম সমাজের সকল মানুষের নিকট সমাদৃত। তিনি সমাজের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে পারেন।

দুর্নীতি ও সন্ত্রাস সমাজের অন্যতম সমস্যা। ইমাম সাহেব পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আলোচনায় এবং পবিত্র জুমু‘আর খুতবায় দুর্নীতি ও সন্ত্রাস বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপন করে থাকেন। ইসলামী জীবনব্যবস্থায় দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের ভয়াবহ পরিণতি ও শাস্তি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে থাকেন।[১৩২] ইসলামী জ্ঞানে পণ্ডিত ও আমল-আখলাকে নিষ্ঠাবান ব্যক্তিকে আলিম বলা হয়।[১৩৩]

মুসলিম সামাজে আলিম ব্যক্তি শ্রদ্ধার পাত্র। তাকে সকলেই সম্মান করে। তাই একজন আলিম সহজেই সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে,

وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ.

“আলিমগণ নবীদের উত্তরাধিকারী।”[১৩৪]

---

১৩১. আল-কুরআন, সূরা জিন, আয়াত : ১৮।

১৩২. এবিএম আব্দুল মান্নান মিয়া, ইসলাম শিক্ষা (ঢাকা : হাসান বুক হাউস, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ১৪০-১৪১।

১৩৩. সম্পাদনা পর্ষদ, ব্যবহারিক বাংলা উচ্চারণ অভিধান (ঢাকা : অনন্যা, ১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ২৫।

১৩৪ সহীহ বুখারী, কিতাবুল ইলম, বাব: আল-ইলমু কাবলাল কাওল ওয়াল আমাল (রিয়াদ: আল-কুতুবুস সিত্তাহ, ২০০০ খ্রি.), পৃ. ৮।

Dhaka University Institutional Repository

নবী-রাসূলগণের দায়িত্ব ছিল সমাজ সংস্কার করা। তাঁরা সমাজের যাবতীয় অন্যায়-অনাচার ও অশ্লীলতার মূলোচ্ছেদ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। বর্তমান সময়ে তাঁরা একযোগে দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেছেন এবং জোরালো বক্তব্য প্রদান করেছেন। ফলে জনগণের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে।

আলিমগণ নবী- রাসূলগণের দায়িত্ব ও গুরুত্ববহ কর্তব্য পালন করেন। তাঁরা সমাজকে সুন্দরভাবে গঠন করার জন্য দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কথা বলতে থাকেন।

ওয়াজ-নসিহতকারীদের ভূমিকা

বিভিন্ন ওয়াজ- মাহফিল এবং ধর্মীয় জনসভায় দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বক্তব্য দিতে পারেন। কুরআন ও হাদীসের আলোকে দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মানুষকে প্রজ্ঞার সাথে বোঝাতে পারেন। আমাদের দেশের সর্বত্র সব ঋতুতে গ্রামে-গাঞ্জে ও শহরে-বন্দরে আবহমান কাল থেকে ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন অব্যাহত রয়েছে। মুসলিম ধর্মীয় পণ্ডিতগণ এসব অনুষ্ঠানে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য পেশ করেন। সমাজ সংস্কারে তাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তারা নিজেদের ওয়াজ-নসীহতে মুসলমানদেরকে সৎপথে চলার, সওয়াবের কাজ করার, পাপ কাজ বর্জন করার জন্য সদা উদ্বুদ্ধ করে থাকেন। জনসাধারণ ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে তেমন শিক্ষিত না হওয়া সত্ত্বেও সমজিদের ইমাম এবং ইসলামী বক্তগণের আলোচনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ইসলামী জীবন ধারার অনুসরণ করছেন। তারা দুর্নীতি ও সন্ত্রাসী কর্ম থেকে বিরত থাকছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ.

“তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে ডাক। হিকমত (প্রজ্ঞা) এবং তাদের সাথে আলোচনা কর সদ্ভাবে।”[১৩৫]

---

১৩৫ আল- কুরআন, সূরা আন- নাহল, আয়াত : ১২৫

Dhaka University Institutional Repository

পরিশেষে বলা যায়, দুর্নীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গঠনে আলিম সমাজের ভূমিকা অপরিসীম।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

সমাজে বিশ্ব- পুঞ্জীভূত দুর্নীতি ও সন্ত্রাস মানবজীবনে জটিল ও প্রকট আকার ধারণ করেছে। ফলে সমাজের সর্বত্র নানাবিধ অশান্তি ও নিরাপত্তাহীনতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। মানব সভ্যতার উষালগ্ন থেকে বর্তমান আধুনিক সভ্যতার চূড়ান্ত বিকাশপর্ব পর্যন্ত সমাজ ব্যবস্থায় নানা বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। মানবগোষ্ঠী একটু শান্তির অন্বেষায় এ সমাজকে বারবার ভেঙ্গে নতুন অবয়বে গড়েছে। সমাজের দুষ্টক্ষত 'দুর্নীতি ও সন্ত্রাস' শান্তি পিয়াসী মানব মনের লালিত স্বপ্ন পূরণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে বারবার। মানব ইতিহাসের একটি সোনালী অধ্যায় গোটা বিশ্ববাসীর মনে জ্বলজ্বল করছে। তা হচ্ছে ইসলামের কালজয়ী, আলোকদীপ্ত ও শাশ্বত জীবনাদর্শ। সমস্যাপীড়িত মানবমন বিমুগ্ধ বিস্ময়ে শান্তির লালিত আকর ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় খোঁজছে। বিশ্ব ইতিহাসের সর্বোচ্চ মানব কল্যাণ সাধনকারী সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) সমাজ-সভ্যতার পুনর্গঠনে যে অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা পৃথিবীর এক নজীরবিহীন ঘটনা। বিশ্বনবীর রচিত 'দুর্নীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত' সমাজ ব্যবস্থার ধারাবাহিকতা খুলাফায়ে রাশেদীনের শাসন পরবর্তী বারোশত বছরের ইতিহাসকে ধারাবাহিকভাবে সমৃদ্ধ করেছে।

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের ভয়াবহতার যে সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তা রীতিমত উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগজনক। প্রচলিত আইন বা সমাজ ব্যবস্থায় অনেক দুর্নীতি ও সন্ত্রাসীকর্মকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করতেই ব্যর্থ হয়েছে। ফলে সমাজে মাদকাসক্তি, ব্যভিচার, ধর্ষণ, যৌন হয়রানি, যৌন নিপীড়ন, এসিড নিক্ষেপ, শ্লীলতাহানি, পরস্ব অহরণ, ঘুষের লেনদেন, চোরাকাবারি, মজুতদারি ইত্যাকার অপরাধ কর্ম মানবসাজকে জর্জরিত করে ফেলেছে।

Dhaka University Institutional Repository

অনৈতিক ও অর্থনৈতিক নৈরাজ্য সমাজ জীবনে অনিষ্টের মূল কারণ। শোষণ বঞ্চনা যেন সমাজে বিধিসম্মত বিষয়ে পরিণত হয়েছে। শ্রমজীবীদের শ্রমের বিনিময়ে সমুদয় উৎপাদিত দ্রব্য পুঁজিপতির নিজস্ব সম্পত্তিতে পরিণত হয়ে যায়। ফলে সমাজে পুঁজিপতিদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।[১] অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা মানুষের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান গড়ে তুলছে। সম্পদ উপার্জনে বৈধ-অবৈধের সীমারেখার ক্ষেত্রে অপূর্ণাঙ্গতা বা ইসলামের হালাল হারামের দিক-নির্দেশনা কার্যকর না থাকার ফলে সমাজে ব্যাপকভাবে চলছে সুদী কারবার, ঘুষ লেনদেন, দুর্নীতি, চৌর্যবৃত্তি, চাঁদাবাজি, ছিনতাই, মুনাফাখোরী, মজুদদারী, ভেজাল মিশ্রণ, কালোবাজারি, চোরাচালানসহ নানাবধি অর্থনৈতিক অনাচার।

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে আদর্শ ও নীতি-নৈতিকতাহীনতা সমাজ জীবনে মারাত্মক বিপর্যয় সৃষ্টি করছে। ফলে দেশপ্রেমহীন নেতৃত্ব স্বার্থন্ধতায় মদমত্ত হয়ে পড়ছে। ক্ষমতার অপব্যবহার রাজনীতিকে দুর্বৃত্তের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে ফেলেছে। 'দলীয়করণ, প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহার, বহুদেশে ও বহুক্ষেত্রে আইন ও বিচার বিভাগের পরাধীনতা ইত্যাদি কারণে সমাজের শান্তিপ্রিয় নিরীহ মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে। রাজনীতিতে সন্ত্রাস, অন্তর্কোন্দল, হত্যা, মারামারি, টেন্ডারবাজি, দারিদ্র, দুর্ভিক্ষ, বেকারত্ব, হতাশা, ভয়-ভীতি ইত্যাকার অনাচার জনমনে মারাত্মক বিভীষিকা সৃষ্টি করছে।

সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে কাম-উদ্দীপক ও নির্লজ্জতার বিষবাষ্প মানব সমাজে ছড়িয়ে পড়ছে। এসব কারণে নর-নারীর অনৈতিক সম্পর্ক, ছাত্র-ছাত্রীদের অবৈধ প্রণয়, অসম বিবাহ, সম্পর্কচ্ছেদ, অপহরণ, ধর্ষণ, গণধর্ষণ, কুমারী মাতৃত্ব, তরুণ-যুবা কর্তৃক নারী ও তরুণীদের উত্যক্ত করা প্রভৃতি অপরাধে সমাজ জীবন ভারাক্রান্ত।

---

১. ড. রংগলাল সেন, সমাজ কাঠামো: পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র (ঢাকা : নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০০০খ্রি.), পৃ. ৩২২।

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক অবক্ষয় ও ধর্মীয় মূল্যবোধের অভাবের দরুন পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, মানবিক ও নৈতিক চেতনাবোধের বিলুপ্তি ঘটছে প্রায়। ফলে সমাজ জীবনে হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি, পরচর্চা, পরনিন্দা, মিথ্যাচার, চোগলখোরি, অশ্লীল গালি-গালাজ, আত্মীয়তার সম্পর্কচ্ছেদ, বিভিন্ন রকম অপকর্ম মানবসমাজে ছড়িয়ে পরছে, সর্বত্রই বিঘ্নিত হচ্ছে সামাজিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা।

এসব অপরাধ ও অবক্ষয় সমাজ জীবন থেকে অপসারিত করা অতীব জরুরী। এসব অপরাধের কারণে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে অনেক জাতি-গোষ্ঠী। ভূমিধ্বস, জলোচ্ছ্বাস, প্রস্তর বর্ষণ, বজ্রনিনাদ, ঘূর্ণিঝড়, দূরারোগ্য ব্যাধি, বিভিন্ন দুর্ঘটনা ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে অপরাধীদের নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং পরকালীন জীবনেও কঠোর শাস্তি প্রদান করবেন। সমাজে অহংকার ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ কর্মের জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অনেক সতর্কবাণী রয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوْا وَلٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ. فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتّٰى إِذَا فَرِحُوْا بِمَا أُوْتُوْا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُوْنَ. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

"আমার শাস্তি যখন তাদের উপর আপতিত হল তখন তারা কেন বিনীত হল না? অধিকন্তু তাদের হৃদয় কঠিন হয়েছিল এবং তারা যা করেছিল শয়তান তা তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল। তাদের যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল তারা যখন তা বিস্মৃত হল তখন আমি তাদের জন্য সমস্ত কিছুর দ্বার উন্মুক্ত করে দিলাম। অবশেষে তাদেরকে যা দেয়া হল যখন তারা

Dhaka University Institutional Repository

তাতে উল্লসিত হল তখন অকস্মাৎ তাদেরকে ধরলাম; ফলে, তখনি তারা নিরাশ হল। অতঃপর জালিম সম্প্রদায়ের মূলোচ্ছেদ করা হল। আর প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই।”২

এসব দৃষ্টান্ত অপরাধীদের সতর্ক হয়ে সঠিক কর্মাচারে মনোনিবেশ এবং সোজা-সরল পথ অবলম্বন করার জন্য প্রদান করা হয়েছে। সতর্কবাণী পৌঁছার পরও যারা আল্লাহ্‌র আদেশ-নিশেধ-উপদেশ বিস্মৃত হয়ে দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও পাপাচারে লিপ্ত থাকবে, তৎসঙ্গে তাদের ধন-সম্পদ ও প্রাচুর্যের গর্ব-অহংকার প্রদর্শন করবে, তাদের প্রতি আকস্মিক কোন বিপর্যয় আসার এটাই পূর্বাভাস। যে জাতি আল্লাহ তা‘আলার অবাধ্য হওয়া থেকে বিরত হয় না তাদেরকে আল্লাহ তা‘আলা নিশ্চিহ্ন করে দেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ.

“আমি ধ্বংস করেছি কত জনপদ, যার অধিবাসীরা ছিল যালিম এবং তাদের পরে সৃষ্টি করেছি অন্যান্য জাতি।”৩

শিল্প, প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের যুগে সমাজ জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। প্রযুক্তির কল্যাণে মানুষ একদিকে যেমন নানা অসাধ্য সাধন করেছে অন্যদিকে ভোগলিপ্সা মানুষকে মানুষত্বের পর্যায় থেকে পশুত্বের স্তরে নামিয়ে দিয়েছে। মানবিক গুণগুলো দিন দিন সমাজ থেকে নির্বাসিত হচ্ছে। আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার এ আলোঝলমলে সভ্যতার অন্তরালে মানবতাবাদীদের আর্তচিৎকার শোনা যায়। নৈতিক, মানবিক ও আধ্যাত্মিক, অবক্ষয়ের কারণে মানবতা আজ বিভ্রান্ত ও বিপর্যস্ত। অসভ্যতা ও বর্বরতা মানুষের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, সংস্কৃতি, রাষ্ট্র ও আধ্যাত্মিক জীবনকে গ্রাস করছে। আজ যে কোন ধর্মে ধার্মিক ও নিষ্ঠাবান মানুষের বড়োই অভাব।

২. আল-কুরআন, সূরা আল- আন‘আম, আয়াত : ৪৩-৪৫
৩. আল-কুরআন, সূরা আল- আম্বিয়া, আয়াত : ১১

Dhaka University Institutional Repository

সমাজের দুর্নীতি ও সন্ত্রাস দূরীভূত করে ব্যাপক সংস্কার ও সামাজিক পুনর্বিন্যাস করা না হলে অচিরেই মানব সভ্যতার অধঃপতন ঘটবে। এহেন সংশোধনের জন্য আন্তরিকভাবে ইসলামী জীবনব্যবস্থা অনুসরণের কোনো বিকল্প নেই।

ইসলামী শরী'আহভিত্তিক আদর্শবাদী সমাজের বুনিয়াদ রচিত হয়েছে আল্লাহ প্রদত্ত ঐশী বিধান কুরআনুল কারীম ও মহানবী (সা)-এর সমাজ দর্শন এবং জীবনাদর্শের আলোকে। বস্তুত এ সমাজ মানুষের সার্বিক অগ্রগতি, সুখ-সমৃদ্ধি, শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। এ সমাজের গোড়াপত্তন হয়েছিল মদীনাতে মহানবী (সা)-এর নেতৃত্বে। ওহীভিত্তিক সেই সমাজব্যবস্থায় মানুষের সার্বিক জীবনের পুনর্বিন্যাস সাধনের মাধ্যমে সামাজিক কল্যাণ লাভ করা কল্যাণ রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন সম্ভব হয়েছিল। অতীতের সেই গৌরবান্বিত ইসলামী সমাজ আজও আমাদের আধুনিক সমাজ বিনির্মাণে মাইলফলক হয়ে রয়েছে। ঐশী জ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডার ও শাশ্বত সত্যের আলোকদীপ্ত আদর্শ মানব জীবনের সাথে একান্ত সঙ্গতিশীল। সমাজে যা কিছু কল্যাণকর, যা কিছু শান্তি প্রদায়ী, নিরাপত্তার আধার তাই আল-ইসলাম।

জীবনাচরণের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে ইসলামী চেতনাকে পরিব্যাপ্ত করে মানুষের মননশীলতার পূর্ণ বিকাশ এবং পরিশীলিত জীবনবোধ উজ্জীবিত করার লক্ষে বক্ষ্যমাণ অভিসন্দর্ভে প্রয়াস পেয়েছি। দুর্নীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গঠনে ইসলামের নান্দনিক বিষয়গুলোর সঠিক উপস্থাপনা ও যুক্তিপূর্ণ আলোচনা ও বাস্তব জীবনে অনুশীলণ মানব সভ্যতার এ সংকটকালে অতীব জরুরী। নিরেট, অসাড় ও জড়বাদী পাশ্চাত্য সমাজ দর্শন আজ মানবজাতির কাঁধে বোঝাস্বরূপ। মানব সভ্যতার এ বিপর্যয় লগ্নে ইসলামের আকাশছোয়া উদারতা এবং সিন্ধুসম জ্ঞানের মশাল সমাজ জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত করবে। ইসলামের

Dhaka University Institutional Repository

গৌরবময় ঐতিহ্য ও সহস্র বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে দুর্নীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ বিনির্মাণের জোরালো ও কার্যকর নির্দেশনা আলোচ্য অভিন্দর্ভে তুলে ধরা হয়েছে। মূলত ইসলামী জীবনাদর্শের যথাযথ অনুসরণ, প্রতিপালন ও কার্যকরকরণই দুর্নীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত সমাজের ভিত রচনা করতে পারে, তদ্ভিন্ন কোন বিকল্প নেই।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

ক. আরবি গ্রন্থ

১. *আল-কুরআনুল মাজীদ*

২. ***আল-কুরআনুল-কারীম,*** অনু. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ২০০৩ খ্রি.।

আবূ জা'ফর আন-নাহহাস

৩. ***মা'আনিল কুরআন আল-কারীম***, মক্কা আল-মুকার্‌রামাহঃ জামেয়াতু উম্মুল কুরা, ১৪০৯ হি.।

আবূ আব্দুল্লাহ আমদ ইবন হাম্বল আশ-শায়বানী

৪. ***মুসনাদু ইমাম আহমদ,*** বৈরূত : মু'আসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪১৯ হি.।

আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু আহমদ কুরতুবী

৫. ***আল-জামি'উ লি আহকামিল কুরআন,*** কায়রোঃ আল-মাকতাবাতুত তাওফীকিয়্যাহ, তা. বি।

আহমদ ইবনু আলী আবূ বকর আল-জাসসাস,

৬. ***আহকামুল কুরআন***, তাহকীক, সিদ্‌কী সিদ্‌কী মুহাম্মদ জামীল, বৈরূতঃ দারুল ফিকর, ১ম সংস্করণ, ২০০১ খ্রি.।

আবূ বকর ইবনুল আরাবী

৭. ***আহকামুল কুরআন***, বৈরুত, দারুল মা'রিফাহ, ১৯৭২ খ্রি.।

আল্লামা ইবন আবদিল-ইয্‌যী

৮. ***শরহুল-আকীদাহ আত-তহাবিয়্যাহ,*** বৈরূতঃ আল-মাকতাব আল ইসলামী, ১৯৪৮ খ্রি.।

আলাউদ্দীন খতীব আল-বাগদাদী

৯. ***হাদীয়্যাতুল-আরিফীন***, ইস্তাম্বুলঃ ওকালাতুল মা'আরিফ, ১৯৫৫ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

আবদুল আযীম আয-যারকানী

১০. ***মানাহিলুল আরিফীন,*** ইস্তাম্বুল, যাকাতুল মা'আরিফ, ১৯৫৫ খ্রি.।

আহমদ মুস্তফা আল মারাগী

১১. ***তাফসীরুল মারাগী,*** বৈরূতঃ দারু ইহইয়াইত-তুরাছিল-আরাবী, তা. বি.।

আবদুল মালিক ইবন হিশাম

১২. ***আস-সীরাতু'ন নুবুবিয়্যাহ,*** মিসরঃ মাতবা'আতু মোস্তফা আল-বারী, ১৯৩৬ খ্রি.

আল্লামা আবদা আলী মাহনাহ্

১৩. ***লিসানু'ল আলসুন***, বৈরূতঃ দারুল-কুতুবিল ইলমিয়্যাহ,১৯৯৩খ্রি.।

আল্লামা যারকাশী

১৪. ***আল-বুরহান ফী উলূমি'ল কুরআন***, বৈরূতঃ দারুল মা'রিফাহ্, ১৯৭২ খ্রি.।

'আল্লামা কাফতী

১৫. ***আনবাউররুআত 'আলা আনবাহিন-নুহাত,*** কায়রোঃ দারুল- কুতুবিল মিসরিয়্যাহ, ১৯৫৫ খ্রি.।

'আল্লামা শামসুদ্দীন যাহাবী

১৬. ***সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা,*** বৈরূতঃ মুওয়াসসাসাতুর-রিসালাহ, তা. বি.।

'আবদুর রহমান ইবনু খালদূন

১৭. ***আল-মুকাদ্দামাহ, তাহকীক, আলী 'আবদুল ওয়াহিদ ওয়াজী,*** মিসরঃ দারুন-নাহদাহ, ১৯৮১ খ্রি.।

ইবনুল-ওয়াহিদ আল য়া'কুবী

১৮. **তারীখুল-ইসলাম,** বৈরূতঃ ১৯৬৩ খ্রি.।

ইবনুল-আছীর

Dhaka University Institutional Repository

১৯. *আল-কামিল ফী আত-তারীখ,* বৈরূতঃ দারুল-কুতুব আল-‘ইলমিয়্যাহ, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি.।

ইবনুল আহমাদ হাম্বলী,

২০. *শাযারাতুয-যাহাব,* মিসরঃ মাকতাবাতুল-কুদ্‌সী, ১৩৫০ হি.।

ইব্‌ন হাজার আল-‘আসকালানী

২১. *তাহযীবুত তাহযীব*, বৈরূতঃ দারু’ল-ফিকর আল-‘আরাবী, ১৩২৬ হি.।

ইমাম রাগিব আল-ইস্‌ফাহানী

২২. *আল-মুফরাদাত ফী গরীবিল-কুরআন,* বৈরূতঃ দারুল-মা‘রিফাহ্‌, তাবি।

ইবন কাছীর

২৩. *আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ,* বৈরূত : ১৯৩২ খ্রি.।

ইবন জরীর আত-তাবারী

২৪. *তারীখুল-উমাম ওয়াল-মুলুক,* কায়রোঃ ১৩৩৬ হি.।

‘উমর রিযা কাহালাহ

২৫. **মু‘জামুল-মুওয়াল্লিফীন**, দামিশ্‌কঃ দারুল-ফিকরিল-‘আরাবী, ১৯৬৪ খ্রি.।

কাযী মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ পানীপথী

২৬. *তাফসীরু’ল-মাযহারী,* ঢাকাঃ ই.ফা. বা., ১৪১৮ হি./১৯৯৭খ্রি.।

কাজী নাসিরুদ্দীন আল-বায়যাবী

২৭. *আনওয়ারুত-তানযীল ওয়া আসরারুত-তা’বীল,* দেওবন্দঃ কুতুবখানা রহীমিয়্যা, তা. বি.।

খালেদ আবদুর-রহমান আল-‘আক্ক

২৮. *আল-ফুরকান ওয়াল-কুরআন, দামিশকঃ দারুল-হিকমাহ,* ১৯৯৪ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

ছফিউর রহমান মুবারকপুরী

২৯. *আর-রাহীক আল-মাখতুম,* মক্কাঃ রাবিতাতুলল-‘আলাম আল-ইসলামী, ১৪০০হি.

ড. ‘আবদুল করীম ‘উছমান,

৩০. *মা‘আলিম আছ-ছাকাফাহ আল-ইসলামিয়্যাহ,* বৈরূতঃ দারুল-‘ইলমি লিল মালাঈন, ১৪২১ হি.

ড. মুহাম্মদ মুহাম্মদ হুসায়ন

৩১. *আল-ইসলাম ওয়াল-হাদারাহ আল-ইসলামিয়্যাহ,* কায়রোঃ মাতবা‘আহ মিসরিয়্যাহ, ১৪০৮ হি.।

ড. শওকী দায়ফ,

৩২. *আল-আদব আল-আরাবী আছরুদ-দুওয়াল ওয়াল-ইমারাত আল-আন্দালুস,* কায়রোঃ দারুল-মা‘আরিফ, ১৯৮০ খ্রি.।

ড. মুনতাসির মাহমূদ

৩৩. *ফী-আছ-ছাকাফাহ আল-ইসলামিয়্যাহ,* জিদ্দাঃ দারুস-সাউদিয়্যাহ, ১৪২২হি.।

৩৪. *আত-তাফসীর ওয়া আল-মুফাসসিরুন,* বৈরূতঃ দারুল-কুতুব আল-হাদীছিয়্যাহ, সা’ঊদীঃ ১৩৯৬ হি.।

ড. মুহাম্মদ হুসায়ন আয-যাহাবী

৩৫. আল-হাদীছ ওয়াছ-ছাক্বাফাহ আল-ইসলামিয়্যাহ, রিয়াদ, ওয়ারাতুল-মা‘আরিফ, ১৯৮১ খ্রি.।

ড. সুবহী সালিহ

৩৬. *মাবাহিছ ফী ‘উলূমিল-কুরআন,* বৈরূতঃ দারুল-‘ইলমি লিল মালাঈন, ১৯৮৫ খ্রি.।

ড.‘আবদুল ‘আযীয

৩৭. *আশ-শির আল-আন্দালূসী,* রিয়াদঃ বাহরুল-উলূম, ১৯৮২ খ্রি.।

ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ

৩৮. *‘উলূমুল-কুরআন, রাজশাহীঃ* আল-মাকতাবাতুশ-শাফি‘ঈয়্যাহ্‌, ২০০১খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

ড. আহ্মদ সান্বাতী

৩৯. ***তরজুমাতুল-মা'আনিল-কুরআনিয়্যাহ,*** কাতারঃ মাতবা'আদ্-দা'ওয়াহ্ আল-হাদীছাহ্, কাতার বিশ্ববিদ্যালয়, তাবি।

ড. মুহাম্মদ ছা'লাবী

৪০. ***মাওসু'আতুত-তারীখ আল-ইসলামী,*** মিসরঃ মাকতাবাতুন নাহদাহ আল মিসরিয়্যাহ, ১৯৮৮খ্রি.।

ড. হাসান ইবরাহীম হাসান

৪১. ***তারীখুল-ইসলাম,*** কায়রোঃ মাকতাবাতুন-নাহদাহ, আল-মিসরিয়্যাহ, ১৪০০ হি.।

নসর মুহাম্মদ 'আরিফ

৪২. ***আল-হাদারাহ, আছ-ছাক্বাফাহ, আল-মাদানিয়্যাহ,*** মিসরঃ আল-মা'হাদ আল-ইসলামী লিল-ফিকরিল-ইসলামী, ১৪১৪ হি.।

ফযীলাতুশ-শায়খ হাসান আয়্যূব

৪৩. ***আল-ফিকহুশ-শামিল,*** কায়রোঃ দারুস-সালাম, ১৪২২ হি.।

মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী

৪৪. ***সহীহুল-বুখারী,*** করাচিঃ কুতুবখানায়ে তিজারাহ, ১৩৮১ হি.।

মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল-কুশায়রী

৪৫. ***সহীহুল-মুসলিম***, দিল্লীঃ মাকতাবাতু রশীদিয়্যাহ, তাবি।

মুহাম্মদ খলফুল্লাহ

৪৬. ***আছ-ছাকাফাতুল-ইসলামিয়্যাহ ওয়াল-হায়াতুল-মুআসারাহ,*** মিসরঃ দারুশ-শুরূক, ১৯৯৭ খ্রি.।

মুহাম্মদ 'আবদুল্লাহ আশ-শারকাবী

Dhaka University Institutional Repository

৪৭. ***আল-ঈমান: হাকীকাতুহু ওয়া আছারুহু ফীন-নাফস ওয়াল-মুজতামা***, বৈরূত:দারুল -জাবাল, ১৯৯০খ্রি.।

মান্না ‘খলীল আল-কাত্তান

৪৮. ***মাবাহিছ ফী ‘উলুমিল-কুরআন,*** রিয়াদ: মাকতাবাতুল-মা‘আরিফ, ১৯৯২খ্রি.।

মুহাম্মদ আমীন ইবন আবেদীন

৪৯. ***রাদ্দুল মুহতার আলাদ-দুররিল মুখতার***, দেওবন্দ মাকতাবায়ে যাকারিয়া, তা বি।

মুহাম্মদ আলী আস-সাবূনী

৫০. ***সফওয়াতু-তাফাসীর,*** বৈরূত: দারুল-কুরআনিল-কারীম, ১৪০০ হি.।

মাহমূদ ইবন ‘আলী আল-ফাদ্দাহ

৫১. ***আল-জাদাবিলুল-জামি‘আহ,*** কুয়েত: দারুদ-দা‘ওয়াহ, তা. বি.।

সায়্যিদ সাবেক,

৫২. ***ফিকহুস-সুন্নাহ***, বৈরূত: দারু-লি-ফিকর, ১৪১৩ হি.।

খ. ইংরেজী গ্রন্থ

A M M Shawkat Ali

53. ***Faces of Terrorism in Bangladesh,*** Dhaka: The University Press Ltd., 2006 A.D.

A. Guillaume

54. ***The life of Muhammad***, Pakistan: 1987 A.D.

A. H. Siddiqi,

55. ***The Islamic Concept of Islam,*** Lahore: 1981 A.D.

A. J. Toynbee

56. ***A study of History,*** London: 1962 A.D

Dhaka University Institutional Repository

A. Yusup Ali

57. ***The Holy Qur'an,*** Dhaka: I. F. B., 1979 A.D

A.K,. Abdul Mannan

58. ***Aspects of Islamic Ideology and culture,*** Comilla: industrial press, 1968 A.D.

Abdullah Yusuf Ali

59. ***The Holy Qur'an,*** New York: The Marry Printing Company, 1946 A.D.

Abdur Rahman

60. ***Muhmmadan jurisprudence***, Lahore: App Pakistan Legal Decisions, 1963 A.D

Abul Hashim

61. ***The Greed of Islam,*** Dhaka: Bangladesh Co-operative book society Ltd, February 2011 A.D.

Afzalur Rahman

62. ***Qur'ani Science,*** London: Muslim Schools trust, 1978 A.D.

Albert Hymar

63. ***Ancient History,*** London: 1975 A.D.

Amos Leacock

64. ***The Source of polices,*** London: 1890 A.D.

Anthony Giddens

65. ***Sociology,*** Delhi: Replika press, 2004 A.D

Anwar Ahmed Qudri

Dhaka University Institutional Repository

66. ***Islamic jurisprudence in the modern world***. New Delhi: Taj Printers, 1986 A.D.

Donald Kegan

67. ***Problems of Ancient History:*** The Roman World, Paris: 1987 A.D.

Dr. A. Iqbal quraishi

68. ***Islam and Theory of interest,*** Dhaka: I. F.B., 1997 A.D.

Dr. Ahmed A Galawash

69. ***The Relligion of Islam, Cairo:*** Imprimeria Mist, 1963. A.D.

Dr. Allama Iqbal

70. ***The reconstructionof Religious thought in islam,*** Lahore: Kasmiri Bazar, 1960 A.D.

Dr. Ibrahim Kazim

71. ***Essays on Islamic topix, West Indies***: Islamic Acdemy, 1993 A.D.

Dr. J.W. Draper

72. ***History of the Conflict between Religion and Science***, London: 1972 A.D.

Dr. M. Hamidullah

73. ***The First written Constitution in the World,*** Lahore : 1969 A.D.

Dr. M. Taquiddin Al-Hilary

74. ***The Noble Qur'an, English Translation of the meaning and commentary***, Prince Fahad Complex, Madina, 1

Dr. Maurice Bucaille

75. ***The Bible, The Qur'an and sicence,*** Delhi: Taj Company, 1988 A.D.

Dr. Shamsher Ali

Dhaka University Institutional Repository

76. ***Muslim contributions to science and technology,*** Dhaka: I. F. B, 2004 A.D.

Dr. Shamsher Ali

77. ***Scientific Indications in the Hoy Qur'an,*** Dhaka: I. F.B., 1978 A.D.

Edited,

78. ***Religious Militancy and sicurity in south asia,*** Dhaka: Bangladesh institute of international and strategic studies, May 2006 A.D.

Sare Hossain

79. ***Human Rights in Bangladesh 2008,*** Dhaka: Ain O Salish kendra (ASK), 2009 A.D.

Edward Eyre

80. ***European Civilization: Its origon and Development,*** Oxford: 1935 A.D.

Edward Gibbon

81. ***The Decline and Fall of the Roman Emprie,*** New York: 1995 A.D.

F. A. Kleim

82. ***The Religion of islam,*** New Delhi: cosmo publications, 1978 A.D.

F. C. Grant

83. ***Hellenistic Religious,*** New York: 1953 A.D.

G.N. Saqib

84. ***Modernization of Education in Egypt and Turky***: A comparative study, Lahore: Islamic Book Service, 1977 A.D.

G. Sarton

85. ***An introduction of the history of the science,*** New York: 1975 A.D.

Dhaka University Institutional Repository

George sarton

86. ***An introduction of the istory of science***, Baltimore: 1927 A.D.

Graham Ed Fuller

87. ***Terrorism sources & cures, Hoover press***, Girfinkle/Terrorism DPO, HGARWT 0200 rev 1.p. 15.

H. A. R. Gibb

88. ***Studies on the civilization,*** London: 1962 A.D.

H. Beverly

89. ***Reporter, Report on the census of Bengal,*** Calcutta: secretariat press, 1972 A.D.

H.G. Wells

90. ***The out line of history,*** London: 1920 A.D.

Imam uddin

91. ***A political History of Spain,*** Dhaka: 1969 A.D.

J.W. Draper

92. ***A History of the Intellectual Development of Europe,*** London: 1875 A.D.

Jaki Ali

93. ***Islam in the world,*** Lahore: 1947 A.D.

Jhon nish

94. ***The wisdom of the Qur'an***, Oxfore, 1937 A.D.

Kazi Aybu Ali

95. ***Islamic Culture, Dhaka:*** 1961 A.D.

Dhaka University Institutional Repository

M.A Haqur

96. ***Educational philosophy of the Holy Qur'an,*** New Delhi: Nausliaba publications, 1991 A.D.

M. Ahmad

97. ***Islamic Education: Redefinition of aims and methodology***, New Delhi: Quzi pulishers distributors, 1990 A.D.

M.G. Myrdal

98. **Beyond the welfare state**, New Heven: Yale University Press, 1960 A.D.

M. K. Samuel

99. ***Sociology***, New yourk: Barness of noble, 1979 A.D.

M. Sakhawat Hussain

100. ***Terrorism in south Asia,*** Dhaka: Palok Publishers, March 2009 A.D.

M. Sharif Chawdhary

101. ***A ode o the teaching of Al-Qur'an,*** Lahore: Fazlul Haque and sons printers, 1988 A.D.

M. Watt

102. ***Muhammad at Medina,*** London: 1968 A.D.

M. Fazlur Rahman

103. ***Islamic Methodology in history,*** Karachi: central Institute of Islamic Research, 1965 A.D.

M.N Rawie

104. ***The Historical Role of Islam***, Culcutta: 1931 A.D.

M.P. Charles Worth

Dhaka University Institutional Repository

105. ***The Roman Empire,*** London: Oxfore University Press, 1945 A.D.

Mlchale H. Hearth

106. The 100: A Ranking of the most influential persons in history, New York: 1988 A.D.

Moris Ginsberg

107. ***Sociology,*** London: Oxfore University Press, 1959 A.D.

Mr. A. H.P Gibb

108. ***Muhammadenism,*** London: 1953 A.D.

Mr. Boswarth Smith

109. ***Muhammad and Muhammadenism,*** London: 1974 A.D.

Mr. Forel

110. ***Insanity,*** London: 1990 A.D.

Mr. Gisbert

111. ***Fundamentals of Society,*** London: 1973 A.D.

Mr. Palph and burn

112. ***Western Civilization:*** Their History and their culture, Londn: 1978 A.D.

Mr. S.P Huntington

113. ***The clash of civilization and the remarking of world order,*** India: Penguin books, 1997 A.D.

Mr. Spain and others

114. ***Alcohol and violent death,*** London: 1951 A.D.

Muhammad Abdur Rahim

Dhaka University Institutional Repository

115. ***Kalema Taiyyeba,*** Dhaka: Khairun Prokashoni, June 2003 A.D.

Muhammad Nurul Islam

116. ***Manual of Islam,*** Dhaka Kamiub prokashion, 2002 A.D.

Normans Enderson

117. ***Islam in modern world***, Christian perspective, 1990 A.D.

P.K. Hitti

118. ***History of the Arabs,*** London: Macmillan education Ltd, 1970 A.D.

Professor Sayce

119. ***Ancient History,*** London: 1957 A.D.

R.A. Nicholson

120. ***A Literacy History of The Arabs,*** Cambridge: 1966 A.D.

R.W. Living Stone

121. ***The Legacy of Greek,*** London: Oxford University, Press, 1987 A.D.

R.M. Maclver

122. ***Society: Its structure and changes,*** New York: long and smith, 1932 A.D.

Robert Brifault

123. ***The making of Humanity,*** London: 1919 A.D.

Rom Landau

124. ***Islam and Arabs,*** London: 1958 A.D.

Sir william Muir

125. ***Life of Mohammad,*** London: 1869 A.D.

Syed Ameer Ali

Dhaka University Institutional Repository

126. ***The spirit of Islam,*** London: 1949 A.D.

Tara Chand,

127. ***Influenee of Islam on Indian Culture,*** Allahabad: 1954 A.D.

W. Kane

128. ***History of Education,*** London: 1975 A.D.

W. Tomas Arnold

129. ***The Caliphate,*** Oxford: 1965 A.D.

W.W Tarn

130. ***Alexander the Great,*** Cambridge: 1948 A.D.

গ. বাংলা গ্রন্থ

অধ্যাপক রাশিদা খানম

১৩১. ***সমাজ ও নারী,*** ঢাকা: এ এইচ ডেভেলপয়েন্ট পাবলিশিং হাউজ, ২০১০ খ্রি.।

অধ্যক্ষ আবুল কাসেম

১৩২. ***বিজ্ঞান সমাজ ধর্ম,*** ঢাকা: ই.ফা. বা., আগষ্ট ২০০৭ খ্রি.।

অধ্যক্ষ মো: আলতাফ হোসেন

১৩৩. ***সাংবিধানিক আইন,*** জলি 'ল' বুক সেন্টার, জুলাই২০০৪ খ্রি.।

আবদুল করিম

১৩৪. ***বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস,*** ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি, ২০০৬ খ্রি.।

আব্দুল ওয়াহেদ তালুকদার

১৩৫. ***খাসায়েসুল কুবরা,*** ঢাকা পাবলিকেশন্স, মার্চ ২০০৬ খ্রি. ।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা ওয়াহেদ তালুকদার

১৩৬. *এই বাংলায় এই জনপদে,* ঢাকা: নওরোজ সাহিত্য সংসদ, ২০০৭ খ্রি.।

আল্লামা জালালুদ্দীন সিয়ুতী (র)

১৩৭. *খাসায়েসুল কুবরা,* ঢাকা পাবলিকেশন্স, মার্চ ২০০৩ খ্রি.।

আল্লামা নুরুল ইসলাম ওলীপুরী।

১৩৮, *সান্ত্রাসের উৎস কোথায়,* ঢাকা: আল-কাউসার প্রকাশনী, মে ২০১০ খ্রি.।

১৩৯, *সামাজিক ব্যাধি ও তার প্রতিকার*, আল-কাউসার প্রকাশনী, এপ্রিল ২০১০ খ্রি.।

আবদুল মওদূদ

১৪০. *মুসলিম মনীষা,* ঢাকা: ই. ফা. বা., ১৯৮৪ খ্রি.।

আফীফ আবদুল ফাত্তাহ্ তাব্বারা

১৪১ *ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ,* ঢাকা: ই. ফা. বা., আগষ্ট ২০০৪ খ্রি.।

'আল্লামা তকী উসমানী

১৪২. *তাওবা,* ঢাকা: নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী, জানুয়ারী ২০০১ খ্রি.।

আবদুল হাই লখনৌবী (র)

১৪৩. *গীবত,* ঢাকা: ছারছীনা প্রকাশনী, মার্চ ২০০৮ খ্রি.।

আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী

১৪৪ *আর রাহীকুল মাখতুম,* লন্ডন: আল-কুরআন একাডেমী, এপ্রিল ২০০৮ খ্রি.।

'আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী

১৪৫. *ইসলামে হালাল হারামের বিধান,* ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, নভেম্বর ২০০৭ খ্রি.।

আবদুল কাদের আওদা

Dhaka University Institutional Repository

১৪৬. ***ইসলামী আইন বনাম মানব রচিত আইন,*** ঢাকাঃ ই.ফা.বা., এপ্রিল ২০০৭ খ্রি.।

আবদুল কাদের জিলানী

১৪৭. ***গুনিয়াতুত ত্বালেবীন,*** ঢাকাঃ বাংলাদেশ, তাজ কম্পানী লিঃ, ২০০৬ খ্রি.।

আবদুল হামিদ সিদ্দিকী

১৪৮. ***পাশ্চাত্য সভ্যতার উৎস,*** ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৮৫ খ্রি.।

আব্দুল হাকিম সরকার

১৪৯. ***অপরাধ বিজ্ঞান তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ,*** ঢাকাঃ কল্লোল প্রকাশনী, মে ২০০৫ খ্রি.।

ইবনুল কাইয়্যিম জাওযী

১৫০. ***পরকালের সম্বল,*** ঢাকা। এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ডিসেম্বর ২০০৪ খ্রি.।

ইমাম গাজালী (র)

১৫১. ***ধনসম্পদ প্রেক্ষিত সুফল ও কুফল,*** ঢাকাঃ বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স, মে, ২০০২ খ্রি.।

ইবনে গোলাম সামাদ

১৫২. ***নৃ-তত্ত্ব,*** ঢাকাঃ প্রতীক প্রকাশনী, জুন ১৯৯৬ খ্রি.।

এ.কে.এম শাহনাওয়াজ

১৫৩. ***বিশ্ব সভ্যতা,*** ঢাকাঃ প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ১৯৯৬ খ্রি.।

এইচ.এম. হায়কাল

১৫৪. ***মহানবী (সঃ) এর জীবনচরিত্র***, কলিকাতাঃ মল্লিক ব্রাদ্রার্স, ১৯৯৯ খ্রি.।

এ, কে ব্রোহী

Dhaka University Institutional Repository

১৫৫. *মানবেতিহাসে আল-কুরআনের প্রভাব,* ঢাকা: ই.ফা.বা., ১৪৫২হি./২০০৪ খ্রি.।

এইচ. এম. হায়কাল

১৫৬. *মহানবী (সা)-এর জীবনচরিত্র,* কলিকাতা: মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯৯ খ্রি.।

এম. আব্দুর রহিম

১৫৭. *সামাজিক অবক্ষয় ও সন্ত্রাসের অন্তরালে বিচিত্র প্রতিযোগিতা,* ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০০৬ খ্রি.।

এফ এম আবদুর রব

১৫৮. *এই কি সেই দেশে?* ঢাকা আহমদ পাবলিশিং হাউস, ফেব্রুয়ারি ২০০৪ খ্রি.।

ওয়াহিদুদ্দীন খান

১৫৯. *ইসলাম আধুনিক সভ্যতার জনক,* ঢাকা: বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স, নভেম্বর ২০০৩ খ্রি.।

কামাল উদ্দিন হোসেন

১৬০. *বিশ্ব সভ্যতা পরিক্রমা ও বাংলাদেশ,* ঢাকা: ডলফিন প্রকাশনী, জুন ১৯৯৬ খ্রি.।

কর্ণেল মো: আব্দুল হক

১৬১. *শান্তির সন্ধানে,* ঢাকা খোশরোজ কিতাব মহল, ২০০৯ খ্রি.।

গাজী শামছুর রহমান ও অন্যান্য,

১৬২. *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন,* ঢাকা: ই. ফা. বা., মার্চ ২০০৪ খ্রি.।

জর্জ. এইচ. স্যাবইন

১৬৩. *রাজনৈতিক তত্ত্বের ইতিহাস*, কলকাতা বিশ্বাস বুক স্টল, নভেম্বর ১৯৯৩ খ্রি.।

জিয়াউল হক

Dhaka University Institutional Repository

১৬৪. ***ইসলামী সভ্যতার শেষ ঠিকানা,*** ঢাকা: দি পাথ ফাইন্ডার পাবলিকেশন্স, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.।

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী

১৬৫. ***বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা: সংকট ও সম্ভাবনা,*** ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারি ২০০০ খ্রি.।

জান্নাতুল মাওয়া

১৬৬. ***ইভটিজিং,*** ঢাকা: ন্যাশনাল পাবলিকেশন্স, ফেব্রুয়ারি ২০১১ খ্রি.।

ড. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

১৬৭. ***সমাজ বিজ্ঞান পরিচিতি,*** ঢাকা: হাসান বুক হাউস, ১৯৯৮ খ্রি.।

ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন

১৬৮. ***আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান:*** প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, ঢাকা: ই. ফা. বা., আগস্ট ২০০৪ খ্রি.।

ড. মো: নুরুল ইসলাম

১৬৯. ***বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা,*** ঢাকা: তাসমিয়া পাবলিকেশন্স, জানুয়ারি ২০০৯ খ্রি.।

ড. অনাদিকুমার মহাপাত্র

১৭০. ***নির্বাচিত শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি,*** কলকাতা সুহৃদ পাবলিকেশন্স, জানুয়ারি ২০০১ খ্রি.।

ড. আবুল ফজল হক

১৭১. ***বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি, রংপুর***। টাউন ষ্টোর্স প্রকাশনী, জানুয়ারি ২০০৩ খ্রি.।

অধ্যক্ষ সিরাজুল হক ও ড. সেলিম জাহান

১৭২. ***আধুনিক ধনবিদ্যা,*** ঢাকা: বাংলাদেশ পাবলিশার্স, জুলাই ১৯৮৮ খ্রি.।

ড. মো: ময়নুল হক

Dhaka University Institutional Repository

১৭৩. *ইসলাম: পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন,* ঢাকা: জুন ২০০৭ খ্রি.।

ড. শাহীদা আখতার

১৭৪. *মাদকদ্রব্য ও বর্তমান বিশ্ব,* ঢাকা: যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, জুন ১৯৯০ খ্রি.।

ড. মুহাম্মদ আবদুর রহীম ও অন্যান্য

১৭৫. *বাংলাদেশের ইতিহাস,* ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, আগষ্ট ২০০৫ খ্রি.।

ড. মোহাম্মদ আব্দুর রব

১৭৬. *বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তথ্য সন্ত্রাস,* ঢাকা: বাড কমপিউটার এন্ড পাবলিকেশন্স, অক্টোবর ২০০৩ খ্রি.।

ড. আ. ব.ম সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী

১৭৭. *আরবী প্রবাদ সাহিত্য,* ঢাকা: ই.ফা.বা., জুন ২০০২ খ্রি.।

ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান

১৭৮. *ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে মসজিদের ভূমিকা,* ঢাকা: ই. ফা. বা.,এপ্রিল ১৯৯৭ খ্রি.।

ড. রংগলাল সেন

১৭৯. *সমাজ কাঠামো: পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র,* ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স, মে ২০০০ খ্রি.।

ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান

১৮০. *ইসলাম ও আধুনিক বিশ্ব,* ঢাকা: উত্তরণ প্রকাশনী, জুন ২০০৪ খ্রি.।

ড. এ কে এম নুরুল আলম

১৮১. *ইসলামী দা'ওয়াহর মর্মকথা ও ইসলামী শিক্ষার তাৎপর্য,* ঢাকা: বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ফেব্রুয়ারি, ২০০২ খ্রি.।

ড. আব্দুল মতিন

Dhaka University Institutional Repository

১৮২. *অপরাধ বিজ্ঞান: তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ,* ঢাকা: জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ১৯৯৪ খ্রি.।

ড. মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান

১৮৩. *কুরআনের চিরন্তন মু'জিযা,* ঢাকা: ই. ফা. বা., ১৪০০ হি.।

ড. আবূ বকর মুহাম্মদ জাকারিয়া মজুমদার ও ড. মুহাম্মদ আবদুল কাদের

১৮৪. *তুলনামুলক ধর্ম ও মুসলিম মনীষা,* ঢাকা: বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, মে ২০১১ খ্রি.।

ড. মইনুল ইসলাম

১৮৫. *বাংলাদেশের রাষ্ট্র, সমাজ ও দুর্নীতির অর্থনীতি,* ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, মার্চ ১৯৯৭ খ্রি.।

ড. রশীদুল আলম

১৮৬. *সমাজ দর্শনের ভূমিকা,* বগুড়া: সাহিত্য কুটির, ১৯৮৬ খ্রি.।

ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান

১৮৭. *মুসলিম চিত্রকলা,* ঢাকা: ছাত্র বন্ধু পাবলিকেশন্স, ১৯৯৪ খ্রি.।

১৮৮. *উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনে মুসলমানদের ইতিহাস,* ঢাকা: ১৯৯৪ খ্রি.।

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম

১৮৯. *শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি,* ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০০৬ খ্রি.।

মুহাম্মদ আবদুর রহীম

১৯০. *অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম,* ঢাকা: ই. ফা. বা., মে ২০০৭ খ্রি.।

মোহাম্মদ শামসুল কবির

১৯১. *সম্প্রীতির সংকট ও সমকালীন প্রসঙ্গ*, ঢাকা: সূচীপত্র প্রকাশনী, ২০০৭ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

মতিউর রহমান

১৯২. *ঐতিহাসিক অভিধান*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৬ খ্রি.।

মুহাম্মদ গোলাম মুস্তফা

১৯৩. *বিশ্ব শান্তি ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা),* ঢাকা: ই. ফা. বা., ১৮৬২ হি./ ২০০৫ খ্রি.।

মাহমুদ শফিক

১৯৪. ***দারিদ্র ও উন্নয়ন,*** ঢাকা: নওরোজ সাহিত্য সংসদ, জুন ২০০৬ খ্রি.।

মজিদ কাদদুরী

১৯৫. ***, ইসলামের দৃষ্টিতে শান্তি ও যুদ্ধ,*** ঢাকা: জ্ঞান বিতরণী, ২০০৬ খ্রি.।

মো: আবদুর রহিম

১৯৬. *সামাজিক অবক্ষয় ও সন্ত্রাসের অন্তরালে বিচিত্র প্রতিযোগিতা,* ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০০৬ খ্রি.।

মুফতি মুহাম্মদ তক্বী উসমানী

১৯৭. ***ইসলামের দৃষ্টিতে পারিবারিক ও সামাজিক সংঘাতের কারণ ও সমাধান,*** ঢাকা: ঐতিহ্য প্রকাশনী, জুন ২০০৮ খ্রি.।

মুরাদ হফম্যান

১৯৮. **দি অলটারনেটিভ,** ঢাকা: ই. ফা. বা., ২০০৪ খ্রি.।

রওশন আলী খোন্দকার

১৯৯. **সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় রাসূল (সা),** ঢাকা: ই.ফা.বা., এপ্রিল ২০০৫ খ্রি.।

রিচার্জ এম. ইটন

২০০. **ইসলামের অভ্যুদয় এবং বাংলাদেশ,** অনু. হাসান শরীফ, ই.ফা.বা., ২০০৮ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

আ. র. ম. উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী

২০১. **ইসলাম সন্ত্রাসবাদ রাজনীতি ও প্রশাসন,** ঢাকা: অন্বেষা প্রকাশনী ফেব্রুয়ারি ২০০৬ খ্রি.

শেখ নুরুল ইসলাম

২০২. **পুরুষের চোখে নারী, ঢাকা:** অনির্বাণ প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০০৬ খ্রি.।

শেখ আবদুল জলিল

২০৩. **বাংলাদেশের জীবন ও জীবিকা,** ঢাকা: উত্তরণ প্রকাশনী, জুন ২০০৭ খ্রি.।

শামসুদ্দীন আযহারী

২০৪. **কিতাবুল কাবায়ের** (কুবীরাহ গুনাহ) ঢাকা: জামেয়া প্রকাশনী, মার্চ ২০০৯ খ্রি.।

শ্রী বিজয় চন্দ্র মজুমদার

২০৫. ***প্রাচীন পৃথিবী, কলিকাতা:*** সেন ব্রাদার্স এন্ড কো. লি., ১৯১৮ খ্রি.।

শ্রী শুবোধ চন্দ্র মজুমদার

২০৬. ***বিশ্ব পরিচয়, কলিকাতা:*** দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লি.মি., ১৯৭০ খ্রি.।

শেখ লুৎফর রহমান

২০৭. ***ইসলাম; রাষ্ট্র ও সমাজ,*** ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭ খ্রি.।

সি.এম. আবদুল ওয়াহেদ

২০৮. ***আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য,*** ঢাকা: তামান্না পাবলিকেশন্স, জুন ২০০৪ খ্রি.।

সাইয়েদ কুতুব শহীদ

২০৯. ***ইসলামী সমাজ বিপ্লবের ধারা,*** ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, জানুয়ারি ২০০৩ খ্রি.।

সম্পাদিত

২১০. ***চিকিৎসায় অবহেলা,*** ঢাকা: আইন ও সালিশকেন্দ্র (আসক), ডিসেম্বর ২০০৮ খ্রি.।

সম্পাদিত

Dhaka University Institutional Repository

২১১. *বাংলাদেশে জঙ্গি তৎপরতা ও তার বিচার,* ঢাকা: আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক), এপ্রিল ২০০৭ খ্রি.।

সম্পাদিত

২১২. *ইসলামী আইন,* ঢাকা: ই. ফা. বা., সেপ্টেম্বর ২০০৪ খ্রি.।

সম্পাদিত

২১৩. *মানবাধিকার বাংলাদেশ ২০১০*, ঢাকা: আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক), অক্টোবর ২০০২ খ্রি.।

সম্পাদিত

২১৪. *আইনে নারী নির্যাতন প্রসঙ্গ,* ঢাকা: আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক), জুন ১৯৯৮ খ্রি.।

সম্পাদনা পরিষদ

২১৫. *নুরুল ইসলাম মানিক, সন্ত্রাস প্রতিরোধ ইসলাম,* ঢাকা: ই.ফা.বা., ২০০৫ খৃ.।

সম্পাদনা পরিষদ

২১৬. *বাংলা পিডিয়া বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ,* ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৪ খ্রি.।

সম্পাদিত

২১৭. *বাংলাদেশের সুশাসনের সমস্যা উত্তরণের উপায়,* খ. ২, ঢাকা: ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারি ২০১১ খ্রি.।

সম্পাদিত

২১৮. *সেবাখাতে দুর্নীতি জাতীয় খানা জরিপ ২০১০,* ঢাকা: ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারি ২০১১ খ্রি.।

সম্পাদনা পরিষদ

২১৯. *মুহাম্মদ গোলাম মুস্তাফা, কল্যাণ সমাজ গঠনে মহানবী (সা)* ঢাকা: ই. ফা. বা., এপ্রিল ২০০৫ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

সম্পাদনা

২২০. *বিশ্ব শান্তি ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা:),* ঢাকা: ই. ফা. বা., এপ্রিল ২০০৫ খ্রি.।

সৈয়দ বদরুদ্দোজা

২২১. *হযরত মুহাম্মদ (সা) তাঁহার শিক্ষা ও অবদান*, ঢাকা: ই.ফা. বা., ২০০২ খ্রি.।

সাইয়েদ আবদুল হাই

২২২. *দর্শন ও মনোবিদ্যা পরিভাষা কোষ,* ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮ খ্রি.।

বিমোন দ্য বোভোয়ার

২২৩. *দ্বিতীয় লিঙ্গ,* ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, জুন ২০০৮ খ্রি.।

সরদার শরীফুল ইসলাম

২২৪. *মুসলিম স্পেন,* ঢাকা: ই. ফা.বা., ১৯৪৮ খ্রি.।

সরদার ফজলুল করিম

২২৫. *দর্শন কোষ,* ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৩ খ্রি.।

হারুন-আর-রশিদ

২২৬. *মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং আগ্রাসনের কবলে মুসলিম বিশ্ব,* ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ফেব্রুয়ারি ২০০৮ খ্রি.।

হারুন ইয়াহিয়া

২২৭. *ইসলাম সন্ত্রাসকে নিন্দা করে,* ঢাকা: ই. ফা. বা., এপ্রিল ২০০৯ খ্রি.।

হাসান আইউব

২২৮. *ইসলামের সামাজিক আচরণ,* ঢাকা: আহসান পাবলিকেশন, ফেব্রুয়ারি ২০০৪খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

হাসনা বেগম

২২৯. *নৈতিকতা নারী ও সমাজ,* ঢাকাঃ মাওলা ব্রাদার্স,জানুয়ারি ২০০৩ খ্রি. ।

হারুন-আর-রশিদ

২৩০. ***বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সংকট,*** ঢাকাঃ নওরোজ কিতাবিস্তান, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭ খ্রি. ।

হাসান আলী চৌধুরী

২৩১. **ইসলামের ইতিহাস,** ঢাকাঃ আইডিয়াল লাইব্রেরী, ১৯৮৬ খ্রি. ।

হামজা হুসেন এম. এ.

২৩২. *ক্রিমিনলজি,* ঢাকাঃ হাসান বুক ডিপো, ১৯৯৭ খ্রি. ।

হায়াৎ মামুদ

২৩৩. পৃথিবীর ইতিহাসঃ প্রাচীন যুগ, ঢাকাঃ প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৬ খ্রি. ।

ঘ. বিশ্বকোষ

আহমদ শানতানাবী

২৩৪. *দায়িরাতুল-মা'আরিফ আল-ইসলামিয়্যাহ,* (বৈরূতঃ মাতবা'আতু লাজনাতিত-তরজমা), ১৯৩২ খ্রি. ।

William Benton

235. ***Encyclopaedia of Britannica,*** London: 1968 A.D.

Dhaka University Institutional Repository

Mireca Eliade and Others

236. ***The Encyclopedi of Religion,*** New York: Macmillan Publishing Company, 1987 A.D.

E.J.Brill

237. ***The Encyclopedia of Islam,*** London: 1971 A.D.

238. ***The New Encyclopacdia Britannica,*** USA: Macropedia, 1981 A.D.

H. Hemingway Benton

239. ***The new Encycolpedia of Britannica,*** London: 1974 A.D.

240. ***The New Encyclopedia of Britannica,*** USA: 1986. A.D.

241. ***The Encyclopedia America,*** New York: 1949 A.D.

ঙ. অভিধান

আবুল হাসান আহমদ ইবন ফারিস

২৪২. ***মু'জামু মাকায়ীসিল লুগাত,*** বৈরূত: দারুল জলীল, তাবি।

আহমদ ইবন মুহাম্মদ আল-মুকরী

২৪৩. ***আল-মিসবাহুল-মুনীর, বৈরূত:*** দারুল -কুতুবিল-ইলমিয়্যাহ ১৯৯৪ খ্রি.।

আবদুল কাদির-রাযী

২৪৪. ***মুখতারুস-সিহহা,*** বৈরূত: মাকতাবাহ লিবানন, ১৮৮৭ খ্রি.।

ইবন মানযূর আল-আফরীকী

২৪৫. ***লিসানুল-'আরব,*** বৈরূত: দারু ইহইয়ায়িত-তুররাছিল-'আরাবী, ১৪১৩ হি./১৯৯৩ খ্রি.।

ইসমাঈল ইবন হিমার আল-জাওহারী

২৪৬. ***আস-সিহাহ,*** বৈরূত: দারুল ইলমি লিল মালাঈন, ১৪০৪ হি./১৯৮৪ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান

২৪৭. *বাংলা-ইংরেজী-আরবী ব্যবহারিক অভিধান (আল-কামুসুল ওয়াজীয)*, ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৩ খ্রি.।

ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান

২৪৮. *তিন ভাষার পকেট অভিধান (বাংলা-ইংরেজী-আরবী)*, ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ১৯৯৭ খ্রি.।

ড. ইবরাহীম মাদকূর

২৪৯. *আল-মু'জামুল-ওয়াসীত*, দেওবন্দ: কুতুবখানা হুসায়নিয়া, তা.বি.।

ড. রওয়াস ফাল'আজী

২৫০. *মু'জামু লুগাতিল-ফুকাহা*, করাচী: ইদারাতুল-কুরআন ওয়াল- উলূমিল-ইসলামিয়্যাহ, ১৪০৪ হি.।

ড. মুহাম্মদ এনামুল হক

২৫১. *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৫ খ্রি.।

মাজদুদ্দীন আল-ফীরূযাবাদী

২৫২. *আল-কামূল আল-মুহীত, ইউ. বি.*, কুতুবখানা হুসাইনিয়া, তা.বি.।

মুহাম্মদ মুরতযা আয যুবায়দী

২৫৩. *তাজুল-উরূস*, মিসর: আল-মাতবা'আহ আল-খায়রিয়্যাহ, ১৩০৬ হি.।

মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকী

২৫৪. *আল-মু'জাম আল-মাফহারাস, লি আলফাযিল-কুরআন আল-করীম*, বৈরূত: দারুল-ফিকর, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি.।

লূইস মা'লূফ

Dhaka University Institutional Repository

২৫৫. *আল-মুনজিদ ফী আল-লুগাহ ওয়া আল আ'লাম,* বৈরূত: দারুল মাশারিক ১৯৯৬ খ্রি.।

Edward william lane

২৫৬. ***An Arabic English lexicon***, Beirut: librairci Dulabaris, 1980 A.D.

F.Steingass

২৫৭. ***The student Arabic English Dictionary,*** London: W.h.Allen & Co, 1984 A.D.

Hans Wehr

২৫৮. ***A Dictionary of Modern written Arabic***, New York: spoken language service, 1976 A.D.

Late Sailendra Biswas

২৫৯. ***Samsad English-Bangli Dictionary,*** Culcutta: Shishu sahitya Samsad, 1980 A.D.

Md. Khayrul Anam

২৬০. ***Oxford Shatabdi Science Dictionary***, Dhaka: Saifia prokashani, September 2009 A.D.

P.T. Hughes

২৬১. ***Dictionary of Islam,*** New Delhi: Oriental Books Reprint Corporation, 1976 A.D.

২৬২. ***Dictionary of the History of Ideas,*** New York: Charles, William Little

২৬৩. ***The shorter Oxford English Dictionary,*** London: Oxford clarendon Press, 1973 A.D.

চ. প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত থিসিস

ড. জাকির হোসেন

২৬৪. *বর্তমান আর্থ সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান:* বাংলাদেশ প্রেক্ষিত, পিএইচ.ডি.থিসিস, অক্টোবর ২০০২ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন

২৬৫. *বাংলাদেশের মসজিদঃ* পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, পিএইচ. ডি. থিসিস, ঢা. বি., ২০০৮ খ্রি.

ড. আবূ তাহের মুহাম্মদ মানজুর

২৬৬. *বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষ ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা,* এম.ফিল. থিসিস, ঢা.বি., ২০০৩ খ্রি.।

মোঃ খলিলুর রহমান

১৬৭. *সূরা আল-আসরের আলোকে মানুষের সর্বোত্তম নৈতিক গুণাবলীর বিশ্লেষণ,* এম.ফিল. থিসিস, ই. বি. কুষ্টিয়া, ২০১০ খ্রি.।

ছ. পত্রিকা

২৬৮. **ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা** ৪৪ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৪২৬ হি./২০০৫ খ্রি.।

৪২ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.।

৪২ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.।

৪৩ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.।

৪৪ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৪২৫ হি./২০০৫ খ্রি.।

৪৯ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৪৩১ হি./২০১০ খ্রি.।

৫০ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৪৩১ হি./২০১০ খ্রি.।

৫০ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৪৩২ হি./২০১১ খ্রি.।

২৬৯. ***ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ ৯ম খণ্ড,*** ২য় সংখ্যা, ২০০০ খ্রি.।

৮ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, ১৯৯৯খ্রি.।

৮ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ২০০০ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository